# মসনবীয়ে রুমী

# মসনবীয়ে রূমী

প্রথম দপ্তর

■

প্রথম খণ্ড

লেখক
হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা আবদুল মজীদ
মোহাদ্দেস, জামেয়া কোরআনিয়া
লালবাগ, ঢাকা

এমদাদিয়া পুস্তকালয়

মোঃ আবদুল হামিদ কর্তৃক
এমদাদিয়া পুস্তকালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা
হইতে প্রকাশিত



৬ষ্ঠ মুদ্রণ-(২)
জানুয়ারী, ২০০০ ইং

হাদিয়া ঃ ১৬৫·০০ টাকা মাত্র

ঢাকা, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার প্রবীণ মোহাদ্দেস, আলেমে হক্কানী,
মাহবুবে সোব্হানী, পীরে কামেল, আলহাজ্জ, হাফেয হযরত
**মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ** ছাহেব (হাফেযজী হুযুর)-এর

# দো'আ

بسم الله الرحمن الرحيم

"মসনবীয়ে মাওলানা রূম" ফারসী ভাষায় তাছাওউফ বিষয়ক অতি মূল্যবান কিতাব। ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ, রচনা করিয়াছেন ছুফীকুল শ্রেষ্ঠ, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক কবি আল্লামা জালালুদ্দীন (রঃ) প্রায় সাত শতাধিক বৎসর পূর্বে। গ্রন্থের ভাষা অতি উচ্চাঙ্গের এবং ভাব অতি গভীর বিধায় এযাবৎ ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন আরেফ ও ছুফীয়ায়ে কেরামগণই ইহা হইতে উপকৃত হইয়া আসিতেছেন। এই মূল্যবান কিতাব বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের শোক্র, আজ হইতে ৪৪ বৎসর পূর্বে যে বালক আমার নিকট তাছাওউফের প্রাথমিক ফারসী কাব্য পান্দেনামা আত্তার অধ্যয়ন করিয়াছিল, আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে অত্র মসনবী গ্রন্থের প্রথম দফ্তরের প্রথম অংশ সরল বাংলা ভাষায় রূপ দিয়া "মসনবীয়ে রূমী" নামে সমাজের খেদমতে পেশ করার তওফীক তাহার হইয়াছে। আশা করি, সুধীসমাজ ইহা হইতে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

আল্লাহ্ পাক তাহার এই খেদমত কবুল করুন এবং মসনবী গ্রন্থের বাকী অংশগুলিও সমাজের খেদমতে পেশ করার তওফীক দিন।

আমি দো'আ করি, আল্লাহ্ পাক এই মহাকাব্যের ভাষান্তরকারী, প্রকাশক এবং প্রকাশনায় যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছেন ইহাকে তাঁহাদের সকলেরই নাজাতের উছীলা করুন।

احقر محمد الله عفى عنه

১৯শে জুমাদাল উলা, ১৩৯৮ হিঃ

# উৎসর্গ

ছুফীকুল শিরোমণি, মুরশেদে হক্কানী, আরেফে রব্বানী, যুগশ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেছ, আল্লামা, হাফেয, আলহাজ্জ হযরত মাওলানা যফর আহ্‌মদ ওসমানী (রঃ)-এর অমর রূহের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বঙ্গানুবাদ **মসনবীয়ে রূমী** উৎসর্গ করিলাম।

৩০শে জুমাদাল উলা
১৩৯৮ হিজরী

বান্দা
আবদুল মজীদ ঢাকুবী

# আরয

ফারসী ভাষার এই অমর আধ্যাত্মিক দর্শন কাব্য বাংলা ভাষায় সমাজের খেদমতে পেশ করার আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ দিন পূর্বে আমার অন্তরে জাগরিত হইয়াছিল। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার কথা বিবেচনা করিয়া তাহা বাস্তবায়নে ব্রতী হইতে সাহস পাই নাই। এতদ্ব্যতীত যে সকল মনীষীকে আল্লাহ্ পাক তদীয় কালামে পাকের হেফাযতকারীরূপে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সমপর্যায়ে স্থান লওয়া এ নগণ্যের জন্য ধৃষ্টতা বই আর কিছু নহে। সৌভাগ্যক্রমে ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের প্রেরণায় এই অসম সাহসিক কার্যে অগ্রসর হইলাম। শুধু ভরসা এই যে, ছুফীকুল শ্রেষ্ঠ আলেমে হক্কানী, আরেফে রব্বানী, আল্লামা হযরত হাফেয যফর আহ্‌মদ ওসমানী রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিকট দুইবার মসনবী শরীফের দরসে শরীক হওয়ার তওফীক আল্লাহ্ পাক এ অধমকে দান করিয়াছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত আল্লামা ওসমানী (রঃ) তদীয় দ্বীন দুনিয়ার দিশারী হাকীমুল উম্মত, মোজাদ্দিদে মিল্লাত, শায়খে তরীকত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানবী চিশ্‌তী রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিকট মসনবী শরীফ অধ্যয়ন করিয়াছেন, আর হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) অধ্যয়ন করিয়াছেন তদীয় মুরশেদ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, সুলতানুল আউলিয়া, শায়খুল মাশায়েখ, কুতবুল এরশাদ হযরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী (রঃ)-এর নিকট। হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) ছিলেন এল্‌মে মসনবীর একচ্ছত্র অধিকারী, হকীকত ও মা'রেফাতের সমুদ্র, সুতরাং হযরত হাজী ছাহেবের রূহানী ফয়েযের উৎস ছিলেন হযরত আল্লামা ওসমানী (রঃ) ছাহেব। তাই আল্লাহ্ পাকের রহ্‌মত ও হযরত মাওলানা ওসমানীর রূহানী তাওয়াজ্জোহ্ ও বাতেনী ফয়েযের ভরসায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী হইতে প্রয়াস পাইলাম। মসনবীর ন্যায় মহাগ্রন্থকে ভাষান্তরিত তথা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা এ নগণ্যের জন্য আকাশকুসুম বটে। কেননা, এক ভাষাকে অন্য ভাষায় রূপ দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে; তবে বান্দার কাজ শুধু চেষ্টা করা মাত্র।

মসনবী শরীফের অনুবাদে মাওলানা রূমী (রঃ)-এর যথাযথ ভাব ব্যক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অনুবাদে হযরত মাওলানা নযীর আহমদ আরশী নকশবন্দী (রঃ)-এর ভাষ্য মেফতাহুল ওলুম এবং ব্যাখ্যায় হযরত থানবী (রঃ) প্রণীত কলীদে মসনবীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে তাহা হইবে এই অধমের, ঐ মনীষীদের নহে।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে আকুল প্রার্থনা—তিনি যেন আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ বান্দাগণকে এই অনূদিত গ্রন্থ হইতে ফায়েদা হাছিল করিবার তওফীক প্রদান করেন। আমীন!

বান্দা
আবদুল মজীদ ঢাকুবী
জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা
৩।৫।৮৪ বাং

# অবতরণিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ "আমি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, নিশ্চয়ই আমি (কেয়ামত পর্যন্ত) উহার সংরক্ষণ করিব।" —আল কোরআন

আল্লাহ্ পাকের এই আশ্বাসবাণী আজ চৌদ্দশত বৎসর যাবৎ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়া আসিতেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হইতে থাকিবে।

কোরআন পাকের হেফাযতের ব্যবস্থাস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাগণকে এত প্রখর স্মৃতিশক্তি দান করিয়াছিলেন যে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ মাত্রই উহা হুবহু তাঁহাদের কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। আর হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন কোরআনে পাকের বাস্তবরূপ—অবিকল ছবি।

রসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সাহচর্যের ফলে ও ফয়েযে নববীর উছীলায় ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর পুরাপুরি পদাংকানুসারী, কোরআনে পাকের যাহের বাতেন উভয় দিকেই পূর্ণ অভিজ্ঞ ও ব্যুৎপন্ন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন একাধারে মোহাদ্দেস, মুফাস্‌সের, ফকীহ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পূর্ণ জ্ঞানবান।

পরবর্তী যুগে আল্লাহ্ পাক কোরআনে পাকের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিকের হেফাযতের ও সংরক্ষণের জন্য শ্রেণীবিশেষ সৃষ্টি করেন। লক্ষ লক্ষ কোরআনের হাফেয ও কারী পবিত্র কোরআনের হুবহু শব্দ ও উচ্চারণসমূহের হেফাযত করিয়া আসিতেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাহা অব্যাহত থাকিবে। রসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর হাদীস পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা টীকা-টিপ্পনীসহ কোরআনে পাকের মৌলিক জ্ঞানে পারদর্শী হিসাবে আল্লাহ্ পাক অগণিত মুফাস্‌সেরীন ও মোহাদ্দেসীন পয়দা করিয়াছেন। কোরআন হাদীসের বাহ্য আমলের বিধান সম্বলিত বিষয়াবলীতে দক্ষ ও পারদর্শী হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন বহু আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন ও ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদ।

আর কোরআন হাদীস হইতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং আত্মশুদ্ধির বিধানসমূহে পারদর্শী হওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক সর্বযুগে অগণিত আউলিয়ায়ে কেরাম ও ছুফীকুলের সেলসেলা সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, হযরত হাসান বছরী, হযরত জোনায়েদ বাগদাদী, ইমাম গাযযালী, দার্শনিক কবি মাওলানা রূমী, মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, গাওছে আযম শাহ আবদুল কাদের জিলানী, রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

ইঁহারা সকলেই ছিলেন কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ইঁহারা তাঁহাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করিয়াছেন মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি কল্পে এবং তাহাদের মুক্তির উপায় উদ্ভাবনে। তাঁহারা সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত এবং আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ভণ্ডফকীর দরবেশের খপ্পর হইতে—তরীকত ও মা'রেফতের নামে শয়তানের বিভ্রান্তির কার্যাবলী হইতে সমাজকে বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই ইমাম গায্যালী (রঃ) এহ্ইয়াউল উলুম, কিমিয়ায়ে সাআদাত প্রভৃতি বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মাওলানা রূমী রচনা করিয়াছেন "মসনবী মা'নবী" তাই কবির ভাষায় বলা হয়ঃ

مثنوی مولوی معنوی   هست قرآں بر زبان پهلوی

অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক দর্শন কাব্য মসনবীয়ে রূমী ফারসী ভাষায় কোরআনেরই ব্যাখ্যা।

একথা অনস্বীকার্য যে, শরীঅত ও মা'রেফত একই বস্তু, একটি দেহ অপরটি প্রাণ। একটির অভাবে অপরটির অস্তিত্ব কিছুতেই সম্ভব নহে। মা'রেফতের নামে শরীঅতের আহকাম ও বিধান বর্জনকারী ভণ্ডদের সম্পর্কে আধ্যাত্মিক দার্শনিক মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

اے بسا ابلیس آدم روئے هست   پس بهر دست نباید داد دست

অর্থাৎ, মানুষের আকৃতিতে বহু শয়তান বিচরণ করে। সুতরাং যার তার হাতে মুরীদ হওয়া উচিত নহে। (মাওলানা থানবী [রঃ] প্রণীত তা'লীমুদ্দীন, কছদুছ ছবীল, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী [রঃ] প্রণীত পীরের পরিচয় এবং সলফে ছালেহীনদের এই ধরনের কিতাব দেখিয়া পীর নির্ণয় করা উচিত।)

## মসনবীর বিষয়বস্তু

শরীঅত-মা'রেফতের গূঢ়তত্ত্ব ও গুপ্ত রহস্যের বিস্তারিত বর্ণনায় ছুফীকুল শিরোমণি দার্শনিক কবি মাওলানা রূমী (রঃ) প্রণীত "মসনবী মা'নবী" বিশ্ববিখ্যাত। এই মহাগ্রন্থে বর্ণিত আছেঃ

(১) কোরআন ও হাদীসের আভ্যন্তরীণ দিকের বিশদ ব্যাখ্যা, (২) তরীকত, মা'রেফত ও হাকীকতের গূঢ় রহস্যের বিস্তারিত বর্ণনা, (৩) আল্লাহ্ পাকের এশক-মহব্বত ও আল্লাহ্ পাকের সহিত নিগূঢ় সম্পর্ক দৃঢ় করার সহজ পন্থা, (৪) নফস ও শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা হইতে আত্মরক্ষার উপায়, (৫) আত্মশুদ্ধি ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন করার সহজ পন্থা, (৬) কামেল পীরের সংসর্গে ও সাহচর্যে থাকিয়া আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের প্রতি উৎসাহ এবং ভণ্ডপীরের সাহচর্য এবং অপরিপক্ক মুরশেদের সংস্রব হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ, (৭) চরিত্র সংশোধনের ও আল্লাহ্তে আত্মনিয়োগের সরল ও সহজ পথ, (৮) কিংবদন্তী কাহিনীকে অভিনব ভঙ্গিতে অপরূপ ভাষা-মাধুর্যে মূল্যবান নছীহত-রূপ দান ও (৯) চরিত্র সংশোধক ও আত্মশুদ্ধিকারক অগণিত নছীহত অনুপম অতুলনীয় পদ্ধতিতে সারা বিশ্বের মানব জাতিকে গোমরাহী ও পথ-ভ্রষ্টতার অতল গহ্বর হইতে উত্তোলনপূর্বক উৎকৃষ্ট ও উন্নত চরিত্রের চরম শিখরে পৌঁছাইয়া ও পরকালের স্থায়ী সুখ-শান্তি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসেল করার উপায় বিজ্ঞান ও দর্শনের যথাযথ যুক্তির মাধ্যমে বর্ণনা।

বিনীত
অনুবাদক

## সূচীপত্র

# মসনবীয়ে রুমী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

# উপক্রমণিকা

## মাওলানা রূমীর বর্ণনায় "মসনবীর" পরিচয়

هٰذَا الْكِتَابُ الْمَثْنَوِىُّ الْمَعْنَوِىُّ

এই গ্রন্থখানা মসনবী-মা'নবী নামে আখ্যেয়। মসনবী-মা'নবীর অর্থ—ঐ দ্বিপদী কাব্যগ্রন্থ—যাহাতে রহিয়াছে আধ্যাত্মিক জগতের তথ্যাবলী এবং বাতেনী হালতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনাঃ

وَهُوَ اُصُوْلُ اُصُوْلِ الدِّيْنِ فِىْ كَشْفِ اَسْرَارِ الْوُصُوْلِ وَالْيَقِيْنِ

ইহা (আল্লাহ্ তা'আলার) সান্নিধ্যপ্রাপ্তি এবং (সত্যের প্রতি) বিশ্বাস অর্জনের গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনায় গভীর তথ্যপূর্ণ ধর্মীয় মূলনীতিসমূহের সমাবেশ। (অর্থাৎ, হেদায়া ও দুররে মুখতার কিতাবদ্বয় যেরূপ এল্‌মে শরীয়তের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ, তদ্রূপ মসনবী-মা'নবী কিতাবটিও এল্‌মে তাছাওউফের প্রাণবস্তু এবং ধর্ম-কর্ম শাখার মৌলিক বিষয়সমূহের সারপদার্থ।)

وَهُوَ فِقْهُ اللهِ الْاَكْبَرُ وَشَرْعُ اللهِ الْاَزْهَرُ وَبُرْهَانُ اللهِ الْاَظْهَرُ

ইহা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রধান ফেকাহ্ এবং তাঁহার সর্বাধিক সমুজ্জ্বল শরীয়ত আর তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট দলীল।

(শরীয়তের পরিভাষায় ফেকাহ্ শব্দের অর্থ—শরীয়তের খাছ আহ্‌কাম সম্বন্ধীয় এল্‌ম। এতদ্ভিন্ন ফেকাহ্ শব্দের আরও একটি অর্থ রহিয়াছে—উহা হইল ধর্ম ও মযহাব সম্বন্ধীয় বোধ-শক্তি এবং জ্ঞান। এই অর্থে শরীয়তের আহ্‌কাম ও তাছাওউফ সম্বন্ধীয় উভয় প্রকারের এল্‌মই ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ফেকাহ্ বলিতে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, মসনবী-মা'নবী গ্রন্থে যথাসম্ভব উচ্চস্তরের ধর্মীয় জ্ঞান, তথা আহ্‌কামে শরীয়ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। মসনবী শরীফের মধ্যে এল্‌মে ফেকাহ্র অন্তর্ভুক্তির দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত হইয়াছে যে, এল্‌মে শরীয়ত এবং এল্‌মে তাছাওউফ ও মা'রেফত পরস্পর বিরোধী দুইটি শাস্ত্র নহে, যেমন মূর্খ লোকেরা মনে করিয়া থাকে ; বরং তাছাওফ স্বয়ং শরীয়ত। এল্‌মে শরীয়ত অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করার নাম তাছাওউফ। ইহাতে শরীয়তেরই পূর্ণতা সাধন হয়।

অর্থাৎ, তাছাওউফ শরীয়তের সেই সর্বোচ্চ স্তরের নাম—যাহা বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই লাভ করিয়া থাকেন। সাধারণ শ্রেণীর লোকের পক্ষে উহা আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। এই কারণেই শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাছাওউফ হাসিল করা সকলের জন্য ফরয নহে। পক্ষান্তরে এল্‌মে আহ্‌কাম অর্থাৎ, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আমল করা সকল বোধমান ও বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের জন্য ফরয।)

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ يُّشْرِقُ اِشْرَاقًا اَنْوَرُ مِنَ الْاِصْبَاحِ

এই কিতাবটির আলো সেই প্রদীপ সদৃশ—যাহা কোন উচ্চস্থানে রক্ষিত হইয়াছে, যাহার আলো উষার আলোর চেয়েও অধিক দীপ্তিমান। (ইহার তাৎপর্য এই যে, উচ্চস্থানে রক্ষিত প্রদীপ যেমন বহুদূর পর্যন্ত আলো বিস্তার করিয়া থাকে, এই কিতাবের প্রত্যেকটি শব্দ এবং উহার অন্তর্নিহিত অর্থও তদ্রূপ জ্ঞানের আলো বিস্তার করে। ইহার আলো উষার আলোর চেয়ে অধিক দীপ্তিমান হওয়ার অর্থ এই যে, উষার আলোতে শুধু ইহলৌকিক বস্তুসমূহই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই কিতাবের আলো ইহলৌকিক বস্তুসমূহ ব্যতীত পারলৌকিক বস্তুসমূহের উপর হইতেও পর্দা উন্মোচন করিয়া দেয়।)

وَهُوَ جِنَانُ الْجَنَانِ ذُوالْعُيُوْنِ وَالْاَغْصَانِ

এই কিতাবটি অন্তরের জন্য বেহেশ্‌তস্বরূপ, যাহাতে কানায় কানায় ভরা নহরসমূহ এবং সবুজ ও সতেজ ডালসমূহ রহিয়াছে। (অর্থাৎ, ইহা আনন্দবর্ধক বিষয়বস্তুসমূহ এবং অন্তরকে সতেজকারী মর্মার্থের প্রেক্ষিতে যেন তাছাওউফ ও মা'রেফতের জান্নাত বা স্বর্গোদ্যান। আর তাছাওউফ ও মা'রেফতের সম্পর্ক যেহেতু অন্তরের সঙ্গে, কাজেই এই কিতাবের নাম হইল, "অন্তরের বাগান বা অন্তরোদ্যান"।)

فِيْهَا عَيْنٌ تُسَمّٰى عِنْدَ اَبْنَاءِ هٰذَا السَّبِيْلِ سَلْسَبِيْلًا وَّعِنْدَ اَصْحَابِ الْمَقَامَاتِ وَالْكَرَامَاتِ خَيْرًا مُّقَامًا وَّاَحْسَنَ مَقِيْلًا

এই গ্রন্থখানি (বেহেশ্‌তের নহরসমূহের) একটি নহর, যাহাকে মা'রেফত ও তরীকতপন্থীদের সাল্‌সাবীল বলা হয়। আর তরীকতের পথে যাঁহারা উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া বুযুর্গী লাভ করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের জন্য একটি উচ্চস্তরের আরামপ্রদ স্থান।

(তরীকত ও মা'রেফতের 'ইব্‌নে সবীল' বা মুসাফির ঐ ছুফীকে বলা হয়, যিনি তরীকতের মকাম বা স্তর অতিক্রম করার কাজে ব্যাপৃত আছেন। ছাহেবে মকাম ঐ ছুফীকে বলা হয়, যিনি কামেল ছুফী, বাতেনী কামালাত তাঁহার মধ্যে পুরাপুরি বিদ্যমান, আহ্‌কামে শরীয়তের পূর্ণমাত্রায় পাবন্দ, নফস, রূহ ইত্যাদির হাল ও অবস্থাসমূহ তাঁহার পূর্ণ আয়ত্তে। সাল্‌সাবীল অর্থ মহব্বত ও মা'রেফতের মদিরা।)

اَلْاَبْرَارُ مِنْهُ يَاْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَالْاَحْرَارُ مِنْهُ يَفْرَحُوْنَ وَيَطْرَبُوْنَ

পূত-পবিত্র ব্যক্তিগণ এই উদ্যানের ফল ভোগ করেন এবং এই নহরের সুধা পান করেন। আর স্বাধীন লোকেরা ইহা হইতে আনন্দ লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হন।

وَهُـوَ كَنِيْـلِ مِصْرَ شَرَابٌ لِّلصَّـابِـرِيْنَ وَدَمٌ وَّحَسْرَةٌ عَلٰى اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالْكَافِرِيْنَ

এই কিতাবখানি মিসরের নীল-নদের মত, ধৈর্যশীলদের জন্য সুপেয় ও তৃষ্ণানিবারক পানীয়-স্বরূপ। আর কাফেরদের জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার এবং আক্ষেপের বস্তুস্বরূপ। (বস্তুতঃ নীল-নদ সত্য পথে পিপাসায় কষ্ট ভোগকারীদের জন্য পিপাসার শান্তি, আর ফেরআউন ও তাহার সৈন্য-সামন্তের জন্য ধ্বংস, আর অবশিষ্ট কাফেরদের জন্য মহা পরিতাপের বস্তু। এই কিতাবখানিও তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের উপর ধৈর্যশীল নেক লোকদিগকে শান্তি-সুধা পান করাইয়া থাকে। আর বে-দ্বীন ও অবাধ্য লোকদিগকে আরও অধিক ভয়াবহ ঘূর্ণিপাকের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।) যেমন—আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا

তিনি ইহা দ্বারা অনেক লোককে বিপথগামী করেন, আর অনেক লোককে ইহা দ্বারা হেদায়ত দান করেন।

وَاِنَّهٗ شِفَاءُ الصُّدُوْرِ وَجَلَاءُ الْاَحْزَانِ وَكَشَّافُ الْقُرْاٰنِ

নিঃসন্দেহে এই কিতাবখানি মনের নানাবিধ সংশয়-সন্দেহ রোগের আরোগ্যকারী, চিন্তা ও পেরেশানীসমূহ অপহরণকারী এবং কোরআন পাকের ভাবার্থ ও মর্মার্থসমূহ প্রকাশকারী। (অর্থাৎ, আকায়েদ সংক্রান্ত গভীর সূক্ষ্ম মাসআলাগুলি সম্পর্কে এবং তরীকতের গভীর রহস্যাবলী সম্বন্ধে যেসমস্ত সন্দেহের উদ্রেক হয়, মসনবী কিতাবখানি উহা দূর করিয়া দেয়। ছবর, তাওয়াক্কুল, আল্লাহ্র রেযামন্দী, আনুগত্য ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া পার্থিব চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী হইতে মুক্তি প্রদান করে, আর কোরআন শরীফের কঠিন ও জটিল বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে।)

وَسْعَةُ الْاَرْزَاقِ وَطَيِّبُ الْاَخْلَاقِ

(এই কিতাবখানির পাঠক ও তদনুযায়ী আমলকারী) প্রচুর রিয্ক প্রাপ্ত হয়। কেননা, ইহা শুক্র ও ছবর শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে, আর শুক্রকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা রহিয়াছে—শুক্র করিলে আমি তোমাদিগকে আরও দান করিব। আর ছবর সম্পর্কে নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ছবর প্রাচুর্যলাভের কুঞ্জি।

بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ يَمْنَعُوْنَ بِاَنْ لَّايَمَسَّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

لَايَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ

এই কিতাবখানি এমন বিশিষ্ট লিখকদের হাতে থাকার উপযোগী, যাহারা বুযুর্গ এবং নেককার, যাহারা বারণ করিয়া থাকেন যে, পবিত্র লোকগণ ব্যতীত যেন কেহ এই কিতাবখানি স্পর্শ না করে। ইহার বিষয়বস্তুসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে অন্তরে উদিত হইয়াছে। কোন বাতেল বিষয় ইহার মুকাবেলাও করিতে পারে না, ইহার পিছনেও লাগিতে পারে না।

وَاللّٰهُ يَرْصُدُهٗ وَيَرْقُبُهٗ وَهُوَ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

আল্লাহ্ তা'আলা ইহার হেফাযত করিবেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি উত্তম নেগাহ্বান এবং সর্বাধিক দয়ালু।

وَلَهُ اَلْقَابٌ اُخَرُ لَقَّبَهُ اللّٰهُ بِهَا لَايَسَعُهَا اِحَاطَةُ التَّحْرِيْرِ وَاقْتَصَرْنَا عَلٰى هٰذَا اَلْقَلِيْلُ يَدُلُّ عَلَى الْكَثِيْرِ وَالْجُرْعَةُ تَدُلُّ عَلَى الْغَدِيْرِ وَالْحُفْنَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَيْدِ الْكَبِيْرِ

আল্লাহ্ তা'আলা এই কিতাবটির আরও বহু নাম নির্ধারণ করিয়াছেন। উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। আমরা এই সামান্য কয়েকটি নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিতেছি। এই সামান্য হইতেই প্রচুরের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কেননা, এক চুমুক পানি বিরাট জলাশয়ের এবং এক মুষ্টি খাদ্যসামগ্রী বিরাট স্তূপের সন্ধান দিতে পারে।

(মাওলানা আরও বলেন,) আর এই কিতাবখানি স্থায়ী থাকুক, যে পর্যন্ত নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য উদিত হইতে থাকে, যেন ইহা হইতে সাহায্য লাভ করিতে পারে অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকগণ, খোদাতত্ত্ব জ্ঞানীগণ, স্বচ্ছ ও পবিত্র অন্তরবিশিষ্ট লোকগণ, আসমানের দিকে রূহানীরূপে আরোহণ-কারীগণ, আরশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীগণ—যাঁহারা আপাদ-মস্তক নূরই নূর। যাঁহারা হাকীকতের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া নীরবতা অবলম্বনকারী, অদৃশ্য জগতের বিচিত্র দৃশ্য ও বস্তুসমূহ অবলোকনকারী, যাঁহারা জড়জগতের অবস্থা হইতে গায়েব, আল্লাহ্ তা'আলার সন্নিধানে উপস্থিত, গুদড়ী পরিহিত অবস্থায় বাদশাহ্, ফযীলতে সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বে এবং দলীল-প্রমাণে সর্বাপেক্ষা অধিক সমুজ্জ্বল। দুর্বল বান্দা আল্লাহ্র রহমতের মুখাপেক্ষী অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন বলখী—আল্লাহ্ তাহার আমল কবূল করুন—বলিতেছে,

اِجْتَهَدْتُ فِىْ تَطْوِيْلِ الْمَنْظُوْمِ الْمَثْنَوِىِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْغَرَائِبِ وَالنَّوَادِرِ وَغُرَرِ الْمَقَالَاتِ وَدُرَرِ الدَّلَالَاتِ وَطَرِيْقَةِ الزُّهَّادِ وَحَدِيْقَةِ الْعُبَّادِ قَصِيْرَةَ الْمَبَانِىْ كَثِيْرَةَ الْمَعَانِىْ

(মাওলানা বলেন,) এই মসনবী কিতাবখানির বিষয়বস্তু সংগ্রহে প্রচুর আয়াস স্বীকার করিয়াছি। ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ, আলোকোজ্জ্বল বাণীসমূহ, মণিমুক্তাসদৃশ হেদায়তের বাণী, সংসারত্যাগী যাহেদগণের তরীকা, আবেদ ও দরবেশগণের এবাদতের বাগিচা, ইহার ভিত্তিমূল (শব্দ) সীমাবদ্ধ; কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত ভাব অসীম।

لِاسْتِدْعَاءِ سَيِّدِىْ وَسَنَدِىْ ....... حُسَامُ الْحَقِّ وَالدِّيْنِ

(মাওলানা আরও বলেন,) আমি এই মসনবী কিতাবখানি রচনা করিয়াছি এমন একজন মহাপুরুষের ইঙ্গিতে, যিনি আমার পৃষ্ঠপোষক, আমার ভরসাস্থল, আমার দেহের প্রাণস্বরূপ, আমার দুনিয়া ও দ্বীনের সম্বল, তিনি বুযুর্গ তত্ত্বজ্ঞানীদের অগ্রণী, হেদায়ত এবং একীনের ইমাম, আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাগণের সাহায্যকারী, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীগণের অন্তরসমূহের আমানতদার, আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্র আমানত, বান্দাগণের মধ্য হইতে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত, আল্লাহ্র নবীর জন্য আল্লাহ্র ওসিয়ত, আল্লাহর খাঁটি বন্ধুর নিকট আল্লাহ্ তা'আলার গোপন রহস্য, আরশের ভাণ্ডারের কুঞ্জি, যমীনের ভাণ্ডারসমূহের আমানতদার আবুল ফাযায়েল হুসামুল হক্কে ওয়াদ্দীন হাসান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাসান বলখী, যিনি "ইবনে আখী" নামে প্রসিদ্ধ।

— ■ —

# দার্শনিক কবি আল্লামা রূমীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

**বংশ-পরিচয় ঃ**

মাওলানা রূমীর নাম মোহাম্মদ, উপাধি জালালুদ্দীন। পিতার নাম মোহাম্মদ, উপাধি সুলতান বাহাউদ্দীন ওলাদ। পিতামহের নাম হোসাইন বলখী। তিনি উত্তর ইরানের বলখ নগরের অধিবাসী ছিলেন।

রূমীর বংশগত সম্পর্ক উপরের দিকে নবম ধাপে হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত যাইয়া মিলিত হয় এবং মাতার দিক দিয়া হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সাথে মিলিত হয়। মোটকথা, তিনি পিতার দিক দিয়া সিদ্দীকী আর মাতার দিক দিয়া আলাবী।

মাওলানা রূমীর পিতামহ হোসাইন ইব্‌নে আহমদ অতি উচ্চ পর্যায়ের ছুফী এবং বুযুর্গ লোক ছিলেন। তদানীন্তন সুলতান এবং বাদশাহ্‌গণ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। খোরাসান হইতে ইরাক পর্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্যের মহাপ্রতাপশালী বাদশাহ্‌ মোহাম্মদ শাহ্‌ খাওয়ারেযমী স্বীয় কন্যা মালাকায়ে জাহানকে তাঁহার সহিত বিবাহ্‌ দিয়াছিলেন। মাওলানা রূমীর বুযুর্গ পিতা সুলতান বাহাউদ্দীন ওলাদ এই শাহ্‌যাদীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান বাহাউদ্দীন ওলাদও তৎকালের উচ্চশ্রেণীর ওলী, বিজ্ঞ আলেম এবং জনসাধারণের লক্ষ্যস্থল ছিলেন। মাওলানা রূমী হইলেন উপরে বর্ণিত বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ্‌ খাওয়ারেযমীর দৌহিত্র।

**রূমীর জন্ম ঃ**

মাওলানা রূমী খোরাসানের অন্তর্গত বলখ শহরে ৬০৪ হিজরীর ৬ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের বসবাস বলখেই ছিল।

মাওলানা রূমীর পিতা সুলতান বাহাউদ্দীন ওলাদ যৌবন বয়সেই খ্যাতনামা আলেম, পারদর্শী মুফতী ছিলেন। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তথা সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। সমগ্র খোরাসানের জটিল ও কঠিন ফতওয়ার সমস্যাবলীর সমাধান তিনি করিতেন। তাঁহার উপাধি ছিল সুলতানুল উলামা। কোন এক শুভ রাত্রিতে বলখ শহরের ৩০০ (তিন শত) খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণ একযোগে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন—দো-জাহানের সরদার রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সবুজ বর্ণের তাঁবুর অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পার্শ্বে সুলতান বাহাউদ্দীন ওলাদ উপবিষ্ট, নবীজীর বিশেষ অনুকম্পা ও মেহেরবানীর স্নেহাশিসে ধন্য হইতেছেন। এমন কি, হুযুরের মোবারক মুখনিঃসৃত বাণী ছিল—আমি বাহাউদ্দীনকে "সুলতানুল উলামা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া দিলাম।

প্রভাতে সমস্ত আলেম, মুফতীগণ সুলতানুল উলামাকে এই শুভ স্বপ্ন ব্যক্ত করার জন্য এবং অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য তাঁহার খেদমতে হাযির হইলেন। তিনি বলিলেন, বেশ! আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মুবারকে শোনার পর তো আপনাদের বিশ্বাস হইল যে, আমি "সুলতানুল উলামা।" সুলতানুল উলামা অর্থ আলেমকুলের সম্রাট।

তাঁহার এল্‌মী মজ্‌লিসের নিয়ম-পদ্ধতি শাহী ধরনের ছিল। ভোর হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সাধারণ দর্‌স্‌, পাঠদান এবং যোহরের পর বিশিষ্ট সহচরদের সমক্ষে এল্‌ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও গূঢ়রহস্য বর্ণনা করিতেন। সোমবার ও শুক্রবার সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নছীহত করিতেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে ভয় ও ভীতির চিহ্ন প্রকট ছিল। মনে হইত যে, আখেরাতের ফেকেরে তিনি সর্বদা চিন্তান্বিত।

**রূমীর পিতার দেশত্যাগঃ**

সুলতানুল উলামা বাহাউদ্দীন ওলাদের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ওয়ায-নছীহতের প্রতিক্রিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। মুরীদ ও ভক্তদের সংখ্যা অগণিত হারে বাড়িয়া চলিল।

সুলতানুল উলামা বাহাউদ্দীন ওলাদ স্বীয় ওয়াযের মধ্যে ইউনানী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের নিন্দাবাদে বলিতেন, কিছু কিছু লোক আসমানী কিতাব উপেক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকদের নিরর্থক উক্তিসমূহকে নিজেদের মত ও পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। এই ধরনের লোক কিরূপে মুক্তি ও নাজাতের আশা করিতে পারে?

জনসমক্ষে এই নিন্দাবাদের কারণে বাহ্যিক এল্‌মের পণ্ডিতগণের অন্তরে আঘাত লাগিল। তাহারা সুলতানুল উলামার প্রতি বিরূপভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেহেতু তৎকালীন বলখের বাদশাহ মোহাম্মদ খাওয়ারেযম শাহ্‌ ছিলেন সুলতানুল উলামা বাহাউদ্দীন ওলাদের আত্মীয় ও ভক্ত; সুতরাং রাজদরবারে সুলতানুল উলামার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করার সুযোগ তাহারা পাইত না।

ঘটনাক্রমে একদিন বাদশাহ্‌ সুলতানুল উলামার সহিত সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে তাঁহার খেদমতে হাযির হইয়া দেখিলেন, বিরাট জনতার ভীড়।

বাহ্য এল্‌মের একজন দার্শনিক আলেম বাদশাহের মোসাহেব হিসাবে সঙ্গে ছিলেন। বাদশাহ্‌ তাঁহাকে বলিলেনঃ জনতার এত বড় ভীড়—আলেম, ফাযেল, আমীর সরদার সমন্বয়ে বিরাট জন-সমাবেশ! আলেম সাহেব সুযোগ বুঝিয়া তীর ছুঁড়িলেন। তিনি বলিলেনঃ জি হুযূর! ইহার কোন ব্যবস্থা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে রাজকীয় ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার প্রবল আশংকা রহিয়াছে।

বাদশাহ্‌ খাওয়ারেযমের অন্তরে আলেম সাহেবের এই উক্তিটি রেখাপাত করিল। বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি করা উচিত? আলেম সাহেব পরামর্শ দিলেন যে, ধনভাণ্ডার এবং দুর্গসমূহের চাবিগুচ্ছ সুলতানুল উলামা সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলুন, লোকজন তো সকলেই আপনার, আমার কাছে তো শুধু চাবিগুলি; সুতরাং এগুলিও আপনিই নিয়া নিন। প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করা হইল। সুলতানুল উলামা (রঃ) এই পয়গাম শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে বলিলেনঃ ইসলামের বাশাহ্‌কে আমার সালাম জানাইয়া বলিবেন, এই অস্থায়ী রাজত্বের ধনভাণ্ডার, লোক-লস্কর বাদশাহগণেরই উপযোগী, আমরা ফকির-দরবেশ। ইহাদের সহিত আমাদের কি সংস্রব? আমি অতি সন্তুষ্টচিত্তে দেশত্যাগ করিতেছি। আগামী শুক্রবার ওয়ায করার পর দেশান্তরিত হইব। বাদশাহ্‌ পরম সুখে ও সন্তুষ্টচিত্তে এখানে সাঙ্গপাঙ্গ ও দোস্ত-আহ্‌বাবসহ পরমানন্দে রাজত্ব করুক।

এই সংবাদ দাবানলের ন্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। বলখ শহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ইহাতে বাদশাহ অত্যন্ত শংকিত হইয়া পড়িলেন। বাদশাহ সুলতানুল উলামা (রঃ) সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। রাত্রে বাদশাহ্‌ স্বয়ং তাঁহার খেদমতে হাযির হইয়া তাঁহাকে দেশান্তরের সংকল্প

পরিত্যাগ করার জন্য সকাতরে নিবেদন করিলেন; কিন্তু মাওলানা রহমতুল্লাহি আলাইহ স্বীয় সংকল্পে দৃঢ়পদ রহিলেন এবং বাদশাহ্র আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন।

নিরুপায় হইয়া বাদশাহ্ করজোড়ে অনুরোধ করিলেন, আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অন্ততঃ এতটুকু করিবেন যে, জনসাধারণের অগোচরে আপনি এ কাজ করিবেন, অন্যথায় দেশে ভীষণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। মাওলানা (রঃ) এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। মাওলানা শুক্রবার ওয়ায করিলেন, ওয়াযের মধ্যে খাওয়ারেযম শাহের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া গেলেন যে, আমার যাওয়ার পর মঙ্গোলিয়ার রাজা এই বলখ শহর ভস্মীভূত করার জন্য আসিতেছে। ওয়াযের পর বিশিষ্ট মুরীদগণের মধ্য হইতে ৩০০ (তিন শত) জন মুরীদকে সঙ্গে লইয়া হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সুলতানুল উলামার দেশত্যাগ করার কিয়ৎকাল পরেই মঙ্গোলিয়ার অগণিত তাতারী সৈন্য বলখ আক্রমণ করিল। এই সংঘর্ষে বলখের দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইল। সমগ্র দেশ ছারখার হইয়া গেল।

এদিকে মাওলানা হিজরতের পথে যেখানেই পৌঁছিতেন, তথাকার আমীর-উমারা ও রঈস লোকগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করিতেন এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেন। এইরূপে ৬১০ হিজরী সনে তিনি নিশাপুরে উপনীত হইলেন।

**সুলতানুল উলামা (রঃ) নিশাপুরেঃ**

নিশাপুরে হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রঃ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তখন মাওলানা রূমীর বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। কিন্তু শৈশবেই তাঁহার ললাটে সৌভাগ্য ও বুযুর্গীর লক্ষণ প্রতিভাত হইতেছিল। খাজা ফরীদুদ্দীন সুলতানুল উলামা শেখ বাহাউদ্দীন ওলাদকে বলিলেন, এই সুযোগ্য রত্নটির প্রতি অবহেলা করিবেন না। তিনি স্বরচিত কিতাব "গওহারনামা" মাওলানা রূমীকে দান করিয়া বলিলেনঃ অদূর ভবিষ্যতে এই কিশোর দগ্ধীভূত অন্তরবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিবে। খাজা সাহেবের বাণী এইঃ

زود باشد که این پسر آتش برسوختان عالم برزند

সুলতানুল উলামা মাওলানা বাহাউদ্দীন ওলাদের মুরীদগণের মধ্যে সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীন তিরমিযী বড়ই তত্ত্বজ্ঞানী এবং উচ্চ শ্রেণীর আলেম ছিলেন। মাওলানা রূমীর পিতা তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা, ও তরবিয়তের ভার উক্ত সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীনের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। মাওলানা অধিকাংশ বিষয়ের শিক্ষালাভ সাইয়্যেদ সাহেবের নিকট হইতেই করিয়াছিলেন; আর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন স্বীয় বুযুর্গ পিতার নিকট হইতে।

**সুলতানুল উলামার হজ্জব্রত পালনঃ**

অনন্তর মাওলানা রূমীর পিতা সুলতানুল উলামা (রঃ) নিশাপুর হইতে বাগদাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। কয়েক বৎসর তথায় অবস্থানের পর হেজায অভিমুখে রওয়ানা হন এবং মক্কা শরীফ উপস্থিত হইয়া হজ্জব্রত পালন করেন। অতঃপর মদীনা শরীফে গিয়া রওযা পাক যিয়ারত করেন; তদনন্তর সিরিয়া হইয়া যানজানে আসেন এবং যানজান হইতে বাহির হইয়া কয়েকটি শহর ভ্রমণপূর্বক অবশেষে মালাতিয়া উপস্থিত হন। তথায় আকশহর অঞ্চলে তিনি চার বৎসর অবস্থান করেন এবং এল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত থাকেন। অবশেষে কাউনিয়ার অন্তর্গত লারিন্দা এলাকায় চলিয়া আসেন।

**মাওলানা রূমীর বিবাহঃ**

লারিন্দায় অবস্থানকালে হিজরী ৬২৩ সনে মাওলানা রূমী (রঃ) সমরকন্দ নিবাসী মাওলানা শরফুদ্দীন সাহেবের কন্যা জাওহার খাতুনের সহিত শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৯ বৎসর। ঐ বৎসরই মাওলানা রূমীর প্রথম সন্তান বাহাউদ্দীন সুলতান ওলাদ জন্মগ্রহণ করেন। এই বিবির গর্ভে মাওলানা রূমীর আরও দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানার তিন জন সন্তানের নামঃ

১। বাহাউদ্দীন মোহাম্মদ সুলতান ওলাদ।

২। আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।

৩। মুযাফফরুদ্দীন।

মাওলানা রূমীর এই পত্নীর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় বিবাহ কেরা খাতুন কাউনাবীর সহিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিবির গর্ভে একমাত্র কন্যা মালাকা খাতুন জন্মগ্রহণ করেন।

সন্তানগণের মধ্যে বাহাউদ্দীন ছিলেন সমধিক মুত্তাকী-পরহেযগার, সাহেবে-দেল ও খোদাভক্ত। মাওলানা রূমীর তিরোধানের পর ইনিই মাওলানার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

**মাওলানা রূমীর পিতার কাউনিয়ায় অবস্থানঃ**

রূমের বাদশাহ্ আলাউদ্দীন কায়কোবাদের আন্তরিক অনুরোধে মাওলানার পিতা সুলতানুল উলামা (রঃ) ৬২৬ হিজরীতে কাউনিয়া শুভাগমন করেন। মাওলানা রূমীর বয়স তখন ২২ বৎসর।

কাউনিয়ায় তশ্‌রীফ আনিলে বাদশাহ্ স্বয়ং শাহীমহলের সন্নিকটে ঘোড়া হইতে নামিয়া নগ্ন পায়ে সাতিশয় বিনয় ও নম্রতার সহিত সুলতানুল উলামাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

বাদশাহ্ শাহীমহলেই মাওলানা সুলতানুল উলামার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে চাহিলে মাওলানা সুলতানুল উলামা বলিলেন, আমরা এল্‌মপিপাসু লোক, মাদ্রাসায় অবস্থান করা আমাদের পছন্দনীয়। সুতরাং কাউনিয়ার মাদ্রাসায় তিনি অবস্থান করিলেন।

**সুলতানুল উলামার ইন্তেকালঃ**

বাদশাহ্ বহু আমীর-উমারাসহ তাঁহার মুরীদ হইলেন। দুই বৎসরকাল কাউনিয়ায় অবস্থান করার পর ৬২৮ হিজরী সনে মাওলানা রূমীর পিতা সুলতানুল উলামা মাওলানা বাহাউদ্দীন ওলাদ (রাঃ) সারা বিশ্বকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। মাওলানা রূমীর বয়স তখন ২৪ বৎসর।

এ যাবৎ মাওলানা রূমী স্বীয় পিতার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট যাহেরী এবং বাতেনী এল্‌ম অর্জন করিতে থাকেন। মাওলানা রূমী ২২ বৎসর বয়সে কাউনিয়ায় উপস্থিত হন। পরবর্তী যুগে এই কাউনিয়া ছিল মাওলানার স্থায়ী বাসস্থান।

**মাওলানার মাদ্রাসা স্থাপনঃ**

বাদশাহের উযীর ও প্রাক্তন গৃহশিক্ষক আমীর বদরুদ্দীন গহরতাশ মাওলানা রূমীর জ্ঞানের গভীরতা এবং খোদাপ্রদত্ত মেধা ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতা অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি মাওলানা রূমীর জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং প্রচুর সম্পদ এই মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন। মাদ্রাসার নাম রাখা হইল—মাদ্রাসায়ে খোদাওয়ান্দেগার।

সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদ মাওলানা রূমীর অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কাউনিয়ার দুর্গ নির্মাণের পর মাওলানা রূমীকে উহা পরিদর্শন করার আহ্বান জানাইলে মাওলানা বলিলেনঃ জলপ্রবাহ হইতে বাঁচিবার এবং শত্রুর আক্রমণ

প্রতিরোধের উত্তম পন্থা ও ব্যবস্থা বটে; কিন্তু নির্যাতিত লোকদের বদ-দো'আর তীর হইতে রক্ষা পাওয়ার পথ কি? যাহা লক্ষ-কোটি গুম্বদ ও কাঙ্গারু ভেদ করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া জগতকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ন্যায় ও সুবিচারের দুর্গ নির্মাণ করুন, দ্বীন ও দুনিয়ার শক্তি ও উপকারিতা উহাতে নিহিত আছে। বাদশাহের অন্তরে এই নছীহত গভীর রেখাপাত করিল।

মাওলানার পিতার ইন্তেকালের পর বাদশাহ, পাত্র-মিত্র, উলামা-মাশায়েখ সকলের সম্মিলিত ঐক্যমতে মাওলানা রূমী পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, তালীম-তরবীয়তের কাজ পুরাদমে চলিতে লাগিল।

**শেখ ও মুরশিদরূপে রূমীর উস্তাদ ঃ**

এদিকে মাওলানার পিতা শেখ বাহাউদ্দীনের যখন ইন্তেকাল হয়, তখন মাওলানার উস্তাদ সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীন স্বীয় দেশ তিরমিযে অবস্থান করিতেছিলেন। মাওলানার পিতার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তিরমিয হইতে কাউনিয়ায় আগমন করেন।

দীর্ঘ দিন পর উস্তাদ-শাগরেদের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আত্মহারা হইয়া রহিলেন। অতঃপর উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলে সাইয়্যেদ সাহেব মাওলানা রূমীর জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন দেখিলেন যে, মাওলানা এল্‌মের সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তখন বলিলেন, এখন শুধু বাতেনী এল্‌ম বাকী রহিয়াছে। উহা তোমার পিতা আমার নিকট আমানত রাখিয়া গিয়াছেন। আমি তোমাকে উহা দান করিতেছি। মাওলানা রূমীর পিতার ইন্তেকালের পর তিনি তরীকতের মকাম ও স্তরগুলি সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীন হইতে অতিক্রম করিয়াছেন। দীর্ঘ নয় বৎসর মাওলানা তাঁহার সাহচর্যে থাকার পর হিজরী ৬৩৭ সালে মাওলানা বুরহানুদ্দীন (রঃ) ইন্তেকাল করেন।

**উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য মাওলানার**
**সিরিয়া গমন ঃ**

৬৩০ হিজরী সনে ২৪ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পর মাওলানা রূমী (রঃ) জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য সিরিয়া গমন করেন। তথায় হলবের হালাবিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে থাকিয়া মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ছাত্র-জীবনেই তিনি সাহিত্য, ফেক্কাহ্, হাদীস, তফসীর এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও তর্ক-শাস্ত্রে এমন পূর্ণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, যেকোন জটিল ও কঠিন মাসআলা উপস্থিত হইলে তাহা যদি কেহ সমাধান করিতে না পারিত, তবে লোকে মাওলানা রূমীর নিকট লইয়া আসিত। তিনি অতি সহজে উহার সমাধান করিয়া দিতেন। এত সুশৃঙ্খল ও নিখুঁতভাবে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে তিনি বর্ণনা করিতেন, যাহা কোন কিতাবে পাওয়া যাইত না।

**সিরিয়া হইতে মাওলানা রূমীর**
**দামেশকে গমন ঃ**

হলব হইতে মাওলানা রূমী দামেশকে চলিয়া যান। তথায় মুকাদ্দাসিয়া মাদ্রাসায় অবস্থান করিতে থাকেন। তৎকালে দামেশক ছিল আলেম-উলামা ও মাশায়েখদের আবাসস্থল। তিনি শেখ মুহীউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী, শেখ ওসমান রূমী, শেখ ছদরুদ্দীন কাউনাবী প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত আলেম ও মাশায়েখে কেরামের সাহচর্যে থাকিয়া পরস্পর তরীকত, মা'রেফতের গুপ্ত রহস্য ও গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

**মাওলানা রূমীর কাউনিয়া প্রত্যাবর্তনঃ**

৬৩৪ কিংবা ৬৩৫ হিজরীতে মাওলানা রূমী স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে দামেশক হইতে পুনরায় কাউনিয়ায় আগমন করেন। উস্তাদ সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীন (রঃ)-এর ইন্তেকালের ৫ (পাঁচ) বৎসর পর পর্যন্ত অর্থাৎ, ৬৪২ হিজরী পর্যন্ত মাওলানা যাহেরী আলেমের বেশে কালাতিপাত করিতে থাকেন। শিক্ষাদান, তালীম-তরবিয়ত, তবলীগ, ওয়ায-নছীহত, ফতওয়া লেখা ইত্যাদির কাজে পুরাপুরি নিয়োজিত ছিলেন। গজল ও কাওয়ালী শ্রবণ হইতে দূরে থাকিতেন। মোটকথা, যাহেরী এল্‌মের প্রভাবই ছিল প্রবল। তাঁহার এই অবস্থা ৬৪২ হিজরী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। উহার পরই মাওলানার জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। জালালুদ্দীন কাউনাবী মাওলানা রূমীতে রূপান্তরিত হইলেন। অনন্তর শামসে তাবরিযীর সাক্ষাৎলাভের পর মাওলানার জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মাওলানা নিজেই বলিয়াছেনঃ

مولوی ھرگز نہ شد مولائے روم    تا غلام شمس تبریزی نہ شد

অর্থাৎ, সমগ্র রূমের অধিবাসী—রাজা, বাদশাহ্, ধনী, বণিক, উলামা, মাশায়েখ এবং আমীর-উমারা যতদিন জালালুদ্দীনের গোলাম ছিল, ততদিন জালালুদ্দীন ছিল মৌলবী জালালুদ্দীন কাউনাবী; কিন্তু যেদিন ক্রীতদাসরূপে নিজেকে শামসে তাবরিযীর চরণে লুটাইয়া দিলাম, সেদিন হইতে আমার নাম হইল 'মাওলায়ে রূম'।

## মাওলানা শামস তাবরিযীর পরিচয়

হযরত মাওলানা শামসে তাবরিযীর নাম মোহাম্মদ। পিতার নাম খাজা আলাউদ্দীন, পিতামহ মালেকদাদ। আযারবাইজানের অন্তর্গত তাবরিয শহরের অধিবাসী। উপনাম শামসুদ্দীন অর্থাৎ, দ্বীনের সূর্য। আবার শামস একটি পাখীর নাম। যেহেতু তিনি দেশ-বিদেশে পাখীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কাজেই তাঁহার উপনাম হইয়াছে শামসে তাবরিযী।

শামসে তাবরিযীর জন্মতারিখ নির্ণয় সম্পর্কে জীবন-চরিত লেখকগণ নীরব। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি ৬০০ হিজরীর কিছু আগে বা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, মাওলানা রূমীর জন্ম ৬০৪ হিজরীতে। কাউনিয়ায় অবস্থানকালে মাওলানা রূমী এবং শামসে তাবরিযী উভয়কে সমবয়স্ক বলিয়া অনুমিত হইত।

শামসের প্রাথমিক শিক্ষা, তালীম-তরবিয়ত তাবরিযেই সমাপ্ত হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় মেধাবী এবং এশক-মহব্বতের প্রেমানলে দগ্ধীভূত ছিলেন। এমন কি, না-বালেগ অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে এমন বিভোর থাকিতেন যে, কখনো একাধারে ত্রিশ দিন, কখনো চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানাহারের কোন প্রয়োজন হইত না। এমতাবস্থায় তাঁহার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন কিছু খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করিলে হাতের ইশারায় বারণ করিতেন।

জীবনের প্রথমাবস্থা হইতেই তাঁহার অন্তরে ফকিরী-দরবেশীর অনুভূতি পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। এশকে এলাহীতে এরূপ বিভোর থাকিতেন যে, বিনাদ্বিধায় একটি প্রজ্বলিত অগ্নির সাথে তাঁহাকে তুলনা করা চলে। এশকে এলাহীর অনল অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাকে সমগ্র জগত হইতে সম্পর্কহীন করিয়া দিল।

কথা প্রসঙ্গে একবার মাওলানা শামস (রঃ) বলিয়াছিলেন, 'বাল্যকালে যখন অনুভূতি-শক্তি পুরাপুরি জন্মায় নাই, তখন বিভিন্ন ধরনের তাজাল্লিয়াতে এলাহী আমার দৃষ্টিগোচর হইত। ফেরেশতাগণকে দেখিতে পাইতাম। এমন কি, আসমান যমীনের ছোট-বড়, উঁচু-নীচু স্থানসমূহ আমার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত থাকিত। তখন আমি মনে করিতাম, আমার মত সকলেই বোধহয় এরূপ দেখিয়া থাকে। কিন্তু আমি যখন লোকের নিকট আমার দেখা দৃশ্যাবলীর কথা বর্ণনা করিতাম, তখন সকলে বিস্ময়ে অবাক হইত। কেহ কেহ বলিত যে, ধ্যাৎ, ইহা তোমার চোখের ধাঁধা। কিছুকাল পর ঐ দৃশ্যাবলীর সম্পর্কে আমার মনে অটল বিশ্বাস জন্মিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার উপর বিশেষ দয়া ও মেহেরবাণীর ধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। আর সাধারণতঃ এই বিশেষ দয়া ও মেহেরবাণী আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাদের উপর হইয়া থাকে।

ফলকথা, তিনি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার জামাল ও তাজাল্লীতে নিমগ্ন থাকিতেন।

**শামসের পীর ও মুরশিদ ঃ**

হযরত শামস প্রথমে সলুকের মকাম ও স্তরসমূহ অতিক্রম করার জন্য বাবা কামাল খাজান্দীকে শায়খরূপে গ্রহণ করেন। তারপর শায়খ আবু বকর তাবরিযীর হাতে বয়আত হন।

অল্প কিছুদিন শায়খের সাহচর্যে থাকার দরুন তাঁহার অন্তর যেন আল্লাহ্র তাজাল্লীর বিকাশস্থল হইয়া গেল। অধিকাংশ সময় তাজাল্লীয়ে এলাহীতে বিভোর ও অচেতন থাকিতেন। একাধারে কয়েক দিন এরূপে অতিবাহিত হইত যে, মোটেই প্রকৃতিস্থ হইতেন না।

শায়খ আবু বকর তাবরিযী (রঃ) যখন স্বীয় মুরীদের এহেন অবস্থা অবলোকন করিলেন যে, অধিকাংশ সময় আত্মভোলা এবং বিভোর অবস্থায় থাকেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন, এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান কর, যে তোমার সাহচর্য সহ্য ও বরদাশত করিতে পারে এবং তোমার এই নিমগ্নতা, বিভোরতা কিছুটা নিজের মধ্যে টানিয়া নিতে পারে।

শামসে তাবরিযী (রঃ) স্বীয় শায়খ আবু বকর তাবরিযীর নির্দেশে বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং এমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা মুরশিদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার এই অভিরুচিকে আরও বর্ধিত করিবে এবং এশকে এলাহীর অনলোত্তাপ কিছুটা হ্রাস পাইবে।

**শামসের বিদেশ ভ্রমণ ঃ**

কিন্তু শামস (রঃ) নিজের অবস্থা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীর বেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার বুযুর্গী ও মাহাত্ম্য কেহ টের না পায়। যে শহরেই উপস্থিত হইতেন, তথাকার সরাইখানায় অবস্থান করিতেন। দরজায় দামী তালা ঝুলাইয়া রাখিতেন, দর্শকবৃন্দ মনে করিত বিখ্যাত ব্যবসায়ী। কিন্তু প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে একটি চাটাই ব্যতীত আর কিছুই থাকিত না, সেখানে মুরাকাবায় মশগূল থাকিতেন। তিনি তাবরিয, বাগদাদ, জর্দান, দামেশক, রূম প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করেন। জীবিকা অর্জনের জন্য ইযারবন্ধ (পায়জামার নেয়ার) বুনিতেন এবং উহা বিক্রয় করিয়া প্রয়োজন মিটাইতেন।

তাঁহার পানাহারের অবস্থা ছিল সাধারণ। তিনি দামেশকে এক বৎসরকাল ছিলেন। সপ্তাহে মাত্র তৈলবিহীন এক পেয়ালা নেহারীর শুরুয়া পান করিতেন। কাহাকেও নিজের সাহচর্য বরদাশত করার যোগ্য খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অধিকাংশ সময় এই দো'আ করিতেন, "হে পরওয়ারদিগার! এমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে জুটাইয়া দিন, যে আমার সাহচর্য বরদাশত করিতে সক্ষম হয়।"

অবশেষে শামস তাবরিযীর পীর ও মুরশিদ তাঁহাকে বলিলেনঃ তুমি রূম দেশে যাও। সেখানে অন্তর দগ্ধীভূত-হৃদয় একজন লোক আছেন, তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া আস। কোন কোন জীবন-চরিত লেখকের মতে শামস (রঃ) গায়েবী নির্দেশ পাইয়া ৬৪২ হিজরীর রোজ মঙ্গলবার ২৬ শে জমাদাসসানী কাউনিয়া উপস্থিত হইলেন।

**মাওলানা রূমী ও শামস তাবরিযীর সাক্ষাৎঃ**

কাউনিয়ায় পৌঁছিয়া শক্কর ব্যবসায়ী (হালওয়ায়ী)-এর সরাইখানায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে মাওলানা রূমী (রঃ) কাশফের সাহায্যে তাবরিযী (রঃ)-এর কাউনিয়ায় আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিল আলেম, তালেবে এল্‌ম, মুরীদ-ভক্তদের বিরাট দল। সারা পথে লোকেরা তাঁহার কদমবুসী করিতে লাগিল, এই অবস্থায় তিনি সরাইখানায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শামসে তাবরিযী রূমীকে দেখা মাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহার সম্বন্ধে গায়েব হইতে শুভ-সংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল। উভয় বুযুর্গের চারি চক্ষু মিলিত হইলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে নীরব ভাষায় কথাবার্তা চলিতে লাগিল। অতঃপর প্রথমে শামস তাবরিযী মাওলানা রূমীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হযরত বায়েযীদ বেস্তামীর এই দুইটি পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য কেমন করিয়া হইতে পারে? এক-দিকে তো তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপে খরবুযা আহার করিয়াছিলেন তাহা না জানার কারণে তিনি আজীবন খরবুযা ভক্ষণ করেন নাই। অপর দিকে তিনি নিজের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিতেন। سُبْحَانِىْ مَاأَعْظَمَ شَانِىْ অর্থাৎ, 'ইয়া আল্লাহ্; আমার শান কত বড়!' অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় বুযুর্গ নবী হইয়াও বলিতেনঃ আমি সারা দিনের মধ্যে ৭০ বার ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিয়া থাকি।

মাওলানা (রঃ) তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "বায়েযীদ বেস্তামী (রঃ) যদিও অতি উচ্চ শ্রেণীর বুযুর্গ ছিলেন, কিন্তু ওলীত্বের পথে তিনি এক নির্দিষ্ট মকামে পৌঁছিয়া থামিয়া গিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যলাভের পথে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে ক্রমশঃ উন্নতি করিয়াই যাইতেছিলেন। সুতরাং যখন উন্নততর স্তরে পৌঁছিতেন, তখন নিম্নস্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাকে এত ত্রুটিপূর্ণ দেখিতে পাইতেন যে, উহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ইস্তেগফার করিতে থাকিতেন।"

আবার কেহ কেহ সাক্ষাতের প্রথম-পর্ব নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন মাওলানা রূমী শাহী জাঁকজমকের সহিত বাহনে আরূঢ় অবস্থায় কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে শামস তাবরিযী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধ্য-সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য কি?" মাওলানা উত্তর দিলেন, "শরীয়তের বিধি-বিধান, আহকাম-আরকান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা।" শামসে তাবরিযী বলিলেন, "না, না, উদ্দেশ্য এই যে, যাহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা হইতেছে তাঁহার সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া।" অতঃপর হাকীম সানাঈর এই বয়েত আবৃত্তি করিলেনঃ

এল্‌ম কেয তোরা না বিসতানাদ علم كز ترا نه بستاند
জাহ্‌লে আযাঁ এল্‌ম বেহ বুয়াদ বিসইয়ার جهل ازاں علم به بود بسيار

"যেই এল্‌ম তোমাকে তোমা হইতে ছিনাইয়া নিয়া তাহার ক্রোড়ে ধারণ না করে, ঐ এল্‌ম হইতে অজ্ঞতা শত গুণে ভাল।"

ইহা শোনামাত্র মাওলানার জীবনের মোড় ঘুরিয়া গেল। আবার কোন কোন জীবনী লেখক সাক্ষাৎ-পর্বের সহিত অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন।

মাওলানা রূমী (রঃ) শামসে তাবরিযীর খেদমতে প্রথমে উপস্থিত হন নাই; বরং স্বয়ং মাওলানা শামসই মাওলানা রূমীর খেদমতে হাযির হইয়াছিলেন। মাওলানা স্বীয় বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। চারি পাশে জ্ঞানান্বেষী ছাত্রদের ভীড়, আশেপাশে রাশি রাশি কিতাব বিরাট বিরাট স্তূপাকারে রক্ষিত।

হঠাৎ শামসে তাবরিযী (রঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া সালামান্তে ছাত্রদের সাথে মিশিয়া বসিয়া গেলেন। কিয়ৎকাল চুপ থাকার পর কিতাবরাশির দিকে ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি জিনিস?"

মাওলানা উত্তর করিলেন, "ইহা ঐ বস্তু, যাহা তুমি জান না।" একথা বলার সাথে সাথেই কিতাবসমূহে আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতদ্দর্শনে মাওলানা হতবাক হইয়া শামসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি ব্যাপার?" শামস উত্তর দিলেন, "ইহা ঐ ব্যাপার যাহা তুমি জান না।"

অন্য আর একটি বর্ণনায় আছে যে, একদিন মাওলানা রূমী একটি হাওযের কিনারায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে কতিপয় কিতাব রক্ষিত ছিল। হযরত শামস (রঃ) প্রশ্ন করিলেন, "এগুলি কি?" মাওলানা উত্তরে বলিলেন, "ইহা বিজ্ঞানদর্শনের কথোপকথন, এগুলিতে তোমার কি মতলব?" হযরত শামস (রঃ) ইহা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ কিতাবগুলিকে হাওযের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। ইহাতে মাওলানা রূমীর অন্তরে ভীষণ আঘাত লাগিল। শামসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে দরবেশ! তুমি এমন সম্পদ বিনষ্ট করিয়াছ, যাহা এখন আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। এই কিতাবগুলিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সূক্ষ্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ ছিল, যাহার বিনিময় দুষ্প্রাপ্য।" ইহা শুনিয়া শামস হাওযের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া সমস্ত কিতাব হাওযের মধ্য হইতে উঠাইয়া কিনারায় রাখিয়া দিলেন। সমুদয় কিতাব পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ শুষ্ক ছিল, আর্দ্রতার লেশমাত্রও উহাতে ছিল না। ইহাতে মাওলানা অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। মাওলানা শামস (রঃ) বলিলেন, ইহা বাস্তব জগতের অবস্থাসমূহের বিষয়বস্তু, তুমি ইহা কি বুঝিবে?

**মাওলানা রূমীর সাধনাঃ**

মাওলানা রূমীর একজন সুযোগ্য শাগরেদ সিপাহসালার। তিনি ৪০ বৎসর মাওলানা রূমীর খেদমত করিয়াছেন। তিনি বলেন, শামসের সহিত সাক্ষাৎ লাভের পর মাওলানা স্বীয় বাসস্থান বর্জনপূর্বক শামসের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন কি, একাধারে ছয় মাস মতান্তরে তিন মাস সালাহুদ্দীন স্বর্ণকারের হুজরায় চিল্লাকাশী করিয়াছেন।

এশকে এলাহীর অমৃত সুধা এবং মহব্বতে এলাহীর প্রাচুর্যের রূহানী খোরাক শামসকে বাহ্য খাওয়া-দাওয়া হইতে একেবারে বে-পরওয়া করিয়া দিয়াছিল। একাধারে বহু দিন পর্যন্ত কিছু পানাহার করিতেন না। কোন কোন সময় কয়েক সপ্তাহ আত্মহারা অবস্থায় বিভোর থাকিতেন। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর দৈহিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দুই- একটি রুটি পানিতে ভিজাইয়া আহার করিতেন। শামসের সাহচর্য লাভ করিয়া মাওলানা রূমীর অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া গিয়াছিল।

চিল্লাকাশীর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহারা উভয়ে কোন প্রকার খাদ্য-দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই। স্বর্ণকার সালাহুদ্দীন ব্যতীত তাহাদের নিকট কেহ যাইতেও পারিত না।

এই সময় হইতে মাওলানার মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতে লাগিল যে, যেখানে তিনি গযল-কাওয়ালী শ্রবণ হইতে দূরে থাকিতেন, সেখানে এখন তিনি এশকে এলাহীর প্রেম-গাঁথা শ্রবণ না করিলে শান্তি পাইতেন না। শিক্ষকতা, ওয়ায-নছীহত করা এবং ফতওয়া লেখার কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। মাওলানা রূমী (রঃ) এবং শামস তাবরিযীর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা ও প্রগাঢ় মহব্বত জন্মিয়া গেল যে, একে অপরকে ব্যতীত একদণ্ডও কাটাইতে পারিতেন না। একজন অপরজন ব্যতীত কিছুতেই স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেন না। সমগ্র শহরে এই রব পড়িয়া গেল, কোথা হইতে এক ভবঘুরে পাগল আসিয়া মাওলানার উপর এমন জাদু করিয়াছে, যাহাতে এখন মাওলানা একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

মাওলানা যখন প্রত্যেক কাজে শামস তাবরিযীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে যাহেরী এল্ম ও পার্থিবতার সাথে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদ হইতে লাগিল, তখন এই ব্যাপারটি মাওলানার শাগরেদ, মুরীদ ও ভক্তদের অন্তরে বিরাট আঘাত হানিল।

এই অসন্তোষের সাথে সাথে তাহারা আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিল। কেননা, শামসে তাবরিযীর হাল-হাকীকত তাহাদের জানা ছিল না। মুরীদ-ভক্তগণ মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আমাদের জীবন মাওলানার খেদমতে কাটিল, মাওলানার কাশ্ফ-কারামত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, দেশ-বিদেশের সর্বত্র মাওলানার যশ-খ্যাতি ছড়াইয়া আছে। এমতাবস্থায় নাম-ধামবিহীন কোথাকার একটি লোক আসিয়া মাওলানাকে সবকিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাঁহার চেহারা দর্শনও আমাদের ভাগ্যে জোটে না। শিক্ষাদান, ওয়ায-নছীহত করা, ফতওয়া দেওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি কোন জাদুকর বা বিরাট ধুরন্ধর লোক হইবে। নতুবা কাহার সাধ্য যে, পর্বততুল্য মহামানবকে একটি তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

**শামসের অন্তর্ধান ঃ**

মোটকথা, সকলে শামসের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। মাওলানার সম্মুখে তো কেহ কিছু বলিতে বা করিতে সাহস পাইত না, কিন্তু এখানে-ওখানে দেখা পাইলেই তাঁহাকে উত্যক্ত করিত, শাসাইত, ভাল-মন্দ বলিত, সকলে দিন-রাত এই চিন্তা করিত—কিরূপে শামসকে এইস্থান হইতে বিতাড়িত করা যায়, যাহাতে আমরা আবার পূর্বের ন্যায় মাওলানার সাহচর্যে আসিয়া ফয়েয লাভ করিতে পারি।

হযরত শামস তাব্রিযী (রঃ) লোকদের বেআদবী বরদাশ্ত করিতেছিলেন। ভাবিতেন, মাওলানার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্যের কারণে ইহাদের মনে ব্যথা। কিন্তু ব্যাপার যখন সীমা অতিক্রম করিয়া চলিল, তখন তিনি একদিন চুপিচুপি কাউনিয়া হইতে (বৃহস্পতিবার ১লা শাওয়াল ৬৪৩ হিজরী) চলিয়া গেলেন।

শামসের বিচ্ছেদ মাওলানা রূমীর অন্তরে ভীষণ আঘাত হানিল, হিতে বিপরীত হইল। মুরীদগণ যাহা ভাবিয়াছিল, ফল হইল তাহার একেবারে উল্টা। ভাবিয়াছিল, শামস চলিয়া গেলে মাওলানা ভক্ত ও মুরীদগণের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। কিন্তু শামস চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার বিচ্ছেদে মাওলানা এত কাতর ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন যে, সমস্ত মানুষ হইতে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নির্জনতা অবলম্বন করিলেন। মুরীদগণের প্রতি অল্প-বিস্তর যতটুকু লক্ষ্য ছিল, উহাও

বিলুপ্ত হইল। ঐ দুর্বলমনা ভক্তদের কারণে সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ সহচরগণও সাহচর্য হইতে বঞ্চিত হইলেন।

এই নির্জন বসতিকালে মাওলানা রূমী বিরহ-ব্যথায় হৃদয়-বিদারক বহু কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন। যাহারা শামস তাবরিযীর মনে দুঃখ প্রদান করিয়াছিল, সকলে সমবেতভাবে মাওলানার খেদমতে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

মাওলানা রূমীর বিশিষ্ট খাদেম সিপাহ্সালার বলেন, মাওলানা সর্বতোভাবে সকলের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া নির্জনবাস করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দামেশ্ক হইতে শামসে তাবরিযীর তরফ হইতে মাওলানার নামে এক পত্র আসিল। এই পত্র পাইয়া মাওলানার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হইল। শামসের এশক ও মহব্বতের গযল-গাঁথার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং যাঁহারা শামসের সাথে বেআদবী করে নাই, তাহাদের প্রতি পূর্বের ন্যায় কৃপাদৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

হযরত শামসের খেদমতে মাওলানা শওক ও মহব্বত সম্বলিত হৃদয়-বিদারক ছন্দোবদ্ধ চারখানা চিঠি লিখিলেন, যাহাতে নিজের হাল- অবস্থা এবং সাক্ষাৎলাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও পেরেশানীর কাহিনী উল্লেখ ছিল। প্রথম চিঠির দুইটি পঙক্তি এইঃ

ايها النور فى الفؤاد تعال   غاية الوجد والمراد تعال

অর্থাৎ, হে অন্তরের আলো শীঘ্র আসুন! হে এশক ও বাঞ্ছিতের চরম শিখর, জলদি আসুন।

মাওলানা রূমী যৎকিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। হট্টগোল কিছুটা প্রশমিত হইল। লোকজন শামসের বিরোধিতা ত্যাগ করিল। মাওলানা রূমী শামসের কাউনিয়া প্রত্যাবর্তনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

**শামসের পুনরায় কাউনিয়ায় উপস্থিতিঃ**

শামসের বিচ্ছেদে মাওলানার হৃদয়-বিদারক প্রেম-গাঁথা শুনিয়া ভক্তগণও চিন্তা করিতেছিলেন, কিরূপে শামসকে আবার কাউনিয়ায় আনয়ন করা যায় এবং মাওলানার পেরেশানী লাঘব করা সম্ভব হয়।

সুতরাং স্থির করা হইল, কাউনিয়া হইতে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে একটি বিশিষ্ট দল শামসের খেদমতে পৌঁছিয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া যেরূপেই হউক তাঁহাকে কাউনিয়ায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আর এই দলের নেতৃত্ব করিবেন মাওলানা রূমীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান ওলাদ। পরামর্শের পর সকলে তাহাদের সংকল্প মাওলানার খেদমতে পেশ করিলেন। এতচ্ছ্রবণে মাওলানা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শামসের নামে ছন্দাকারে এক চিঠি লিখিলেন। চিঠির সারমর্ম এইঃ

"আমার ঐ অপরূপ প্রিয়তমকে এখনই আমার নিকটে ফিরাইয়া আন, যাহাতে আমার চতুর্দিকে আচ্ছন্ন অন্ধকার অপসারিত হইয়া যায়। মধুময় ছলনায়ই হোক কিংবা মিষ্টিমধুর সম্ভাষণেই হোক, তাঁহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর ইত্যাদি।"

অতঃপর এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সুলতান ওলাদের হাতে দিয়া বলিলেন, এই দীনার আর আমার এই পত্র তাঁহার খেদমতে পেশ করিবে।

সপ্ত-সদস্যবিশিষ্ট এই কাফেলা মাওলানা সুলতান ওলাদের নেতৃত্বে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হইল। তথায় পৌঁছিয়া শামসের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ওদিকে হযরত শামস তাবরিযী

লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া মুরাকাবা করা পছন্দ করিতেন। কাজেই তাঁহাকে বাহির করা তত সহজ ছিল না।

মোটকথা, কাউনিয়ার এই কাফেলা দামেশকে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন স্থান তালাশের পর অবশেষে একটি সরাইখানায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি একটি বালকের সাথে পাশা খেলিতেছেন। বালকটি আল্লাহ্ তা'আলার মকবুল বান্দা। কিন্তু বালকটি নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিল না। কিন্তু শামস তাবরিযী (রঃ) তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ সময় ঐ বালকটির সাথে পাশা খেলিতেন। খেলা সমাপ্ত হওয়ার পর দলের নেতা সুলতান ওলাদ শামসের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত শামস সুলতান ওলাদকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহাকে উঠাইয়া গলায় জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ললাটে চুম্বন করিলেন। অতঃপর মাওলানা রূমীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুলতান ওলাদ মাওলানার পত্র এবং নযরানাস্বরূপ দেয় দীনারগুলি তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া দিলেন। আর কাফেলার অপর সকলে মিনতি সহকারে নিজেদের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মাওলানা শামস স্বর্ণমুদ্রাগুলি দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেনঃ

به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را

"চতুর পাখী কখনও শীষের লোভে ফাঁদে পড়ে না।"

অতঃপর বলিলেন, এই চাড়া খণ্ডের কোন প্রয়োজন নাই। মাওলানার চিঠি ও খবরই যথেষ্ট। হযরত শামস কাফেলার সকলকে মেহমানস্বরূপ রাখিলেন এবং অতিশয় আদর ও যত্ন করিলেন। তারপর সকলকে লইয়া দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কাফেলার সকলে বাহনে আরূঢ় ছিল, কিন্তু সাহেবযাদা সুলতান ওলাদ আদব রক্ষার্থে হযরত শামসের বাহনের পাদানি বরাবর থাকিয়া পদব্রজে চলিতেছিলেন। কাউনিয়া পর্যন্ত এইরূপে পায়ে হাঁটিয়াই আসিয়াছেন।

মাওলানা রূমী (রঃ) শামসের আগমনবার্তা অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। শামস কাউনিয়ায় উপস্থিত হইলে মাওলানা রূমী সকল মুরীদ ও ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য শহরের বাহিরে অগ্রসর হইয়া মহা ধুমধামের সহিত শহরে নিয়া আসিলেন।

কয়েক মাস বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করার পর আকাঙ্ক্ষিত সুখের দিনের নাগাল পাইলেন। উভয়ে মহা আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মাওলানা রূমী যেহেতু শামসকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কিছুক্ষণের বিচ্ছেদও বরদাশত করিতে পারিতেন না। সুতরাং মাওলানা গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, সারা জীবনের জন্য প্রাণপ্রিয় শামসকে কিরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। অবশেষে স্থির করা হইল যে, শামসকে কোন রমণীর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সাংসারিক জীবন যাপনে সম্মত করিতে পারিলে দেশ ভ্রমণের স্বাধীনতা হইতে বিরত রাখা যাইবে। শামসের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করা হইলে তিনি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং মাওলানা রূমীর স্নেহে প্রতিপালিতা এক সুশ্রী রমণী "কিমইয়া" বেগমের সাথে হযরত শামসের বিবাহ্ সম্পন্ন হইয়া গেল। মাওলানা রূমীর বাড়ীর সম্মুখে নব-দম্পতির বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল।

**শামসের পুনরায় নিরুদ্দেশ বা হত্যাঃ**

এই দিকে মাওলানা রূমীর পুত্র আলাউদ্দীন চাল্‌পী শামস তাবরিযীকে সুনজরে দেখিত না। শামসকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁবুর ভিতর দিয়া মাওলানার বাড়ী যাতায়াত করিত।

যদিও বাড়ীতে ঢুকিবার অন্য পথও ছিল, কিন্তু শামসকে পেরেশান করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। হযরত শামস (রঃ) তাহাকে নম্রভাবে বারংবার নিষেধ করিতেন, কিন্তু আলাউদ্দীন চাল্‌পী বিরত থাকা তো দূরের কথা; বরং শামসের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। কিছুসংখ্যক সন্ত্রাসবাদী লোকও জুটিয়া গেল। আলাউদ্দীন চাল্‌পী তাহার সহিত কিছু লোক ভিড়াইতে সক্ষম হইল।

অন্য দিকে মাওলানা রূমীর কিছুসংখ্যক মুরীদ ও ভক্তের দল যখন দেখিল যে, শামসের দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের পর মাওলানা এল্‌মী মজলিসে যোগদানের পরিবর্তে শামসের সাহচর্যে থাকিয়া শুধু এশ্‌কে এলাহীর প্রেমালাপ ও প্রেমগাঁথা শ্রবণ করিতে থাকেন; সুতরাং তাহাদের অন্তরেও শামসের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিল।

অবশেষে তাহাদের বিদ্বেষভাব এতদূর অগ্রসর হইল যে, তাহারা শাম্‌সকে হত্যা করিয়া মাওলানা রূমীকে জাদুগীর শামসের পাঞ্জা হইতে চিরতরে মুক্ত করার ফন্দি আঁটিল। এই দলের লোকসংখ্যা ছিল সাত জন।

একদিন তাহারা সাত জন অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাওলানা রূমী (রঃ) এবং শামস (রঃ) সাধারণতঃ যেই কামরায় অবস্থান করিতেন, সেই কামরার দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন কামরার দিকে অগ্রসর হইল। আর অবশিষ্ট ছয় জন গোপনে লুকাইয়া রহিল। ঐ সাত জনের মধ্যে মাওলানার মধ্যম পুত্র আলাউদ্দীন মোহাম্মদও[১] ছিল।

মোটকথা, তাহাদের মধ্যে একজন কামরার দরজার সম্মুখে যাইয়া হযরত শামসকে হাতের ইশারায় বাহিরে ডাকিল। হযরত শামস কামরার বাহিরে আসার সাথে সাথে হত্যাকারীর দল ছোরা দ্বারা শামসের উপর আক্রমণ করিল। শামস আঘাত প্রাপ্ত হইয়া একটি হাঁক মারিলেন। হাঁক শুনিয়া শামস তাবরিযীর হত্যাকারী দল মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইল যে, কয়েক ফোঁটা রক্ত সেখানে পড়িয়া আছে, আর কিছুই নাই। এ দুর্ঘটনা ৬৪৫ হিজরীর কোন এক বৃহস্পতিবার সংঘটিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হাঁক মারিয়া মাওলানা শামস কোথাও নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। আবার কেহ বলেন, তাঁহাকে হত্যা করিয়া হত্যাকারীগণ মাওলানা রূমীর পিতা হযরত বাহাউদ্দীনের মাযারের নিকট দাফন করিয়া রাখিয়াছিল।

মাওলানা রূমী যখন পরদিন ভোরে মাদ্রাসায় আসিলেন এবং শামসকে বাড়ীতে দেখিলেন না, তখন হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। নির্জন কক্ষে যাইয়া সুলতান ওলাদকে ডাকিলেনঃ

بهاء الدین چه خفته برخیز و طلب شیخت کن که باز مشام جان را از فوائح

لطف او خالی می یابیم

বাহাউদ্দীন? এখনও ঘুমে? উঠ, মুরশিদের অনুসন্ধান কর। অনুভূতিশক্তিকে তাঁহার কৃপা সৌরভ হইতে একেবারে শূন্য অনুভব করিতেছি।

দুই-তিন দিন পর্যন্ত চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও শামসের খোঁজ পাওয়া গেল না। এবার শামসের বিয়োগ-ব্যথায় মাওলানা রূমীর অবস্থার পূর্বের তুলনায় আরো অবনতি

টীকা

১ তাহাকে চাল্‌পীও বলা হইত।

ঘটিল। সকলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া শুধু বিচ্ছেদ-গাঁথা গাহিতেন ও কবিতা আবৃত্তি করিতেন। মাদ্রাসায় ঘোরাফেরা করিতেন। কখনও বা উচ্চ স্বরে আবার কখনও মিহিন স্বরে ক্রন্দন ও হা-হুতাশ করিতেন, কবিতা আবৃত্তি করিতেন। আবার কখনও নির্জনে বসিয়া বিরহ-ব্যথায় মর্মবিদারক কবিতা লিখিতেন।

শামসের অন্তর্ধানের পর তাঁহার মহব্বতে রূমীর এমন অবস্থা হইল যে, যদি কেহ মিছামিছি বলিত যে, শামসুদ্দীনকে অমুক স্থানে দেখিয়াছি, তিনি তৎক্ষণাৎ পরিধেয় বস্ত্র—আবা-কাবা খুলিয়া তাহাকে দান করিতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

মাওলানা এহেন মহব্বতের জোশে দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর শাম দেশের দিকে রওয়ানা হইলেন; কিছুসংখ্যক সহচর সঙ্গে চলিল। তথা হইতে দামেশকে গেলেন, সেখানেও লোকদের অন্তরে এশকে এলাহীর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া চলিলেন।

যখন দামেশকেও কোন খোঁজ পাইলেন না, তখন বলিলেন, আমি এবং শামস দুই জন নহি। তিনি যদি সূর্য হন, তবে আমি তাঁহার কিরণ। তিনি যদি সমুদ্র হন, তবে আমি তাঁহার বারি-বিন্দু। কিরণের উৎপত্তি সূর্য হইতে, বিন্দুর আর্দ্রতা সমুদ্র হইতে উদ্ভূত। অতএব, পার্থক্য কিসের? কিছুদিন পর সিরিয়া হইতে কাউনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কাউনিয়ায় কিছুদিন অবস্থানের পর শামস-এর এশক ও মহব্বতের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল। কিছুসংখ্যক লোকসহ মাওলানা পুনরায় দামেশকে গমন করেন এবং তথা হইতে কাউনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। মাওলানা কিন্তু এবার এই ধারণা নিয়া আসিলেন যে, আমি নিজেই শামস। শামস-এর অন্বেষণ প্রকৃতপক্ষে নিজেরই অন্বেষণ ছিল। এবার নিজের সন্ধান পাইলেন যে, শামস-এর মধ্যে যাহাকিছু ছিল, তাহা তো আমার মধ্যেও আছে। (শামস ছিল এশকে এলাহীর ভাট্টি, আমিও তো তাহাই।)

এবার দামেশক হইতে প্রত্যাগমন করার পর শামস-প্রাপ্তির ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হইলেন; কিন্তু যে হাল ও অবস্থা শামসের মধ্যে অনুভব করিতেন, উহা নিজের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলেন। শামসের ন্যায় মাওলানা রূমীকেও এশ্কে এলাহীর অগ্নিকুণ্ড প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

মাওলানা (রঃ) অধিকাংশ সময় ভাব-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। অনেক সময় ভাবাবেগে অকস্মাৎ বসা হইতে দাঁড়াইয়া হেলিতে-দুলিতে আরম্ভ করিতেন। কোন কোন সময় সকলের অজ্ঞাতসারে এক দিকে বাহির হইয়া পড়িতেন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ লোক-সমাজ হইতে অদৃশ্য হইয়া থাকিতেন। লোকেরা তাঁহাকে চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি করিত। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে কোন জনমানব-শূন্য পোড়ো বাড়ীতে পাওয়া যাইত।

**শেখ সালাহুদ্দীন (রঃ)ঃ**

একদিন মাওলানা রূমী (রঃ) এমনি ভাবাবেগের অবস্থায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথিমধ্যে শেখ সালাহুদ্দীন স্বর্ণকারের দোকান পড়িল। ইনি একজন মহা পুণ্যবান বুযুর্গ এবং মাওলানা রূমীর পীর-ভাই সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন। যখন মাওলানা রূমী এবং শামস তাবরিযী নির্জনে চিল্লাকাশী করিতেন, তখন একমাত্র এই শেখ সালাহুদ্দীন স্বর্ণকারই তাঁহাদের নিকট গমন করিতে পারিতেন, অন্য কেহ নহে। তিনি স্বর্ণকারের ব্যবসা করিতেন। ঘটনাক্রমে সেদিন তিনি চাঁদির তবক তৈরী করিতেছিলেন। হাতুড়ীর শব্দে মাওলানার হৃদয়ে প্রেমগাঁথার সৃষ্টি হইল, তিনি তখন ভাবাবেগে বিভোর হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এমতাবস্থা দর্শনে শেখ চাঁদির উপর অনবরত হাতুড়ীর আঘাত করিতে লাগিলেন; যদ্দরুন বহু চাঁদি বিনষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু হস্ত

সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে মাওলানা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ভাবাবেগে বিভোর হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বয়েতটি আবৃত্তি করিতে থাকিলেনঃ

یکے گنجے پدید آمد ازیں دوکان زرکوبی

زہے صورت، زہے معنی، زہے خوبی زہے خوبی

"এই স্বর্ণকারের দোকান হইতে একটি রত্নভাণ্ডার প্রকাশিত হইল; উত্তম সূরত, উত্তম হাকীকত; তাহা কি সুন্দর; কি সুন্দর!!"

সালাহুদ্দীনকে পাইয়া হযরত শামস-এর বিচ্ছেদ-যাতনার কিছুটা উপশম হইল। এদিকে সালাহুদ্দীন স্বর্ণকারও দোকান-পাট বিলাইয়া দিয়া মাওলানার অন্তরঙ্গ বন্ধু সাজিয়া সংসার-ত্যাগী হইয়া গেলেন। মাওলানা রূমী যেই দৃষ্টিতে শামসকে দেখিতেন, অবিকল সেই চোখে সালাহুদ্দীনকেও দেখিতে লাগিলেন। সেই একাত্মতা, সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হেতু তাঁহাকে না দেখিয়া একদণ্ডও স্থির থাকিতে পারেন না।

শেখ সালাহুদ্দীন কাউনিয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রামের বাসিন্দা। গরীব মাতা-পিতার সন্তান। পিতা মৎস্য শিকার করিতেন। মৎস্য বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে সংসার চালাইতেন। শেখ সালাহুদ্দীন স্বর্ণকারের পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে আমানত ও দিয়ানত-দারীতে খ্যাত। সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীন যখন কাউনিয়ায় আসেন তখন তাঁহার নিকট মুরীদ হন। ৬৩৭ হিজরীতে মাওলানা সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীনের মৃত্যুর পর মাওলানা রূমীর হাতে পুনরায় বয়আত হন।

মাওলানা রূমী শেখ সালাহুদ্দীনের সাহচর্য অবলম্বন করিয়া কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন। হযরত শামসের ন্যায় তাঁহার সহিতও গোপন ভেদ ও গুপ্ত রহস্য আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল।

বস্তুতঃ হযরত শামসের সাহচর্যে মাওলানা রূমীর অন্তর এশ্‌কে এলাহীর অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। অবশ্য উহা বিকশিত হওয়ার জন্য দৃশ্যপটের প্রয়োজন ছিল। শামসের জীবদ্দশায় উভয়ে একে অপরের পটভূমি ছিল। শামসের তিরোধানের পর তিনি শেখ সালাহুদ্দীনকে বাছিয়া লইলেন। কেননা, টর্চলাইটের আলো যেমন শূন্যস্থানে প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ হৃদয়ের আলো বিকশিত হওয়ার জন্য পর্দার প্রয়োজন। সালাহুদ্দীন এবং রূমীর অন্তরঙ্গতা দর্শনে আত্মীয়-স্বজন, মুরীদ ও ভক্তগণের অন্তরে আবার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল এবং কানাঘুষা চলিতে লাগিল যে, শামসই ভাল ছিল, অন্ততঃ সে তো আলেম ছিল, আর সালাহুদ্দীন তো আমাদের এখানকার একজন স্বর্ণকার। সারা জীবন চাঁদির পাত বানাইয়াছে; সুতরাং শামসের ন্যায় ইহার অন্তরেও আঘাত হানার চেষ্টা চলিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা ভাবিল, এই ব্যবস্থায় তাঁহার সহিত মাওলানার সম্পর্ক শিথিল হইবে না; সুতরাং তাহারা এই সংকল্প বর্জন করিল। মাওলানা দশ বৎসর তাঁহার সাহচর্য লাভ করার পর শেখ সালাহুদ্দীন হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন; তিন-চার দিন পর ৬৫৭ হিজরীর ১লা মহররম শেখ সালাহুদ্দীন পরলোক গমন করেন। মাওলানা অতি সম্মানের সহিত স্বীয় পিতার মাযারের নিকট তাঁহাকে সমাহিত করেন।

**হুসামুদ্দীন চাল্‌পীঃ**

শেখ সালাহুদ্দীন স্বর্ণকারের মৃত্যুর পর মাওলানা রূমী নিজের সাহচর্যের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে স্বীয় বিশিষ্ট মুরীদ হুসামুদ্দীন চাল্‌পীকে নির্বাচিত করিলেন। শামস এবং স্বর্ণকারের ন্যায় ইহার সহিতও অত্যন্ত মহব্বত ও ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিল।

হুসামুদ্দীন হিজরী ৬২২ সালে কাউনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দীনের নিকট মুরীদ হন। তাঁহার পরলোক গমনের পর মাওলানা রুমীর নিকট মুরীদ হন। তিনি শামস তাবরিযী এবং শেখ সালাহুদ্দীনের ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও ফয়েয লাভ করেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। মাওলানার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হওয়ার পর নিজের সকল চাকর-বাকর, দাস-দাসীকে আদেশ করিলেন, তাহারা যেন নিজ নিজ পছন্দমত কাজ-কারবার চালাইতে থাকে। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সম্পত্তি মাওলানা রুমীর খেদমতে বিলাইয়া দিলেন। সর্বশেষে ক্রীতদাসগুলিকেও আযাদ করিয়া দিলেন। তিনি মাওলানার সহিত এরূপ আদব রক্ষা করিয়া চলিতেন যে, মাওলানার ওযুখানায় কখনও ওযু করিতেন না। কোন কোন শীতের রাত্রে শীতের অত্যন্ত প্রকোপ হইত। এমন কি, তুষারপাতও হইত। এমতাবস্থায় স্বীয় বাড়ীতে যাইয়া ওযু করিয়া আসিতেন। অপর দিকে মাওলানা রুমীও হুসামুদ্দীন চাল্‌পীকে যথাসম্ভব সম্মান করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে দর্শকবৃন্দ মনে করিত, ইনি মাওলানার পীর ও মুরশিদ। তিনি পনের বৎসর মাওলানার সাহচর্যে ছিলেন। মাওলানার ইন্তেকালের পর তিনি মাওলানার স্থলাভিষিক্ত হন। কেননা, মাওলানা (রঃ) তাঁহাকে স্বীয় খলীফা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। মাওলানার মহাপ্রয়াণের ১১ বৎসর পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

মাওলানা হুসামুদ্দীন চাল্‌পীর সহিত মাওলানা রুমীর এমন প্রগাঢ় মহব্বত ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে, চাল্‌পী নিকটে না থাকিলে মাওলানাকে বিমর্ষ ও বিষণ্ণ দেখাইত। যেই মজলিসে চাল্‌পী উপস্থিত না থাকিতেন, মাওলানাকে সেখানে অবসাদগ্রস্ত মনে হইত। তাছাওউফের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও মা'রেফতের গূঢ় রহস্য বর্ণনায় তাঁহার আগ্রহ থাকিত না। এই রহস্য সম্পর্কে যাঁহারা অবগত ছিলেন, তাঁহারা সর্বাপেক্ষা এই বিষয়কেই গুরুত্ব দিতেন যে, চাল্‌পী যেন হামেশা উপস্থিত থাকেন, যাহাতে ফয়েযের সমুদ্র পুরাপুরি প্রবাহিত হয়।

**মসনবীর সূচনা ঃ**

মাওলানা হুসামুদ্দীন চাল্‌পীর উৎসাহ এবং অনুরোধে মাওলানা রুমী (রঃ) মসনবী কাব্য রচনা করেন। কেননা, হুসামুদ্দীন চাল্‌পী প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন যে, মাওলানা রুমী রচিত ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বয়েতবিশিষ্ট কিতাব 'কুল্লিয়াতে শামসে তাবরীয' নামক কাব্যগ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতেও মাওলানার দোস্ত, বন্ধু-বান্ধব ও সহচরগণ শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তারের 'মান্‌তেকুত্‌তায়ের' এবং হাকীম সানাঈর 'হাদীকায়ে সানাঈ' প্রভৃতি কিতাব পাঠে নিমগ্ন থাকেন। যদিও মাওলানা রুমীর 'কুল্লিয়াত' কিতাব কবিতার বিরাট ভাণ্ডার, কিন্তু উহাতে তাছাওউফের গুপ্ততত্ত্ব এবং তরীকতের গূঢ় রহস্য বর্ণনার তুলনায় এশ্‌কের বিভিন্ন মেযাজের বিবরণী সম্বলিত হৃদয়বিদারক কাহিনীর বর্ণনাই অধিক। কাজেই মাওলানা হুসামুদ্দীন সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। এক রাত্রে মাওলানাকে একাকী পাইয়া মনের কথা ব্যক্ত করিলেন যে, 'হাদীকায়ে সানাঈ' কিংবা 'মান্‌তেকুত্‌তায়ের'-এর পদ্ধতিতে কোন একটি কিতাব রচনা করিলে খুব ভাল হইত।

ইহা শ্রবণমাত্র মাওলানা (রঃ) স্বীয় পাগড়ীর মধ্য হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন, উহাতে ১৮টি বয়েত লেখা ছিল। ইহার প্রথমটি মসনবীর প্রথম বয়েত ঃ

بشنو از نے چوں حکایت می کند    از جدائیہا شکایت می کنـد

আর সর্বশেষ পঙক্তি এই— پس سخن کوتاه باید والسلام

এই হইল মসনবী রচনা ও প্রণয়নের সূচনা। মাওলানা রূমী নির্বাধে অনর্গল মুখে বয়েত আবৃত্তি করিতেন আর মাওলানা হুসামুদ্দীন উহা লিপিবদ্ধ করিতেন।

লেখা শেষে হুসামুদ্দীন উহা বুলন্দ আওয়াযে মধুর স্বরে পড়িয়া শুনাইতেন। কোন কোন সময় সমগ্র রজনী এই কার্যে অতিবাহিত হইয়া যাইত এবং মসনবীর রচনা ভোর পর্যন্ত চালু থাকিত। এমন একটি রাত্রের আলোচনা মসনবীর প্রথম দপ্তরের প্রথম অর্ধাংশের শেষে উল্লেখ আছেঃ

صبح شد ای صبح را پشت پناه    عذر مخدومی حسام الدین بخواه

হে ভোরের মালিক পরওয়ারদিগার! ভোর হইয়া গেল। তিনি এখন ফজরের নামায আদায় করিতে রওয়ানা হইতেছেন; সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও মসনবী লেখা বন্ধ করিতে হইতেছে। আপনি আমার শ্রদ্ধেয় হুসামুদ্দীনের ওযর কবূল করুন।

মসনবী শরীফের প্রথম দপ্তর (পর্ব) লেখা সমাপ্ত হইল। এই সময় হুসামুদ্দীনের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। পত্নীর বিচ্ছেদ-ব্যাথায় হুসামুদ্দীন এতই মর্মাহত হইলেন যে, তাঁহার তবীয়তের উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাঁহার অশান্তির কারণে মাওলানার তবীয়ত রুদ্ধ ও স্তব্ধ হইয়া গেল। ফলে দুই বৎসরকাল মসনবী রচনা বন্ধ রহিল। দীর্ঘ দিন পর হুসামুদ্দীনের উৎসাহ-উদ্দীপনায় এবং আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপনে পুনরায় মসনবী লেখার কাজ আরম্ভ হইল। মাওলানার মৃত্যু পর্যন্ত মসনবীর রচনা চালু রহিল। মসনবী প্রণয়নের সর্বমোট সময় ছিল ১৫ বৎসর। বয়েত সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছাব্বিশ হাজার।

## মাওলানার শ্রমসাধনা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তরীকতের পথে মাওলানার শ্রম-সাধনা ও প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। বিছানা ও বালিশ তিনি মোটেই ব্যবহার করিতেন না। স্বেচ্ছায় কখনও শয়ন করিতেন না। নিদ্রার আক্রমণ হইলে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া লইতেন। নামাযের সময় হইলে তিনি যে অবস্থায়ই থাকিতেন, তৎক্ষণাৎ কেবলার দিকে ঘুরিয়া যাইতেন। তখন তাঁহার চেহারার রং পরিবর্তিত হইয়া যাইত। নামাযে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, এশার নামায শেষ করিতেই ভোর হইয়া গিয়াছে।

একবার কনকনে শীতের মৌসুমে মাওলানা নামাযের মধ্যে এত রোদন করিলেন যে, অশ্রু-ধারায় তাঁহার সমস্ত দাড়ি ভিজিয়া গিয়াছিল। এমন কি, অত্যধিক শীতের প্রকোপে দাড়িতে অশ্রু জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ ছিল না, যথারীতি নামাযে মশগূল রহিলেন। তিনি স্বভাবতঃ চরম পর্যায়ের সংসার-বিরাগী এবং অল্পে-তুষ্ট লোক ছিলেন। বিভিন্ন দেশের সুলতান ও বাদশাহ্গণ নগদ টাকা-পয়সা এবং বিভিন্ন রকমের খাদ্য ও ব্যবহার্য বস্তু তাঁহার খেদমতে হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করিতেন। কিন্তু তিনি উহার কিছুই নিজের জন্য না রাখিয়া গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়ার জন্য এবং নিঃস্ব মুরীদবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য স্বর্ণকার সালাহুদ্দীন এবং চাল্পী হুসামুদ্দীনের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, অথচ কোন কোন সময়ে মাওলানার গৃহে খাওয়ার কিছুই থাকিত না। এরূপ সময়ে কোন কোন দিন মাওলানার ছেলে সুলতান ওলাদ বাহাউদ্দীন পীড়াপীড়ি করিলে যৎসামান্য কিছু নিজের জন্য রাখিয়া দিতেন।

যেদিন ঘরে খাবার কিছুই থাকিত না, সেদিন মাওলানা খুব খুশী হইয়া বলিতেন, আজ আমার ঘর হইতে দরবেশীর ঘ্রাণ আসিতেছে। তাঁহার দানশীলতা ও পরার্থপরতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কোন ভিক্ষুক আসিয়া সওয়াল করিলে আবা বা কোর্তা, পরিধানে যাহাকিছু থাকিত, দেহ হইতে খুলিয়া তাহাকে দিয়া দিতেন।

একবার তিনি বাজারের উপর দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। ছেলেরা দেখিয়া তাঁহার হাত চুম্বন করার জন্য দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন। ছেলেরা আসিয়া আসিয়া হাত চুম্বন করিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাওলানাও তাহাদের হাতে চুমো খাইতেন। অদূরে একটি ছেলে কোন কাজে মশগূল ছিল। সে বলিল, মাওলানা! একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার হাতের কাজ শেষ করিয়া আপনার হাত চুম্বন করিব। ছেলেটি তাহার কাজ হইতে অবসর না হওয়া পর্যন্ত মাওলানা ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেটি কাজ শেষ করিয়া আসিয়া মাওলানার হাত চুম্বন করিলে পর তিনি নিজের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

**মাওলানা রূমীর মহাপ্রয়াণঃ**

৬৭২ হিজরীতে একদিন কাউনিয়ায় প্রচন্ড ভূকম্পন আরম্ভ হইল। ৭ দিন পর্যন্ত মতান্তরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবিরাম কম্পন হইতে থাকিল। শহরবাসীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে হযরত মাওলানার নিকট আসিয়া বলিল, হযরত! ইহা কেমন আসমানী গযব আরম্ভ হইল? হযরত মাওলানা বলিলেন, যমীন ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িয়াছে, নূতন ও টাটকা গ্রাস চাহিতেছে। ইন্‌শাআল্লাহ্, অচিরেই তাহার আশা পূর্ণ হইবে।

ইহার কয়েকদিন পরে মাওলানার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, আপনি কিরূপ কষ্ট বোধ করিতেছেন তাহা আপনি নিজে ব্যক্ত করুন। মাওলানা সেদিকে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিলেন না। তখন লোকে মনে করিল, মাওলানা আর সামান্য সময়ের মেহমান মাত্র। রোগের খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শহরবাসীরা দলে দলে মাওলানাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। বাদশাহ্, আমীর, আলেম, শায়খ প্রত্যেক শ্রেণীর লোক আসিতে লাগিলেন এবং মাওলানার অবস্থা দেখিয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ৬৭২ হিজরীর ৫ই জমাদাস্‌সানী রবিবার দিন সূর্যাস্তের সময় হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাত্রেই গোসল করাইয়া কাফন পরাইয়া রাখা হইল। প্রাতে বিরাট জনতা জানাযা লইয়া কবরস্থানের দিকে যাত্রা করিল। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, আমীর, গরীব, আলেম, মূর্খ প্রত্যেক স্তরের এবং প্রত্যেক দলের লোক উচ্চ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে জানাযার সঙ্গে চলিতে লাগিল। হাজার হাজার লোক শোকাবেগ বরদাশ্‌ত করিতে না পারিয়া পরিহিত জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

খ্রীষ্টান এবং ইহুদীগণ পর্যন্ত ইঞ্জিল এবং তওরাত পাঠ করিতে করিতে এবং বিলাপ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। তৎকালীন বাদশাহ্ও জানাযার সঙ্গে ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাওলানার সহিত তোমাদের কি সম্পর্ক? তাহারা উত্তর করিল, এই ব্যক্তি যদি আপনাদের মোহাম্মদ (দঃ) হন, তবে তিনি আমাদের মূসা এবং ঈসা (আঃ) ছিলেন। অবশেষে সন্ধ্যার লগ্নে জানাযা কবরস্থানে পৌঁছিতে সক্ষম হইল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত

চতুর্দিক হইতে বিভিন্ন দেশের লোকজন মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসিতে লাগিল। তখন হইতে শুরু করিয়া আজিও মাওলানা রূমীর সমাধি যিয়ারতগাহরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মৃত্যুকালে মাওলানা রূমীর বয়স ছিল ৬৮ বৎসর।

মাওলানার মৃত্যুর পর তদীয় সুযোগ্য খলীফা হুসামুদ্দীন চালপী মাওলানার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ১১ বৎসর তা'লীম-তরবিয়ত প্রদানের পর ৬৮৩ হিজরীতে ৫৭ বৎসর বয়সে তিনিও পরলোক গমন করেন। চালপীর ইন্তেকালের পর মাওলানা রূমীর সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা বাহাউদ্দীন মোহাম্মদ সুলতান ওলাদ (রঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

—■—

# পূর্বাভাষ

ইমামে তফসীর আল্লামা মুকাতেলের মতে আল্লাহ্ পাক আশি হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে একমাত্র মানবকুলই সৃষ্টির সেরা মখলুক। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আদেশ کن কুন (হও) দ্বারা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আদম সৃষ্টির ব্যাপারটা একেবারেই স্বতন্ত্র।

বৈজ্ঞানিকদের মতে আদম সৃষ্টির দুই লক্ষ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিশ্ব-ভুবন সৃষ্টি করেন। তৎকালীন জগত পাহাড়-পর্বত, পশু-পক্ষী এবং গাছ-পালায় পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা নূর দ্বারা ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করেন আর অগ্নিশিখা দ্বারা পয়দা করিয়াছেন জ্বিন। কিন্তু জ্বিন জাতির মূল উপাদান অগ্নিশিখা হওয়ার কারণে তাহাদের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত উগ্র ছিল। মারামারি কাটাকাটি (হানাহানি) ছিল তাহাদের স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সারা বিশ্বের তত্ত্বাবধানের ভার ফেরেশ্‌তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। সমগ্র বিশ্ব যখন ফলে-ফুলে পশু-পক্ষীতে পরিপূর্ণ ছিল, তখন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন দুইটি জাতি জ্বিন ও ফেরেশ্‌তা ছিল সারা বিশ্বের সর্বেসর্বা। কিন্তু উভয় জাতির চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য ছিল পরস্পর বিরোধী। ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে আছে শুধু ভালই ভাল; মন্দের লেশমাত্র নাই। তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগত মখলুক। পক্ষান্তরে জ্বিন জাতির মধ্যে ছিল শুধু মন্দই মন্দ, ভালর লেশমাত্র তাহাদের মধ্যে নাই। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তাগণকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ ফরমাইলেনঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

অর্থাৎ, ঐ শুভক্ষণটি বাস্তবিক উল্লেখযোগ্য, যখন আপনার রব আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তা-গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছি।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ৮০ হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কোন সৃষ্টি সম্পর্কে কাহারো সহিত আলাপ-আলোচনা করেন নাই; বরং যখনই যেকোন মখলুক সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই کن (হও) শব্দ প্রয়োগ করা মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আদম-সৃষ্টির ব্যাপারে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মখলুক ফেরেশ্‌তাগণের সহিত আলোচনা করিতেছেন, ফেরেশ্‌তাদের মতামত যাচাই করিতেছেন, ফেরেশতাগণও অবাধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। (কোরআন পাকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে।)

তারপর আদম-সৃষ্টির ব্যবস্থাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বকে কুন کن শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার জন্য সৃষ্টির সেরা ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা অর্থাৎ, আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্য হইতে এক ফেরেশ্‌তাকে আল্লাহ্ পাক আদেশ করিলেন, সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন রং ও প্রকৃতির মাটি লইয়া আস। ফেরেশ্‌তা যখন মাটি লইবার জন্য উদ্যত হইলেন, তখনই মৃত্তিকা বলিয়া উঠিল, যে আল্লাহ্ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তোমাকে সেই আল্লাহ্ তা'আলার কসম দিতেছি,

তুমি আমা হইতে মাটি লইও না। আল্লাহ্ পাকের নামের কসম দেওয়ায় ঐ ফেরেশ্তা মাটি না লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফিরিয়া গেলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ফেরেশ্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে মাটি আনয়নের জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, তাহা কেন আন নাই? ফেরেশ্তা বলিলেন, হে পরওয়ারদিগার! মাটি আপনার নামের দোহাই দিয়া তাহাকে না লওয়ার অনুরোধ করিল। আপনার নামের দোহাই সম্বলিত অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

আল্লাহ্ তা'আলা মাটি আনার জন্য আরশ বহনকারী অন্য এক ফেরেশ্তাকে প্রেরণ করিলেন। পূর্ববর্তী ফেরেশতার ন্যায় সেও মাটি না লইয়া ফেরত আসিল এবং অনুরূপ উত্তর দিল। একে একে আরশ বহনকারী সকল ফেরেশ্তাকেই প্রেরণ করিলেন, আল্লাহ্ পাকের নামের দোহাই শুনিয়া কেহই মাটি লইল না।

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ভাবী মালাকুল মউত আযরায়ীল ফেরেশ্তাকে পাঠাইলেন। মাটি তাঁহাকেও ঐরূপ শপথ দিলে তিনি বলিলেনঃ যিনি আমাকে আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার আদেশ পালন করা তোমার এই দোহাই রক্ষা করার চেয়ে সমধিক কর্তব্য। অতঃপর তিনি হরেক রকম যমীনের উপরিভাগ হইতে মাটি উঠাইয়া লইলেন এবং বর্তমানে যেখানে কাবা শরীফ অবস্থিত, তথায় একত্রিত করার পর আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করিলেন। (এই জন্যই আল্লাহ্ পাক হযরত আযরায়ীল আলাইহিস্সালামকেই বনী-আদমের জান কবয করিয়া মাটির আমানত মাটিতে ফেরত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন।) অতঃপর উহা বেহেশ্তের পানি দ্বারা মন্থনপূর্বক খামীর তৈরী করা হইল। ঐ খামীর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী হযরত আদমের দেহাবয়বের আকৃতি নির্মাণ করা হইল। যখন মাটি শুষ্ক হইয়া ঠন্ঠনে হইয়া গেল, তখন আদম-দেহে আল্লাহ্ পাক রূহ ফুঁকিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে উহা অস্থি-চর্ম ও মাংসপূর্ণ সজীব দেহে পরিণত হইল। অতঃপর আদম দেহ হইতে হাওয়াকে বাহির করা হইল। হযরত আদম স্বীয় অর্ধাঙ্গিনী বিবি হাওয়াসহ পরম সুখে বেহেশ্তে বসবাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালের ঘূর্ণিপাকে বেহেশ্ত হইতে পরিশ্রমস্থল তথা পরীক্ষার ক্ষেত্র দুনিয়ায় অবতারিত হইলেন। অনন্তর মা'মান উপত্যকা বনাম আরাফাতের ময়দানে হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার ঔরসজাত সন্তানকে—সন্তানগণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের সন্তানকে এরূপে কিয়ামত পর্যন্ত বংশ-পরম্পরায় যত আদম-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সকলকে বাহির করিলেন এবং তাহাদিগকে বিবেক-বুদ্ধি দান করত আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন, الست بربكم 'আমি কি তোমাদের রব (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা) নই?' সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, بلى 'হাঁ, হাঁ, আপনিই আমাদের রব, আপনিই আমাদের সব!' এই একরারকে 'আহ্দে আলাস্তু' বলা হয়।

এই একরার-অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর আল্লাহ্ পাক ঐসকল রূহকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখিলেন। ঐ স্থানকে বলা হয়, 'আলমে আরওয়াহ' বা রূহের জগত। মানবরূহ যথাসময়ে ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া মাতৃগর্ভের মাধ্যমে লোভনীয়, মোহনীয় ও পাপ-পংকিল এই দুনিয়ায় আগমন করে।

এই ভুলের দুনিয়ায় আগমন করার পরও অনেক ভাগ্যবান এমন আছেন যে, সেই রূহের জগ-তের সকল কথা তাঁহাদের পুরাপুরি স্মরণ আছে। সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির হাল-হাকীকত একটুও ভুলেন নাই। যেমন—হযরত যুন্নুন মিসরী (রঃ) বলেন, আহ্দে আলাসতু-এর ঐ অঙ্গীকার-একরার

আমার এরূপ স্পষ্ট স্মরণ আছে যে, মনে হয় যেন এখনও আমি উহা শুনিতেছি। কোন কোন বুযুর্গ এরূপও বলিয়াছেন, তখন আমার আশেপাশে কে কে বিদ্যমান ছিল ইহাও আমার স্মরণ আছে।

অবশ্য এই ধরনের লোকদের সংখ্যা অতি নগণ্য। আর যাঁহাদের বোধশক্তি ও অনুভূতি ক্ষমতা উপরোক্ত মনীষীদের ন্যায় প্রখর নহে, তাঁহাদেরও কোরআন-হাদীস চর্চার কল্যাণে কিংবা আল্লাহ্‌ওয়ালা নেক্‌কারদের সাহচর্যের অছিলায় ঐ অনুভূতি অর্জিত হইয়াছে। এই অনুভূতিসম্পন্ন লোকেরা যখন তাঁহার বর্তমান অবস্থার চরম অবনতির প্রতি লক্ষ্য করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে থাকাকালীন উন্নত অবস্থার সহিত তুলনা করেন, তখন অধৈর্য হইয়া অনুতাপ ও বিচ্ছেদ-বেদনায় পেরেশান হইয়া পড়েন এবং মৌখিক বর্ণনায় কিংবা হা-হুতাশজনিত বাহ্যিক অবস্থায় উহা প্রকাশ করিতে থাকেন। এইরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতেই মাওলানা রূমী করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ঃ

بشنو از نے چوں حکایت میکند........

—■—

# মসনবীয়ে রূমী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# মসনবীয়ে রূমী

■

## প্রথম পর্ব

| | |
|---|---|
| বেশনু আয্ ন্যায় চুঁ হেকায়েত মী কুনাদ | بشنو از نے چوں حکایت میکند |
| ওয়ায্ জুদাঈহা শেকায়েত মী কুনাদ | وز جدائیها شکایت میکند |

কান পাতিয়া শোন, বাঁশী কি অবস্থা বর্ণনা করিতেছে, বিরহ-বিচ্ছেদের (কি) অভিযোগ করিতেছে।

অর্থাৎ, এখানে বাঁশী বলিতে মানুষের রূহ উদ্দেশ্য। রূহ উহার মূল সৃষ্টি অনুসারে একটি পবিত্র নূরানী মখলুক। ইহার আসল নিবাস আলমে মালাকূত অর্থাৎ, রূহের জগত। সেখানে সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে ও যেকের-ফেকেরে নিমগ্ন থাকার সৌভাগ্য লাভ করিত। দেহের জগতে আসিয়া, দেহের সহিত যুক্ত হইয়া যেসমস্ত দোষ-ত্রুটি ও কুস্বভাব সে লাভ করিয়াছে, রূহের জগতে উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিল। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, দেহের জগতে আসিয়া তাহার মধ্যে নানাবিধ দোষ-ত্রুটি যথা—কাম, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ, রিয়াকারী, গর্ব, কৃপণতা, আমানতে খেয়ানত প্রভৃতি নফ্সানী দোষ-ত্রুটি যুক্ত হইয়াছে। কেননা, ইহা নিম্নজগতের অনিবার্য কুফল এবং ইহাতে সে তাহার রূহের জগতে থাকাকালীন সৌভাগ্যের অর্থাৎ, মহব্বত ও মারেফতের মধ্যে যথেষ্ট হ্রাস উপলব্ধি করিতেছে। ইহা তাহার জন্য বিশেষ ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের অবস্থা। অবশ্য সর্বসাধারণের রূহ ইহা অনুভব করিতে পারে না। তাহারা ত দিবারাত্র নিজেদের পার্থিব কাজ-কারবারে মগ্ন থাকায় আশা-ভরসার মত্ততায় উদাসীন রহিয়াছে।

কিন্তু যাহাদের অন্তরদৃষ্টি প্রখর এবং যাহাদের নফ্স উপদেশ গ্রহণকারী কিংবা যাহারা চরিত্র সংশোধন ও পবিত্রকরণ বিষয়ক কিতাব পাঠ করিয়া উপদেশ হাসিল করিয়াছে, কিংবা কামেল পীরের শিক্ষা ও তরবিয়ত তাহাদের অন্তর হইতে গাফলতের পরদা অপসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের রূহ উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহারা কেমন উচ্চ স্থান হইতে নামিয়া কিরূপ নিকৃষ্ট ও নীচ স্থানে আসিয়াছে, আর কেমন সৌভাগ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ দুর্ভাগ্যে পতিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর রূহ নিজের ক্ষতি ও বঞ্চিত হওয়ার কারণে আক্ষেপ এবং বিলাপ করিতেছে। এ কথাই মাওলানা রূমী বলিতেছেনঃ বাঁশী বিরহ-বেদনার কাহিনী বর্ণনা করিতেছে।

কেয্ ন্যায়স্তাঁ তা মরা বু-বরীদাআন্দ کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
আয্ নফীরাম মর্দ ও যন নালীদাআন্দ از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

যখন হইতে আমাকে বাঁশবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, আমার কান্না ও আর্তনাদে নারী-পুরুষ সকলেই কাঁদিয়াছে।

**সারমর্ম ঃ**

আমাকে রূহের জগত হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মানবজগতে আসার পর আমার ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন বা কম হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি এমন করুণ স্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছি। আমার আর্তনাদে দর্শকদের হৃদয় বিগলিত হয়, পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। অতএব নর-নারী সকলেই আমার বিলাপে প্রভাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে।

কেননা, প্রকৃতির নিয়ম এই যে, সত্যিকারের ব্যথিত হৃদয় নিংড়ানো বিলাপ ও আর্তনাদ শ্রোতাদের কর্ণকুহরে আঘাত হানিবেই, তাহাদের কান্নামুখ দর্শনে দর্শকদের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইবে, কাজেই মাওলানা বলিতেছেন ঃ একা আমি কাঁদি নাই, কাঁদিয়াছে সবাই।

ছীনা খাহাম শরহা শরহা আয ফেরাক سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
তা বগুইয়াম শরহে দরদে ইশ্তিয়াক تا بگویم شرح درد اشتیاق

'বিরহ-বেদনায় যাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ, আমার প্রেম-বেদনা প্রকাশের জন্য এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ বক্ষেরই প্রয়োজন।'

ব্যথিতদের দর্শনে এবং আর্তনাদকারীদের বুকফাটা ক্রন্দন শ্রবণে যদিও বহু লোক ব্যথিত ও মর্মাহত হয়, তবুও কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাহাদের শিলাবৎ কঠিন হৃদয় বিগলিত হয় না; বরং ব্যথিত সুজনকে ধোকাবায, রিয়াকার, কপট মনে করে।

বাঁশীর পক্ষ হইতে তাহাদের উত্তর দেওয়া হইতেছে—তোমরা আমার অবস্থাকে অস্বীকার করিতেছ, তাহার কারণ হইল, তোমরা বিরহ-বেদনার ভুক্তভোগী নও, বিচ্ছেদ-বেদনার স্বাদ কখনও আস্বাদন কর নাই। অথচ এই বেদনা অনুভব করার জন্য বিরহ-বেদনায় চূর্ণ-বিচূর্ণ বক্ষের প্রয়োজন। তাহাদের নিকট অন্তরজ্বালা প্রকাশ করিলে অবশ্য সম্যক বুঝিতে পারিবে। উপরোক্ত ব্যথায় বিদীর্ণ বক্ষের দ্বারা শ্রোতাদের বক্ষ বুঝাইতেছে।

পক্ষান্তরে এখানে স্বয়ং ব্যথিতদের বক্ষও উদ্দেশ্য হইতে পারে। তখন অর্থ হইবে—বিলাপ ও ফরিয়াদ করিতে দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, প্রেম-বেদনা হইতে আমি দূরে সরিয়া থাকিতে চাই কিংবা সংকীর্ণমনা হইতেছি। না, না কিছুতেই তাহা নয়; বরং আমার চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা হইল বিচ্ছেদ-বেদনায় আমার অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হউক, যাহাতে আরো বেশী করিয়া প্রেম ও বেদনা প্রকাশ করিতে পারি। কেননা, প্রেমিকগণ প্রেমের মাঝে বিশেষ ধরনের আনন্দ ও উল্লাস অনুভব করিয়া থাকে। প্রেমাস্পদের ন্যায় প্রেমকেও ভালবাসে। العشق كالمعشوق يعذب قربه অর্থাৎ, প্রেমাস্পদের ন্যায় প্রেমের সান্নিধ্যও প্রেমিকের নিকট আনন্দদায়ক।

(কথিত আছে, প্রেম-জগতের অগ্রদূত, প্রেমবীর মজনুকে তাহার বন্ধুগণ কাবা ঘরের গেলাফে হস্ত স্থাপন করাইয়া অনুরোধ করিয়াছিল, মজনু! কাবা ঘরের গেলাফ ধরিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে কান্নাকাটা কর, তুমি ভাল হইবে, জীবনে শান্তি পাইবে। এতচ্ছ্রবণে মজনু দো'আ করিতে লাগিল ঃ 'এলাহী তুবতু আন কুল্লিল মাআছী, ওলা-কিন আন হোব্বে লায়লা লা আতুবু।'

অর্থাৎ, যাবতীয় গোনাহ্‌ হইতে তওবা করিতেছি, কিন্তু লায়লার প্রেম বর্জন করিতে পারিব না। দুনিয়ার সবকিছু বর্জন করিলাম, কিন্তু লায়লার প্রেম আরো দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলাম।)

হর কাছে কূ দূর মান্‌দায আছলে খেশ — هرکسے کو دور ماند از اصل خویش
বায জুইয়াদ রোযগারে ওয়াছ্‌লে খেশ — باز جوید روزگار وصل خویش

যে ব্যক্তি আপন মাকাম হইতে দূরে অপসারিত হইয়া পড়িয়াছে, সে পুনরায় তাহার (হৃত) মিলনযুগ অন্বেষণ করে।

বাঁশী অতীত কথা ও হৃদয়-বিদারক ব্যথা প্রকাশ করার কারণস্বরূপ বলিতেছে, সকলেই তো স্বীয় কেন্দ্র এবং স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার হৃত মিলনযুগ প্রাপ্তির অভিলাষী হয়, স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তনে সচেষ্ট হয়। আমিও যেহেতু রূহের জগত হইতে পৃথক হইয়াছি, যদ্দরুন আমার উত্তম গুণ ও ছেফাতগুলি লুপ্ত হইয়াছে, কাজেই আমি আমার সেই চিরবসন্ত উদ্যানের প্রত্যাশী।

এই জন্যই আল্লাহ্‌ওয়ালাদের মনের টান ও হৃদয়ের আকর্ষণ সর্বদা আখেরাতের দিকে সীমিত থাকে, এমন কি জীবনসায়াহ্নে মৃত্যু মুহূর্তে তাঁহাদের নিকট যখন মৃত্যুর পরওয়ানা আসিয়া পড়ে, তখন তাঁহারা মনের আনন্দে গাহিতে থাকেনঃ

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم
راحت جان طلبم ازپے جاناں بروم

চির আনন্দময় ঐদিন হইব, যেদিন আমি এই উজাড়-অনাবাদ মুসাফিরখানা পরিত্যাগ করিব, জীবনের পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হইব, প্রেমাস্পদের ক্রোড়ে যাইয়া উপস্থিত হইব।

মান বাহার জমইয়্যাতে নালাঁ শুদাম — من بهر جمعیتے نالاں شدم
জুফ্‌ত খোশহালাঁ ও বদ হালাঁ শুদাম — جفت خوشحالاں و بد حالاں شدم

প্রতিটি জনসমাবেশে আমি রোদন করিয়াছি, ভাল-মন্দ সবার সাথে মিলিত হইয়াছি।

হার কাছে আয্‌ যন্নে খোদ শুদ ইয়ারে মান — هرکسے از ظن خود شد یار من
ওয়ায দুরূনে মান না জুস্তাসরারে মান — وز درون من نه جست اسرار من

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ খেয়াল ও ধারণা অনুযায়ী আমার বন্ধু সাজিল, কিন্তু আমার অন্তরে লুক্কায়িত গুপ্ত রহস্যের সন্ধান কেহই পাইল না।

প্রেমিকের ব্যথাভরা কাহিনী অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু অধিকাংশ লোক মোটামুটি এতটুকু মনে করে যে, লোকটা বিপদগ্রস্ত। আর যদি কেহ দয়া-পরবশ হইয়া বিস্তারিত কিছু বুঝিতে চায়, তবে নিজের উপর ধারণা করিয়া মনে মনে ভাবে যে, আমি যে ধরনের বিপদের সম্মুখীন, লোকটাও হয়ত তেমন কোন বিপদে পতিত। যেমন, বিবি মরিয়া গিয়াছে, সংসার উজাড় হইয়াছে কিংবা অসুখ-বিসুখে পড়িয়াছে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য বিনষ্ট হইয়াছে, ফলে অভাব-অনটনে পড়িয়াছে, কিংবা নারী-প্রেমে অকৃতকার্য হইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে। মোদ্দাকথা, যত মন তত ধারণা।

কিন্তু হায়! বাঁশীর অন্তরে যে ব্যথা, তাহা তো কেহই বুঝিল না; সুতরাং বাঁশী বলিতেছে, আমার ক্ষোভ ও ক্রন্দনের কথা কাহারও অজানা নাই, ভাল-মন্দ সকল লোকই আমার আর্তনাদ শুনিয়াছে এবং আমাকে বিপদগ্রস্ত মনে করিয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুমান ও ধারণামাফিক সহানুভূতিও দেখাইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত তথ্যের নাগাল কেহই পাইল না। আমার ব্যথা-বেদনার একমাত্র কারণ আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত পিপাসা।

ছের্রে মান আয্ নালায়ে মান দূর নীস্ত — سر من از نالۀ من دور نیست
লেকে চশ্মো গোশ রা আঁ নূর নীস্ত — لیک چشم و گوش را آں نور نیست

অথচ আমার গোপন বেদনা আমার কান্না ও আবেগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কিন্তু চক্ষু ও কর্ণের সেই জ্যোতি নাই।

অর্থাৎ, আমার ব্যথা-বেদনার প্রকৃত তথ্য, আমার আহাজারি ও আর্তনাদের দ্বারা অনুমান ও অনুধাবন করা একান্তই সম্ভব ছিল। কেননা, উহা অন্তরদৃষ্টি ও জ্ঞানচক্ষুর মাধ্যমে উপলব্ধি করার বস্তু। যাবৎ সেই বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জন না হইবে, তাবৎ চর্মচক্ষু, কর্ণ বা বাহ্য ইন্দ্রিয় অথবা বস্তুজ্ঞান দ্বারা বুঝা সম্ভব হইবে না। সাধারণ লোকদের তো উহা অনুধাবন করার যোগ্যতা নাই। এখানে জ্যোতি বলিতে চক্ষুর জ্যোতি উদ্দেশ্য নহে; বরং বাতেনী জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি শক্তি বুঝাইতেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ক্ষুধার যাতনা মানুষ আভ্যন্তরিক অনুভূতি শক্তি দ্বারা অনুভব করিতে পারে। শত চেষ্টা করিলেও উহা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝান সম্ভব হইবে না। যাহার মধ্যে ক্ষুধার অনুভূতি শক্তি আছে, সে-ই উহার হাকীকত বুঝিতে সক্ষম। নিজের মধ্যে সেই অনুভূতির ক্ষমতা না থাকিলে দুনিয়ার সমগ্র জ্ঞান একত্রিত করিলেও বুঝান যাইবে না। অতএব, বাঁশীর বিচ্ছেদ-বেদনা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিবে না।

তন যে জানো জাঁ যে-তন মসতূর নীস্ত — تن ز جان و جاں ز تن مستور نیست
লেকে কাছ রা দীদে জাঁ দস্তূর নীস্ত — لیک کس را دید جاں دستور نیست

দেহ প্রাণ হইতে এবং প্রাণ দেহ হইতে লুক্কায়িত নহে; কিন্তু প্রাণকে কেহই দেখিতে পায় না। (অথচ একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।)

ইহা পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত। ভাবিয়া দেখ, রূহ দেহ হইতে দূরবর্তী নহে, তাহা সত্ত্বেও রূহকে দেখার কোথাও বা কাহারও দস্তুর নাই, কেহই দেখে না। অতএব, নিকটে এবং জড়িত থাকিলেই যে অনুধাবন করা সহজ ও সম্ভব হইবে, একথা কেহ বলিতে পারে না। যাবৎ বোধশক্তি এবং অনুভূতি শক্তিতে বুঝার ক্ষমতা সঞ্চয় না হইবে তাবৎ বুঝিতে পারিবে না। আমার ব্যথা-বেদনার যথাযথ দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কাহারও বুঝে না আসে, তবে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই।

আতেশাস্ত ঈঁ বাংগে নায়ে ও নীস্ত বাদ — آتش ست ایں بانگ نائے ونیست باد
হারকে ঈঁ আতেশ না দারাদ নীস্ত বাদ — هرکه ایں آتش ندارد نیست باد

বাঁশীর এই সুর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, মৃদু সমীরণ নহে; এই অগ্নি যাহার মধ্যে নাই তাহার মৃত্যুই শ্রেয়।

এই বয়েতে বাঁশীর আর্তনাদ তথা আশেকে এলাহীর প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতা বর্ণনা করিতেছেন। এই অগ্নিতে প্রেমিক নিজেও ভস্ম হইতেছে, অন্যদেরকেও দগ্ধীভূত করিতেছে। এই বিষয়টি অহরহ সকলেরই চোখে পড়ে যে, যাহারা সত্যিকারের, প্রেমিক তাহাদের সংস্পর্শে আসিলে অন্যদের মধ্যেও প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, হৃদয়সাগরে উত্তাল তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, ইহা বায়ুর মত নিষ্ক্রিয় নহে। পরবর্তী পদে প্রেমের গুণ-গরিমার বর্ণনা দিতে যাইয়া বলিতেছেনঃ প্রেম আল্লাহ্ পাকের বিরাট অবদান, অমূল্য সম্পদ। যাহার ভাগ্যে এই অমূল্য রত্ন ও সম্পদ জোটে নাই, তাহার বিলীন হইয়া যাওয়াই শ্রেয়। যে জীবনের সহিত এশ্ক-মহব্বতের অন্বেষণ জড়িত নহে, এমন অধম জীবন কোন্ কাজে আসে? نیست باد শব্দ দ্বারা প্রেমহীন লোকদিগকে বদ-দো'আ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে " نیست باد " শব্দটিকে নেক দো'আর দিকেও নেওয়া যাইতে পারে। তখন ইহার অর্থ দাঁড়াইবে, আয় আল্লাহ্! তুমি প্রেমহীন লোকদিগকে প্রেম দান কর, যাহার বদৌলতে সে নিজকে ভুলিয়া যায়, নিজের সত্তাকে বিলীন করিয়া ফানার পর্যায়ে উপনীত হয়।

আতশে এশ্কাস্ত কান্দার ন্যয় ফেতাদ — آتش عشق ست کاندر نے فتاد
জোশেশে এশ্কাস্ত কান্দার ম্যয় ফেতাদ — جوشش عشق ست کاندر مے فتاد

(ইহা) এশ্কেরই আগুন, যাহা বাঁশীতে প্রজ্বলিত হইতেছে, (ইহা) এশ্কেরই মত্ততা, যাহা শরাবে উৎপন্ন হইতেছে।

এখানে "ব্যথা ও জ্বালা প্রকাশকারী বাঁশী" বলিতে আল্লাহ্ তা'আলার আশেক উদ্দেশ্য। কেননা, বাঁশীর ন্যায় সেও বেদনা এবং জ্বালা প্রকাশ করে। শরাব, যাহা অন্য লোকদিগকে আত্মহারা ও মত্ত করিয়া দেয়, উহা দ্বারা এখানে সেই মত্ত ও আত্মহারা করিয়া দেওয়ার সামঞ্জস্যে মাশুকে হাকীকী বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ, কি আশেক, কি মাশুক, সকলেই এশ্কের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। মা'শুকের মধ্যে এশ্ক না হইলে একাকী আশেকের এশ্কের দ্বারা কি ফল লাভ হয়?

এই বয়েতে এশ্ক ও মহব্বতের মর্তবা ও মর্যাদা বর্ণনা করিতেছেন যে, এই এশ্ক এমন বস্তু, যাহা আশেক ও মা'শুক উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান।

যেমন আল্লাহ্ পাক স্বীয় কালামে পাকে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেনঃ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহারাও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসেন", যদিও এই উভয় ভালবাসার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মাটির জগতের সহিত পবিত্র জগতের কি সম্পর্ক? তবুও নামেমাত্র সামঞ্জস্য কম কিসের? বন্দার ভালবাসার মধ্যে জড়িত আছে আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ, ভয়-ভীতি, পুরস্কার ও বিনিময়ের লিপ্সা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বন্দার প্রতি আল্লাহ্র ভালবাসা ও মহব্বত সর্ব-স্বার্থের ঊর্ধ্বে। তদুপরি বন্দার ক্ষমতাই বা কতটুকু? আর তার মহব্বতের পরিমাণ ও পরিমাপই বা কতটুকু? উভয় মহব্বতের মধ্যে যদিও বিন্দুমাত্র সমতা নাই, তবুও সমনাম হওয়াটাই বিরাট নেয়ামত।

দেখ, আমরা ফুলকে ভালবাসার সাথে সাথে বুলবুলকেও ভালবাসি। কেননা "বুলবুল" শব্দটা দুই ফুলের মিল (পরিমাণ) অর্থাৎ, দুইবার ফুল শব্দ উচ্চারণ করিলে বুলবুল শব্দের সাথে মিল হয়। এই শাব্দিক মিলই বুলবুলকে ভালবাসার জন্য যথেষ্ট। এশ্ক-মহব্বত ব্যতীত অন্যান্য যতগুলি গুণ আছে, তাহা হয়ত বন্দার জন্য নির্ধারিত, অথবা আল্লাহ্ তা'আলার বৈশিষ্ট্য।

বাঁশীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এশ্‌ককে আগুন বলা হইয়াছে, আর শরাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া মত্ততা শব্দ দ্বারা এশ্‌ককে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ন্যায় হারীফে হারকে আয্‌ ইয়ারে বুরীদ — نے حریف هرکه از یارے برید
পর্দাহায়েশ পর্দাহায়ে মা দরীদ — پردهایش پردهائے ما درید

যাহারা নিজ বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন, বাঁশী তাহাদের প্রকৃত বন্ধু, এই বাঁশীর সুর আমাদের (দিলের) আবরণ ছিন্ন করিয়াছে।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, "চক্ষু ও কর্ণের সেই জ্যোতি নাই", এই বয়েতে ঐ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হইতেছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় মা'শুকের বিরহ-জ্বালা ভোগ করিতেছে, তাহার সহিত বাঁশীর পুরাপুরি মিল ও ঐক্য রহিয়াছে। এসমস্ত ব্যক্তি বাঁশীর দুঃখ-দরদ ও পেরেশানীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

এখন দ্বিতীয় পদে মাওলানা (রঃ) নিজের সম্পর্কে বলিতেছেন, আমিও যেহেতু বিচ্ছেদ-ব্যথায় ব্যথিত, কাজেই বাঁশীর কান্নাকাটি, আহাজারিতে আমার মধ্যে এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হইয়াছে যে, আলমে আরওয়াহ হইতে ইহজগতে আসিয়া দেহের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ায় রূহের উত্তম গুণগুলির সম্মুখে গাফলত ও অমনোযোগিতার যেই পর্দা পড়িয়া গিয়াছিল, সেই পর্দা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে এবং মহা উদ্যম ও উৎসাহে পুনঃ অন্বেষণে নিয়োজিত হইয়াছি।

হামচু ন্যায় যহরে ও তিরইয়াকে কে দীদ — همچو نے زهرے وتریاقے که دید
হামচু ন্যায় দমসায ও মুশতাকে কে দীদ — همچو نے دمسازو مشتاقے که دید

বাঁশীর মত বিষ এবং বিষনাশক ঔষধ কেহ দেখিয়াছে কি? বাঁশীর ন্যায় হিতৈষী বন্ধু ও উৎসাহী আশেক কে দেখিয়াছে? (কেহই দেখে নাই।)

উপরে বাঁশীর কান্নার প্রতিক্রিয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছিল যে, উহা দ্বারা মনের গাফলত ও উদাসীনতা দূর হইয়া যায় এবং অন্বেষণ কার্যে নূতন উদ্যম ও প্রেরণা উৎপন্ন হয়। গাফলত দূর করিয়া নেক কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা আনয়ন করিতে হইলে নফ্‌সের কুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রেরণা দমন করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইহা নফসের জন্য খুব অপছন্দনীয়। কিন্তু ইহা রূহের জন্য উৎকৃষ্ট খোরাক ও শক্তিবর্ধক ঔষধ। এই জন্যই মাওলানা (রঃ) বলিতেছেন, বাঁশীর সমান কোন বিষও নাই—অর্থাৎ, নফ্‌সের জন্য এবং বাঁশীর সমান কোন বিষনাশক ঔষধও নাই—অর্থাৎ, রূহের জন্য।

বাঁশীর প্রভাবে যখন অন্যান্য রূহসকলও প্রভাবিত হইয়া নূতন উদ্যম লাভ করে, তখন বাঁশীর উদ্যম ও স্বাদ সীমাহীনভাবে বর্ধিত হয়। কাজেই সে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াও ক্ষান্ত হয় না; বরং অন্বেষণের ময়দানে আরো দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। এই জন্যই বাঁশীর নৈকট্য এবং মিলন অর্থাৎ, গন্তব্যস্থানে পৌঁছাকে হিতৈষী বন্ধু বলা হইয়াছে এবং অধিকতর অন্বেষণকে উৎসাহী আশেক বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎলাভের পরও সান্ত্বনা নাই।

ন্যায় হাদীসে রাহে পোরখুঁ মীকুনাদ — نے حدیث راه پرخوں میکند
কিস্‌সাহায়ে এশ্‌ক মজনুঁ মীকুনাদ — قصه‌هائے عشق مجنوں میکند

বাঁশী রক্তময় (এশ্‌কের) পথের অবস্থা বর্ণনা করে (এবং) মজনুর (অর্থাৎ, আশেকদের) এশ্‌কের কাহিনী শুনায়।

রক্তময় পথ অর্থ—প্রেমের পথ। যেহেতু প্রেমের কারণে নয়নযুগল রক্তাশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকে, তাই উহাকে রক্তময় পথ বলা হইয়াছে। মজনু অর্থ—আশেক। এই বাঁশী তাহার ব্যথা ও বিপজ্জনক পথের কথা এবং আশেকদের ব্যথা-বেদনার কাহিনী বর্ণনা করে।

কোন একজন বুযুর্গ লোক একদিন আসমানের এক প্রান্তে সাদা ধবধবে বিশাল সমুদ্রের ন্যায় এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন; তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—নীল আকাশের একি অভিনব রূপ? অদৃশ্য বাণী হইল, হে নীরস আশেক! বুঝিতে পার নাই? তবে শোন; বনী আদমের মধ্য হইতে যেসমস্ত আশেক আল্লাহ্ তা'আলার এশ্‌কের বেদনায় অশ্রু বর্ষণ করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুসমূহকে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই অশ্রু ফোঁটাই একত্রিত হইয়া এই সমুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছে। উক্ত বুযুর্গ ব্যক্তি আসমানের অপর প্রান্তের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, লাল টকটকে এক বিরাট সমুদ্র। ইহা দেখিয়া তিনি আরও বিস্মিত হওয়ায় অদৃশ্য বাণী হইল, আল্লাহ্‌র আশেকগণ যেসমস্ত রক্তাশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক সেইগুলিকে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই একত্রিত হইয়া এই রক্ত-সাগরে পরিণত হইয়াছে। —নুযহাতুল বাসাতীন

মহ্‌রেমে ঈঁ হুশ জুয বে হুশ্ নীস্ত — محرم ایں هوش جز بیهوش نیست
মর যুবাঁরা মুশতারী চুঁ গোশ নীস্ত — مرزباں را مشتری چوں گوش نیست

(সমগ্র সৃষ্টি হইতে) বেহুশ ছাড়া এই (এশ্‌কের ব্যাপাররূপী) (সত্যিকারের) হুশের সন্ধান কেহ্ই পায় নাই, রসনার খরিদ্দার কানের মত আর কোন ইন্দ্রিয়ই নহে।

অর্থাৎ, যদিও বাঁশীর অবস্থা হইতে তাহার কাহিনী পুরাপুরি প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু এশ্‌কই সত্যিকারের আকল এবং হুশ, যদ্দারা প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত লাভ করা যায়। অর্থাৎ, এশ্‌কে এলাহীর ব্যাপার সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু হইতে বেহুশ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, অন্যান্য বস্তুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

কেননা, মানুষ যাহাকিছু জানিতে বা বুঝিতে চায়, তাহার সহিত মিল ও সামঞ্জস্য থাকা দরকার। দেখ, মুখের বাণী শুধু কানই শ্রবণ করে। কান যেন শব্দের একক খরিদ্দার। কেননা, কানের সহিত শব্দের সামঞ্জস্য ও মিল আছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যেহেতু শব্দের কোনই সামঞ্জস্য নাই। সুতরাং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি শব্দ ও স্বর শ্রবণে অক্ষম।

রসনা ও কানের দৃষ্টান্তটির তাৎপর্য এই যে, রসনা হইতে নির্গত কথাবার্তা শ্রবণ করার যোগ্য যেমন একমাত্র কানই বটে, নাকও নহে, চক্ষুও নহে বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ও নহে। অনুরূপভাবে এশ্‌কের বৃত্তান্ত শ্রবণের এবং উপলব্ধি করার যোগ্যতা একমাত্র সেই ব্যক্তিরই আছে, যে ব্যক্তির অন্তরকে এশ্‌কে এলাহীর মত্ততা গায়রুল্লাহ্‌র সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং সাংসারিক জ্ঞান হইতে এমন কি নিজের সত্তা হইতেও সম্পূর্ণ বেখবর করিয়া দিয়াছে। অন্য কোন মানুষ ইহা উপলব্ধি করার যোগ্য হইতে পারে না।

গার নাবূদে নালায়ে ন্যায় রা ছমর — گر نبودے نالۂ نے را ثمر
ন্যায় জাহাঁরা পোর না করদে আয্ শকর — نے جہاں را پر نکردے از شکر

বাঁশীর আহাজারির যদি কোন ফল না থাকিত, তবে বাঁশী বিশ্বকে (মারেফতের) মিষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে পারিত না।

এখানে বাঁশীর বিলাপের উপকারিতা বর্ণনা করিতেছেন। যেহেতু বাঁশীর কান্না শ্রবণে আল্লাহ্ তা'আলাকে অন্বেষণ করার স্পৃহা জন্মে এবং অন্বেষণের ফলে আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত লাভ হয়; সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, বাঁশীর কান্না নিষ্ফল নহে; বরং ইহা দ্বারা মারেফতরূপ ফল লাভ হয়; সুতরাং ইহাই কান্নার ফল। দ্বিতীয় পদে একথারই প্রমাণ দিতেছেন যে, বাঁশীর কান্নায় যদি আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত হাছিল না হইত, তবে এই যে দুনিয়ায় হাজার হাজার কামেল ওলীআল্লাহ্ রহিয়াছেন, ইঁহারা কোথা হইতে আসিলেন? বলাবাহুল্য ইঁহারা বাঁশীর বিলাপ এশ্‌কের কাহিনীর বদৌলতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

দর গমে মা রোয্‌হা বেগাহ্ শুদ — در غم ما روزها بیگاه شد
রোয্‌হা বা সূয্‌হা হামরাহ্ শুদ — روزها باسوزها همراه شد

চিন্তা ও পেরেশানীর (অবস্থার) মধ্যে থাকিয়া আমার জীবনের দিনগুলিই বিফল হইল, সারা জীবনের সবগুলি দিনই একমাত্র জ্বালা-যন্ত্রণার সাথী হইয়া রহিল।

প্রকৃত আশেক ও অন্বেষণকারী মা'শুকের সহিত মিলিত হইয়াও কোন সময় তৃপ্ত হয় না, সর্বদা আরো উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষী ও সচেষ্ট হয়। সে যে মকামে বা স্তরে পৌঁছিয়াছে, তার উপরের স্তরগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজের অবস্থাকে নিম্নস্তরের বলিয়া মনে করে। নিজের অতীত জীবনটুকু বিনষ্ট ও বরবাদ হইয়াছে বলিয়া মনে করে, এই কারণে আক্ষেপ ও অনুতাপ করিতে থাকে যে, হায়! জীবনের বিরাট অংশ অযথাই নষ্ট হইল, সারাটা জীবন জ্বালা-যন্ত্রণাতেই কাটিল, কিছুই তো হাছিল হইল না। এই বয়েতটির মর্ম পূর্বোক্ত বয়েত—

همچونے ........ مشتاقے که دید

বাঁশীর মত উৎসাহী বন্ধু "এবং আগ্রহশীল আশেক"-এর মর্মের অনুরূপ।

রোযহা গার রফ্‌ত গো রও বাক নীস্ত — روزها گررفت گو رو باك نيست
তু বমাঁ আয় আঁকে চুঁ তু পাক নীস্ত — تو بماں اے آنکه چونتو پاك نيست

জীবনের এই দিনগুলি যদি বিফল ও বিনষ্ট হইয়াও থাকে, তবে বলিয়া দাও, "চলিয়া যাও", কোন ক্ষতি নাই। কেননা, হে অনুপম পবিত্র (এশ্‌ক), তুমি ত আমার সঙ্গে আছ। (আমার আর কোন পরওয়া নাই।)

এই বয়েতে উপরে বর্ণিত বিষয় হইতে এক প্রকার অন্য দিকে মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, অতীত জীবন বিনষ্ট হওয়ার উপর অনুতাপ করা অনুচিত। জীবন বিফলে গিয়াছে যাক্, হে পবিত্র, সর্বত্রুটিমুক্ত নির্মল প্রেম! তুমি আমার সঙ্গী থাকিলে আমার আর কোন আক্ষেপ বা পরোয়া নাই।

পূর্বের বয়েতে নিজের অবস্থাকে হীন সাব্যস্ত করিয়া আত্মগৌরব অর্থাৎ, নেক আমল করার পর হৃদয়ে অহমিকার উদ্ভাবন হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় বলিয়া দিয়াছেন, আর এই বয়েতে নেয়ামতের নাশোক্‌রী হইতে বাঁচিয়া থাকার সন্ধান দিয়াছেন, যাহাতে এশ্‌কে এলাহী যতটুকু লাভ করিয়াছেন, সেই নেয়ামতের নাশোক্‌রী না হয়।

হারকে জুয্ মাহী যে আ-বাশ সায়র শুদ — هرکه جز ماهی زابش سیر شد
হারকে বে-রোযীস্ত রোযাশ দায়র শুদ — هرکه بے روزی ست روزش دیر شد

যাহারা মৎস্য (অর্থাৎ, আশেকে এলাহীর) গুণবিহীন, তাহারা স্বল্প পানিতে তৃপ্ত। এই পথে যাহারা জীবিকাহীন (একেবারে বঞ্চিত) তাহাদের জীবন অকাজে নষ্ট হইয়া গেল।

উপরে কামেল ওলীগণের বর্ণনা ছিল। যাঁহারা সদাসর্বদা রিয়াযত, মুশাহাদা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) প্রত্যক্ষ দর্শনের কাজে লিপ্ত, আল্লাহ্র যিকর-ফিকরে ব্যস্ত, নূরে এলাহী অবলোকন করিতে সচেষ্ট, তাঁহারা কখনও তৃপ্ত ও ক্ষান্ত হন না। পিপাসিত চাতকের মত মুখ হাঁ করিয়া থাকেন, অন্বেষণে কখনও অলসতা করেন না, ছুফীদের ভাষায় ইহাদিগকে মৎস্য বলে। মৎস্য যেমন পানি ছাড়া বাঁচে না, পানিতে কখনও তৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ তরীকতের পথে চলিয়া যত মকামই অতিক্রম করেন না কেন, কোন মকামেই তাহারা তৃপ্ত হন না, বরং আরও উন্নততম স্তরে আরোহণ করার জন্য সদা ব্যস্ত ও সচেষ্ট থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আরও দুই শ্রেণীর লোক আছেন। এক শ্রেণীর লোকের অবস্থা এই যে, তরীকতের পথের যৎসামান্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিলে এবং কিছু পথ অতিক্রম করিয়া কোন মকামে পৌঁছিতে পারিলে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া যান। এই শ্রেণীর লোকদিগকে 'জুয মাহী' অর্থাৎ, মৎস্য গুণবিহীন বলা হয়।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে—তাহাদের বলা হয় 'বেরুযী' জীবিকাহীন; —অর্থাৎ, তরীকতের পথে বঞ্চিত। এই শ্রেণীর লোকদের জীবন একেবারেই ব্যর্থ।

মোদ্দাকথা, তরীকতের পথে, এশ্কের প্রান্তরে থামিয়া থাকিও না, অগ্রসর হও, উন্নতি কর, ইহা সীমাহীন পথ। সারা জীবন চলিলেও এই পথের শেষ নাই। এই অকূল সমুদ্রের পাড়ি কখনও কূলের নাগাল পায় না। উন্নতির পর উন্নতি কর, ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা কর।

দর নাইয়াবদ হালে পোখ্তা হীচ খাম — در نیابد حال پخته هیچ خام
পছ সখুন কোতাহ্ বাইয়াদ ওস্সালাম — پس سخن کوتاه باید والسلام

অপরিপক্ক ব্যক্তি কামেল ওলী-আল্লাহ্গণের অবস্থা উপলব্ধি করিতে অক্ষম, কাজেই কথা ক্ষান্ত দিয়া সালাম বলিয়া বিদায় গ্রহণ করাই উত্তম।

উপরে তিন শ্রেণীর লোকের কথা বর্ণিত হইয়াছে—(১) পরিপক্ক, (২) অপরিপক্ক, (৩) বঞ্চিত। বঞ্চিত লোকেরা যেমন অপরিপক্ক লোকদের অবস্থা বুঝিতে অপারক, তদ্রূপ অপরিপক্ক লোকেরাও পরিপক্ক লোকদের অবস্থা পুরাপুরি অনুধাবন করিতে সক্ষম নহে। কেননা, তরীকতের পথের হালাত অর্থাৎ, অবস্থাগুলি রুচি বা অন্তরদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করার বিষয়। অনুমান বা উপমা দ্বারা বা বাহ্যিক প্রমাণাদির সাহায্যে উহা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।

কাজেই এশ্কের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং সুফল ইত্যাদির বর্ণনা আর কত করিব! অপরিপক্ক লোকেরা তো পরিপক্ক লোকদের হাল-হাকীকত বুঝিতে অক্ষম। কাজেই বেশী কথায় লাভ নাই। এখানেই ইতি করা দরকার। কেননা, এই রহস্য ব্যক্ত করিলে সাধারণ লোকদের ভুল বুঝাবুঝির প্রবল আশংকা।

বন্দে বিগসাল বাশ আযাদ আয় পেসর — بند بگسل باش آزاد اے پسر
চান্দ বাশী বন্দে সীম ও বন্দে যর — چند باشی بند سیم و بند زر

বৎস! (ধন-সম্পদের) শৃংখল ছিন্ন করিয়া ফেল, আর কতকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের শৃংখলে আবদ্ধ থাকিবে।

উপরে বলা হইয়াছে, অপরিপক্ক লোকেরা পরিপক্ক লোকদের অবস্থা জানিতে ও বুঝিতে অক্ষম। কাজেই রহস্যের কথা প্রকাশ করা নিষ্ফল; বরং উহাতে ক্ষতিরই আশংকা প্রবল। একথায় গুপ্ত রহস্য সন্ধানকারীদের মনে আগ্রহ জাগিতে পারে যে, আচ্ছা, তবে পরিপক্ক হওয়ার অর্থ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—গায়রুল্লাহ্ অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুর সম্পর্ক ছিন্ন কর, ধন-সম্পদের শৃংখল হইতে মুক্ত হও। কেননা, এসমস্ত বস্তুর সম্পর্ক মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা হইতে অমনোযোগী করিয়া রাখে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ককে গাঢ় হইতে এবং বৃদ্ধি পাইতে দেয় না। কাজেই গায়রুল্লাহ্র সম্পর্ক যতই কমাইতে থাকিবে, আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক ততই শক্তিশালী হইতে থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা ও পরিপক্কতা লাভ করিবে।

গায়রুল্লাহ্র সহিত তিন প্রকার সম্পর্ক হইয়া থাকে—(১) শরীয়তের নির্দেশিত উত্তম ও প্রশংসনীয় সম্পর্ক। ইহা তো আল্লাহ্র সহিত সম্পর্কেরই শামিল। এই সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয নহে। (২) শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় সম্পর্ক। এই ধরনের সম্পর্ক পূর্ণরূপে ছিন্ন করা ওয়াজেব। (৩) মোবাহ ধরনের সম্পর্ক, যাহাতে এবাদতও হয় না, গোনাহও হয় না, উহাকে একেবারে ছিন্ন করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উহাতে পুরাপুরি মশগুল না হইয়া যথাসম্ভব হ্রাস করা আবশ্যক। যেখানে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ প্রকাশ করা হইয়াছে, সেখানে উদ্দেশ্য এই যে, নিন্দনীয় সম্পর্ক একেবারেই বর্জন কর, আর মোবাহ সম্পর্ক কম কর।

| | |
|---|---|
| গর বরীযী বহ্রে রা দর কূযায়ে | گر بریزی بحر را در کوزهٔ |
| চান্দ গুঞ্জাদ কিসমতে এক রূযায়ে | چند گنجد؟ قسمت یك روزهٔ |

সমুদ্রকে যদি একটি পিয়ালায় ঢাল, তবে কতটুকুর সংকুলান হইবে? একদিন ব্যবহারের পরিমাণ (অধিক নহে)।

| | |
|---|---|
| কূযায়ে চশমে হারীছাঁ পোর না শুদ | کوزهٔ چشم حریصاں پر نه شد |
| তা ছদফ কানে' না শুদ পোর দুর্র না শুদ | تا صدف قانع نه شد پر در نه شد |

লোভী ব্যক্তির চক্ষু-পিয়ালা কখনও পূর্ণ হয় না, অল্পে তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঝিনুক মুক্তাপূর্ণ হয় না।

গায়রুল্লাহ্র সম্পর্ক যাহাতে সহজে ছিন্ন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এই বয়েতদ্বয়ে লোভ-লালসার নিন্দা এবং উহার নিষ্ফলতা বর্ণনা করা হইয়াছে।

বলিতেছেনঃ সমুদ্রকে যদি কোন একটি পিয়ালায় ঢালা হয়, তবে উহাতে কতটুকু পানি সামাইবে, শুধু একদিনের ব্যবহারের পরিমাণই তো? অর্থাৎ, পানি যত বেশীই হউক না কেন, একটি পাত্রের মধ্যে ঢালিলে পাত্রের পরিমাণের চেয়ে অধিক পানি উহাতে থাকিবে না। এইরূপে ভাগ্য একটি পিয়ালা, মাল-আসবাব যত অধিকই হউক, তুমি কিন্তু সেই পরিমাণই লাভ করিবে যে পরিমাণ মাল-দৌলত তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। আর এমনি দেখা গিয়াছে যে, লোভাতুরদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হয় না।

ইতঃপর দ্বিতীয় পদে অল্পে তুষ্টির প্রশংসা বর্ণনা করিতেছেনঃ ঝিনুক যেমন অল্পে তুষ্টির বদৌলতে মুক্তাপূর্ণ হয়, তদ্রূপ তুমি যদি কানাআত (অল্পে তুষ্টি) অবলম্বন কর, তবে তুমিও মুক্তার উজ্জ্বলতা লাভ করিবে।

বাল্যকালে স্বীয় উস্তাদের মুখে শুনিয়াছি, কোন বিশিষ্ট রাত্রে আসমান হইতে বিশেষ ধরনের মুক্তা-বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ঐ বৃষ্টির ফোঁটাই ঝিনুকের উদরে মুক্তাবীজরূপে বপিত হয়। ঐ রাত্রে

যাবতীয় ঝিনুকের দল পানির উপরিভাগে আসিয়া মুখ খুলিয়া বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে থাকে। উক্ত বৃষ্টির একটি মাত্র ফোঁটা পাইয়া যে ঝিনুক মুখ বন্ধ করিয়া নদীর তলদেশে স্থান লয়, বৃষ্টির ঐ ফোঁটা ঝিনুক গর্ভে মুক্তায় রূপান্তরিত হইয়া ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে। ফলে উহা অতিশয় উজ্জ্বল এবং আকারে খুব বড় হয় এবং উহার মূল্য হয় অনেক বেশী। আর যে ঝিনুক এক ফোঁটায় তুষ্ট না হইয়া আরও কয়েক ফোঁটা আহরণ করিয়া মুখ বন্ধ করে, ইহার প্রত্যেকটি ফোঁটায় এক একটি মুক্তার উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু আকারে হয় খুবই ক্ষুদ্র। উহার মূল্যও হয় অতি সামান্য। আর ঝিনুক যদি লোভের বশীভূত হইয়া মুখ বন্ধ না করিয়া শুধু ফোঁটা সংগ্রহের চেষ্টায় থাকে, তবে তাহাতে মুক্তা উৎপন্ন হইবে না। —অনুবাদক

হার কেরা জামা যে এশ্‌কে চাক শুদ — هرکرا جامه ز عشق چاك شد
উ যে হেরছ্‌ ও আয়বে কুল্লী পাক শুদ — او ز حرص و عیب کلی پاك شد

এশকের দ্বারা যাহার জামা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সে লোভ ও দোষ-ক্রটি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া গিয়াছে।

এই বয়েতে গায়রুল্লাহ্‌র সম্পর্ক ছিন্ন করার পন্থা এবং দুনিয়ার লোভ-লালসা দূরীভূত হওয়ার উপায় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এশ্‌কের কল্যাণেই মানুষ অতি সহজে লোভ-লালসা, যাবতীয় দোষ-ক্রটি এবং কুস্বভাব হইতে পুরাপুরি পাক-ছাফ হইতে পারে। চরিত্র সংশোধন করিয়া নিজের মধ্যে ভাল গুণ ও সৎস্বভাব আনয়ন করার দুইটি পন্থা আছে, একটি বিশেষ ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা—অর্থাৎ, প্রতিটি স্বভাবের পৃথক পৃথকভাবে সংশোধন করা। এহ্‌ইয়াউল উলুম প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই চিকিৎসা-পদ্ধতিকে 'তরীকে সুলুক' বলা হয়।

চরিত্র সংশোধনের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ব্যাপক। পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী যিক্‌র ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে কিংবা কামেল পীরের নির্ধারিত পন্থায় দিলের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহব্বত পয়দা করিবে। কল্‌বে যখন আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রবল হইবে, তখন নিজ সত্তাকে ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। সাথে সাথে কুস্বভাবগুলি দূরীভূত হইয়া যাইবে। কেননা, আমিত্বভাব এবং স্বীয় সত্তার গৌরবই মন্দ স্বভাব উৎপত্তির একমাত্র কারণ। ইহাকে 'তরীকে জয্‌ব' বলে। প্রথমোক্ত পন্থাটি নিরাপদ, কিন্তু দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ। আর দ্বিতীয় পন্থাটি ভয়াবহ, কিন্তু উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী।

হযরত মাওলানা রূমীর তবীয়তের মধ্যে যেহেতু দ্বিতীয় পন্থাটি—অর্থাৎ, "তরীকে জয্‌ব' প্রবল এবং এই পথের মহামানব ছিলেন, কাজেই অপরকেও তিনি এই শিক্ষাই দেন এবং সেদিকেই উৎসাহিত করেন। আর তিনি এই পন্থার প্রশংসা করেন এবং এশ্‌ক তথা আল্লাহ্‌-প্রেমের প্রশংসায় সর্বদা তৎপর থাকেন।

শাদ বাশ আয় এশকে খোশ সওদায়ে মা — شاد باش اے عشق خوش سودائے ما
আয় তবীবে জুমলা ইল্লতহায়ে মা — اے طبیب جمله علتهائے ما

তোমার মঙ্গল হউক, হে এশ্‌ক! তুমি আমাদের উত্তম ধ্যান ও ধারণা, তুমি আমাদের সকল (চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক) রোগের চিকিৎসক।

আয় দাওয়ায়ে নুখওতো নামুসে মা — اے دوائے نخوت و ناموس ما
আয় তু আফলাতুন ও জালীনুসে মা — اے تو افلاطون و جالینوس ما

ওহে! তুমি আমাদের অহমিকা ও যশ-লিপ্সারূপ ব্যাধির অমোঘ ঔষধ, ওহে (এশ্ক)! তুমি আমাদের আফলাতুন ও জালিনূস (-রূপী বিজ্ঞ চিকিৎসক)।

এই বয়েতগুলিতে এশ্কের প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে এশ্কে এলাহীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—ওহে এশ্ক! তোমার কল্যাণে মনের কল্পনা দুরুস্ত হয়, যাবতীয় চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা তোমার দ্বারা হইয়া থাকে। তোমার ওসীলায় অহমিকা ও মান-মর্যাদালাভের লিপ্সা দূরীভূত হয়।

এশ্ক যাবতীয় মন্দ স্বভাবকে দূর তো করেই, কিন্তু অহমিকা এবং মান-মর্যাদার লিপ্সাকে দূর করার ব্যাপারে এশ্কের এক বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। কেননা, এশ্কের কবলে পতিত হইলে নিজকে হেয় করিয়া দেওয়া অনিবার্য হইয়া যায়। বস্তুতঃ হীনতা ও মর্যাদা-লিপ্সা একত্রিত হইতে পারে না। ইহাদের যেকোন একটি প্রবল হইয়া উঠিলে অপরটি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

| | |
|---|---|
| জিস্‌মে খাকায্ এশ্ক বর আফলাক শুদ | جسـم خاك از عشـق بر افـلاك شد |
| কোহ্ দার রাকছামাদ ও চালাক শুদ | كوه در رقص آمـد و چالاك شد |

এশ্কের বদৌলতে মাটির দেহ আসমানের উপর আরোহণ করিল, পাহাড় আনন্দে মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিল।

| | |
|---|---|
| এশ্ক জানে তূর আমদ আশেকা | عشـق جان طور آمـد عاشـقـا |
| তূর মাস্ত ও খাররা মূসা ছায়েকা | طور مسـت و خـر موسىٰ صاعـقـا |

হে আশেক! এশ্ক যখন তূর পাহাড়ের প্রাণস্বরূপ হইল, তখন তূর উন্মত্ত এবং মূসা (আঃ) মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

"মাটির দেহ" অর্থ আমাদের রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক। আসমানে যাওয়ার অর্থ মেরাজ শরীফে গমন। তূর পাহাড়ের সন্নিকটে হযরত মূসা আলাইহিস্-সালাম আল্লাহ্‌র মহব্বতের কারণে দীদারে এলাহীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "পাহাড় আনন্দে নাচিতে লাগিল" বাক্যের দ্বারা এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এশ্কের বদৌলতে আমাদের নবী (আঃ) মেরাজ শরীফে তশরীফ নিয়াছেন। কেননা, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহ্ পাকের মাহ্‌বুব। বস্তুতঃ মাশুককে আশেকের তরফ হইতে নৈকট্য এবং উন্নতিলাভের সুযোগ দেওয়া হয়।

আর মূসা আলাইহিস্‌সালামের দীদারে এলাহীর ঘটনাও এশ্কেরই বদৌলতে সংঘটিত হইয়াছে। কেননা, দীদারের ঘটনায় হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম আশেক হওয়ার কারণেই তিনি মাশুকে হাকীকীর দীদার লাভের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিতাবস্থায় চর্মচক্ষে অবলোকন করা সম্ভব নয়। ইহা প্রমাণিত করার জন্য আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামকে বলিলেনঃ আচ্ছা, তূর পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে আমার দীদার লাভ করিবে। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম এশ্ক ও মহব্বতের সহিত ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পাহাড়ে আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লী প্রতিফলিত হওয়ায় পাহাড় আলোড়িত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। (এই আলোড়নকেই মত্ত বলা হইয়াছে।) আর হযরত মূসা (আঃ) মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ফলকথা, একটি ছিল মাশুক হওয়ার প্রতিক্রিয়া, অপরটি ছিল আশেক হওয়ার প্রতিক্রিয়া। ইহার মধ্যেও এশ্কের প্রশংসা করা উদ্দেশ্য।

বা লবে দম সাযে খুদ গার জুফতামে   بالب دمساز خود گر جفتمے
হামচূ ন্যায় মান্ গুফতানীহা গুফতামে   همچو نے من گفتنیها گفتمے

আহা! আমি যদি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ওষ্ঠের সহিত মিলিত হইতে পারিতাম, তবে বাঁশীর ন্যায় আমিও বহু বলার কথা বলিতাম।

পূর্বের বয়েতগুলিতে এশ্কের শান-শওকত ও মর্যাদার বর্ণনা হইতেছিল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এশ্কের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া এবং উহার রহস্যসমূহ বর্ণনা করার খুবই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্রেমের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া যেহেতু সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ অনুভূতির মাধ্যমে অনুধাবন করার বিষয়। অর্থাৎ, এশ্ক হাছেল না হওয়া পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব নহে, তদুপরি এই রহস্যসমূহের কোন কোনটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, জটিল এবং সুগভীর ভাবসম্পন্ন, তাহা প্রকাশ করিলে ভুল বুঝাবুঝি এবং ঈমান নষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকাও রহিয়াছে; কাজেই এই প্রসঙ্গটিকে বাদ দিয়া কৈফিয়ত ও ওযর বর্ণনাস্বরূপ বলিতে-ছেন, যদি বিশুদ্ধ রুচিবিশিষ্ট কাহারও সহিত পরস্পর কথোপকথনের হইত, তবে বাঁশী তথা প্রেমিকদের ন্যায় আমিও মন খুলিয়া রহস্যাবলী বর্ণনা করিতাম। বাঁশীতে যেমন বাদকের ওষ্ঠ মিলিত না হইলে সুর ঝংকৃত হয় না, তদ্রূপ যোগ্য পাত্র উপস্থিত না থাকিলে এশ্কের কাহিনী প্রকাশ করা যায় না।

হারকে উ আয হামযাবানে শুদ জুদা   هرکه او از همزبانے شد جدا
বে নাওয়া শুদ গারচে দারাদ ছদ নাওয়া   بے نوا شد گرچه دارد صد نوا

যে ব্যক্তি স্বীয় কথার সাথী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে অফুরন্ত উপকরণের অধিকারী হইলেও একেবারেই নিঃসম্বল হইয়া গিয়াছে।

এই বয়েতে পূর্বোল্লিখিত বিষয়টির কারণস্বরূপ একটি ব্যাপক নিয়ম বর্ণনা করিতেছেন। যে ব্যক্তি নিজের কথার সাথী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহার নিকট জ্ঞান, দর্শন এবং পাণ্ডিত্যের যত সম্ভারই থাকুক না কেন, একেবারে নিঃসম্বল হইয়া যায়, অন্তরের কথা কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারে না। কাজেই আমার নিকট এশ্ক ও মারেফতের নিগূঢ় রহস্য যে পরিমাণই থাকুক না কেন, প্রকাশ করিতে অক্ষম।

চুঁকে গুল রাফত ও গুলিস্তাঁ দারগুযাশ্ত   چونکه گل رفت و گلستاں درگذشت
নাশ্নবী যীঁ পছ যে বুলবুল সারগুযাশ্ত   نشنوی زیں پس زبلبل سرگذشت

ফুলের মৌসুম অতীত হইলে যখন উদ্যান বিরান হইয়া যায়, তখন আর বুলবুলের গান শুনিবে না।

এখানে উপরোক্ত বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন, দেখ, ফুলের মৌসুম অতীত হইলে ফুলবাগান যখন বিরান হয়, তখন আর বুলবুলের সঙ্গীত শোনা যায় না। কেননা, ফুলই ছিল তাহার সঙ্গীতের প্রেরণাদায়ক বস্তু। ফুল না থাকিলে বুলবুলের মুখে গান ফুটে না। এইরূপে উপযুক্ত শ্রোতার উপস্থিতিতেই হৃদয়ে বক্তব্য-বিষয়ের উদ্রেক হয়, শ্রোতা উপস্থিত না থাকিলে বক্তা নীরবই থাকে।

চুঁকে গুল রাফত ও গুলিস্তাঁ শুদ খারাব   چونکه گل رفت وگلستاں شد خراب
বুয়ে গুল রা আয কে জুয়েম আয গুলাব   بوئے گل را ازکه جوئیم از گلاب؟

ফুলের মৌসুম অতীত হওয়ার পর যখন বাগান উজাড় হইয়া গেল, তখন ফুলের খোশবু কোথায় অন্বেষণ করিব? গোলাব (নির্যাস) হইতে?

অর্থাৎ, যখন মানুষের মধ্যে এশক, মারেফতের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করার যোগ্যতাই নাই, তখন বোধমান যোগ্য লোক কোথায় তালাশ করিব? কাহারো মধ্যে যদি যৎকিঞ্চিৎ যোগ্যতা থাকেও, তাহা ত কেবল নামে মাত্র, যেমন গোলাব পানিতে ফুলের গন্ধ। গোলাব নির্যাসের গন্ধে কি বুলবুল কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে?

সের্রে পেনহানাস্ত আন্দর যের ও বম — سر پنهان ست اندر زیر و بم
ফাশাগার গুইয়াম জাহাঁ বরহাম যানাম — فاش اگر گویم جهان برهم زنم

বাঁশীর মিহীন ও উচ্চ সুরের মধ্যে গোপন তথ্য নিহিত আছে, যদি উহা প্রকাশ করি বিশ্ব-জগৎ উলট-পালট হইয়া যাইবে।

আঁচে মীগুইয়াদ আন্দর ঈঁ দো বাব — آنچه میگوید اندر این دو باب
গার গুইয়াম মান জাহাঁ গারদাদ খারাব — گر گویم من جهان گردد خراب

(মিহীন ও উচ্চ) এই দ্বিবিধ সুরে বাঁশী যাহাকিছু বলিতেছে, যদি আমি তাহা প্রকাশ করি, তবে বিশ্বজগৎ রসাতলে যাইবে।

মিহীন সুর এবং উচ্চ সুর বলিতে নানা রং-এর ও বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু বুঝান হইয়াছে।

**ভাবার্থঃ** এই যে আশেক তাহার এশ্‌ক সম্বন্ধীয় বাক্যালাপের মাধ্যমে সংক্ষেপে যাহাকিছু বলিতেছে, উহার তত্ত্বকথা ও গূঢ় রহস্য যদি প্রকাশ করি এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, তবে বিশ্বজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সেই বিষয়টি হইল আল্লাহ্ তা'আলার আশেকদের সকল কথার একমাত্র সারমর্ম—ওয়াহ্দাতুল ওজুদ-এর অর্থাৎ, একক সত্তার গূঢ় রহস্য।

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ব্যতীত বিশ্ব-ভুবনের অন্যান্য সত্তার অস্তিত্ব অনস্তিত্বের মত, বাস্তব ও প্রকৃত মওজুদ বা সত্তাধারী শুধু এক আল্লাহ্ তা'আলা মাহবুবে আযম।

অতএব, এই বিষয়টি যদিও শরীয়তবিরোধী নহে, তবুও বিষয়টি যেহেতু আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও হালের মাধ্যমে উপলব্ধি করার বস্তু, কাজেই অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ও ভাষা উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া যায়; ফলে অধিকাংশ সাধারণ শ্রেণীর লোক উহা দ্বারা ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয় এবং সবকিছুকে কল্পনা ও খেয়াল মনে করিয়া হালাল-হারামের ভেদাভেদ ও পার্থক্য উঠাইয়া দিয়া শরীয়তের বিধান ও আহ্‌কামকে বর্জন করে। অথচ জগতের যাবতীয় কাজ-কর্মের শৃংখলা একমাত্র শরীয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং শরীয়ত ত্যাগ করিলে বিশ্ব-জগতে অবশ্যই ধ্বংস নামিয়া আসিবে।

শরীয়তের আহ্‌কাম (বিধি-বিধান) বর্জন করার কারণে মানব জগৎ তো ধ্বংস হইবেই, আর অন্যান্য সৃষ্টি এই কারণে ধ্বংস হইবে যে, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টবস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব, মানুষ যদি না থাকে, তবে ঐসমস্ত অবশিষ্ট থাকিয়া লাভ কি? যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইতেছেনঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ـ

অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ যদি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পাক্‌ড়াও করেন, তবে ধরাপৃষ্ঠে কোন প্রাণীই অবশিষ্ট রাখিবেন না।

জুমলা মা'শুকাস্ত ও আশেক পর্দায়ে جمله معشوق ست وعاشق پرده
যিন্দা মা'শুকাস্ত ও আশেক মুর্দায়ে زنده معشوق ست وعاشق مردهٔ

জগতের সবকিছু মা'শুক (প্রেমাস্পদ) আর সমস্ত আশেক আবরণ, মাশুক জীবিত এবং আশেক মৃত।

উপরের বয়েতগুলিতে যদিও ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের (অর্থাৎ, একক সত্তার) বিষয়টি গোপন রাখা হইয়াছে, কিন্তু এই গোপনীয়তা সাধারণ শ্রেণীর লোকদের জন্য সীমিত ছিল, যাহারা এ বিষয়ের তত্ত্ব অনুধাবন করিতে অক্ষম; বরং তাহাদের পক্ষে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এই বয়েতের মধ্যে বিশিষ্ট লোকদের জন্য এই গোপন রহস্যের দিকে যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করিয়াছেন। এখানে ঐ জটিল বিষয়টিকে সর্বসাধারণের বোধগম্যের উপযোগী করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। বয়েতটির প্রথম পদে ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় পদে উহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

'সবকিছু মাশুক' এই বাক্যটি 'হামাউস্ত' (অর্থাৎ, সবকিছুই তিনি)-এর সমার্থবোধক, যাহা 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের' মাসআলার প্রসিদ্ধ শিরোনামা।

এখানে আশেক অর্থ—আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের কবলস্থ যাবতীয় সৃষ্টবস্তু বা সমগ্র সৃষ্টজগৎ। আর পর্দা বা আবরণ অর্থ বাহ্যিক অস্তিত্বসম্পন্ন যাবতীয় দৃষ্টবস্তু—যাহা বাস্তব সত্তার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলাকে উপলব্ধি করার পথে বাধা এবং পর্দাস্বরূপ। তুলনামূলকভাবে বাহ্যিক দৃষ্ট সত্তাসমূহকে পর্দা বলা হইয়াছে।

বাহ্যিক দৃষ্ট বস্তুগুলিকে আবরণ বা পর্দার সহিত তুলনা করার প্রকৃত কারণ এই যে, পর্দার অন্তরালে যাহাকিছু আছে তাহা যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ বাহ্যিক দৃষ্টবস্তুর অন্তরালে যেই বাস্তব সত্তার অধিকারী বিদ্যমান; অথচ এই দৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার কারণে সেই প্রকৃত সত্তার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে না। একারণেই বাহ্যিক দৃষ্ট বস্তুগুলিকে আবরণ বা পর্দা নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ফলকথা—যাবতীয় সৃষ্টবস্তু শুধু বাহ্যদৃষ্টিতে বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত পূর্ণ সত্তার অধিকারী কোন বাস্তব সত্তাই নাই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা অনাদি, অনন্ত, অসীম ও চিরস্থায়ী। পক্ষান্তরে যাবতীয় বাহ্যসৃষ্টির সত্তা ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী, সসীম ও অস্থায়ী।

সূফীগণ এই বিষয়টিকেই 'হামাউস্ত' অর্থাৎ, 'সবই তিনি' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই বাক্যটি দৈনন্দিন ব্যবহারিক কথার মতই একটি বাক্য। যেমন, কোন বিচারক কোন ফরিয়াদীকে বলিল, তুমি থানায় এজাহার দিয়াছ? পুলিশকে বলিয়াছ? তুমি উকিলের সাথে পরামর্শ করিয়াছ? প্রতিউত্তরে যদি ফরিয়াদী বলে, জনাব! পুলিশ এবং উকিল আপনিই সব। একথার অর্থ কখনই এরূপ হয় না যে, বিচারক, পুলিশ, উকিল সব এক। ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; বরং এই ধরনের উক্তির অর্থ হয় সর্বময় ক্ষমতা আপনার হাতে; পুলিশ, উকিল গণনার বাহিরে।

এরূপে এখানেও বুঝিতে হইবে যে, হামাউস্ত (সবই তিনি; অর্থাৎ, সবই আল্লাহ্), ইহার অর্থ এই নহে যে, 'সব' এবং 'তিনি' উভয় অবিকল একই বস্তু; বরং এখানে উদ্দেশ্য হইল 'সব'-এর সত্তা উল্লেখযোগ্য ও গণ্য করার যোগ্য নহে; তাঁহার (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার) সত্তাই শুধু সত্তা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। অন্যান্য যত সত্তা রহিয়াছে, বাস্তবে উহাদেরও সত্তা আছে; তবে তাহাদের সত্তা কামেল ও পূর্ণ সত্তার সম্মুখে বাহ্যিক সত্তামাত্র, প্রকৃত অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ সত্তা নহে।

দ্বিতীয় পদটি হইতেছে ইহার ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি গুণের ও অবস্থার দুইটি শ্রেণী আছে, কামেল ও নাকেস (পূর্ণ ও অপূর্ণ)। আর সাধারণতঃ পূর্ণ বস্তুর সামনে অপূর্ণ বস্তু ধর্তব্য নহে, উহা না থাকার সমতুল্য বলিয়া সকলে মনে করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, যদি কোন বস্তিতে পাঁচ পারার একজন হাফেয বাস করেন, তবে যাহারা দেখিয়া কোরআন পাঠ করে উক্ত পাঁচ পারার হাফেয তাহাদের মধ্যে হাফেয নামেই পরিচিত। ঘটনাচক্রে যদি ঐ বস্তিতে কোন লোক সপ্ত কেরাতের কারী ও ৩০ পারার হাফেয আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন এবং কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের বস্তিতে কতজন হাফেয আছেন? তখন প্রত্যেক জ্ঞানী লোকই জবাব দিবেন, একজন হাফেয আছেন।

এই উত্তর শুনিয়া যদি কোন সাধারণ লোক বলে যে, মিয়া! অমুক লোকটিও তো হাফেয। তখন বিবেকসম্পন্ন প্রত্যেক লোকই বলিবে, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াহ্!' আরে বল কি? তাঁহার সামনে সে হাফেয নাকি? অথচ আংশিক হইলেও সে-ও তো হাফেয। কিন্তু সে যেহেতু পুরা হাফেয নহে, কাজেই পুরা হাফেযের সম্মুখে তাহাকে হাফেয নহে বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল।

কিংবা মনে করুন, কোন নিম্ন শ্রেণীর জজ বিচারাসনে বসিয়া বিচারক হিসাবে নিজ কর্তৃত্বের বাহাদুরী দেখাইতেছিল। পদের গর্বে কাহাকেও গ্রাহ্যই করিতেছিল না। হঠাৎ তখনকার বাদশাহ্ পরিদর্শনের জন্য কোর্টে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ্কে দেখিবামাত্র তাহার হুশ উড়িয়া গেল এবং সমস্ত বাহাদুরী, কর্তৃত্বের দাবী এবং অহংকার সবকিছু বিলুপ্ত হইয়া গেল। এখন সেই বাদশাহের আধিপত্যের ও ক্ষমতার সামনে জজ সাহেব নিজের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, বাদশাহের সম্মুখে তাঁহার আধিপত্য ও ক্ষমতা তো দূরের কথা, নিজের কোন নাম-চিহ্নই পাইতেছেন না, মাটির নীচে তলাইয়া যাইতেছে, মুখে টুঁশব্দটি পর্যন্ত নাই, মাথা উঁচু করিতেও পারিতেছেন না। এমতাবস্থায় জজ সাহেবের চাকুরী বা পদ চলিয়া যায় নাই, কিন্তু বাদশাহের সম্মুখে উহাকে অবশ্য না থাকার মতই বলিতে হইবে।

অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্ট বস্তুসমূহের সত্তা বিদ্যমান তো আছে ঠিকই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সত্তা দান করিয়াছেন। কাজেই সত্তা তাহাদের আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ ও অসীম ক্ষমতাশালী সত্তার সামনে তাহাদের সত্তা নিতান্ত অপূর্ণ, দুর্বল ও ক্ষুদ্র। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার সামনে সৃষ্ট বস্তুসমূহের সত্তা যদিও 'নাই' বলা যায় না, কিন্তু অবশ্য না থাকারই মত বলিতে হইবে।

ইহাদের সত্তা যখন না থাকারই মত, তখন এক সত্তাই শুধু উল্লেখযোগ্য সত্তা, ইহাই 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ'-এর অর্থ। ওয়াহ্দাতুল ওজুদের শাব্দিক অর্থ একক সত্তা। একক সত্তার অর্থ—অন্যান্য সত্তা যদিও আছে, কিন্তু একেবারে না থাকার শামিল। অতএব ইহাকে ওয়াহ্দাতুল ওজুদ বলা হইয়াছে।

শেখ সা'দী (রঃ) ওয়াহ্দাতুল ওজুদের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেনঃ

یکے قطرہ از ابر نیساں چکید　　خجل شد چوں پہنائے دریا پدید

کہ جائے کہ دریاست من کیستم　　اگر او ہست حقا من نیستم

ہمہ ہرچہ ہستند ازاں کمترند　　کہ باہستیش نام ہستی برند

অর্থাৎ—মেঘমালা হইতে এক ফোঁটা বৃষ্টি সাগরে পতিত হইল। সাগরের অথৈ পানিতে বৃষ্টি-বিন্দু নিজেকে বিলীন দেখিয়া খুব লজ্জিত হইল। বলিল, যেখানে এই বিশাল সাগর বিদ্যমান, সেখানে আমি কি ছার! আল্লাহ্‌র কসম! যেখানে তিনি আছেন, সেখানে আমি কিছুই না। তিনি ছাড়া আর যত কিছু আছে, সবকিছুর অস্তিত্বই তাঁহার অস্তিত্বের সম্মুখে নিতান্ত নগণ্য। তাঁহার কামেল ও পূর্ণ অস্তিত্বের সহিত নামে-মাত্র অস্তিত্ব নামে অভিহিত হইতেছে।

শেখ সা'দী (রঃ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিলেন, সকলেই সত্তার অধিকারী; কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্তার সামনে উহাদের সত্তা নামধারণের উপযোগী নহে।

মাওলানা রূমী (রঃ) এই বয়েতের দ্বিতীয় পাদে এই ব্যাখ্যাটিকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। মনে কর, আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত, আর সৃষ্ট জগত মৃত। মৃতদেহ হিসাবে লাশেরও সত্তা আছে বটে, কিন্তু জীবিতের সত্তার তুলনায় লাশের সত্তা উল্লেখযোগ্য নহে। কেননা, মৃতের সত্তা অপূর্ণ, আর জীবিতের সত্তা পূর্ণ। পূর্ণের তুলনায় অপূর্ণ একেবারে দুর্বল ও ক্ষুদ্র।

এই বিষয়টিকে তত্ত্বানুসন্ধানের পর্যায়ে তওহীদ বলে। জ্ঞানচর্চা দ্বারা তওহীদের এই জ্ঞান অর্জন করা বাহাদুরী নহে। অবশ্য এই তওহীদ যদি সালেকের (মারেফতপন্থীর) অবস্থায় পরিণত হয়, তবে এই পর্যায়ে উহাকে 'ফানা' বলে। ফানার দর্জা হাসিল করা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় ও কাম্য। এই ফানাই ওয়াহদাতুশ্‌শহুদের সারমর্ম। ওয়াহদাতুশ্‌শহুদের অর্থ—বাস্তবে বিভিন্ন ধরনের সত্তা বিদ্যমান; কিন্তু মারেফতপন্থীর দৃষ্টিতে শুধু একটি সত্তাই দৃষ্ট হয়, অন্যান্য সবকিছুর সত্তা নাই বলিয়াই অনুমিত হয়, যেমন উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে।

শেখ সা'দী (রঃ) আরও একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তোমরা অনেকেই রাত্রিকালে মাঠে-ঘাটে ও বাগানে জোনাকী পোকা প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছ। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে রজনী উজ্জ্বলকারী ক্ষুদ্র পাখী! তুমি দিনের বেলায় বাহিরে আস না কেন? দেখ মৃত্তিকাপ্রসূত অগ্নিকীট আলোক অভ্যন্তর হইতে কি সুন্দর জবাব দিল। বলিল, আমি তো দিবারাত্র শুধু মাঠে ময়দানেই থাকি, কিন্তু সূর্যের সম্মুখে আমি প্রকাশিত হইতে পারি না। অর্থাৎ, এই প্রখর কিরণের সম্মুখে আমার এই ঝিকিমিকি আলো নিষ্প্রভ এবং বিলীন হইয়া যায়।

এখন বুঝা গেল, ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ ও ওয়াহ্‌দাতুশ্‌শহুদ—উভয়ের মধ্যে শুধু শাব্দিক পার্থক্য। কিন্তু যেহেতু সর্বসাধারণের কাছে ভুল অর্থ প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য কোন কোন বিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী আলেম উহার "শিরোনামা" পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, এই সত্য-সনাতন বিষয়ের শিরোনামা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ-এর স্থলে ওয়াহদাতুশ্‌শহুদ নামকরণ করিয়াছেন। বর্জিত শিরোনামা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের তুলনায় ওয়াহ্‌দাতুশ্‌শহুদ শিরোনামা এই অর্থে সমধিক স্পষ্ট। কেননা, ওয়াহদাতুল ওজুদ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, আর ওয়াহ্‌দাতুশ্‌শহুদ শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে মৌলিক অর্থে।

আকায়েদে নাসাফীর ব্যাখ্যাকার-এর মতে নিম্নের আয়াত শরীফ ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের দলীল হিসাবে পেশ করা যাইতে পারেঃ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

অর্থাৎ, এক আল্লাহ্ পাকের সত্তা ব্যতীত আর সবকিছুই ধ্বংসশীল।

চুঁ নাবাশাদ এশকরা পরওয়ায়ে উ چوں نباشد عشق را پروائے او
উ চু মোরগে মান্দ বে-পরওয়ায়ে উ او چو مرغے ماند بے پروائے او

মাশুক যদি আশেকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে সে পালকহীন পাখীর মত থাকিয়া যাইবে (তাহার অবস্থার প্রতি আফসোস)।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, এশ্‌কের বদৌলতে বাঞ্ছিত ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সান্নিধ্যে সহজে পৌঁছা যায়। অতঃপর প্রাসঙ্গিকরূপে এশ্‌কের প্রশংসা এবং উহার কিছু কিছু রহস্য বর্ণিত হইতেছিল; এখন আবার সেই বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। هرکرا جامه زعشق چاك شد বয়েতটির ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, এশ্‌কের উসিলায় সহজেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

এখন বর্ণনা করিতেছেন যে, এশকই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভের প্রকৃত উপায়। কেননা, আশেকের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সদয় হন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং নিজের দিকে টানিয়া লইতে থাকেন। নতুবা তিনি যদি আশেকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করেন এবং কোন পরওয়াই না রাখেন, তবে বেচারা পালকহীন পক্ষীর ন্যায় উড়িতে অক্ষম হইয়া বসিয়া পড়িবে। তাহার তখনকার অবস্থার উপর আক্ষেপ করা ব্যতীত আর কি উপায় থাকিবে?

মান চেগূনা হুশ দারাম পেশ ও পছ من چگونه هوش دارم پیش وپس
চুঁ নাবাশাদ নূরে ইয়ারাম হাম নফস چوں نباشد نور یارم هم نفس

আমার মাহবুবের আলো যদি আমার সাথী না হয়, তবে আমি অগ্র-পশ্চাতের খবর কিভাবে রাখিব?

এখানে কৃপাদৃষ্টির কথাই বর্ণিত হইতেছে যে, তিনি আশেকের সাথেই থাকেন, অন্যথায় তাঁহার সঙ্গলাভ না হইলে আমি আমার অগ্র-পশ্চাতের কোন খবর রাখিতে পারিতাম না। (বরং নানা বিপদে পতিত হইতাম।) তখন এই পথের দস্যু-তস্করের হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাইতাম? যেই দস্যু সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিল, আমি মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য তাহাদের সম্মুখের দিক হইতে এবং পিছনের দিক হইতে তাহাদের নিকট আসিব।

নূরে উ দার ইউমনু ইউসরু তাহ্‌তো ফাউক نور او در یمن ویسر وتحت وفوق
বর সেরও বর গরদানাম মানান্দ তাউক بر سر و بر گردنم مانند طوق

তাঁহার নূর ডানে, বামে, নীচে, উপরে, (প্রত্যেক দিকেই উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে) এবং আমার মাথা ও ঘাড়ের উপর বেড়ির মত (বেষ্টন করিয়া) রহিয়াছে।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আশেকের সঙ্গে থাকার কথা বর্ণিত হইতেছে যে, তাঁহার করুণার নূর আমাকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পবিত্র হাদীসে দোআস্বরূপ উল্লেখ আছে, আয় আল্লাহ! আমার উপরে, নীচে, ডানে ও বামে, সম্মুখে, পিছনে, ভিতরে, বাহিরে সর্বদিকে নূর দ্বারা উজ্জ্বল ও আলোকময় করিয়া দিন।

মসনবীর টীকাকার মাওলানা বাহ্‌রুল উলুম ইহার ভাবার্থ বলিতেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার নূর প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক দিকে এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতে বিস্তৃত রহিয়াছে। তরীকতপন্থী আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে বিলীন হইয়া ফানার স্তরে উপনীত হইলে সৃষ্ট জগতে নামিয়া বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে তাহা অবলোকন করিয়া থাকেন। এই নূর অবলোকন না করিলে সে যেন ফানার স্তর হইতে নামে নাই, ফানার স্তরেই রহিয়াছে, অগ্র-পশ্চাতের কোন খবর নাই। একথার প্রতি পূর্ব বয়েতটিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

এশ্‌ক খাহাদ কিঁ সখুন বেরূঁ রাওয়াদ — عشق خواهد کیں سخن بیروں رود
আয়েনা আত গাম্মায না বুওয়াদ চুঁ বুওয়াদ — آئینه ات غماز نبود چوں بود

এশ্‌ক চায় যে, এই বিষয়ের বর্ণনা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ুক। কিন্তু হে শ্রোতা! তোমার হৃদয়-দর্পণ স্বচ্ছ না হইলে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে?

পূর্ব হইতে এশ্‌ক এবং উহার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, এবং উহার কিছু কিছু রহস্য, উহার প্রশংসা ও উহার ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির বর্ণনা চলিয়া আসিতেছিল। এখন বলিতেছেন, এশ্‌কের ব্যাপার অনন্ত ও অসীম। কেননা, উহা মাশুকের সেই আলোচনা, যাহা অসীম হওয়ার কথা পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও মহিমাবলী লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও মহিমাবলী (লেখা) শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অসীম হওয়ার কারণে এই কাহিনী দীর্ঘ হইতে চায়, কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের বোধশক্তি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নহে, কাজেই কথাকে লম্বা করা বৃথা। কেননা, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত উহাতে কোন কিছু অংকন এবং উপলব্ধি সম্ভব নহে। হৃদয় তো দর্পণ-সদৃশ। পরিষ্কার না হইলে কোন ছবি উহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে না।

আয়েনাআত দানী চেরা গাম্মাম নীস্ত — آئینه ات دانی چرا غماز نیست
যাঁকে যঙ্গারায রুখাশ মুমতায নীস্ত — زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست

তুমি কি জান যে, তোমার হৃদয়-দর্পণ কেন স্বচ্ছ নহে? এই কারণে যে, উহার উপর হইতে মরিচা দূর করা হয় নাই।

পূর্বে এশ্‌কের কাহিনী বর্ণনা না করার কৈফিয়তস্বরূপ বলিয়াছিলেন, শ্রোতার বিবেক ও বোধশক্তি পরিষ্কার নহে। এখন উহার কারণ বর্ণনা করিতেছেন, যাহাতে হৃদয়-পরিষ্কার করার আগ্রহ জন্মে।

মোদ্দাকথা, তোমার হৃদয় দর্পণে গায়রুল্লাহ্‌র সম্পর্ক-জনিত মরিচা পড়িয়া মলিন হইয়া গিয়াছে। কাজেই উহাকে পরিষ্কার করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

আয়েনা কেয যঙ্গ ও আলায়েশ জুদাস্ত — آئینه کز زنگ وآلائش جداست
পুর শো'আয়ে নূরে খুরশীদে খোদাস্ত — پر شعاع نور خورشید خداست

যে দর্পণ ময়লা ও মরিচা হইতে পরিষ্কার, আল্লাহ্‌র সূর্যের আলো উহাতে পুরাপুরি প্রতিফলিত হইবে।

উপরে মরিচাযুক্ত দর্পণের বর্ণনা ছিল, এখানে মরিচাহীন নির্মল আয়নার বর্ণনা করিতেছেন যে, এই ধরনের হৃদয় আল্লাহ্‌র নূরে উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়, মারেফতের জ্ঞান ও বিভিন্ন প্রকারের ফয়েয লাভ হয়।

রাও তু যঙ্গার আয রুখে উ পাক কুন — رو تو زنگار از رخ او پاک کن
বা'দাযাঁ আঁ নূররা এদরাক কুন — بعد ازاں آں نور را ادراک کن

যাও, হৃদয় দর্পণের চেহারা হইতে মরিচা পরিষ্কার কর, অতঃপর ঐ নূর উপলব্ধি কর। যখন আলো ও অন্ধকারের কারণ আবিষ্কার হইল, তখন বলিতেছেন, তোমার আশু কর্তব্য, ঐ মরিচা হইতে হৃদয়কে পাক-ছাফ করিয়া লওয়া, তবেই তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নূর অনুভব করিতে পারিবে।

এ পর্যন্তই এই কিতাবের ভূমিকা। গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, তরীকত এবং তাছাওউফের সবটুকুই ইহাতে পুরাপুরি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেননা, রূহের জগতের স্মরণ, মৃত্যুর পরের জগতের চিন্তা-ভাবনাই গোটা তরীকতের সারমর্ম।

অতএব, কিতাব রচনার প্রারম্ভে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, হে মানুষ! তোমার আদি ও আসল অবস্থা কি ছিল? অতঃপর নিজের মধ্যে সেই অবস্থা পুনরায় সৃষ্টি করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং সংক্ষেপে উহার নিয়ম-পদ্ধতিও বর্ণনা করিলেন। ইহাই আখেরাতের ফেকের।

## বাদশাহ্ ও বাঁদীর কাহিনী

ভূমিকার সর্বশেষ বয়েতঃ روتو زنگار ازرخ اوپاك كن -এর সহিত এই কাহিনীটির সম্পর্ক। এই কাহিনীটির দ্বারা অন্তর হইতে ময়লা দূর করার একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

বেশ্‌নাওয়েদ আয় দোস্‌তাঁ ঈঁ দাস্‌তাঁ بشنويد اے دوستان اين داستان
খোদ হাকীকত নাক্‌দে হালে মাস্ত আঁ خود حقيقت نقد حال ماست آں

বন্ধুগণ! আমার এই কাহিনীটি শ্রবণ করুন, এই ঘটনাটি আমাদের বর্তমান অবস্থার অবিকল ছবি।

**কাহিনীটির সারাংশঃ**

ইসলামপূর্ব যুগের জনৈক ধর্মপরায়ণ বাদশাহ্ একদা শিকারে গমন করিলে রাজপথে এক পরমা সুন্দরী বাঁদীকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং বাদশাহ্ বহু অর্থের বিনিময়ে বাঁদীটিকে খরিদ করিয়া আনেন। বাঁদী শাহী-মহলে আসিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বাদশাহ্ স্থানীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হয় এবং রোগী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। বাঁদীর অবস্থা দর্শনে বাদশাহ্ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। হতাশ ও পেরেশান হইয়া তিনি আল্লাহ্ পাকের শরণাপন্ন হন এবং মসজিদে যাইয়া কাতর প্রার্থনায় চোখের পানিতে বুক ও মসজিদ ভাসাইয়া দেন। এমত অবস্থায় বাদশাহ্ তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়েন এবং স্বপ্নে এক গায়েবী চিকিৎসকের সন্ধান পান। সেই গায়েবী চিকিৎসক স্বীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, বাঁদীর দেহে কোন দৈহিক রোগ নাই, বাঁদী প্রেমরোগে আক্রান্ত। বিজ্ঞ চিকিৎসক বহু কৌশলে আবিষ্কার করিলেন যে, বাঁদী জনৈক স্বর্ণকারের প্রেমে আসক্ত। অনন্তর স্বর্ণকারকে লোভ-লালসা দেখাইয়া রাজদরবারে আনয়নপূর্বক বাঁদীকে স্বর্ণকারের সাহচর্যের পুরাপুরি সুযোগ দেওয়া হয়। স্বর্ণকারের সঙ্গ লাভ করিয়া বাঁদী অল্প দিনেই পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে। ইতঃপর বাঁদীর অন্তর হইতে প্রেম অপসারিত করার জন্য বিশেষ ঔষধ প্রয়োগে স্বর্ণকারের দেহকে কুশ্রী ও কুৎসিৎ করিয়া দেওয়া হয়। স্বর্ণকারের কুৎসিৎ চেহারা ও লাবণ্যহীন দেহ দেখিয়া বাঁদী তাহার প্রতি অনাসক্ত হইয়া পড়ে। স্বর্ণকারের প্রতি বাঁদীর আকর্ষণ একেবারে তিরোহিত হইলে বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে স্বর্ণকারের জীবনাবসান ঘটান হইল। ফলে বাদশাহের মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

মাওলানা বলেন, এই কাহিনীটি আমাদের অবস্থার অনুরূপ। আমাদের রূহ্ বাদশাহ্ নিজের বাঁদী নফসের উপর আশেক, কিন্তু নফস দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। সাধারণ চিকিৎসক অর্থাৎ, অপরিপক্ক পীর এই রোগের চিকিৎসা করিতে সক্ষম নহে; সুতরাং কামেল পীরের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। কামেল পীর নিজের সুযোগ্য ও সুকৌশল চিকিৎসার দ্বারা দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহ নফস হইতে ধীরে ধীরে পৃথক করিয়া দেন এবং দুনিয়াকে নফসের সম্মুখে কুৎসিৎ ও বিশ্রী করিয়া দেখান; যদ্দরুন নফসের কামনা-বাসনা, প্রেরণা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায় এবং নফস

এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, নফসের কুপ্রবৃত্তি—কামনা-বাসনা, প্রেরণা একেবারেই বর্জিত হয় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি ও ব্যাধিসমূহ হইতে নফস একেবারেই সুস্থ হইয়া যায়, তখন রূহ্-বাদশাহ্ নফস-বাঁদী দ্বারা উপকৃত হয়।

মোটকথা, আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা, অন্তরের ময়লা দূর করা ও তরীকত, মারেফত শিক্ষা করার একমাত্র পথ এই যে, কোন কামেল পীরের দিকে রুজু কর এবং তাঁহার নির্দেশানুযায়ী আমল কর। তিনি তোমার অবস্থানুযায়ী আত্মশুদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন।

দুটি বিষয়ই মাওলানা রূমীর কালামের বিরাট অংশ। একটি তওহীদ, যাহা কাম্য ও উদ্দেশ্য বস্তু, অপরটি তওহীদ অর্জন করার পন্থা। তাহা হইল পীরে কামেলের অনুসরণ ও আনুগত্য।

নাকদে হালে খেশ রা গার পায় বরেম — نقد حال خویش را گر پے بریم
হাম যে দুনয়া হাম যে উক্‌বা বর খুরেম — هم ز دنیا هم ز عقبی برخوریم

আমরা যদি আমাদের অবস্থার মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকি, তাহা হইলে ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতেরই উপকার এবং মঙ্গল ভোগ করিতে পারিব।

ঈঁ হকীকত রা শনূ আয গোশে দেল — ایں حقیقت را شنو از گوش دل
তা বেরূঁ আঈ বকুল্লী যাব ও গেল — تا بروں آئی بکلی زاب و گل

এই বাস্তব ঘটনাটি দিলের কান দ্বারা শোন, তাহা হইলে তুমি সম্পূর্ণরূপে কাদা-পানি হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে।

কাদা-পানি অর্থ দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক এবং নফসের বিলাস ও উপভোগের বস্তু। কেননা, আয়েশ-আরাম ও ভোগ-বিলাস এগুলি দৈহিক অবস্থা।

ফাহম গের্দারেদ ওজাঁরা রাহ্ দেহীদ — فهم گر دارید وجاں را ره دهید
বা'দাযাঁ আয শওক পা দার রাহ্ নেহীদ — بعد ازاں از شوق پا در ره نهید

বিবেককে একত্রিত ও একাগ্র করিয়া লও এবং মনোযোগী হও, অতঃপর উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত পা বাড়াও।

অর্থাৎ, এই ঘটনাটির প্রতি এবং নিজের অবস্থার প্রতি একাগ্র চিত্তে গভীর মনোযোগের সহিত চিন্তা কর। যখন এই উপায়ে আত্মসংশোধনের তরীকা ও পন্থা ভালরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারিবে, তখন মারেফত ও তরীকতের পথ অবলম্বন করিবে।

## কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ

বুদ শাহে দার যমানে পেশাযীঁ — بود شاهے در زمانے پیش ازیں
মুলকে দুনয়া বুদাশ ও হাম মুলকে দীঁ — ملك دنیا بودش و هم ملك دیں

পূর্বযুগে অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার আগে একজন বাদশাহ ছিলেন, তিনি দ্বীন-দুনিয়া উভয় রাজত্বের অধিকারী ছিলেন।

অর্থাৎ, পার্থিব রাজ্যের বাদশাহ্ও ছিলেন এবং রাজত্বের সাথে সাথে খুব দ্বীনদার এবং ধর্মপরায়ণও ছিলেন।

এত্তেফাকান শাহ্ রূযে শুদ সওয়ার
বা খাওয়াছে খেশ আয বাহ্‌রে শিকার

اتـفـاقـا شاه روزے شد سوار
باخـواص خويش از بهـر شكـار

ঘটনাক্রমে বাদশাহ্ একদিন নিজের মোসাহেববর্গসহ শিকারের উদ্দেশ্যে অশ্বে আরোহণ করিলেন।

বাহ্‌রে ছাইদে মীশুদ উ বার কোহো দাশ্‌ত
নাগাহাঁদার দামে এশক উ ছাইদ গাশত

بهر صيدےمى شد او بر كوه و دشت
ناگهـاں در دام عشق او صيد گشت

শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি পাহাড়ে-ময়দানে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন, হঠাৎ প্রেমের ফাঁদে তিনি নিজেই শিকার হইয়া পড়িলেন।

এক কানীযক দীদ উ বর শাহেরাহ্
শুদ গোলামে আঁ কানীযক জানে শাহ্

يك كنـيـزك ديـد او بر شاهـراه
شد غلام آں كنـيـزك جاں شاه

তিনি রাজপথে একটি বাঁদী দেখিতে পাইলেন। দেখামাত্র বাদশাহ্‌র প্রাণ ঐ বাঁদীর গোলাম হইয়া গেল।

মোরগে জানাশ দার কাফাস চুঁ দার ত্বপীদ
দাদ মালো আঁ কানীযক রা খরীদ

مرغ جانش در قفس چوں درطپـيـد
داد مال و آں كنـيـزك را خريـد

বাদশাহের প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল, তিনি প্রচুর টাকা-পয়সার বিনিময়ে ঐ বাঁদীকে খরিদ করিলেন।

চুঁ খরীদ উরা ও বরখোরদারে শুদ
আঁ কানীযক আয কাযা বীমার শুদ

چوں خريـد او را وبـرخـوردار شد
آں كنـيـزك از قضـا بيـمـار شد

বাদশাহ্ ঐ বাঁদী খরিদ করিয়া যখন সফলকাম হইলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বাঁদী রোগাক্রান্ত হইল।

আঁ একে খারদাশ্‌ত পালানাশ নাবূদ
ইয়াফত পালাঁ গুর্গ খার রা দার রেবুদ

آں يكے خر داشـت پالانش نبـود
يافـت پالاں گرگ خررا درربـود

এক ব্যক্তির একটা গাধা ছিল, কিন্তু উহার গদি ছিল না, পরে গদি পাইল বটে, কিন্তু নেক্‌ড়ে বাঘ গাধাটি লইয়া গেল।

কূযাহ্ বূদাশ আব মী নামদ বদাস্ত
আব রা চুঁ ইয়াফত খোদ কূযাহ্ শেকাস্ত

كوزه بودش آب مى نامـد بدسـت
آب را چوں يافـت خود كوزه شكست

আর এক ব্যক্তির পেয়ালা ছিল, কিন্তু পানি পাইতেছিল না; পরে যখন পানি পাইল, পেয়ালাটি ভাঙ্গিয়া গেল।

উদাহরণ দুইটির উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ সফলতা দুনিয়াতে কম লোকেরই ভাগ্যে জোটে। যেমন উদাহরণ দুইটিতে দেখা যায়, একটা পাইল তো অপরটি পাইল না। বাদশাহের অবস্থাও তদ্রূপই হইল। প্রথমে বাঁদী তাঁহার হাতে ছিল না, পরে বাঁদী যখন হাতে আসিল, রোগের কারণে মিলন হইতে বঞ্চিত হইল।

এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, দুনিয়া ও তাহার সম্পদের সহিত বেশী মন লাগান উচিত নহে। কেননা, দুনিয়ার পূর্ণ স্বাদ কাহারো ভাগ্যে জোটে না।

শাহ্ তবীবাঁ জমএ কর্দ আয চাপো রাস্ত — شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست
গোফ্‌ত জানে হার দো দার দাস্তে শুমাস্ত — گفت جان هردو در دست شماست

বাদশাহ চতুর্দিক হইতে চিকিৎসক সকল একত্রিত করিলেন এবং বলিলেন, আমাদের উভয়ের প্রাণ আপনাদের হাতে।

অর্থাৎ, বাঁদীর জান আপনাদের হাতে এজন্য যে, বাঁদীর রোগ চিকিৎসা না করিলে প্রাণ হারাইবে, আর আমার প্রাণ আপনাদের হাতে এজন্য যে, আমি তাহার উপর আসক্ত; বাঁদী মরিয়া গেলে আমিও বাঁচিব না।

জানে মান সাহ্‌লাস্তো জানে জানাম উস্ত — جان من سهل ست و جان جانم اوست
দরদেমান্দো খাস্তা আম দরমানাম উস্ত — دردمند و خسته ام درمانم اوست

আমার প্রাণ তো কিছুই নহে, ঐ বাঁদীই আমার জানের জান; আমি পীড়িত এবং হৃদয় আহত, বাঁদীই আমার ঔষধ ও চিকিৎসা।

হারকে দরমাঁ কর্দ মরজানে মরা — هرکه درمان کرد مرجان مرا
বোর্দ গাঞ্জে দুর্‌-রো মরজানে মরা — برد گنج درّ و مرجان مرا

যে ব্যক্তি আমার জান অর্থাৎ, মাশুককে চিকিৎসা দ্বারা রোগমুক্ত করিয়া দিবে, সে আমার মণি-মুক্তা ও প্রবালের ভাণ্ডার লইয়া যাওয়ার হকদার হইবে।

জুমলা গোফতান্দাশ কে জাঁ বাযী কুনেম — جمله گفتندش که جان بازی کنیم
ফাহ্‌ম গেরদারেম ও আম্বাযী কুনেম — فهم گرد آریم وانبازی کنیم

চিকিৎসকগণ এক বাক্যে বাদশাহকে বলিলেন, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিব, গভীর গবেষণা করিব এবং পরস্পর পরামর্শ করিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিব।

হার একে আয মা মাসীহে আ'লমেস্ত — هریکے از ما مسیح عالمے ست
হার আলম রা দার কাফে মা মরহামেস্ত — هر الم را در کف ما مرهمے ست

আমরা প্রত্যেকেই এক একজন জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞ চিকিৎসক, আমাদের হাতে প্রত্যেক যখমেরই মলম (প্রত্যেক রোগের ঔষধ) আছে।

গার খোদা খাহাদ না গোফ্‌তান্দায বাতার — گر خدا خواهد نه گفتند از بطر
পছ খোদা বেনমূদ শাঁ এজযে বাশার — پس خدا بنمود شان عجز بشر

সেই চিকিৎসকগণ অহমিকাবশত ইন্‌শাআল্লাহ্ বলে নাই, সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে মানবিক দুর্বলতা দেখাইয়া দিলেন।

তাহারা অহংকার ও গর্বের কারণে নিজেদের চিকিৎসা জ্ঞানের বাহাদুরী প্রকাশকালে ইন্‌শাআল্লাহ্ (অর্থাৎ, খোদা চাহে ত) বলে নাই। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে মানবসুলভ দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখাইয়া দিলেন।

তরকে এস্‌তেছনা মুরাদাম ক্বাসওয়াতেস্ত
নায় হামী গোফতান কে আরেয হালতেস্ত

ترک استثنا مرادم قسوتے ست
نے همیں گفتن که عارض حالتے ست

ইন্‌শাআল্লাহ্ না বলার অর্থ অন্তরের কাঠিন্যতা, শুধু এমনি মুখে বলা নহে। কেননা, ইহা তো একটি অস্থায়ী অবস্থা।

অর্থাৎ, ইন্‌শাআল্লাহ্ ত্যাগ করা বলিতে আমার উদ্দেশ্য—তাহাদের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলা হইতে গাফেল থাকা—আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাওয়াক্কুল না করিয়া শুধু মুখে সাময়িক অবস্থা অনুসারে ইন্‌শাআল্লাহ্ বলা। অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাওয়াক্কুল না থাকিলে মুখে ইন্‌শাআল্লাহ্ বলার কোন অর্থ নাই।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টি করেন না; বরং তিনি দৃষ্টি করেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি। —মেশকাত

আয় বসানা ওয়ারদাহ্ এস্‌তেছনা বোগোফত
জানে উ বা জানে এসতেছনাস্ত জোফত

اے بسا ناورده استثنا بگفت
جان او باجان استثناست جفت

এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা মুখে ইন্‌শাআল্লাহ্ বলেন না, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর ইন্‌শাআল্লাহ্‌র মর্মার্থের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে।

অর্থাৎ, যাঁহারা আল্লাহ্‌ওয়ালা, তাঁহারা যেকের ও তসবীহ্‌র শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ না করিলেও তাঁহাদের অন্তর সর্বদা যেকের এবং তসবীহ্‌র ওযীফায় মশগুল থাকে।

হারচে করদান্দায এলাজো আয দাওয়া
গাশত রঞ্জাফযোঁ ও হাজাত না-রওয়া

هرچه کردند از علاج و از دوا
گشت رنج افزوں و حاجت ناروا

উক্ত চিকিৎসকগণ ঔষধপত্র যাহা প্রয়োগ করিল, তাহাতে (বাঁদীর রোগের কিছুমাত্র উপশম না হইয়া) রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং উদ্দেশ্য সফল হইল না।

আঁ কানীযক আয মরয চুঁ মুয়ে শুদ
চশমে শাহায আশ্‌কে খুঁ চুঁ জূয়ে শুদ

آں کنیزك از مرض چوں موئے شد
چشم شاه از اشك خوں چوں جوئے شد

উক্ত বাঁদী রোগে এত দুর্বল হইয়া পড়িল যে, চুলের মত কৃশ হইয়া গেল; এদিকে চিন্তায় চিন্তায় রক্তাশ্রু প্রবাহিত হইয়া বাদশাহ্‌র চক্ষু রক্তের নহরে পরিণত হইল।

চুঁ কাযা আইয়াদ তবীব আবলাহ্ শাওয়াদ
আঁ দাওয়া দার নাফএ খোদ গোমরাহ শাওয়াদ

چوں قضا آید طبیب ابله شود
آں دوا درنفع خود گمراه شود

রুগ্ন ব্যক্তির ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটিলে চিকিৎসক নির্বোধ হইয়া যায়, ঔষধ উপকারের স্থলে অপকার করে এবং বিপরীত ক্রিয়া করে।

আয্ কাযা সার কাঙ্গাবীঁ ছফরা ফযূদ
রওগনে বাদাম খুশকী মী নমূদ

از قضا سر کنگبیں صفرا فزود
روغن بادام خشکی می نمود

দুর্ভাগ্যবশত (সমস্ত ঔষধ বিপরীত ক্রিয়া করিতে লাগিল, পিত্ত দমনকারী) সেকাঞ্জবীন (—সিরকা ও মধুমিশ্রিত ঔষধ) পিত্ত বর্ধিত করিতে লাগিল, আর বাদাম-তৈল (মস্তিষ্কের রুক্ষতা নিবারক ও স্নিগ্ধকারক, কিন্তু এখানে) রুক্ষতা উৎপাদন করিতে লাগিল।

আয্ হালীলা ক্বব্য শুদ এতলাক্ রাফ্ত — از هليله قبض شد اطلاق رفت
আব আতশ্ রা মদদ শুদ হামচূ নেফ্ত — آب آتش را مدد شد همچو نفت

হরীতকী খণ্ড (কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারক, কিন্তু এখানে) কোষ্ঠকাঠিন্য আনয়ন করিয়া দিল, পরিষ্কার ও খোলাসা পায়খানা হওয়া বন্ধ হইয়া গেল, পানি (অগ্নিনির্বাপক, কিন্তু এখানে আগুন নিভাইবার পরিবর্তে) কেরোসিনের ন্যায় অগ্নি বৃদ্ধিকারক হইল। অর্থাৎ, কেরোসিনের মত পানিতে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

সুস্তিয়ে দেল শুদ ফযুঁ ও খাব কম — سستی دل شد فزوں و خواب کم
সূযেশে চশম ও দেল পোর দর্দো গম — سوزش چشم و دل پر درد و غم

মনের অবসাদ বাড়িয়া গেল, নিদ্রা কমিয়া গেল, চক্ষু জ্বালা-পোড়া করিতে লাগিল, মন ব্যথা ও অশান্তিতে মুসড়িয়া পড়িল।

## আল্লাহ্র নিকট বাদশাহ্র প্রার্থনা ও বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রাপ্তি

শাহ্ চুঁ এজযাঁ তবীবাঁ রা বদীদ — شه چوں عجز آں طبیباں را بدید
পা বোরহানা জানেবে মসজিদ দবীদ — پابرهنه جانب مسجد دوید

বাদশাহ্ চিকিৎসকদের ব্যর্থতা দেখিয়া নগ্নপদে মসজিদ পানে ছুটিলেন।

রাফতে দার মসজিদ সূয়ে মেহ্রাব শুদ — رفت در مسجد سوئے محراب شد
সজদাগাহ্ আয আশকে শাহ্ পোর আব শুদ — سجده گاه از اشك شاه پر اب شد

মসজিদে গমন করিয়া বাদশাহ্ সোজাসুজি মেহ্রাবের দিকে গেলেন, (এবং সজদায় পতিত হইয়া এত ক্রন্দন করিলেন যে,) বাদশাহ্র অশ্রু ঝরিয়া সজদার স্থান ভিজিয়া গেল।

চুঁ বখেশ আমদ যে গরকাবে ফানা — چوں بخويش آمد زغرقاب فنا
খোশ যবাঁ বোকশাদ দার মদহো সানা — خوش زباں بكشاد در مدح وثنا

বাদশাহ্ যখন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ও আত্মস্থ হইলেন, তখন আল্লাহ্-তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন

কায় কমীনা বখশেশাত মুলকে জাহাঁ — كائے كمينه بخششت ملك جهاں
মান চে গুইয়াম চুঁ তূ মীদানী নেহাঁ — من چه گويم چوں تو ميدانى نهاں

(বলিতে লাগিলেন,) প্রভু হে! আমার সমগ্র রাজত্ব আপনার দানের যৎকিঞ্চিৎ মাত্র; আমার মনের আবেদন আমি কি প্রকাশ করিব, আপনি তো সবকিছু অবগত আছেন।

অর্থাৎ, আমার অথবা সারা বিশ্বের রাজত্ব আপনার অফুরন্ত ভাণ্ডারের সামান্যতম ও যৎকিঞ্চিৎ দান; আমার অন্তরে কি ব্যথা লুক্কায়িত আছে, তাহা তো আপনি জানেন, আমি আর কি বলিব ?

হালে মা ও ইঁ তবীবাঁ সার বসার — حال ما وایں طبیباں سربسر
পেশে লুতফে আমে তূ বাশাদ হদর — پیش لطف عام تو باشد هدر

আমার অবস্থা এবং এই চিকিৎসকদের অবস্থা আপনার অসীম দয়ার সম্মুখে কিছুই না।

অর্থাৎ, আমাদের এবং চিকিৎসকদের অবস্থা যদিও নিন্দনীয় এবং পাকড়াও করার উপযুক্ত—কেননা, আমরা আপনার উপর ভরসা করি নাই—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আপনার অফুরন্ত নেয়ামত এবং ক্ষমার তুলনায় আমাদের অপরাধ নিতান্ত নগণ্য। ইহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া আপনার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আয় হামেশা হাজতে মা রা পানাহ্ — اے همیشه حاجت ما را پناه
বারে দেগার মা গলত কর্দেম রাহ্ — بار دیگر ما غلط کردیم راه

হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আপনি সর্বদা আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনে আশ্রয়স্থল; আমরা পুনরায় পথ ভুল করিলাম।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনে, আপদে ও বিপদে সর্বদা আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা। আমরা প্রথমবারে ভুল করিয়াছি; আপনার উপর তাওয়াক্কুল না করিয়া চিকিৎসকদের উপর ভরসা করিয়াছি। আবারও আমরা পথ ভুল করিলাম। কেননা, আপনি অন্তর্যামী; আমাদের যাবতীয় অবস্থাই আপনি অবগত আছেন; তবুও আপনার সমীপে আমাদের অবস্থা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া মস্ত বড় বে-আদবী করিতেছি।

লেকে গুফতী গারচে মীদানাম সেরাত — لیک گفتی گرچه میدانم سرت
যুদহাম পয়দা কুনাশ বর যাহেরাত — زود هم پیدا کنش بر ظاهرت

কিন্তু আপনি যেহেতু বলিয়াছেন যে, তোমার গোপন কথা আমি অবগত, তথাপি তুমিও তোমার মুখে আবেগময় কণ্ঠে উহা প্রকাশ কর (এই জন্যই আমি মুখে প্রকাশ করিতেছি)।

চূঁ বর আওয়ারদ আয মিয়ানে জাঁ খোরোশ — چوں براورد ازمیان جاں خروش
আন্দরামদ বাহরে বখশায়েশ বজোশ — اندر آمد بحر بخشائش بجوش

বাদশাহ্ যখন অন্তরের অন্তস্তল হইতে ফরিয়াদ করিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিল।

দরমিয়ানে গিরইয়া খাবাশ দার রেবুদ — درمیان گریه خوابش در ربود
দীদে দার খাবো কে পীরে রো নামূদ — دید در خواب او که پیرے رو نمود

ক্রন্দন অবস্থায় বাদশাহ্ নিদ্রাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন; স্বপ্নে দেখিলেন এক বৃদ্ধ তাঁহার কাছে উপস্থিত।

গুফত আয় শাহ্ মুযদাহ হাজাতাত রওয়াস্ত — گفت اے شه مژده حاجت رواست
গার গরীবে আইয়াদাত ফরদা যে মাস্ত — گر غریبے آیدت فردا زماست

(স্বপ্নে) বৃদ্ধ বলিল, হে বাদশাহ্! সুসংবাদ শোন; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; আগামীকাল প্রভাতে যদি কোন আগন্তুক তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে আমার নিকট হইতে প্রেরিত বলিয়া মনে করিও।

চূঁকে আইয়াদ উ হাকীমে হাযেকাস্ত — چونکه آید او حکیم حاذق ست
ছাদেকাশ দাঁ কো আমিনো ছাদেকাস্ত — صادقش دان کو امین وصادق ست

যখন তিনি আসিবেন, তখন তাঁহাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক মনে করিও, তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া মনে করিও। কেননা, তিনি বিশ্বস্ত ও মহৎ।

দার এলাজাশ সেহ্‌রে মুতলাক রা বে-বীঁ — در علاجش سحر مطلق را ببیں
দার মেযাজাশ কুদরতে হক রা বে-বীঁ — در مزاجش قدرت حق را ببیں

তাঁহার চিকিৎসার মধ্যে পূর্ণ জাদুর ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিবে, তাঁহার স্বভাব ও কার্যাবলীর মধ্যে আল্লাহ্‌র কুদরতের মহিমা চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে।

খুফতা বুদ ঈঁ খাব দীদ্ আগাহ শুদ — خفته بود این خواب دید آگاه شد
গাশ্‌তা মমলুকে কানীযক শাহ শুদ — گشته مملوك كنيزك شاه شد

এই স্বপ্ন দেখিয়া ঘুমন্ত বাদশাহ্ জাগ্রত হইলেন। বাঁদীর দাস হইতেছিলেন, (এখন) বাদশাহ্ হইলেন।

অর্থাৎ, বাঁদীর চিন্তা ও পেরেশানীতে বাদশাহ ক্রীতদাসের মত অক্ষম এবং নিঃসহায় অবস্থায় ছিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া তিনি বাদশাহের মত দুশ্চিন্তার সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। প্রকারান্তরে বলা যায়, পেরেশানী ও দুশ্চিন্তামুক্ত হইয়া বাদশাহ এখন যেন পরিপূর্ণ অর্থে বাদশাহ হইলেন।

চুঁ রসীদ আঁ ওয়াদাগাহ্ ও রোয শুদ — چوں رسید آں وعده گاه و روز شد
আফ্‌তাব আয্ শরকে আখতার সূয শুদ — آفتاب از شرق اختر سوز شد

যখন ঐ প্রতিশ্রুত সময় আসিয়া পড়িল এবং দিবালোক প্রকাশ পাইল, পূর্বাকাশ হইতে সূর্য উদিত হইয়া নক্ষত্রসমূহকে বিলুপ্ত ও স্তিমিত করিয়া দিল।

বুদ আন্দর মানযারাহ শাহ মুনতাযের — بود اندر منظره شه منتظر
তা বেবীনাদ আঁ চে বনমুদান্দ সের — تا به بیند آنچه بنمودند سر

বাদশাহ্ শাহী-মহলের খিড়কির ধারে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, যেন সেই রহস্য দেখিতে পান যাহা তাঁহার উপর প্রকাশ করা হইয়াছিল।

অর্থাৎ, রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহার বাস্তবায়নের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

দীদ শখছে ফাযেলে পোরমাইয়ায়ে — دید شخصی فاضلی پرمایهٔ
আফতাবে দরমিয়ানে সাইয়ায়ে — آفتابی درمیان سایهٔ

বাদশাহ্ একজন মহাগুণী কামেল ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, যেন একটি সূর্য ছায়ার মধ্যে আসিতেছেন।

অর্থাৎ, লোকটি সর্বগুণে গুণান্বিত, বাতেনী নূরে দীপ্তিমান; কুফরী ও গোমরাহীর অন্ধকারে বেলায়েতের সূর্যস্বরূপ।

মী রসীদ আয্ দূর মানেন্দে হেলাল　　می رسید از دور مانند هلال
নীস্ত বূদ ও হাস্ত বর শেকলে খেয়াল　　نیست بود و هست بر شکل خیال

নব উদিত চন্দ্রের ন্যায় দূর হইতে ক্ষীণ ও কৃশ আকারে আসিতেছিলেন (আর নব চন্দ্রের নিয়মানুসারে) তিনি কল্পনাকৃত মূর্তির মত কখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, কখনও দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আগন্তুককে নব-চন্দ্রের সহিত উপমা দেওয়ার কারণ এই যে, ঈদের চাঁদকে দেখার জন্য মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষমাণ থাকে, তদ্রূপ বাদশাহ্ এই লোকটিকে দর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত ও অপেক্ষমাণ ছিলেন।

চন্দ্রের সহিত উপমার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এদিকে রিয়াযত ও মুজাহাদা করিতে করিতে চন্দ্রের ন্যায় সরু ও কৃশ হইয়াছেন, ওদিকে চেহারা হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে।

দ্বিতীয় পদে বলা হইয়াছে, "কল্পনাকৃত মূর্তির ন্যায় কখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, কখনও অদৃশ্য হইতেছিলেন।" তাহার কারণ এই যে, খেয়াল ও কল্পনারাজ্যে যেমন অনেক কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু বাস্তবে উহার স্থায়িত্ব নাই এবং বাহ্য দৃশ্যেও তাহার সত্তা নাই; তদ্রূপ এই আগন্তুক বাস্তবে একজন লোক হিসাবে তাহার সত্তা আছে, কিন্তু রিয়াযত, মুজাহাদা করিতে করিতে এতই কৃশ ও দুর্বল হইয়াছেন যে, তুলনামূলক হিসাবে 'কিছু না' বলা চলে।

নীস্ত ওয়াশ বাশাদ খেয়াল আন্দর রাওয়াঁ　　نیست وش باشد خیال اندر روان
তু জাহানে বর খেয়ালে বীঁ রাওয়াঁ　　تو جهانے بر خیالے بیں روان

দুনিয়াতে খেয়ালও একটি অস্তিত্ববিহীন বস্তুতুল্য। (খেয়াল তো খেয়ালই,) তাহা সত্ত্বেও তুমি সমগ্র দুনিয়াকে এই খেয়াল ও কল্পনার উপরই চলিতে দেখিবে।

অর্থাৎ, খেয়ালের অস্তিত্ব না থাকিলেও তুমি দেখিতেছ, সারা বিশ্ব এই খেয়ালের উপর চলিতেছে। ইহা খেয়ালের অস্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ। খেয়ালের উপর দুনিয়া চলিতেছে, ইহা ত একেবারেই প্রকাশ্য ব্যাপার। কেননা, মানুষ প্রথমে কোন একটা বিষয়ের খেয়াল ও কল্পনা করে, তারপর কাজে অগ্রসর হয়। চাই তাহার কল্পনা সঠিক ও শুদ্ধ হউক, চাই অশুদ্ধ ও ভুল হউক। আগে কল্পনা করে, পরে কাজ শুরু করে।

বর খেয়ালে ছোল্‌হে শাঁ ও জঙ্গে শাঁ　　بر خیالے صلح شاں و جنگ شاں
ওয়ায খেয়ালে ফখরে শাঁ ও নঙ্গে শাঁ　　وز خیالے فخر شاں و ننگ شاں

মানুষের সন্ধি ও যুদ্ধ তাহাদের খেয়ালের উপরই নির্ভর করে; খেয়ালের দরুনই মানুষের গর্ব, খেয়ালের কারণেই মানুষের লজ্জা।

অর্থাৎ, মানুষ যখন খেয়াল ও কল্পনা করে যে, সন্ধি করিলে ভাল হইবে, তখনই সন্ধি করে। আবার যখন খেয়াল করে যে, যুদ্ধ করিলে অমুক অমুক উদ্দেশ্য সফল ও সিদ্ধ হইবে, তখনই মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আর নিজের কোন গুণ-গরিমার কথা খেয়াল হইলেই গর্ব ও অহংকার করিতে আরম্ভ করে। আবার কোন বদনামীর আশংকা খেয়ালে আসিলে মানুষ লজ্জায় নুইয়া পড়ে।

আঁ খেয়ালাতে কে দামে আউলিয়াস্ত　　آں خیالاتے کہ دام اولیاست
আকসে মাহরূইয়ানে বোস্তানে খোদাস্ত　　عکس مہرویان بستان خداست

ঐ সমস্ত খেয়াল, যাহা আউলিয়ায়ে কেরামের ফাঁদ, উহা আল্লাহ্ তা'আলার বাগানের চন্দ্রাননের প্রতিচ্ছবি।

পূর্বে খেয়ালসমূহকে দুর্বল ও তুচ্ছ বলা হইয়াছে। ইহাতে এই সম্ভাবনা ছিল যে, কেহ দুনিয়ার যাবতীয় খেয়ালকে নগণ্য মনে করিয়া আউলিয়ায়ে কেরামের খেয়াল এবং ধ্যান-ধারণাকে তদ্রূপ দুর্বল এবং তুচ্ছ মনে করিতে পারে, অথচ আউলিয়ায়ে কেরামের খেয়াল এবং ধ্যান বাস্তবিকপক্ষে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং কাম্য।

এই বয়েতে ঐ ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করিতেছেন যে, আউলিয়ায়ে কেরামের খেয়ালাদি এরূপ নহে; বরং উহা প্রশংসনীয় ও সঠিক। আউলিয়ায়ে কেরামের খেয়াল বলিতে এখানে দুই প্রকারের খেয়াল উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ মুরাকাবাসমূহ, যাহাতে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করিয়া কোন বিষয়কে অন্তরের অন্তস্তলে সর্বদা হাযির রাখার জন্য কামেল পীর আদেশ করেন। যেমন, يحبهم ويحبونه অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ভালবাসেন, মানুষও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসে" কথাটি তালীম দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় প্রকারের খেয়াল 'মুকাশাফা' অর্থাৎ, ঐ সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, যাহা মুরাকাবার পর আভ্যন্তরীণ অনুভূতির মাধ্যমে কলবের মধ্যে আবির্ভূত হইতে থাকে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে মানুষ যখন কোন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন উহাতে তাহার অন্তরে কল্যাণ এবং মুসলেহাত পরিস্ফুট হইতে থাকে, ফলে 'আল্লাহ্ মানুষকে ভালবাসেন' একথাটির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসমূলক দিব্য-জ্ঞান স্থাপিত হয়, অর্থাৎ, দিলের অটল বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। এই মুরাকাবা-মুকাশাফা যতই বর্ধিত হইতে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আসক্তিও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এজন্য এই সমস্ত মুরাকাবা ও মুকাশাফাকে আউলিয়ায়ে কেরামের আকৃষ্ট করার ফাঁদ বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পদে এই খেয়ালের প্রশংসনীয় হওয়ার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্র বাগান অর্থ—যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর পূর্ণ রহস্য উপলব্ধি করা যায়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সম্বন্ধীয় জ্ঞানে ব্যাপকতা রহিয়াছে এবং উহার ভাণ্ডারে বহুবিধ গুণাবলী বিদ্যমান; এই কারণে উহাকে বাগান নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

এখানে চন্দ্রানন বলিতে সেই বহুবিধ গুণাবলী সম্বন্ধীয় জ্ঞান উদ্দেশ্য। সুন্দর হওয়ার কারণে উহাদিগকে চন্দ্রানন অর্থাৎ চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখ বলা হইয়াছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং গুণাবলী অতি সৌন্দর্যময়। প্রতিচ্ছবি অর্থ—ফয়েয। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সংক্রান্ত জ্ঞানসমূহ হইতে উদ্ভূত আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার ফয়েয; নফস এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা নহে। যেমন দুনিয়াদার এবং শরীয়ত সম্বন্ধে অজ্ঞ অথচ তরীকতের দাবীদারদের মধ্যে হইয়া থাকে। অর্থাৎ, খেয়ালকে কামাল, গোমরাহীকে কাশ্ফ এবং অজ্ঞতাকে এল্ম মনে করিয়া বরবাদ হইয়া যায়।

বরং আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধীয় এসমস্ত খেয়াল বা ধ্যান-ধারণা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অবদান এবং এল্হাম।

আঁ খেয়ালে রা কে শাহ্ দর খাব দীদ — آں خیالے را کہ شہ در خواب دید
দর রোখে মেহমাঁ হামী আমদ পদীদ — در رخ مہماں ہمے آمد پدید

সেই কাল্পনিক ছবি, যাহা বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, অভ্যাগত মেহমানের চেহারায় তাহা উত্তমরূপে প্রকাশমান ছিল।

এখন আবার সেই পূর্ব কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। রাত্রে যেসমস্ত নিদর্শন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, মেহমানের চেহারায় উহা প্রকাশ পাইতেছিল। ইহার অর্থ এই নহে যে, স্বপ্নে যেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখিয়াছিলেন ইনি সেই ব্যক্তি। কেননা, সেই বৃদ্ধ লোকটি তো একজন গায়েবী বার্তাবাহক ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, কাল যে অপরিচিত ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবেন, তিনি আমাদের পক্ষ হইতে আসিবেন। ইহাতে অবশ্যই বুঝা যাইতেছে যে, বার্তাবাহক এক ব্যক্তি এবং আগন্তুক অন্য এক ব্যক্তি।

নূরে হক যাহের বুয়াদ আন্দর ওলী — نور حق ظاهر بود اندر ولی
নেক বী বাশী আগার আহলে দেলী — نیک بیں باشی اگر اهل دلی

আল্লাহ্‌র ওলীদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নূর দীপ্তিমান থাকে, তোমার অন্তরদৃষ্টি নিখুঁত হইলে তুমি উহা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে।

উপরে বলিয়াছেন, মেহমানের চেহারায় গায়েবী নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছিল, এখন বলিতেছেন, ইহা এই ওলীরই বৈশিষ্ট্য নহে। প্রত্যেক ওলীরই এই অবস্থা যে, তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নূর স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌গত দিলের অধিকারীগণ উহা অনুভব করিতে পারেন। সেই নূর ইহাই যে, তাহাদের সাহচর্যের ফলে কলবের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত, আখেরাতের উৎসাহ ও দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা পয়দা হয়। এধরনের লোকের চেহারায় জ্যোতি ও লাবণ্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তাহাদের চেহারায় সজদার চিহ্ন বিদ্যমান।" সুতরাং আগন্তুককে চিনিতে অসুবিধার কোন কারণ ছিল না।

আঁ ওলীয়ে হক চুঁ পয়দা শুদ যে দূর — آں ولی حق چوں پیدا شد ز دور
আয সারা পায়েশ হামী মী রিখ্‌ত নূর — از سرا پائش همی می ریخت نور

যখন সেই ওলীআল্লাহ্ লোকটি দূর হইতে দৃশ্যমান হইলেন, তখন দেখা গেল, তাঁহার আপাদমস্তকের প্রতিটি লোমকূপ হইতে নূরের ধারা বর্ষিতেছে।

শাহ্ বজায়ে হা-জেবাঁ দর পেশ রাফ্‌ত্ — شه بجائے حاجباں درپیش رفت
পেশে আঁ মেহমানে গায়েব খেশ রাফ্‌ত্ — پیش آں مهماں غیب خویش رفت

বাদশাহ্ (স্বয়ং) দ্বারবানরূপে সেই গায়েবী মেহ্‌মানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

যয়ফে গায়বী রা চুঁ এস্তেকবাল কর্দ — ضیف غیبی را چوں استقبال کرد
চুঁ শকর গুঈ কে পায়ওয়াস্তো বওয়ার্দ — چوں شکر گوئی که پیوست او بورد

বাদশাহ্ যখন গায়েবী মেহ্‌মানকে সম্বর্ধনা জানাইলেন, তখন (মহব্বতের আবেগে তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, যেন) তিনি চিনির ন্যায় গোলাব ফুলের সাথে মিশিয়া (গুলকন্দ হইয়া) যান।

ইহাতে বুঝা গেল, বাদশাহ্‌ও বাতেনী বা আধ্যাত্মিক শক্তি ও কামালিয়তের অধিকারী ছিলেন। কাহিনীর প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, বাদশাহ্ যেমন দুনিয়ার রাজত্বের অধিকারী ছিলেন, দ্বীনের রাজত্বেরও অধিকারী ছিলেন। কেননা, এধরনের মিশিয়া যাওয়ার জন্য পরস্পরের সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

آں یکے لب تشنہ داں دیگر چو آب
آں یکے مخمور داں دیگر شراب

আঁ একে লাব তিশনা দাঁ দীগার চু আব
আঁ একে মখমূর দাঁ দীগার শরাব

মনে কর, উহাদের একজন (অর্থাৎ, বাদশাহ্) পিপাসাতুর, অপর জন (অর্থাৎ, মেহমান) পানির ন্যায় তৃপ্তি-দায়ক। সেই একজন ছিলেন মাতাল আর অপরজন ছিলেন শরাবতুল্য।

ہر دو بحری آشنا آموختہ
ہر دو جاں بے دوختن بر دوختہ

হার দো বাহ্রী আশনা আমোখতা
হারদো জাঁ বে দোখতান বর দোখতা

তাঁহারা উভয়ে ছিলেন (মারেফত) সমুদ্রের সন্তরণপটু, উভয়ের আত্মা সিলাই ব্যতীত সিলাইকৃত (সংযুক্ত) ছিল।

অর্থাৎ, তাঁহারা উভয়েই খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানী ছিলেন। এই আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের কারণে দর্শনমাত্র একে অপরের সহিত মিশিয়া গেলেন।

گفت معشوقم تو بودستی نہ آں
لیک کار از کار خیزد در جہاں

গোফ্ত্ মাশুকাম তূ বুদাস্তী না আঁ
লেকে কারায কারে খীযাদ দর জাহাঁ

বাদশাহ্ বলিলেন, আপনিই ছিলেন আমার প্রেমাস্পদ, সে (বাঁদী) নহে; কিন্তু দুনিয়াতে এক কাজ দ্বারা অপর কাজ সমাধা হয়। (এই হিসাবে সে আমার মাশুক বা প্রেমাস্পদ ছিল।)

অর্থাৎ, আমার বাঁদীর প্রতি আশেক হওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাক্ষাৎলাভের কারণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বাঁদীর প্রতি আমার প্রেম আপনাকে লাভ করার একটি উসীলামাত্র, আপনিই হইলেন আমার মাশুক।

اے مرا تو مصطفی من چوں عمر
از برائے خدمتت بندم کمر

আয় মরা তূ মোস্তফা মান চুঁ ওমর
আয বরায়ে খেদমাতাত বন্দাম কমর

হে মহান! আপনি আমার জন্য মোস্তফার তুল্য, আর আমি যেন ওমরের ন্যায় আপনার খেদমতের জন্য কোমর বাঁধিলাম।

এই উপমা মাওলানা রূমীর উক্তি, বাদশাহের কথা নহে। কেননা, কাহিনীর প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, কাহিনীটি আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের আগেকার কাহিনী। সাহাবাদের মধ্য হইতে হযরত ওমরের নাম শুধু বয়েতের ওযন মিলাইবার জন্য লওয়া হইয়াছে। এখানে খাদেম ও মাখদুম হিসাবে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, বাদশাহ্ খাদেম আর ঐ নূরানী বুযুর্গ মাখদুম।

## বে-আদবির কুফল

از خدا جوئیم توفیق ادب
بے ادب محروم گشت از لطف رب

আয খোদা জোয়েম তাওফীকে আদব
বে-আদব মাহ্রূম গাশ্তায লুৎফে রব

আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আদব রক্ষা করার তাওফীক প্রার্থনা করিতেছি; বস্তুতঃ বে-আদব ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবাণী হইতে বঞ্চিত থাকে।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, বাদশাহ্ স্বয়ং অতিশয় আদবের সহিত উক্ত ওলী মেহমানের সম্মুখীন হইলেন। মাওলানা এই প্রসঙ্গে আদবের গুণাগুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে ইঙ্গিত করিতেছেন যে, কোন কামেল লোকের দরবারে হাযির হওয়ার তাওফীক হইলে আদবের সাথে তাঁহার সম্মুখে যাইবে।

বে-আদব না তনহা খোদ রা দাশ্‌ত বদ بے ادب نہ تنہا خود را داشت بد
বলকে আতশ দর হামা আফাক যাদ بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

বে-আদব কেবল নিজেরই ক্ষতি করে না, বরং বিশ্বের সর্বদিকে আগুন ছড়াইয়া দেয়।

অর্থাৎ, একজনের বে-আদবির কারণে অন্যান্য লোকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। অন্যদের দুই প্রকারের ক্ষতি হয়ঃ (১) বিশেষ ধরনের লোকের ক্ষতি—অর্থাৎ, যাহারা গুনাহ্ ও অন্যায় কাজ দেখিয়া নীরব থাকে এবং নাফরমান ব্যক্তির তোষামোদ-খোশামোদ করিতে থাকে; শক্তি থাকা সত্ত্বেও নাফরমান ব্যক্তিকে বিরত রাখে না, বরং হাসি-খুশীর সহিত তাহার সাথে মেলা-মেশা করে, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তিও গুনাহ্‌গার এবং আযাবের উপযোগী হইবে। একথার অর্থ এই নহে যে, নাফরমান ব্যক্তির পাপের গুনাহ্ নীরব দর্শকের ঘাড়ে চাপিবে। কেননা, একের গুনাহ্ অপরে বহন করিবে না। নীরব দর্শক ব্যক্তি নিজেই ইহার জন্য পৃথকভাবে গুনাহ্‌গার হইবে। কেননা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও পাপের কাজ দেখিয়া বারণ এবং নিষেধ না করা তো স্বতন্ত্র গুনাহ্। বারণ করা তিন প্রকার, যথা—ক্ষমতা থাকিলে হাত দ্বারা নিষেধ করিতে হইবে অথবা মুখের দ্বারা নিষেধ করিবে; নিরুপায় হইলে এই কাজকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করিবে, ইহা ঈমানের দুর্বলতম স্তর।

(২) ব্যাপক ক্ষতি—অর্থাৎ, যাহারা গুনাহ্ বা নাফরমানী সংঘটিত হওয়ার স্থলে উপস্থিত থাকিয়া বাধা প্রদান করে নাই, তাহারা তো কর্তব্য লংঘনের কারণে স্বতন্ত্রভাবে গুনাহ্‌গার এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কিন্তু নাফরমানী কার্যের সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি, সকলের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বালা-মুসীবত তো পাপীদের জন্য আযাবস্বরূপ; আর নেককারদের জন্য রহমত এবং নেয়ামত। কেননা, এধরনের বালা-মুসীবতে নেককারদের মর্তবা বৃদ্ধি পায় এবং মর্যাদা উন্নত হয়।

الدين كله ادب "গোটা দ্বীনই আদব" কথার মর্মানুযায়ী বে-আদব বলিতে প্রত্যেক নাফরমান গুনাহ্‌গারই উদ্দেশ্য। শুধু মুরব্বীগণকে তা'যীম না করার মধ্যে বে-আদবি সীমাবদ্ধ নহে, বরং শরীয়ত গর্হিত কার্য অবলম্বন করা এবং ওয়াজেব কার্য ত্যাগ করাও বে-আদবির অন্তর্ভুক্ত।

মায়েদা আয আসমাঁ দর মী রসীদ مائدہ از آسماں در می رسید
বে শেরা ও বাই'ও বে গোফতো শনীদ بے شراء وبیع وبے گفت وشنید

খাঞ্চা আসমান হইতে ক্রয়-বিক্রয় এবং বলা-শুনা ব্যতীতই আসিত।

এখানে খাঞ্চা অর্থ "মন্ন ও সালওয়া"। মন্ন অর্থ তারাঞ্জবীন—ইহা রুটির কাজ দিত, আর সালওয়া বটের পাখীর মত এক প্রকার পাখী—ইহা তরকারীর কাজ দিত। প্রত্যহ ভোরবেলা মাঠে-ময়দানে অগণিত হারে পড়িয়া থাকিত। প্রত্যেকে প্রয়োজনমত উহা কুড়াইয়া লইত। যেহেতু বিনা কায়-ক্লেশে এবং লাঙ্গল-জোয়ালের পরিশ্রম ব্যতীত প্রাপ্ত হইত, এই জন্য আসমানী খাঞ্চা বলা হইয়াছে। নতুবা খাঞ্চা ভরিয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইত না।

ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম উম্মতগণসহ মিসর হইতে হিজরত করিয়া সিরিয়ার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ—সিরিয়ার আদি অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধ কর, তোমরা জয়ী হইবে, তারপর সিরিয়ায় প্রবেশ কর। কিন্তু মূসা আলাইহিস্‌সালামের উম্মত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল না; বরং বে-আদবির সহিত বলিল ঃ

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ ○

অর্থাৎ, 'হে মূসা! তুমি তোমার খোদাকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিতে যাও, আমরা এখানেই বসিয়া রহিলাম।' আদি অধিবাসীরা চলিয়া না গেলে আমরা সিরিয়ায় প্রবেশ করিব না। এই বে-আদবির কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর মরু-বাস চাপাইয়া দিলেন। এই মরুপ্রান্তরে খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক কোন ব্যবস্থা না থাকায় হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের দো'আর বরকতে তাহাদের উপর আসমানী খাঞ্চা নাযিল হইতে লাগিল।

দরমিয়ানে কওমে মূসা চান্দ কাস — درمیان قوم موسی چند کس
বে-আদব গোফতান্দ কো সীরো আদস — بے ادب گفتند کو سیر وعدس

হযরত মূসা (আঃ)-এর কওমের কতিপয় বে-আদব ব্যক্তি বলিল, রসূন ও মসুরের ডাল কোথায়?

অর্থাৎ, কতেক লোক ধৃষ্টতা ও বে-আদবি করিয়া বলিল, আমাদের রসুন ও মসুরের ডাল ইত্যাদির দরকার, মন্ন ও সালওয়ার প্রয়োজন নাই। তাহাদের ঘটনা কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে।

মুন্‌কাতে শুদ খানো নান আয আসমাঁ — منقطع شد خوان ونان از آسمان
মান্দ রঞ্জে যর'ও বয়েল ও দাসমাঁ — ماند رنج زرع وبیل وداسمان

আসমান হইতে খাঞ্চা ও রুটি আসা বন্ধ হইল। কৃষিকার্য, কোদাল, কাস্তে ইত্যাদির কষ্ট ঘাড়ে পড়িল।

পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, এখানে খাঞ্চা ও রুটি বলিতে মন্ন ও সালওয়া ব্যবহারিক অর্থে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সেই বিনা পয়সায় ও বিনা পরিশ্রমের নেয়ামত তাহাদের না-শোক্‌রীর কারণে বন্ধ হইয়া গেল এবং কৃষি-কার্যের দুঃখ-কষ্ট তাহাদের ঘাড়ে চাপিল। যেমন কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন তাহারা শাক-সবজী, তরি-তরকারি ও রসুন, পিয়াজ ইত্যাদির জন্য আবদার করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, কোন বস্তিতে গমন কর এবং কৃষিকার্যের দ্বারা এসমস্ত বস্তু সংগ্রহ কর।

বায ঈসা চুঁ শাফাআত কর্দ হক — باز عیسے چوں شفاعت کرد حق
খাঁ ফেরেস্তাদ ও গনীমত বর তবক — خواں فرستاد وغنیمت بر طبق

আবার যখন হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম সুফারিশ করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা খাঞ্চা প্রেরণ করিলেন এবং একেবারে মুফত প্রেরণ করিলেন।

এখানে খাঞ্চা বলিতে বাস্তব খাঞ্চাই উদ্দেশ্য। দীর্ঘকাল পর হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের দো'আর কল্যাণে আসমান হইতে খাঞ্চা নাযিল হইল। তাহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্যে সজ্জিত খাঞ্চা নাযিল হইত। উহাতে থাকিত রুটি, ভুনা শুকনা গোশ্‌ত, মাছ, সির্কা, মধু ও মিহীন পিষা লবণ ও মরিচ ইত্যাদি।

মায়েদা আয আসমাঁ শুদ আ'য়েদাহ্ مائده از آسمان شد عائده
চুঁকে গোফ্ত আন্‌যিল আলাইনা মায়েদাহ্ چونکه گفت أنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَه

যখন ঈসা আলাইহিস্‌সালাম বলিয়াছিলেন—আমাদের উপর খাঞ্চা নাযিল করুন, তখন আসমান হইতে তাহা নাযিল হইতে লাগিল।

হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের ভক্ত হাওয়ারীগণ আবদার করিল যে, আমাদের জন্য আসমান হইতে নেয়ামতের খাঞ্চা অবতরণ করা হউক, আমরা যেন বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইতে ও ভোগ করিতে পারি। হযরত ঈসা (আঃ) দো'আ করিলেন رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً الاية অর্থাৎ, "হে আমাদের রব্ব! আমাদের জন্য আসমান হইতে নেয়ামতের খাঞ্চা নাযিল করুন।" তাঁহার দো'আ কবুল হইল এবং রীতিমত তাহাদের জন্য আসমান হইতে খাঞ্চা আসিতে লাগিল।

বায গোস্তাখাঁ আদব বোগুযাশ্‌তান্দ بازگستاخان ادب بگذاشتند
চুঁ গাদাইয়াঁ যুল্লেহা বরদাশ্‌তান্দ چوں گدایاں زلها برداشتند

আবার বে-আদবের দল আদব ত্যাগ করিল, ভিখারীদের ন্যায় উদ্বৃত্ত খাদ্য উঠাইয়া রাখিল।

অর্থাৎ, তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল যে, তৃপ্তি সহকারে আহার করার পর উদ্বৃত্ত খাদ্য গরীব-মিসকীনদিগকে বিলাইয়া দিবে। আগামী ওয়াক্তের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু কিছু-সংখ্যক বে-আদব লোভী ভিক্ষুকদের ন্যায় অবশিষ্ট খাদ্য আগামী ওয়াক্তের জন্য জমা করিয়া রাখিল।

কর্দ ঈসা লা বা ঈশাঁ রা কে ঈঁ کرد عیسے لابه ایشاں را که ایں
দায়েমাস্ত ও কম না গরদাদ আয যমীঁ دائم ست وکم نه گردد از زمیں

হযরত ঈসা (আঃ) নম্রভাবে তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, এই খাঞ্চা সর্বদা আসিতে থাকিবে এবং যমীন হইতে কম হইবে না। (কাজেই জমা করিয়া রাখার কোন প্রয়োজন নাই।)

বদ গুমানী কর্দান ও হেরছ আওয়ারী بدگمانی کردن و حرص آوری
কুফর বাশাদ পেশে খানে মেহতারী کفر باشد پیش خوان مهتری

হযরত ঈসা (আঃ) আরও বলিলেন, আল্লাহ্‌র খাঞ্চা সম্বন্ধে খারাব ধারণা ও লোভ করা কুফরী (অর্থাৎ, না শোক্‌রী)।

অর্থাৎ, পুনরায় খাঞ্চা পাওয়া যাইবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ করা কিংবা নিছক লোভের বশবর্তী হইয়া ভবিষ্যতের জন্য জমা করিয়া রাখা, এই দুইটি কাজ অর্থাৎ, 'খারাব ধারণা ও লোভ' আল্লাহ্ তা'আলার খাঞ্চা সম্বন্ধে কুফরীমূলক আচরণ।

ফলকথা, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা বা বিশ্বাস না থাকিলে তো বাস্তবিকই কুফরী। আর যদি কেহ আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদাকে বিশ্বাস করে, কিন্তু হীনমন্যতার কারণে লোভের বশীভূত হইয়া কাজ করে, তবে উহা বাস্তব কুফর নহে বটে, কিন্তু ইহা কাফেরদের কাজের তুল্য। ইহাকে 'কুফরে আমলী' বলে।

যাঁ গাদা রোইয়ানে নাদীদাহ যে আয زاں گدارویان نادیده ز آز
আঁ দারে রহমত বর ঈশাঁ শুদ ফারায آں در رحمت بر ایشاں شد فراز

(অবশেষে) সেই ভিক্ষুক প্রকৃতি লোকদের কারণে, যাহারা লোভের বশে অন্ধ ছিল, উক্ত রহমতের দরজা আসমানী খাঞ্চা অবতরণ গোটা কওমের উপর বন্ধ হইয়া গেল।

| | |
|---|---|
| মন্ন ও সালওয়া যে আসমাঁ শুদ মুনকাতে' | من و سلوی ز آسمـان شد منقـطع |
| বাদাযাঁ যাঁ খাঁ না শুদ কাস্ মুনতাফে' | بعد ازاں زاں خواں نه شد کس منتفع |

আসমানী খানা অবতরণ বন্ধ হইয়া গেল। উহার পর আর কেহ সেই খাঞ্চা দ্বারা কখনও উপকৃত হয় নাই।

| | |
|---|---|
| আবর নাইয়াদ আয্ পায়ে মানএ' যাকাত | ابـر نایـد ازپئے منـع زکـوات |
| ওয়ায যেনা উফতাদ ওবা আন্দর জেহাত | وز زنـا افـتـد وبـا انـدر جهـات |

যাকাত বন্ধ করিলে বৃষ্টি বর্ষে না, আর যেনার কুফলে চতুর্দিকে মহামারী ছড়াইয়া পড়ে।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বে-আদবির কারণে শুধু বে-আদবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং ভাল লোকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বয়েতে উহার পোষকতা হইতেছে।

| | |
|---|---|
| হার চে আইয়াদ বরতু আয যুল্মাতে গম | هرچـه آیـد بر تو از ظلمـات غم |
| আঁ যে বেবাকি ও গোস্তাখীস্ত হাম | آں زبیبـاکی و گستـاخی ست هم |

যেই চিন্তার অন্ধকার তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা (তোমারই কোন না কোন) নির্ভীক আচরণ এবং বে-আদবির কারণ বটে।

এ বিষয়টি কোরআন পাকেও উল্লেখ আছে—

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

"তোমাদের উপর যে বিপদ নিপতিত হয়, উহা তোমাদের কর্মের ফল।" ইহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি প্রত্যেকটি বিপদ ও চিন্তা-ভাবনা গুনাহের দরুন হয়, তবে নবী, ওলী, নিষ্পাপীদের উপর বিপদ আসে কেন? ইহার জওয়াব এই যে, এখানে বিপদ ও চিন্তা-ভাবনার অর্থ প্রকৃত বিপদ ও পেরেশানী, ইহা গুনাহ্গারদের জন্যই খাছ। আর নবী ও ওলীদের উপর যে বিপদ আসে, উহা বাহ্য দৃষ্টিতে বিপদ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বিপদ নহে; বরং বাস্তবে উহা নেয়ামত ও রহমত। বিপদে তাঁহারা তক্দীরের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ এবং আত্মসমর্পণ করেন, বরং কোন কোন সময় স্বাদ এবং আরামও অনুভব করেন।

| | |
|---|---|
| হার কে বেবাকী কুনাদ দর রাহে দোস্ত | هرکـه بےباکـی کنـد در راه دوسـت |
| রাহযানে মর্দা শুদ ও নামরদে উস্ত | رهـزن مرداں شد ونـامـرد اوسـت |

যে কেহ দোস্তের পথে নির্ভীক আচরণ করে, সে সর্বসাধারণের পক্ষে ডাকাত এবং নিজে না-মর্দ।

সর্বসাধারণের জন্য ডাকাত এই অর্থে হইয়াছে যে, এই ব্যক্তি সর্বসাধারণের জন্য ক্ষতির কারণ হইয়া পড়িয়াছে। দোস্তের পথ বলিতে শরীয়ত তথা আহকামে এলাহীর পথ। উহাতে নির্ভীক (বেপরোয়া) আচরণ করার অর্থ উহার বিরুদ্ধাচরণ করা। দোস্তের পথ দ্বারা তরীকতের পথও উদ্দেশ্য হইতে পারে। ইহাতে নির্ভীক আচরণের অর্থ এই যে, নিজে উপযুক্ত না হইয়া বেপরোয়া-ভাবে অন্যকে মুরীদ করে, ফলে আল্লাহ্র আশেকীনদের ক্ষতি হয়। কেননা, এরূপ লোক অন্য কাহারও কাছেও গেল না, এখানেও কিছু পাইল না।

হারকে গোস্তাখী কুনাদ আন্দর তরীক — هرکه گستاخی کند اندر طریق
গরদদ আন্দর ওয়াদীয়ে হাসরত গরীক — گردد اندر وادئ حسرت غریق

যে ব্যক্তি তরীকতের পথে বে-আদবি করে, পরিতাপের উপত্যকায় সে ডুবিয়া মরে।

মাঠের ময়লাযুক্ত পানি গড়াইয়া আসিয়া যেই সমতল স্থানে একত্রিত হয়, অতঃপর নিম্নদিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে, উহাকেই উপত্যকা বলা হইয়াছে।

আয আদব পোরনূর গাশ্‌তাস্ত ঈঁ ফালাক — از ادب پرنور گشت ست ایں فلك
ওয়ায আদব মাসূমো পাক আমদ মালাক — وز ادب معصوم و پاك آمد ملك

আদবের কারণেই এই আসমান (চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজির) আলোকে আলোকিত হইয়াছে, আর আদবের কারণেই ফেরেশ্‌তাকুল নিষ্পাপ এবং পবিত্র হইয়াছে। কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আসমান-যমীনের আদব প্রমাণিত হয়—

وَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান এবং যমীনকে বলিলেন, স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার বশীভূত হইয়া যাও। তাহারা উভয়ে বলিল, আমরা স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করিলাম। ফলতঃ তাহারা এমনভাবে আদবের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের অনুগত থাকিয়া চলিতেছে যে, তাহাদের ঘূর্ণনে এবং নক্ষত্ররাজির নিজ নিজ কর্তব্যে বিন্দুপরিমাণ পার্থক্য দেখা যায় না। আর ফেরেশ্‌তাদের আদব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম আলাইহিস্‌সালামের সম্মুখে যাবতীয় বস্তুর নামের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তখন তাহারা নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলঃ

سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ, "আপনি পবিত্র, আমাদের এল্‌ম তো এই পরিমাণই আছে যাহা আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিঃসন্দেহ, আপনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় প্রজ্ঞাময়।" ফলকথা, ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আদব রক্ষা করিয়া নিষ্পাপ এবং পবিত্র রহিয়াছেন। আর নাফরমান ইবলীস আদম আলাইহিস্‌সালামের মোকাবেলায় স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী হেতু বে-আদবির ফলে আপাদমস্তক পাপ-পংকিলতায় নিমগ্ন হইয়া গেল এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে চিরতরে বিতাড়িত হইল।

বুদ যে গোস্তাখী কোসূফে আফতাব — بد ز گستاخی کسوف آفتاب
শুদ আযাযীলে যে জুরআত রদ্দে বাব — شد عزازیلے زجرئت رد باب

মানুষের বে-আদবি অর্থাৎ, শরীয়ত বিরোধিতার দরুন সূর্য-গ্রহণ হইয়াছে; (আর) আযাযীল (—ইবলীস শয়তান) বে-আদবির কারণে আল্লাহ্‌র দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

মানুষ যখন পাপানুষ্ঠানে ও শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণে সীমা ছাড়াইয়া যায় এবং বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ্‌র আদেশে সূর্য-গ্রহণ হয়,

যেন মানুষ আল্লাহ্‌র কুদরতের এক ভয়ংকর নিদর্শন দেখিয়া ভীত হয় এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়।

মাওলানা রূমের (রঃ) এই বর্ণনা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিরোধী নহে। কেননা, যদিও সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের অন্তরালই সূর্য-গ্রহণের কারণ; তথাপি এইরূপ অন্তরালের সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে পাপী বান্দাগণকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হইতেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরববাসীদের ধারণা ছিল—কোন বড় লোকের মৃত্যু ঘটিলে সূর্য-গ্রহণ হইয়া থাকে। এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইব্‌রাহীমের (আঃ) ইন্তেকালের পরে ঘটনাক্রমে সূর্য-গ্রহণ হইলে আরববাসীরা এই বিষয়ে বলাবলি করিতে লাগিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা শুনিতে পাইয়া বলিলেনঃ

هٰذه الاٰية التى لاتكون لموت احد ولا لحيوته ولكن يخوف الله به عباده

"এসমস্ত নিদর্শন, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কাহারও জীবন-মরণের কারণে নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা এসমস্তের দ্বারা তাঁহার বন্দাগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

দ্বিতীয় পদের অর্থ এই যে, আদম (আঃ)-কে সজদা করার জন্য শয়তানকে আদেশ করা হইলে সে বে-আদবির সহিত বলিয়াছিলঃ

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

"আমি তাহার চেয়ে উত্তম, আমাকে আপনি আগুন দ্বারা এবং আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।" ফলতঃ এই বে-আদবি তাহাকে অপমান ও লাঞ্ছনার শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়া পৌঁছাইয়াছে; পক্ষান্তরে যেই আদমকে সে নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করিয়াছিল, তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করাইয়াছেন।

| | |
|---|---|
| হালে শাহ ও মেহ্‌মাঁ বর গো তামাম | حال شاه و میهماں بر گو تمام |
| যাঁকে পাইয়ানে নাদারাদ ঈঁ কালাম | زآنکه پایانے ندارد ایں کلام |

এখন বাদশাহ্ ও মেহমানের অবশিষ্ট সংবাদ ব্যক্ত কর; কেননা, আদবের বর্ণনার শেষ নাই।

## মেহমানের সহিত বাদশাহের সাক্ষাৎ

| | |
|---|---|
| শাহ চুঁ পেশে মেহমানে খেশ রাফ্‌ত্ | شه چوں پیش میهمان خویش رفت |
| শাহ বুদো লেকে বস দরবেশ রাফ্‌ত্ | شاه بود ولیك بس درویش رفت |

বাদশাহ্ যখন নিজ মেহ্‌মানের নিকট গেলেন (যদিও) তিনি বাদশাহ্ ছিলেন, (তথাপি তিনি তাঁহার সম্মুখে নিতান্ত বিনয়-নম্রতা সহকারে) সম্পূর্ণরূপে (একজন) ফকীর বেশে গেলেন।

ব্যাপার এই যে, মেহমান যদিও মুসাফির ছিলেন, কিন্তু একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক ছিলেন, কাজেই তাঁহার সম্মুখে বাদশাহের বাদশাহী অবনমিত হইয়া পড়িল।

দাস্ত বোকুশাদো কেনারানাশ গেরেফ্‌ত — دست بکشاد و کنارانش گرفت
হামচু এশ্‌ক আন্দর দিলো জানাশ গেরেফ্‌ত — همچو عشق اندر دل و جانش گرفت

হস্ত প্রসারিত করিয়া বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; এশ্‌ক ও প্রেমের ন্যায় তাঁহাকে মন ও প্রাণের মধ্যে স্থান দিলেন।

দাস্তো পেশানিয়াশ বোসীদান গেরেফ্‌ত্ — دست و پیشانیش بوسیدن گرفت
ওয়ায মকামো রাহ্ পুরসীদান গেরেফ্‌ত — وز مقام و راه پرسیدن گرفت

তাঁহার হাতে ও ললাটে চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং বাড়ী ও পথের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পুরস পুরসাঁ মীকাশীদাশ তা ব ছুদর — پرس پرسان میکشیدش تا به صدر
গুফ্‌ত গঞ্জ ইয়াফতাম আখের ব ছবর — گفت گنج یافتم آخر به صبر

জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে তাঁহাকে সদর মঞ্জিল (খাস-মহল) পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলেন; বলিতে লাগিলেন, এক রত্নভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ধৈর্য ও ছবরের দ্বারা।

ছবর তল্‌খামদ ওয়া লেকীন আ'কেবাত — صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت
মেওয়ায়ে শীরীঁ দেহাদ পোর মানফাআত — میوۀ شیریں دهد پر منفعت

ছবর করা কার্যত অবশ্যই কঠিন, কিন্তু ইহা পরিণামে বড়ই সুস্বাদু এবং উপাদেয় ফল দান করে।

গোফ্‌ত আয় হাদইয়া হক ও দফএ' হরজ — گفت ای هدیه حق و دفع حرج
মানিয়ে আছ-ছবর মেফতাহুল ফরজ — معنی الصبر مفتاح الفرج

বাদশাহ বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র দান! এবং সংকট মোচনকারী! আপনি 'ছবর ও সচ্ছলতা লাভের কুঞ্জি।' হাদীসটির প্রকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র (এবং বাস্তব রূপ)।

অর্থাৎ, আপনার সত্তা আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে বিরাট অবদান; আপনার দ্বারা আমার সংকট মোচন হইল অথবা আগামীতে মোচন হইবে। আপনি 'ছবর-সচ্ছলতা লাভের কুঞ্জি' হাদীসের বাস্তব রূপ। কেননা, ধৈর্য ও ছবরের উসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

আয় লেকায়ে তু জওয়াবে হার সুওয়াল — ای لقائے تو جواب هر سوال
মুশকিলায তু হল শাওয়াদ বে-কীল ও কাল — مشکل ازتو حل شود بے قیل و قال

হে এমন বুযুর্গ! যাঁহার সাক্ষাৎলাভ সর্বপ্রকার প্রশ্নের জওয়াব, কথাবার্তা বলা ও শোনা ব্যতীত আপনার দ্বারা সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

অর্থাৎ, আপনার চেহারা মোবারকে এমন এক গায়েবী আলো রহিয়াছে যে, আপনাকে দেখামাত্র সমস্ত প্রশ্ন ও সন্দেহের অন্ধকার দূর হইয়া যায়, কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় না।

তারজমানে হারচে মারা দার দেলাস্ত — ترجمان هرچه ما را در دل ست
দাস্তগীরে হারকে পায়েশ দার গেলাস্ত — دستگیر هرکه پایش در گل ست

হে মহামানব! আপনি আমাদের অন্তরের সমস্যাবলী ব্যক্তকারী, যাহার পা কাদায় ফাঁসিয়া গিয়াছে তাহাকে উদ্ধারকারী।

অন্তরের কথা বলিয়া দেওয়াকে এল্‌মে গায়েব বলা হয় না। ইহা ওলীআল্লাহ্‌দের কাশফের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এল্‌মে গায়েব উহাকে বলে, যাহা সরাসরি কোন প্রকার উপায়-উপকরণ ব্যতীত হইয়া থাকে, ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। আর কাশ্‌ফ-কারামতের দ্বারা যাহাকিছু অনুধাবন করা যায়, সেখানে 'কাশফ' মাধ্যম হওয়ার কারণে উহা এল্‌মে গায়েব নহে।

মারহাবা ইয়া মুজতাবা ইয়া মুরতাযা — مرحبا یا مجتبی یا مرتضی
'ইন তাগিব জাআল কাযা যাকাল ফাযা' — اِنْ تَغِبْ جَاءَ الْقَضَا ضَاقَ الْفَضَا

আপনাকে স্বাগতম জানাই, হে গ্রহণীয় মনোনীত মেহমান! আপনার অবর্তমানে আমার মৃত্যু, আমার জগত সংকীর্ণ।

অর্থাৎ, আপনার অবর্তমানে নানাবিধ আপদ-বিপদ ভীড় করিবে।

আন্‌তা মাওলাল কওমে মান লা ইয়াশতাহী — اَنْتَ مَوْلَى الْقَوْمِ مَنْ لَّا يَشْتَهِىْ
কাদ রাদা কাল্লা লাইল-লাম ইয়ানতাহী — قَدْ رَدَى كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِىْ

আপনি মানুষের সহায়ক, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; যে আপনার প্রতি নিরুৎসাহী তাহার ধ্বংস অনিবার্য [(যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন) যদি (আবু জাহল রাসূলুল্লাহ্‌র বিরোধিতা হইতে) বিরত না হয় (তবে আমি তাহার মাথার চুল ধরিয়া জাহান্নামের দিকে টানিয়া লইয়া যাইব।)]

ওলীআল্লাহ্‌দের প্রতি উৎসাহ্-আগ্রহ্ না হওয়া যদি শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে হয়, তবে তো ধ্বংস অনিবার্য; কোন না কোন বিপদে পতিত হইবেই। কেননা, আল্লাহ্‌র ওলীর সহিত শত্রুতা রাখা সর্বনাশের কারণ। হাদীসে আছে من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি আমার ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করিবে, আমি তাহার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আর যদি ভক্তি-মহব্বত না থাকার কারণে ওলীদের প্রতি অনুরাগী না হয়, তবে ধ্বংস হওয়ার অর্থ এই যে, সেই ওলীর ফয়েয ও বরকত হইতে মাহ্‌রূম থাকিবে। কেননা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ব্যতীত ফয়েয লাভ করা সম্ভব নহে।

## রোগিণীর শিয়রে মেহ্‌মান চিকিৎসক

চুঁ গুযাশ্‌ত্ আঁ মজলিসো খানে করম — چوں گذشت آں مجلس و خوان کرم
দাস্তে উ বেগরেফতো বুর্দান্দর হরম — دست او بگرفت و برد اندر حرم

যখন সেই মজলিস এবং তথাকার যেয়াফত শেষ হইল, তখন বাদশাহ্ মেহ্‌মানের হাত ধরিয়া অন্দর-মহলে লইয়া আসিলেন।

কেচ্ছায়ে রঞ্জোরো রঞ্জুরী বেখান্দ — قصۂ رنجور ورنجوری بخواند
বাদাযাঁ দর পেশে রঞ্জুরাশ নেশান্দ — بعد ازاں در پیش رنجورش نشاند

বাদশাহ্ উক্ত বাতেনী চিকিৎসককে রোগিণীর যাবতীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া শিরা ইত্যাদি দেখিবার জন্য রোগিণীর নিকটে বসাইলেন।

রঙ্গে রো ও নবযো কাররূরাহ্ বেদীদ    رنگ رو و نبض و قاروره بدید
হাম আলামাতাশ হাম আসবাবাশ শনীদ    هم علاماتش هم اسبابش شنید

চিকিৎসক রোগিণীর চেহ্‌রা, শিরা ও প্রস্রাব দেখিলেন, তাহার রোগের লক্ষণ এবং কারণসমূহ শুনিলেন।

গোফ্‌ত হার দারূ কে ঈশাঁ করদাহ্ আন্দ    گفت هردارو که ایشان کرده‌اند
আঁ এমারত নীস্ত বীরাঁ করদাহ্ আন্দ    آن عمارت نیست ویران کرده‌اند

বলিলেন, পূর্ব চিকিৎসকগণ যেসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে সুস্থতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন নাই; বরং তাঁহারা বিনাশ করিয়াছেন।

বেখবর বুদান্দ আয হালে দরূঁ    بی خبر بودند از حال درون
আস্তায়ীযু বিল্লাহে মিম্মা ইয়াফতারূঁ    استعیذ بالله مما یفترون

তাঁহারা রোগীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, যেই ভুল বর্ণনা দিয়াছেন আমি তাহা হইতে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

দীদ রঞ্জো কাশফ শুদ বরওয়ায় নাহোফ্‌ত    دید رنج و کشف شد بروی نهفت
লেকে পেনহাঁ কর্দ বা-সুলতাঁ নাগুফ্‌ত    لیک پنهان کرد باسلطان نه گفت

তিনি রোগের অবস্থা অবলোকন করিলেন এবং রোগের রহস্য তাঁহার নিকট উদঘাটিত হইয়া গেল, কিন্তু গোপন রাখিলেন এবং বাদশাহ্‌র নিকট উহা বলিলেন না।

চিকিৎসক রোগীর অবস্থা দেখিয়া মোটামুটিভাবে রোগ নির্ণয় করিয়াছেন। এখনও তিনি স্থির-নিশ্চিত হন নাই, পরে তাহা স্থির করিবেন। ধারণা-প্রসূত এবং অনিশ্চিত কথা প্রকাশ করা সাবধানতার বিরোধী। কিংবা ইহাও হইতে পারে যে, অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঁদী অন্য কোন লোকের প্রতি আসক্তা। বাদশাহের নিকট একথা প্রকাশ করিলে বাদশাহ হিংসানলে দগ্ধ হইয়া কষ্ট পাইবেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আগত চিকিৎসক এরূপ কষ্ট দেওয়াকে মানবতা বিরোধী কাজ মনে করিয়া প্রকাশ করেন নাই।

রঞ্জাশায ছফরা ও আয সওদা নাবূদ    رنجش از صفرا و از سودا نه بود
বুয়ে হার হীযুম পদীদ আইয়াদ যেদূদ    بوئے هر هیزم پدید آید ز دود

রোগিণীর রোগ পিত্ত বা অম্ল হইতে উৎপন্ন হয় নাই, (লক্ষণাদির দ্বারা চিকিৎসক তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেননা,) প্রত্যেক জ্বালানী কাষ্ঠের ঘ্রাণ উহার ধূঁয়া হইতেই অনুভব করা যায়।

দীদ আয যারিয়াশ কো যারে দিলাস্ত    دید از زاریش کو زار دل ست
তন খোশাস্ত আম্মা গেরেফতারে দিলাস্ত    تن خوش ست اما گرفتار دل ست

(খোদা প্রেরিত) চিকিৎসক রোগিণীর কান্নাকাটি দেখিয়া অনুমান করিয়া ফেলিলেন যে, সে অন্তর-রোগে আক্রান্ত, তাহার দেহ সুস্থ ও নীরোগ।

আশেকী পয়দাস্ত আয যারীয়ে দিল    عاشقی پیداست از زاری دل
নীস্ত বিমারী চূঁ বিমারীয়ে দেল    نیست بیماری چوں بیماری دل

অন্তর-কান্না (ও হৃদয়ের হাহুতাশ) আশেক হওয়ার পরিচয়, অন্তর-রোগ (এশ্‌ক)-এর ন্যায় কোন রোগ নাই।

কেননা, দৈহিক রোগ শুধু দেহ ক্ষীণ ও শরীর দুর্বল করে, আর প্রেম-রোগ দেহ এবং হৃদয় উভয়কেই বিগলিত করিয়া দেয়। সুতরাং উভয় রোগের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। পার্থক্যের অপর কারণ হইল, দৈহিক রোগ মৃত্যু ঘটায়। আর প্রেম-রোগ যদি এশ্‌কে এলাহী হয়, তবে তো উহা চিরস্থায়ী জীবন আনয়ন করে; আর যদি পার্থিব প্রেম হয়, তবে শর্ত এই যে, এই পার্থিব প্রেম মূল প্রেম তথা এশ্‌কে এলাহীতে রূপান্তরিত হইতে হইবে। পার্থিব প্রেম দ্বারা এশ্‌কে এলাহী অর্জন করার পন্থা একটি বয়েতের পরেই মাওলানা রূমী (রঃ) বর্ণনা করিতেছেন।

ইল্লতে আশেক যে ইল্লতহা জুদাস্ত — علت عاشق ز علتها جداست
এশ্‌ক উস্তরলাবে আসরারে খোদাস্ত — عشق اصطرلاب اسرار خداست

আশেকের রোগ (প্রেম) অন্যান্য রোগ হইতে পৃথক, এশ্‌কে এলাহী আল্লাহ্‌র রহস্যসমূহ অনুধাবনের যন্ত্র।

এই বয়েতে মাওলানা (রঃ) উভয় রোগের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছেন। প্রথম পার্থক্য হইল, প্রেম-রোগের চিকিৎসা এক ধরনের, আর দৈহিক রোগের চিকিৎসা অন্য ধরনের। দ্বিতীয় পার্থক্য হইল, প্রেম যদি হাক্বীক্বী হয়, তবে উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মারেফতের গূঢ়রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায়। আর যদি প্রেম রূপক হয়, তবে ইহাকে কিরূপে হাক্বীক্বী প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়, মাওলানা (রঃ) নিম্নলিখিত বয়েতে উহা বর্ণনা করিতেছেন।

আশেকী গার যীঁ সার ও গার যাঁ সারাস্ত — عاشقی گر زیں سر و گر زاں سرست
আকেবাত মা রা বদাঁ শাহ রাহ্‌বরাস্ত — عاقبت ما را بداں شه رهبرست

প্রেম চাই এই দিকের (জাগতিক বস্তুর) হউক, চাই ঐ দিকের (এশ্‌কে এলাহীর) হউক পরিণামে উহা আমাদিগকে আল্লাহ্ পর্যন্ত (আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে) পৌঁছাইয়া দিবে।

প্রেম আল্লাহ্‌র পথের পথিককে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। এই বয়েতে উহাই বর্ণনা করিতেছেন যে, এশ্‌কে এলাহী তরীকতপন্থীকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়, ইহা তো প্রকাশ্য। আর প্রেম যদি পার্থিব কোন বস্তুর হয়, তবে উহা এক বিশেষ পন্থায় এশ্‌কে এলাহীতে রূপান্তরিত করা হইলে উহাও তরীকতের পথের পথিককে আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হয়, আল্লাহ্‌র মারেফত ও গুণাবলীর রহস্য সে অনুধাবন করিতে পারে। আর যেই এশ্‌ক দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ হয় না, ঐ প্রেম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত ও রহস্য অবগত হওয়া সম্ভব নহে।

আরেফীন ও আল্লাহ্‌র পথের পথিকগণ রূপক প্রেম তথা জাগতিক প্রেমকে কিরূপে হাক্বীক্বী তথা এশ্‌কে এলাহীতে রূপান্তরিত করা যায়, সেই পন্থা সম্বন্ধে অবগত আছেন। যদি ঘটনাচক্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে কেহ পার্থিব প্রেমে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে উহাকে হাক্বীক্বী প্রেমে রূপান্তরিত করিতে নিম্নরূপ ব্যবস্থা হইবে।

প্রথমতঃ পাক-পবিত্র জীবন যাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ, তাহার সহিত শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করিবে না। এমন কি, ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, তাহার সহিত কথাবার্তা বলিবে না বা তাহার সম্পর্কে অন্যের কাছেও আলোচনা করিবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও উহার খেয়াল করিবে না। কেননা, শরীয়তবিরোধী কাজ এশ্‌কে হাক্বীক্বীর পরিপন্থী। আর বিপরীত বস্তু বিদ্যমান থাকিলে হাক্বীক্বী এশ্‌ক লাভ করার আশা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রেমাস্পদ হইতে দূরে দূরে থাকিবে। কস্মিনকালেও যেন তাহার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে, তাহার আওয়ায যেন কানে না পৌঁছে। কেননা, কানে আওয়ায পৌঁছিলে হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঘটনাচক্রে যদি তাহার সহিত মিলামিশার সুযোগ হয়, তবে জীবন উহাতেই নিমগ্ন থাকিবে, আল্লাহ্র সান্নিধ্য ভাগ্যে জুটিবে না।

তৃতীয়তঃ, নির্জনে ও জন-সমাবেশে এই কল্পনা করিতে থাকিবে যে, ঐ ব্যক্তির মধ্যে এই মহিমা ও মাহাত্ম্য বা বাহ্যিক সৌন্দর্য কোথা হইতে আসিল? কে তাহাকে এই সৌন্দর্য দান করিল? যখন রূপক গুণীর এই মাধুর্য-মাধুরী, তবে যিনি প্রকৃত গুণী তাহার শান কত বড়? এ ধরনের মুরাকাবার দ্বারা রূপক প্রেম এশ্‌কে এলাহীতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হয়, কামেল পীর পার্থিব প্রেমকে দূরীভূত করেন না, বরং উহার মোড় ঘুরাইয়া দেন; যেমন, উত্তাপিত ইঞ্জিন যদি বিপরীত পথে ধাবিত হয়, তবে ইঞ্জিনের অগ্নি নির্বাপিত করা পথিকের উচিত নহে; বরং অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া উহাকে সোজা পথে চালিত করিতে হইবে।

কোন কোন পীরে কামেল স্বীয় মুরীদকে পার্থিব প্রেম সৃষ্টি করার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা হালাল প্রেম অর্জন করা উদ্দেশ্য, হারাম প্রেম উদ্দেশ্য নহে। (কোন নারী বা বালকের সাথে প্রেম করা কস্মিনকালেও উদ্দেশ্য নহে।) কেননা, গোনাহ্র পথে কখনও আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ হয় না। এই পরামর্শের উদ্দেশ্য হালাল প্রেম দ্বারাও সাধিত হয়। কেননা, প্রেম মাজাযী বা রূপক হইলেও উহাতে এমন একটি দহনশক্তি বিদ্যমান আছে, যদ্দরুন অন্তর হইতে যাবতীয় সম্পর্ক দূর হইয়া যায় এবং কল্পনায় একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই আকর্ষণকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পরিবর্তিত করিয়া দিলে সহজেই অন্তর গায়রুল্লাহ্র সম্পর্ক হইতে শূন্য হইয়া যায়। যেমন, বাস-গৃহ ঝাড়ু দিয়া সমুদয় আবর্জনা ঘরের কোণে একত্রিত করিয়া রাখার পর কোন টুক্‌রিতে ভরিয়া উহা বাহিরে নিক্ষেপ করা হয়, ইহাতে গৃহ সহজে পরিষ্কৃত হয়। পক্ষান্তরে যদি একটি একটি করিয়া তৃণ গৃহ হইতে অপসারিত করা হয়, তবে বহু সময়ের প্রয়োজন; তাহা ছাড়া গৃহও পুরাপুরি পরিষ্কার হইবে না।

কিন্তু এই যুগে এই পন্থা অবলম্বন করা বড়ই বিপজ্জনক। মেযাজ ও স্বভাবের মধ্যে কামভাব-প্রবণতা প্রবল; সুতরাং স্বেচ্ছায় কাহাকেও এই পথ বাতলান জায়েয নাই। অবশ্য ঘটনাচক্রে যদি কেহ পার্থিব প্রেমে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে পূর্ববর্ণিত পন্থায় উহার গতি এশ্‌কে এলাহীর প্রতি পরিবর্তন করিয়া দেওয়া দরকার।

হারচে গোইয়াম এশ্‌করা শরহো বয়াঁ — هرچه گویم عشق را شرح وبیان
চুঁ বা এশ্‌কাইয়াম খাজেল বাশম আযাঁ — چوں بعشق آیم خجل باشم ازاں

**প্রেমের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা যতই করি না কেন, নিজে যখন প্রেমের অবস্থা উপলব্ধি করি, তখন লজ্জিত হইয়া পড়ি।**

পূর্বে প্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন। এখন বলিতেছেন, যেহেতু প্রেম আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার বস্তু, সুতরাং উহাকে অনুভব করিতে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও বোধ-শক্তির প্রয়োজন, রচনা ও বর্ণনা যথেষ্ট নহে। অতএব, প্রেমের বর্ণনা যতই করি না কেন, যখন প্রেমের হাল-অবস্থা প্রত্যক্ষ করি, তখন নিজেই লজ্জিত হই যে, অযথা প্রেমের বর্ণনা এত দীর্ঘ করিলাম, অথচ প্রেমের তত্ত্ব ও তাহার বাস্তব রূপ ফুটিয়া উঠিল না; বরং কোন কোন স্থানে প্রেমের বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাইলাম, যাহাতে আরো লজ্জিত হইলাম।

গারচে তফসীর যুবাঁ রওশন গারাস্ত — گرچه تفسیر زبان روشن گرست
লেকে এশ্‌কে বেযুবাঁ রওশন তরাস্ত — لیک عشق بی‌زبان روشن ترست

রসনার ব্যাখ্যা যদিও অধিকাংশ বস্তুর তথ্য খুব ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু রসনাহীন প্রেম নিজেই ফুটিয়া উঠে।

কেননা, প্রেম যখন অনুভূতির বস্তু, যখন উহা হাসেল হয়, হাকীকত কল্‌বের উপর বিস্তার লাভ করে, তখন অন্যের কাছে শোনার প্রয়োজন থাকে না, নিজেই প্রেমের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তখন প্রেমের হাকীকত খুব ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে।

চুঁ কলমান্দর নাবেশতান মী শেতাফত — چوں قلم اندر نویشتن می شتافت
চুঁ বা এশ্‌ক আমদ কলম বরখোদ শেগাফত — چوں به عشق آمد قلم برخود شگافت

যখন লেখনী লেখার মধ্যে দ্রুত চলিতেছিল, যেই প্রেমের বর্ণনা আসিল লেখনী বিদীর্ণ হইয়া গেল।

অর্থাৎ, অন্যান্য বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করার সময় কলম খুব দ্রুতবেগে চলিতেছিল, কিন্তু প্রেম-কাহিনী লিপিবদ্ধ করার সময় উহা থামিয়া গেল। কেননা, উহা তো অনুভব করার বস্তু, বলার জিনিস নহে; কাজেই উহার তত্ত্ব লিখিতে যাইয়া লেখনী থামিয়া গেল।

চুঁ সখুন দর ওয়াসফে ইঁ হালত রসীদ — چوں سخن در وصف ایں حالت رسید
হাম-কলম বেশকাস্তো হাম কাগজ দরীদ — هم قلم بشکست و هم کاغذ درید

বাক্য যখন প্রেমের কাহিনী বর্ণনার কাছে উপস্থিত হইল, তখন কলম ভাঙ্গিয়া গেল, কাগজ ফাটিয়া গেল।

অর্থাৎ, প্রেম-কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া লেখনী স্তব্ধ হইয়া গেল।

আক্‌ল দর শরহাশ চু খারদর গেল বোখোফত — عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
শরহে এশ্‌কো আশেকী হাম এশক্‌ গোফত — شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

প্রেমের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া জ্ঞান, বিবেক (-এর এই অবস্থা হইল) যেন গাধা কাদায় ধসিয়া পড়িল, এশক্ ও প্রেমের ব্যাখ্যা একমাত্র প্রেমই করিতে পারে।

অর্থাৎ, প্রেমের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কাগজ, কলম, ভাষা ও বর্ণনা সবই যখন ব্যর্থ হইল, তখন দেখা যাক আকল-বুদ্ধি কিছু ব্যাখ্যা করিতে পারে কিনা। কেননা, জ্ঞান-বুদ্ধি বহু সমস্যার সমাধান করিয়া থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেও ব্যর্থ। অবশ্য প্রেমের ব্যাখ্যা একমাত্র প্রেমই করিতে পারে। অর্থাৎ, যাহার উপর এই প্রেম স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবে, সে হাড়ে হাড়ে উহা উপলব্ধি করিবে এবং প্রেমের ব্যাখ্যা খুব ভালরূপে বুঝিবে।

আফতাবামাদ দলীলে আফতাব — آفتاب آمد دلیل آفتاب
গার দলীলাত বাইয়াদায ওয়ায় রোমাতাব — گر دلیلت باید از وے رو متاب

সূর্য নিজেই তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ। তুমি যদি সূর্যের প্রমাণ চাও, তবে উহার দিক হইতে মুখ ফিরাইও না।

অর্থাৎ, সর্ব-বিবেকসম্মত কথা এই, যে বিষয় দ্বারা কোন বস্তুর ব্যাখ্যা করা হয়, ঐ বিষয়গুলি ঐ বস্তু হইতে অধিক স্পষ্ট হইতে হইবে, নতুবা ব্যাখ্যা হইবে না। এখানে দেখা যাইতেছে, সূর্য অপেক্ষা অধিক প্রকাশ্য কোন কিছু নাই। কাজেই অন্য কিছুর দ্বারা সূর্যের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে, সে নিজেই তাহার ব্যাখ্যা ও প্রমাণ।

সূর্য যেরূপ বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা চাক্ষুষ দেখার বস্তু, তদ্রূপ প্রেম আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার বস্তু। জ্ঞান-বিবেকের ব্যাখ্যায় অনুভব অপেক্ষা অধিক কিছু বুঝা যাইবে না। কাজেই বুদ্ধির দ্বারাও ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

আয ওয়ায় আরসাইয়া নেশানে মীদেহাদ — ازوے ار سایہ نشانے میدهد
শামস হারদম নূরে জানে মীদেহাদ — شمس هردم نورجانے میدهد

সূর্যের ছায়া যদি উহার নিদর্শন দেয়, তবে হকের সূর্য (—আল্লাহ্) সর্বদা আরেফের অন্তরে নূর দান করিতে থাকেন।

মাওলানা রূমী (রঃ) 'আফতাব' শব্দ দ্বারা আসমানের এই জাহেরী সূর্যকে বুঝাইয়াছেন, আর 'শামস' শব্দ দ্বারা প্রকৃত সূর্য অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাকে বুঝাইতেছেন; অতঃপর দুই সূর্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা বুঝাইতেছেন। প্রথমে সূর্যের সাথে প্রেমকে উপমা দিয়াছিলেন যে, প্রেমের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যেমন সূর্যকে দলিল দ্বারা প্রমাণ করার দরকার নাই, সূর্য নিজেই তাহার দলিল। এখন বলিতেছেন যে, হাঁ, সূর্যেরও একটা দলিল বা নিদর্শন আছে। অর্থাৎ, সূর্য না থাকিলে ছায়া দর্শন সম্ভব নহে। মানুষ যখন সূর্যের সামনে যায়, তখন তাহার ছায়া পড়ে। সূর্যের কথা প্রসঙ্গে আসল সূর্যের কথা মনে পড়িল। মাওলানা রূমীর ইহা একটি চিরাচরিত অভ্যাস, এক বাক্যের সাথে অন্য বাক্যের সামঞ্জস্য দেখা দিলে ঐ বিষয়ের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া দেন। সূর্যের আলোচনা করিতে গিয়া প্রকৃত সূর্যের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে যে, আসমানের এই সূর্য আর প্রকৃত সূর্য উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। আসমানের সূর্য সব সময় উদিত থাকে না, তাহার জ্যোতিও স্থায়ী নয়। সূর্য যখন অস্তমিত হয়, সাথে সাথে তাহার জ্যোতিও বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু আরেফ ওলী-আল্লাহ্দের হৃদয়-আকাশে যে সূর্য উদিত হয়, উহা কখনও অস্তমিত হয় না, তাহার জ্যোতি ক্ষণকালের জন্যও বিলীন হয় না; বরং অহরহ ছালেকের কল্বে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়েয পৌঁছিতে থাকে।

সাইয়া খাবারাদ তোরা হামচুঁ সামার — سایہ خواب آرد ترا همچوں سمر
চুঁ বরাইয়াদ শামস্ ইনশাক্কাল কমর — چوں برآید شمس انشق القمر

(আসমানের সূর্যের) ছায়া তো নিদ্রা আনয়ন করে, যেমন কেচ্ছা-কাহিনী (নিদ্রা আনয়ন করে)। সূর্য উদিত হওয়ার পর চন্দ্রের আলো বিলীন হইয়া পড়ে।

এই বয়েতেও জাহেরী সূর্য তথা আসমানের সূর্য ও আসল সূর্যের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যতিক্রম বর্ণনা করিতেছেন। আসমানের সূর্য অস্তমিত হইলে অন্ধকার নামিয়া আসে, তখন কর্মক্লান্ত মানুষ নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে। বয়েতের প্রথম পাদে আসমানের সূর্যের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সূর্য ডুবিলে লোকের চোখে ঘুম আসে। আর বাতেনী সূর্য তথা আল্লাহ্ তা'আলা যখন ছালেকের হৃদয়াকাশে উদিত হন, তখন চন্দ্র তথা বিশ্বের সৃষ্টবস্তু সমস্তই বিলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ, আল্লাহ্র সত্তার মোকাবেলায় উহার সত্তা বিলীন হইয়া যায়। ওয়াহ্দাতুল ওজুদের বর্ণনায় এই উক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলাকে সূর্য আর যাবতীয় মখলুকাতকে তথা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুকে চন্দ্রের সহিত উপমা দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, বৈজ্ঞানিকদের মতে চন্দ্রের কোন আলো বা জ্যোতি নাই। চন্দ্রের

আলো সূর্য হইতে ধার করা, আর সূর্যের আলো তার নিজস্ব। সৃষ্টবস্তুর নিজস্ব কোন সত্তা নাই। আল্লাহ্ পাক—যিনি প্রকৃত সত্তার অধিকারী, সেই সত্তার যৎকিঞ্চিৎ আলোর বদৌলতে যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্ব লাভ হয়। মোটকথা, আসমানের সূর্যের প্রতিক্রিয়া এক ধরনের—সূর্য অস্তমিত হইলে নিদ্রা আসে; আর হাক্বীক্বী অর্থাৎ প্রকৃত সূর্যের প্রভাব হইল—উহা যখন উদিত হয় তখন চন্দ্র তথা সৃষ্টবস্তুর সত্তা বিলীন হইয়া যায়।

| | |
|---|---|
| খুদ গরীবে দরজাহাঁ চুঁ শাম্‌স নীস্ত | خود غریبے در جہاں چوں شمس نیست |
| শামসে জাঁ বাকীস্ত কোরা আম্‌স নীস্ত | شمس جاں باقیست کو را امس نیست |

সূর্যের ন্যায় কোন মুসাফির দুনিয়াতে নাই, কিন্তু আল্লাহ্ পাক সর্বস্থায়ী, তিনি কখনও অস্তমিত হন না।

অর্থাৎ, আসমানের সূর্য অবিরাম চলিতে থাকে। কোন সময় উদয় হয়, কোন সময় অস্ত যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কোন সময়েই ওলী-আল্লাহ্‌গণের কল্‌ব হইতে অস্তমিত হন না, তাঁহাদের কল্‌বে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সর্বক্ষণ ফয়েয পৌঁছিতে থাকে।

| | |
|---|---|
| শাম্‌স দর খারেজ আগারচে হাস্ত ফর্দ | شمس در خارج اگرچہ ہست فرد |
| লেকে উ হাম মীতুওয়াঁ তছবীরে কর্দ | لیک او ہم میتواں تصویر کرد |

আসমানে দীপ্তিমান সূর্য যদিও একটি, কিন্তু ইহার ন্যায় বহু সূর্য কল্পনা করা যায়।

| | |
|---|---|
| লেকে আঁ শাম্‌সে কে শুদ বন্দেশ আছীর | لیک آں شمسیکہ شد بندش اثیر |
| নাবুদাশ দর যেহনো দর খারেজ নযীর | نبودش در ذہن و در خارج نظیر |

কিন্তু তাপমণ্ডল যেই সূর্যের অনুগত, কল্পনায় ও বাহ্যিক আসমানে তাহার কোন নজীর নাই।

অর্থাৎ, আসমানের এই জাহেরী সূর্য, বাস্তবে যদিও উহা একটি, কিন্তু আরো বহু সূর্য কল্পনা করা যায়, বরং লক্ষ লক্ষ কাল্পনিক সূর্য হৃদয়াকাশে উদিত করা যায়, কিন্তু হাক্বীক্বী সূর্য অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কোন নজীর নাই। তিনি অদ্বিতীয়, অনুপম। কাজেই অন্যটির কল্পনাও করা যায় না, ইহা সম্ভবও নহে।

| | |
|---|---|
| দর তাছাওওর যাতে উরা গঞ্জে কো | در تصور ذات او را گنج کو |
| তা-দর আইয়াদ দর তাছাওওর মেছলে উ | تا در آید در تصور مثل او |

আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকেই তো আমরা কল্পনা করিতে পারি না, আবার আল্লাহ্ তা'আলার নজীর কোথা হইতে আমাদের কল্পনায় আসিবে?

এখন পূর্বে বর্ণিত বিষয়কে জোরদার করা হইতেছে। পূর্বে বলিয়াছেন, আসমানের সূর্যকে লক্ষ লক্ষ সূর্য কল্পনা করা যায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কোনও নজীর আসমানে বা কল্পনায় কোথাও নাই। এখানে বলিতেছেন, কল্পনায় আল্লাহ্‌র নজীর আসা তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহ্‌র সত্তাকেই তো কল্পনা করা যায় না এবং ইহা কোন প্রকারে সম্ভবও নহে; তবে তাঁহার নজীর কল্পনায় কোথা হইতে আসিবে?

| | |
|---|---|
| শামসে তাবরিযী কে নূরে মোতলাকাস্ত | شمس تبریزی که نور مطلق ست |
| আফতাবাস্তো যে আনওয়ারে হকাস্ত | آفتاب ست و ز انوار حق ست |

অবশ্য শাম্‌স তাবরিযী রাহেমাহুল্লাহ্, যিনি কামেল নূর, তিনি একটি সূর্য এবং আল্লাহ্‌র নূর।

এ পর্যন্ত দুইটি সূর্যের বর্ণনা করিতেছিলেন। একটি কামেল—হাক্বীক্বী সূর্য, অপরটি নাকেছ যাহেরী সূর্য। আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি সূর্যের বর্ণনা করিতেছেন। এই সূর্যটি কামেল সূর্যের মোকাবেলায় অবশ্য নাকেছ, কিন্তু আসমানের এই বাহ্যিক সূর্যের তুলনায় কামেল।

মাওলানা রূমীর মুর্শেদ ছিলেন হযরত শাম্স-তাবরিযী (রঃ), এই বয়েতে তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। তিনিও একটি সূর্য, যাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব-জগতকে আলোকিত ও হেদায়তের জন্য পয়দা করিয়াছেন। এই বাক্যের দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করিতেছেন, তরীকতপন্থীদের কর্তব্য, এ ধরনের কামেলদের নিকট হইতে নূর হাসেল করা।

চূঁ হাদীস রোয়ে শামসুদ্দীন রসীদ — چوں حدیث روئے شمس الدین رسید
শাম্সে চারম আসমাঁ সার দর কাশীদ — شمس چارم آسماں سر درکشید

(ঘটনাক্রমে) আলোচনা যখন শামসুদ্দীন তাবরিযী পর্যন্ত পৌঁছিল, তখন চতুর্থ আসমানের সূর্য লজ্জায় মুখ লুকাইল।

অর্থাৎ, যখন শামসুদ্দীন তাবরিযীর আলোচনা শুরু হইল, তখন আসমানের সূর্য লজ্জায় আত্মগোপন করিল। ভাব-ভঙ্গিতে সূর্য বলিতেছে, তাঁহার সামনে আমার কি মূল্য? আমি তো শুধু দেহকে আলোকিত করিয়া থাকি, আর শাম্স-তাবরিযী কল্‌বকে আলোকিত করেন।

ওয়াজেব আমদ চূঁকে আমদ নামে উ — واجب آمد چونکه آمد نام او
শরহে করদান রমযে আয এনআমে উ — شرح کردن رمزے از انعام او

তাঁহার নাম যখন আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াই পড়িল, তখন তাঁহার এহ্‌সানের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা উচিত।

তাঁহার এহ্‌সান এই যে, তিনি বাতেনী তরবিয়ত করিয়াছেন, প্রেম ও তৌহীদের গুপ্ত রহস্য দান করিয়াছেন।

ঈঁ নাফাস জাঁ দামানাম বর তাফতাস্ত — ایں نفس جاں دامنم بر تافتست
বুয়ে পীরাহানে ইউসুফ ইয়াফতাস্ত — بوئے پیراہان یوسف یافتست

এক্ষণে আমার রূহ্ আমার জামার কোণ মজবুত করিয়া ধরিয়াছে। কেননা, সে ইউসুফের জামার গন্ধ পাইয়াছে।

অর্থাৎ, এখন আমার প্রাণ আঁচল ধরিয়া রহিয়াছে এবং তাগাদা করিতেছে ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, যেন আমার মুর্শেদের এহ্‌সানসমূহের কিছু আলোচনা করি। এখানে এহ্‌সান বলিতে ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের গুপ্ত রহস্যই বুঝাইতেছে। ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের পূর্ণ বিবরণ ভূমিকায় বর্ণিত হইয়াছে। ইউসুফের ঘ্রাণ পাওয়ার অর্থ—হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্‌সালাম যেমন দূর হইতে ইউসুফের পিরহানের ঘ্রাণ পাইয়া (ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের) সাক্ষাৎলাভের জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন, তদ্রূপ মাওলানা রূমী (রঃ) মুর্শেদের নাম শুনিয়া এহ্‌সান (অনুগ্রহ)-সমূহ বর্ণনার জন্য উদগ্রীব হইলেন।

কেয বরায়ে হক্কে সোহ্‌বত সালহা — کز برائے حق صحبت سالها
বায গো রমযে আযাঁ খোশ হালহা — باز گو رمزے ازاں خوش حالها

আমার রূহ্ আমাকে বলিতেছে, বহুদিনের সাহচর্যের হক আদায়ের জন্য ঐ মোবারক হাল (অবস্থা)-সমূহ কিছু বর্ণনা কর।

তা যমীনো আসমাঁ খান্দাঁ শাওয়াদ — تا زمین و آسمان خنداں شود
আকলো রূহো দীদাহ্ ছদ চান্দাঁ শাওয়াদ — عقل و روح و دیده صد چنداں شود

তাহা হইলে যমীন ও আসমান জ্যোতির্ময় হইবে, আকল, রূহ, জ্ঞান-চক্ষু শতগুণ (প্রদীপ্ত) হইবে।

অর্থাৎ, তৌহীদের গুপ্ত রহস্য বর্ণনা করিলে বিশ্ব আলোকিত হইবে। কেননা, ইহাতে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হওয়ার প্রেরণা পয়দা হইবে এবং তাঁহার যিক্র হইতে থাকিবে। এই যিক্রের কারণে দুনিয়ার স্থায়িত্ব বজায় থাকিবে। আর বর্ণনাকারীর অন্তরেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কেননা, বর্ণনার প্রভাব মনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

গুফতাম আয় দূর উফতাদা আয হাবীব — گفتم اے دور اوفتاده از حبیب
হামচুঁ বীমারে কে দূরাস্ত আয তবীব — همچو بیمارے که دورست از طبیب

আমি রূহকে বলিলাম, হে রূহ! যে রোগী চিকিৎসক হইতে দূরে অবস্থিত, তাহার মত তুমিও ত বন্ধু হইতে দূরে রহিয়াছ।

লা তুকাল্লিফনী ফাইন্নী ফিল ফানা — لَا تُكَلِّفْنِیْ فَاِنِّیْ فِی الْفَنَاء
ওয়াকাল্লাত আফহামী ফালা উহ্সী সানা — وَكَلَّتْ اَفْهَامِیْ فَلَا اُحْصِیْ ثَنَاءَ

অতএব, (বন্ধুর আলোচনা করিতে) আমাকে বাধ্য করিও না। কেননা, আমি স্বীয় সত্তাকে মিটাইয়া দিয়াছি, জ্ঞান-বিবেক নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমি প্রশংসা করিতে সক্ষম হইব না।

অর্থাৎ, বিচ্ছেদ-ব্যথায় আমি ব্যথিত, নিজের হুঁশ নাই, জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক নাই, প্রশংসা কিরূপে করিব?

কুল্লু শাই-ইন কালাহু গায়রুল মুফীক — كُلُّ شَیْءٍ قَالَهٗ غَیْرُ الْمُفِیْق
ইন তাকাল্লাফ আও তাছাল্লাফ লা ইয়ালীক — اِنْ تَكَلَّفْ اَوْ تَصَلَّفْ لَایَلِیْق

চৈতন্যহীন ব্যক্তি যাহাকিছু বলে, মনের উপর জোর দিয়া বলুক বা অবাস্তবই বলুক, কিছুই ঠিক হইবে না।

অর্থাৎ, বন্ধু-বিয়োগের কারণে আমার হুঁশ-জ্ঞান ঠিক নাই, এমতাবস্থায় মুর্শেদের প্রশংসা আমি কিছুই করিতে পারিব না। জোর-জবরদস্তি কিছু করিতে চাহিলেও তাহা ঠিক হইবে না; কাজেই আমাকে অক্ষম মনে কর।

হারচে মীগোইয়াদ মোনাসেব চুঁ নাবূদ — هرچه میگوید مناسب چوں نبود
চুঁ তাকাল্লোফ নেক নালায়েক নাবূদ — چوں تکلف نیك نالائق نبود

চেতনাহীন ব্যক্তি যাহাকিছু বলে, সময়োপযোগী না হওয়ার দরুন বানানো কথার মত অসমীচীন বোধ হইবে।

মান চে গোইয়াম এক রগাম হুশইয়ার নীস্ত — من چه گویم یك رگم هشیار نیست
শরহে আঁ ইয়ারে কে উরা ইয়ারে নীস্ত — شرح آں یارے که اورا یارے نیست

যেই বন্ধুর কোন শরীক নাই, সেই বন্ধুর বিবরণ কিরূপে বর্ণনা করিব? আমার একটি শিরারও তো চৈতন্য নাই।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুর্শেদের এহ্সান হইল ওয়াহ্দাতুল ওজুদের গুপ্ত রহস্য অনুধাবন করা। এমতাবস্থায় ঐ বিষয় বর্ণনা করা কি সম্ভব?

শরহে ঈঁ হিজরানো ঈঁ খুনে জেগার    شرح این هجران واین خون جگر
ঈঁ যমাঁ বোগযার তা ওয়াক্তে দীগার    این زمان بگذار تا وقت دیگر

এই বিচ্ছেদ ও কলিজার রক্তের বর্ণনা এখন পরিত্যাগ কর, ইহা অন্য সময়ে বলা যাইবে।

এশ্‌কের কারণে তরীকতপন্থী সর্বদা উন্নতির চেষ্টায় থাকে; যে কোন মকামেই পৌঁছুক না কেন, তাহার ঊর্ধ্বতম মকামে পৌঁছিবার চেষ্টা থাকে। এই জন্যই এই রহস্যকে রক্ত ও বিচ্ছেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কালা আতয়েমনী ফাইন্নী জায়েউন    قال اطعمنی فانی جائع
ওয়া'তাজেল ফালওয়াক্ত সায়ফুন কাতেউন    واعتجل فالوقت سیف قاطع

রূহ বলিল, আমাকে খাইতে দাও, আমি ক্ষুধার্ত; তাড়াতাড়ি কর। কেননা, সময় তীক্ষ্ণ তলোয়ার (-এর ন্যায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছে)।

অর্থাৎ, রূহ বলিতেছে, আমি ঐ গোপন তথ্য জ্ঞাত হওয়ার জন্য উদগ্রীব; উহাতে আমি শান্তি পাই। কেননা, উহাতে আমার ক্ষুধা নিবারিত হয়। তাড়াতাড়ি বল, তীক্ষ্ণ ও ধারাল তলোয়ারের ন্যায় সময় জীবনকে বিলীন করিতেছে।

বাশাদ এবনুল ওয়াক্ত সূফী আয় রফীক    باشد ابن الوقت صوفی ای رفیق
নীস্ত ফরদা গোফতান আয শর্তে তরীক    نیست فردا گفتن از شرط طریق

হে বন্ধু! ছুফীগণ তো এবনুল ওয়াক্ত। 'কাল করিব' বলা তরীকতের পন্থা নহে।

এবনুল ওয়াক্ত অর্থ যখনকার কাজ তখন করা। আরেফীন ছালেকীন যখন যে অবস্থার সম্মুখীন হন, তখন সেই অবস্থার উপযোগী আমল করেন।

সূফী এবনুল হাল বাশাদ দর মেছাল    صوفی ابن الحال باشد در مثال
গারচে হার দো ফারেগান্দয মাহো সাল    گرچه هردو فارغ اند از ماه وسال

ছুফী লোকদিগকে দৃষ্টান্তস্বরূপ এবনুল হাল বলা হয়, যদিও (ছুফী ও ওয়াক্ত) উভয়ের মাস ও বৎসরের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

হাল এবং ওয়াক্ত উভয় শব্দের অর্থ এক। এবনুল-ওয়াক্ত বলার পর এবনুল হাল বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন যে, এখানে ওয়াক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নহে; বরং রূপক অর্থ উদ্দেশ্য।

তু মগর খোদ মর্দে সূফী নীস্তী    تو مگر خود مرد صوفی نیستی
নকদ রা আয্ নিস্‌য়া খীযাদ নীস্তী    نقد را از نسیه خیزد نیستی

রূহ বলিতেছে, মনে হয়, তুমি ছুফী মানুষ নও, তুমি কি জান না? বাকীতে নগদের ক্ষতি হয়।

অর্থাৎ, তুমি টাল-বাহানা কেন করিতেছ? তুমি কি জান না? বাকীর অর্থ নগদ-এর বিলুপ্তি সাধন করা। অতএব, যাহাকিছু বলিতে হয় এখনই বল।

গোফতামাশ পুশীদা খোশতর সেররে ইয়ার    گفتمش پوشیده خوشتر سریار
খুদ তূ দর যেম্‌নে হেকায়েত গুশে দার    خود تو در ضمن حکایت گوش دار

আমি রূহকে বলিলাম, বন্ধুর গোপন তথ্য গোপন রাখাই ভাল। যদি একান্ত শুনিতে চাও, তবে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শুনিয়া লও।

খোশতরাঁ বাশাদ কে সিররে দেলবরাঁ — خوشتر آں باشد که سر دلبراں
গোফতা আইয়াদ দার হাদীসে দেগারাঁ — گفته آید در حدیث دیگراں

বন্ধুদের গোপন কথা অন্য লোকের কাহিনীর মাধ্যমে শুনাইয়া দেওয়াই ভাল।

এই বয়েতে মসনবী শরীফ রচনার সেই বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন; তাহা এই যে, তরীকতের রহস্যাবলীর পৃথক শিরোনামা নির্ধারিত করিয়া বর্ণনা করেন নাই; বরং তোতা-পাখী, কাক, সিংহ, খরগোশ ইত্যাদির মাধ্যমে স্থান-কাল-পাত্র নির্ধারিত না করিয়া রহস্যাবলী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

গোফ্‌ত মাকশূফো বরহানা বে গুলোল — گفت مکشوف وبرهنه بے غلول
বায গো দফআম মদে আয় বুল ফযূল — باز گو دفعم مده اے بوالفضول

রূহ বলিল, হে অনর্থক বাক্যালাপকারী! আমাকে কষ্ট দিও না, পরিষ্কারভাবে কোন কিছু গোপন না করিয়া হুবহু বল।

অর্থাৎ, রূহ বলিল, ওহে অযথা এবং আবোল-তাবোল কথা ছাড়। পরিষ্কারভাবে বল, ইশারা-ইঙ্গিতে আমার তৃপ্তি হয় না।

বায গো আসরারো রমযে মোর্সালীঁ — باز گو اسرار و رمز مرسلیں
আশকারা বেহ কে পেনহা সিররে দী — اشکارا به که پنها سرّ دیں

নবীগণের রহস্যাবলী ও ইশারা-ইঙ্গিত বর্ণনা কর, দ্বীনের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করাই ভাল, গোপন রাখা উচিত নয়।

"নবীগণের রহস্যাবলী" অর্থ—ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের রহস্য। কেননা, কালামে পাক দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, নবীগণের প্রত্যেকেই 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্'—এই কলেমার তালীম দিয়াছেন। "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ (লা-মা'বুদা ইল্লাল্লাহ্), আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। যে সত্তা সর্বগুণে গুণান্বিত, সদা সর্বস্থানে বিরাজিত, সমস্ত ছিফাতে অদ্বিতীয়, তিনিই মা'বুদ। এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার মধ্যেই কামেল ও পূর্ণাঙ্গ ছিফাতগুলি বিদ্যমান নাই। কাজেই আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদও নাই।

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই" বাক্য দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সর্বগুণে গুণান্বিত মহান সত্তা এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই নাই। ইহাই ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের সারমর্ম। যেহেতু 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্'- এর প্রত্যক্ষ অর্থ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই, আর পরোক্ষ অর্থ হইল, আল্লাহ্ ব্যতীত সর্বগুণে গুণান্বিত কোন সত্তা নাই। ইহাই 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'। এজন্যই ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদকে নবীগণের ইশারা-ইঙ্গিত বলিয়াছেন। মোটকথা, নবীগণ যাহাকিছু বলিয়া গিয়াছেন উহা গোপন না করিয়া প্রকাশ করাই ভাল।

পর্দা বরদারো বরহানা গো কে মান — پرده بردار وبرهنه گو که من
মী নাখোসপাম বা ছনম বা পীরহান — می نخسپم باصنم باپیرهن

পর্দা উন্মোচন কর, পরিষ্কার বল। কেননা, আমি জামা পরিধান করিয়া প্রিয়ার সহিত শয়ন করিব না।

অর্থাৎ, গোপন রাখার পর্দা সরাইয়া দিয়া স্পষ্টভাবে ওয়াহদাতুল ওজুদের হাকীকত বুঝাইয়া বল। জামা পরিয়া প্রিয়ার সাথে শয়ন করিলে যদি প্রিয়ার মধ্যস্থলে আবরণ থাকে, তবে কিরূপে মন তৃপ্ত হইবে? অতএব, ওয়াহদাতুল ওজুদের বর্ণনায় উপমা-উদাহরণ ইত্যাদির আশ্রয় না লইয়া পরিষ্কাররূপে বর্ণনা কর।

গোফতামার ওরইয়াঁ শাওয়াদ উ দার জাহাঁ — گفتم ار عریان شود او در جهان
নায় তু মানী নায় কেনারাত নায় মিয়াঁ — نے تو مانی نے کنارت نے میان

আমি বলিলাম, বিশ্বে যদি উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তুমিও থাকিবে না, তোমার কোলও থাকিবে না, তোমার কটিদেশও থাকিবে না!

ওয়াহদাতুল ওজুদের গুপ্ত রহস্য শোনার জন্য রূহ যখন এতই বাড়াবাড়ি করিতেছে, তখন আমি বলিলাম, পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঐ গুপ্ত তথ্য প্রকাশিত হইলে ভুল বুঝাবুঝির কারণে বিশ্ব ধ্বংস হইবে, বিশ্ববাসী ধ্বংস হইবে, তুমিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কাজেই উহা শুনিতে চাহিও না, নিজের আন্দাজ অনুসারে অনুরোধ করিও, অধিক অনুরোধ করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইও না।

আরযু মী খাহ্ লেক আন্দাযাহ্ খাহ্ — آرزو میخواه لیک اندازه خواه
বর নাতাবাদ কোহ্ রা এক বরগে কাহ — بر نتابد کوه را یک برگ کاه

তুমি তোমার কাম্য বস্তু চাহিয়া লও, কিন্তু নিজের পরিমাণমত চাহিও, ঘাসের একটি পাতা কি পাহাড়ের ভার সহ্য করিতে পারিবে?

তা না গর্দাদ খুনে দেল জানে জাহাঁ — تا نه گردد خون دل جان جهان
লব বা বন্দ দীদাহ্ বাদোয ইঁ যমাঁ — لب به بند دیده بدوز ایں زمان

হে রূহ্! তুমি এখন মুখ বন্ধ রাখ, চক্ষু সিলাই করিয়া ফেল, যেন বিশ্বজগত ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়।

অর্থাৎ, যোগ্যতার অধিক ফরমায়েশ করিও না, বিশ্ব-জগতের সত্তা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কাজেই চুপ কর।

আফতাবে কেয ওয়ায় ইঁ আলম ফরোখত — آفتابے کز وے ایں عالم فروخت
আন্দকে গার পেশ আইয়াদ জুমলা সুখত — اندکے گر پیش آید جمله سوخت

দেখ, এই সূর্য, যদ্দারা বিশ্বভুবন আলোকিত, যদি সামনের দিকে একটু অগ্রসর হয়, তবে সব জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভস্ম হইবে।

ফেতনাও আশোবো খুঁনরীযী মজো — فتنه وآشوب وخوں ریزی مجو
পেশ্যাযী আয শামসে তাবরিযী মগো — پیش ازیں از شمس تبریزی مگو

ফেৎনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তির পিছনে পড়িও না, শামস্ তাবরিযীর সমীপে ইহার অধিক আর কিছু বলিও না।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে, চুপ থাকাই কর্তব্য। কেননা, এই যাহেরী সূর্য একটু নিকটে আসিলেই যদি জগত জ্বলিয়া-পুড়িয়া যায়, তবে বাতেনী সূর্য তথা শামস তাবরিযীর নূর (ওয়াহ্দাতুল ওজুদের ভেদ বর্ণনা)-সমূহকে বিশ্বভুবন কিরূপে সহ্য করিবে? অতএব, তাকীদ

করিও না, ভয়াবহ বিপদের আশংকা আছে। ওলী ও ছালেকগণ তরীকতের পথে বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হইয়া থাকেন। কোন সময় سکر অর্থাৎ, মত্ততার অবস্থা প্রবল হয়। এই অবস্থায় গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আবার কোন সময় صحو অর্থাৎ, সজ্ঞান ও প্রকৃতিস্থ থাকার অবস্থা প্রবল হয়, সে অবস্থায় গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করার অপকারিতাসমূহের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং বর্ণনা হইতে বিরত থাকে। এই মকামে উপনীত হইয়া মাওলানা রূমী (রঃ) পরপর দুইটি অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। এক অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেকে প্রশ্নকর্তা ও অপর অবস্থার কারণে নিজেকে জওয়াবদাতা সাব্যস্ত করিয়াছেন। রূহ অর্থাৎ, প্রশ্নকর্তা ও জওয়াবদাতা উভয় তো একই ব্যক্তি। তরীকতপন্থীগণ প্রায়ই এই ধরনের পরস্পর বিরোধী অবস্থার সম্মুখীন হইয়া থাকেন।

ঈঁ না দারাদ আখেরায আগায গো — ایں ندارد آخر از آغاز گو
রাও তামামে ঈঁ হেকায়েত বায গো — رو تمام ایں حکایت باز گو

এই আলোচনার তো কোন শেষ নাই, চল, ঐ কাহিনীটির অবশিষ্টাংশটুকু আবার শুনাও।

## বাঁদীর রোগ নির্ণয়ে
## চিকিৎসকের নির্জনতা কামনা

চুঁ হাকীম আ-যাঁ সখুন আগাহ্ শোদ — چوں حکیم از ایں سخن آگاہ شد
ওয়ায দরূঁ হামদাস্তানে শাহ্ শোদ — وز دروں همداستان شاہ شد

যখন চিকিৎসক এই বিষয় অবগত হইলেন এবং নিজের অন্তর হইতে বাদশার গোপন তথ্য বুঝিতে পারিলেন।

গোফত আয় শাহ খেলওয়াতে কুন খানারা — گفت اے شاہ خلوتے کن خانہ را
দূর কুন হাম খেশো হাম বেগানারা — دور کن هم خویش وهم بیگانہ را

তখন বলিতে লাগিলেন, হে বাদশাহ্! ঘরটি খালি করিয়া দিন, আপন-পর সবাইকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিন।

কাস নাদারাদ গোশ দর দহ্লীয হা — کس ندارد گوش در دهلیزها
তা বোপোরসাম আয কানীযক চীজহা — تا بپرسم از کنیزك چیزها

দহ্লিজ অর্থাৎ দ্বারপ্রান্তে যেন কেহ কান পাতিয়া না থাকে, আমি বাঁদীর কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করিব।

খানা খালী কর্দ শাহো শোদ বেরূঁ — خانہ خالی کرد شاہ و شد بروں
তা বোপোরসাদ আয কানীযাক উ ফসূঁ — تا بپرسد از کنیزك او فسوں

কামরা খালি করিয়া দিয়া বাদশাহ্ নিজেও বাহির হইয়া গেলেন, যেন বাঁদীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে অসুবিধা না হয়।

খানা খালী কার্দো এক দাইয়ার নেহ্ — خانہ خالی کرد و یك دیار نہ
জুয তবীবো জুয হাঁমা বীমার নেহ্ — جز طبیب وجز هماں بیمار نہ

কামরা খালি করা হইল, চিকিৎসক ও রোগিণী ব্যতীত সেখানে আর কেহই রহিল না।

বাদশাহ্ কামরা খালি করিয়া নিজেও বাহির হইয়া গেলেন এবং অপরাপরকেও বাহির হইয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন, যেন চিকিৎসক নির্বিঘ্নে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, চিকিৎসক একজন আল্লাহ্র ওলী হইয়া নির্জন গৃহে বাঁদীর সহিত অবস্থান করিলেন, ইহা জায়েয কোথায়? উত্তর এই যে, প্রথমতঃ, ইহা প্রাগৈসলামী যুগের ব্যাপার। তখন হয়ত পর্দা ফরয ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এই বৃদ্ধ-বুযুর্গ একেবারেই জীর্ণ-শীর্ণ এবং নারীর প্রতি বিরাগী ছিলেন। তৃতীয়তঃ চিকিৎসার খাতিরে শরীয়ত-নিষিদ্ধ বিষয়ও জায়েয হইয়া যায়, যেমন চিকিৎসকের সম্মুখে ছতর খোলা ইত্যাদি।

| | |
|---|---|
| নরমে নরমাক গোফত শহরে তূ কুজাস্ত | نرم نرمك گفت شهر تو كجاست |
| কে এলাজে আহ্লে হার শহরে জুদাস্ত | كه علاج اهل هر شهرے جداست |

চিকিৎসক অতি কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার দেশ কোথায়? কেননা, প্রত্যেক দেশের অধিবাসীর চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| ওয়ান্দারাঁ শহর আয কারাবত কীস্তাত | واندراں شهر از قرابت كيستت |
| খেশী ও পায়ওয়াস্তেগী বা চীস্তাত | خويشى وپيوستگى باچيستت |

(সঙ্গে সঙ্গে ইহাও) জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ দেশে আপনার আত্মীয়-স্বজন কে আছে, কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত আপনার আত্মীয়তা ও সম্পর্ক রহিয়াছে?

| | |
|---|---|
| দাস্ত বর নবযে নেহাদো এক বা এক | دست برنبض نهاد ويك بيك |
| বায মী পোরসীদ আয জওরে ফালাক | باز مى پرسيد از جور فلك |

শিরার উপর হাত রাখিয়া আসমানী বালা-মছীবত সম্পর্কে এক একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

| | |
|---|---|
| চূঁ কাসে রা খারদার পায়েশ খালাদ | چوں كسے را خار در پايش خلد |
| পায়ে খোদ রা বর সারে যানূ নেহাদ | پائے خود را بر سر زانو نهد |

যখন কাহারও পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়, তখন সে নিজের পা (কাঁটা খোলার জন্য) হাঁটুর উপরে রাখে।

| | |
|---|---|
| ওয়ায সারে সূযান হামী জোইয়াদ সারাশ | واز سر سوزن هميجويد سرش |
| ওয়ার নাইয়াবাদ মীকুনাদ বা-লব তারাশ | ور نيابد ميكند بالب ترش |

সূঁচের অগ্রভাগ দ্বারা কাঁটার মাথা খোঁজে, খুঁজিয়া না পাইলে ঠোঁট দ্বারা উহা ভিজায়।

| | |
|---|---|
| খার দর পা শোদ চুনীঁ দোশওয়ার ইয়াব | خار در پا شد چنيں دشوار ياب |
| খার দার দিল চূঁ বুয়াদ ওয়া দেহ্ জওয়াব | خار در دل چوں بود وا ده جواب |

পায়ের কাঁটা খুঁজিয়া পাওয়াই যখন এত কষ্টসাধ্য, মনের কাঁটা খুঁজিয়া বাহির করা কি ধরনের হইবে ভাবিয়া দেখ।

অর্থাৎ, পায়ে কাঁটা বিঁধিলে উহার কত যত্ন নেয়, নিকট হইতে ভালরূপে দেখার জন্য নিজের পা হাঁটুর উপরে রাখে, তারপর সূঁচের অগ্রভাগ দিয়া কাঁটার মাথা সন্ধান করে। এতদসত্ত্বেও যদি না পায়, ঠোঁট দ্বারা ঐ স্থানকে ভিজাইয়া লয়। সাধারণ একটা কাঁটা খোলার জন্য যখন এতসব

কষ্টের পর উহা খুঁজিয়া পায়, তবে যেই কাঁটা অন্তরের মধ্যে বিঁধিয়া আছে, তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে, একটু ভাবিয়া দেখ।

সারকথা, মনের কাঁটা তথা প্রেম-রোগ নির্ণয় করা সহজ কাজ নহে; বরং দুরূহ ব্যাপার।

খারে দিল রা গার বেদীদে হার খাসে — خار دل را گر بدیدے ہر خسے
দাস্ত কায় বুদে গাম্মারা বর কাসে — دست کے بودے غماں را برکسے

দিলের কাঁটা যদি সকলেই দেখিতে পাইত, তবে দুঃখ-দুর্দশা মানুষের কিছুই করিতে পারিত না।

মোটকথা, কাঁটা খোলা অনভিজ্ঞ লোকদের কাজ নহে, ইহা অভিজ্ঞ ও পারদর্শী লোকের কাজ। ইহাতে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য কামেল মুর্শিদের শরণাপন্ন হইতে হয়। অনভিজ্ঞ পীরের কাছে বায়আত হইলে অপকারই বেশী হয়।

কাস বাযেরে দুমে খর খারে নেহাদ — کس بزیر دم خر خارے نہد
খর না দানাদ দফয়ে' আঁ বর মী জাহাদ — خر نہ داند دفع آں بر می جہد

কোন (দুষ্ট) লোক যদি গাধার লেজের নীচে কাঁটা বাঁধিয়া দেয়, গাধা তো কাঁটা খুলিতে জানে না, সে লাফ দেয়।

বর জাহাদ ওয়াঁ খার মুহকাম তর যানাদ — برجہد واں خار محکم ترزند
আকেলে বাইয়াদ কে খারে বরকানাদ — عاقلے باید کہ خارے برکند

গাধা লাফালাফি করে আর ঐ কাঁটা আরো শক্তভাবে বিঁধিয়া যায়। এই কাঁটা খুলিবার জন্য কোন বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন।

খর যে বাহরে দফয়ে' খার আয সূযো দরদ — خر زبہر دفع خار از سوز و درد
জাফতা মী আন্দাখত ছদজা যখম করদ — جفتہ می انداخت صدجا زخم کرد

ব্যথা ও কষ্টের কারণে গাধা কাঁটা দূর করিবার জন্য লাফালাফি করে, যদ্দরুন শত শত স্থানে জখম করিয়া ফেলে।

আঁ-লকদ কায় দফয়ে' খারে ঊ কুনাদ — آں لکد کے دفع خار او کند
হাযেকে বাইয়াদ কে বর মরকায তানাদ — حاذقے باید کہ بر مرکز تند

লাথি মারিলে কি কাঁটা দূর হইবে? বিজ্ঞ লোকের দরকার যেন কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার স্থান সন্ধান করিয়া কাঁটা খোলে।

আঁ হাকীমে খার চী উস্তাদ বুদ — آں حکیم خارچیں استاد بود
দাস্ত মী যাদ জা বাজা মী আযমুদ — دست میزد جا بجا می آزمود

ঐ গায়েবী চিকিৎসক এবিষয়ে বিচক্ষণ উস্তাদ ছিলেন, শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত রাখিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছিলেন।

যাঁ কানীযক বর তরীকে রাস্তাঁ — زاں کنیزک بر طریق راستاں
বায মী পোর্সীদ হালে পাস্তাঁ — باز می پرسید حال پاستاں

ঐ চিকিৎসক বাঁদীর কাছে নেহায়েত সরল অন্তরে (মনে কোন প্রকার কাম-প্রবৃত্তি বাসনা না লইয়া) বিগত জীবনের অবস্থাবলী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বা হাকীম উ রাযহায়ে গোফ্‌ত ফাশ ‎باحکیم او رازهائے گفت فاش
আয মকামো খাজেগানো শহ্‌রে তাশ ‎از مقام وخواجگان وشهر تاش

বাঁদীও ঐ চিকিৎসকের কাছে (নিজ) দেশের, মনিবদের ও শহরবাসীদের অবস্থা ছাফ ছাফ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অর্থাৎ, সে কোন্ কোন্ স্থানে ছিল, কোন্ কোন্ মালিক তাহাকে খরিদ করিয়াছিল, কে কি রকম ব্যবহার করিয়াছে, সবকিছু খুলিয়া বলিল এবং নিজের দেশবাসীর অবস্থাও একাধারে বলিয়া গেল।

সূয়ে কিচ্ছা গোফতানাশ মীদাশত গুশ ‎سوئے قصه گفتنش میداشت گوش
সূয়ে নবযো জাসতানাশ মীদাশত হোশ ‎سوئے نبض وجستنش میداشت هوش

চিকিৎসক তাহার কাহিনী বর্ণনার প্রতি কান লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, আর তাহার শিরা স্পন্দনের প্রতি খেয়াল নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

তাকে নবযায নামে কে গরদাদ জাহাঁ ‎تاکه نبض از نام که گردد جهاں
উ বুওয়াদ মকসূদে জানাশ দার জাহাঁ ‎او بود مقصود جانش در جهاں

যেন বুঝিতে পারেন যে, কাহার নামের সাথে সাথে তাহার শিরার গতি চঞ্চল হইয়া উঠে। কেননা, সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তাহার প্রাণ-প্রিয়তম কাম্য ব্যক্তি হইবে।

অর্থাৎ, যে নামের সাথে সাথে তাহার শিরার স্পন্দন অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যাইবে, সেই তাহার প্রেমাস্পদ ও মাহ্‌বুব হইবে, যাহার বিচ্ছেদ-জ্বালায় সে তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

দোস্তানে শহ্‌রে খোদরা বর শোমোরদ ‎دوستان شهر خود را برشمرد
বা'দাযাঁ শহ্‌রে দিগাররা নাম বোরদ ‎بعد ازاں شهر دیگر را نام برد

বাঁদী সর্বপ্রথম নিজ শহরের বন্ধু-বান্ধবদের নাম করিল, তাহার পর অন্যান্য শহরের নাম লইল।

গুফত চুঁ বরুঁ শোদী আয শহ্‌রে খেশ ‎گفت چوں بیروں شدی از شهر خویش
দার কুদামেঁ শহ্‌রে বুদাস্তী তু বেশ ‎در کدامیں شهر بودستی تو بیش

চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যখন নিজ শহর হইতে বাহির হইয়াছ, কোন্ শহরে বেশী দিন অবস্থান করিয়াছ?

নামে শহ্‌রে গুফত ও যাঁ হাম দার গুযাশ্‌ত ‎نام شهرے گفت و زاں هم درگذاشت
রঙ্গে রোও নবযে উ দীগার নাগাশত ‎رنگ رو ونبض او دیگر نگشت

বাঁদী কোন একটা শহরের নাম বলিয়া উহার হাল-অবস্থা শুনাইল, কিন্তু বাঁদীর চেহারার বর্ণ ও শিরার কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইল না।

খাজেগানো শহরেহা রা এক বা এক ‎خواجگان وشهرها را ایک بیک
বায গুফতায জায়ওয়ায নানো নমক ‎باز گفت از جاواز نان ونمک

নিজের মনিবদের এবং শহরের বর্ণনা একের পর এক করিয়া যাইতে লাগিল। নিজ বাসস্থান, রুটি, নমক ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিল।

| | |
|---|---|
| শহর শহরো খানা খানা কিচ্ছা করদ | شهر شهر وخانه خانه قصه کرد |
| নায় রগাশ জামবীদো নায় রুখ গাশত যরদ | نے رگش جنبید ونے رخ گشت زرد |

প্রত্যেকটি শহর ও প্রত্যেকটি বাড়ীর কাহিনী বর্ণনা করিল, কিন্তু তাহার শিরায় কোন প্রকার আলোড়নের সৃষ্টি হইল না এবং চেহারাও বিবর্ণ হইল না।

| | |
|---|---|
| নবযে উ বর হালে খোদ বুদ বে গাযান্দ | نبض او بر حال خود بد بے گزند |
| তা বোপোরসীদায সমরকন্দে চূঁ কান্দ | تا بپرسید از سمرقند چوں قند |

এতক্ষণ পর্যন্ত বাঁদীর শিরা কোন পরিবর্তন ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় চলিতেছিল, অবশেষে চিকিৎসক বাঁদীকে মিশ্রিতুল্য (মিষ্ট নগর) সমরকন্দের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন।

| | |
|---|---|
| নবয জাস্তো রোয়ে সুরখাশ যরদ শোদ | نبض جست و روئے سرخش زرد شد |
| কেয সমরকন্দীয়ে যরগার ফরদ শোদ | کز سمرقندیّ زرگر فرد شد |

বাঁদীর শিরার স্পন্দন বাড়িয়া গেল, টকটকে লাল চেহারা হলদে হইয়া গেল এই কারণে যে, বাঁদী সমরকন্দ-নিবাসী স্বর্ণকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

| | |
|---|---|
| আহ্ সরদে বর কাশীদাঁ মাহ্ রোয়ে | آه سردے برکشید آں ماه روئے |
| আব আয চশমাশ রওয়াঁ শোদ হামচু জোয়ে | آب از چشمش رواں شد همچو جوئے |

সমরকন্দ শহরের আলোচনা আসামাত্র ঐ চাঁদমুখী বাঁদী শীতল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে নদীর স্রোতের ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

| | |
|---|---|
| গুফত বাযর গানাম আঁযা আওয়ারীদ | گفت بازرگانم آنجا آورید |
| খাজায়ে যরগারদারাঁ শহ্রাম খরীদ | خواجۂ زرگر دراں شهرم خرید |

বাঁদী বলিল, এক সওদাগর আমাকে ঐ স্থানে আনিয়াছিল, সেই শহরের এক স্বর্ণকার আমাকে খরিদ করিয়াছিল।

| | |
|---|---|
| দর বরে খোদ দাশত সে-মাহ্ও ফরোখত | در بر خود داشت سه ماه و فروخت |
| চূঁ বোগুফতাঁ যাতশে গম বরফরোখত | چوں بگفت ایں زآتش غم برفروخت |

সে তিন মাস আমাকে তাহার কাছে রাখিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিল, একথা বলার সাথে সে মনঃকষ্টের আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

| | |
|---|---|
| চূঁ যে রঞ্জুর আঁ হাকীম ঈঁ রায ইয়াফত | چوں ز رنجور آں حکیم ایں راز یافت |
| আছলে আঁ দরদো বালারা বায ইয়াফত | اصل آں درد وبلا را باز یافت |

যখন বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগিণী হইতে এই তথ্য অবগত হইলেন, তখন তিনি রোগিণীর রোগের মূল কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

| | |
|---|---|
| গুফ্ত কোয়ে উ কুদামাস্তো গুযর | گفت کوئے او کدام ست وگذر |
| উ সারে পোল গুফতো কোয়ে গাতফর | او سر پل گفت و کوئے غاتفر |

চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার গলির ও রাস্তার নাম কি? বাঁদী বলিল, সড়কের নাম সারেপোল ও গলির নাম গাতফর।

| | |
|---|---|
| গুফত আঁগা আঁ হাকীমে বা ছাওয়াব | گفت آنگه آں حکیم باصواب |
| আঁ কানীযক রা কে রাস্তী আয আযাব | آں کنیزك را که رستی از عذاب |

তখন সেই বিজ্ঞ চিকিৎসক বাঁদীকে বলিলেন, (আর চিন্তা করিও না,) তুমি রোগ-যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছ।

| | |
|---|---|
| চুঁ কে দানেস্তাম কে রঞ্জাত চীস্ত যুদ | چونکه دانستم که رنجت چیست زود |
| দর এলাজাত ছেহরেহা খাহাম নমূদ | در علاجت سحرها خواهم نمود |

হাকীম বলিলেন, তোমার রোগ যখন আমি নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, এখন তোমার রোগের চিকিৎসায় জাদুমন্ত্র (এর ন্যায় ক্রিয়াশীল তদবীর অতি শীঘ্রই) করিব।

| | |
|---|---|
| শাদ বাশো ফারেগো আয়মেন কে মান | شاد باش و فارغ و ایمن که من |
| আঁ কুনাম বা তূ কে বারাঁ বা চমন | آں کنم باتو که باراں باچمن |

(চিকিৎসক বলিলেন,) হে বাঁদী! তুমি প্রফুল্ল, নিশ্চিন্ত এবং মুক্ত হৃদয়ে থাক। কেননা, (রহমতের) বৃষ্টি বাগিচার সহিত যেরূপ (ব্যবহার) করিয়া থাকে, আমিও তোমার সহিত সেরূপ (ব্যবহার) করিব। অর্থাৎ, লালন-পালনে তোমাকে হৃদ্যতা দেখাইব।

| | |
|---|---|
| মান গমে তূ মী খোরাম তূ গম মখোর | من غم تو میخورم تو غم مخور |
| বর তূ মান মোশফেক তরাম আয ছদ পেদার | بر تو من مشفق ترم از صد پدر |

তোমার চিন্তা আমিই করিতেছি, তুমি চিন্তা করিও না, আমি তোমার প্রতি শত পিতার চেয়েও বেশী স্নেহশীল।

| | |
|---|---|
| হাঁ ও হাঁ ঈঁ রাযে রা বা কাস মাগো | هاں و هاں ایں راز را باکس مگو |
| গারচে শাহ আয তূ কুনাদ বাস্ জোস্তজো | گرچه شاه از تو کند بس جستجو |

সাবধান, সাবধান! এই গোপন রহস্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না, এমন কি বাদশাহও যদি তোমাকে খুব বেশী পীড়াপীড়ি করেন তবুও বলিও না।

| | |
|---|---|
| তা তোয়ানী পেশে কাস মাকশায়ে রায | تا توانی پیش کس مکشائے راز |
| বর কাসে ঈঁ দার মাকুন যিনহার বায | بر کسے ایں در مکن زنهار باز |

যথাসম্ভব এই গোপন কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না। খবরদার! কাহারও সম্মুখে এই দ্বার কখনও খুলিও না।

| | |
|---|---|
| চূঁকে আসরারাত নেহাঁ দর দিল বুওয়াদ | چونکه اسرارت نهاں در دل بود |
| আঁ মুরাদত যূদ তর হাছেল বুওয়াদ | آں مرادت زودتر حاصل بود |

যদি তোমার গোপন রহস্য তোমার মনের মধ্যে রক্ষিত থাকে, তবে তোমার সেই উদ্দেশ্য অতি তাড়াতাড়ি সফল হইবে।

| | |
|---|---|
| গোফ্‌ত পয়গাম্বর কে হারকো সির নেহুফ্‌ত | گفت پیغمبر که هرکو سر نهفت |
| যূদ গারদাদ বা মুরাদে খেশ জোফ্‌ত | زود گردد بامراد خویش جفت |

পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের গোপন কথা লুক্কায়িত রাখে, তাহার উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি সফল হয়।

| | |
|---|---|
| দানা চুঁ আন্দর যমীঁ পেনহাঁ শাওয়াদ | دانه چوں اندر زمیں پنهاں شود |
| সেররে উ সার-সবজীয়ে বোস্তাঁ শাওয়াদ | سر او سرسبزی بستاں شود |

দেখ, বীজ যখন যমীনের অভ্যন্তরে গুপ্ত হইয়া যায়, উহার এই গুপ্ত হওয়া বাগান শস্য-শ্যামল হওয়ার কারণ হয়।

| | |
|---|---|
| যর্‌রো নকরাহ গার নাবুদান্দে নেহাঁ | زر و نقره گر نبودندے نهاں |
| পরওয়ারেশ কায় ইয়াফতান্দে যেরে কাঁ | پرورش کے یافتندے زیر کاں |

স্বর্ণ ও রৌপ্য যদি মাটির নীচে পুশীদা না থাকিত, তবে খনির মধ্যে কিরূপে তাহার প্রতিপালন হইত।

এইখানে দুইটি বয়েতে দুইটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র বীজ মাটির মধ্যে গুপ্ত হইয়া মাটি হইতে বিভিন্ন ধরনের সার গ্রহণ করিয়া যমীন ফুঁড়িয়া অঙ্কুর বাহির হয় এবং একটি চারা গাছের আকার ধারণ করে। ক্রমে ক্রমে উহা বর্ধিত হইয়া গাছ ও বৃক্ষে পরিণত হইয়া মাঠ এবং বাগানের শোভা বৃদ্ধি করে। আর স্বর্ণ, রৌপ্য উভয় ধাতু মাটির অংশ। খনির মধ্যে উহার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপকরণের সহিত বাষ্প-মিশ্রিত হইয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান ধাতুর আকার ধারণ করে। পক্ষান্তরে যদি বীজ মাটির উপরে ভাসিয়া থাকিত, তবে কখনও উহা উদ্ভিদে পরিণত হইতে পারিত না। আর খনির ভিতরের মাটির বিভিন্ন অংশকে যদি খনির উপরে উঠাইয়া রাখা হইত, তবে উহা কখনও সোনা-চান্দিরূপ মূল্যবান ধাতুতে পরিণত হইতে পারিত না। এইরূপে যদি গোপন কথা মনের মধ্যে গুপ্ত রাখা যায়, তবে উহার পরিণাম সুশোভিত ফুল ও ফলবান উদ্ভিদ এবং চক্‌চকে স্বর্ণের আকৃতিতে মূর্তমান হইয়া থাকে। ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তরীকতপন্থীর উচিত নিজের মুর্শেদ ব্যতীত বাতেনী অবস্থা অন্যের কাছে প্রকাশ না করা।

| | |
|---|---|
| ওয়াদাহা ও লোতফ হায়ে আঁ হাকীম | وعدها ولطفهائے آں حکیم |
| করদ আঁ রঞ্জুর রা ঈমেন যে বীম | کرد آں رنجور را ایمن زبیم |

সেই চিকিৎসকের ওয়াদা এবং স্নেহমাখা মধুর বাণী ঐ রোগিণীকে (ব্যর্থতার) আশংকা হইতে নির্ভয় করিয়া দিল।

| | |
|---|---|
| ওয়াদাহা বাশাদ হাকীকী দেল পযীর | وعدها باشد حقیقی دل پذیر |
| ওয়াদাহা বাশাদ মাজাযী তাসা গীর | وعدها باشد مجازی تاسه گیر |

সত্যিকারের প্রতিশ্রুতিকে অন্তর গ্রহণ করে, অপ্রকৃত (—মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

| | |
|---|---|
| ওয়াদায়ে আহলে করম গাঞ্জে রওয়াঁ | وعدهٔ اهل کرم گنج رواں |
| ওয়াদায়ে না আহল শোদ রঞ্জে রওয়াঁ | وعدهٔ نا اهل شد رنج رواں |

বুযুর্গ ও মর্যাদাশালী লোকদের ওয়াদা বহমান ধনভাণ্ডার আর অযোগ্য লোকের ওয়াদা হৃদয়-বেদনাদায়ক।

অর্থাৎ, ভাল লোক, যাহারা জ্ঞানবান ও মর্যাদাসম্পন্ন, তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি খাঁটি ও ত্রুটিমুক্ত হয়। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে নিশ্চয়তা আছে। আর না-লায়েক ধোঁকাবাজের প্রতিশ্রুতি অন্তরে পীড়াদায়ক। কেননা, প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্পর্কে মন সর্বদা সন্দিহান থাকে।

ওয়াদাহা বাইয়াদ ওয়াফা করদন তামাম — وعـدهـا بايـد وفـا كردن تمـام
ওয়ার নাখাহী করদ বাশী সরদো খাম — ورنـخـواهـى كرد باشى سرد وخـام

সকল ওয়াদা পূর্ণ করা আবশ্যক, যদি তুমি তাহা না কর, তবে তুমি অলস ও অপক্ক বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

ইহাতে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, কামেল মুর্শেদের ওয়াদা চাই উহা তালীম এবং তরবিয়ত সম্পৃক্ত হউক অথবা সুসংবাদরূপে হউক, সবই সত্য এবং মুরীদের মনের এতমিনান ও শান্তির কারণ হয়। আর ভণ্ড পীরের ওয়াদায় মনের সন্দেহ তো দূর হয়ই না; বরং অন্তরে কষ্টদায়ক হয়। কেননা, তাহাদের ওয়াদা শুধু টালবাহানা এবং ধোঁকামাত্র।

ওয়াদা করদান রা ওয়াফা বাশাদ বজাঁ — وعـده كردن را وفـا باشـد بجـاں
তা ববীনী দর কেয়ামত ফয়যে আঁ — تا به بيـنـى در قيـامـت فيض آں

মনেপ্রাণে ওয়াদা পালন করা উচিত, তাহা হইলে তুমি কিয়ামতের দিন এই ওয়াদা পুরা করার সুফল দেখিতে পাইবে।

## বাঁদীর রোগ নির্ণয়ান্তে বাদশাহর নিকট প্রকাশন

আঁ হাকীমে মেহরেবাঁ চুঁ রায ইয়াফত — آں حكيـم مهـربـاں چوں راز يافت
ছুরতে রঞ্জে কানীযক বায ইয়াফ্‌ত — صورت رنـج كنـيـزك باز يافـت

ঐ মেহেরবান চিকিৎসক যখন এই গোপন রহস্যের কথা অবগত হইলেন, তখন বাঁদীর রোগের কারণ সম্যক বুঝিতে পারিলেন।

বাদাযাঁ বরখাস্ত আযমে শাহ্ কর্দ — بعـد ازاں برخـاسـت عزم شاه كرد
শাহ্ রা যাঁ শাম্মায়ে আগাহ্ কর্দ — شاه را زاں شمـهٔ آگـاه كرد

অতঃপর চিকিৎসক তথা হইতে উঠিলেন এবং বাদশার নিকট গমন-পূর্বক বাদশাহকে উহার কিছু আভাস দিলেন।

শাহ্ গোফত আকনূঁ বোগো তদবীর চীস্ত — شاه گفت اكنـوں بگـو تدبـير چيست
দর চুনী গম মাওজেবে তাখীর চীস্ত — در چنـيں غم موجـب تاخـير چيست

বাদশাহ্ বলিলেন, এখন বলুন কি চেষ্টা-তদবীর করা যায়, এ ধরনের রোগের চিকিৎসায় বিলম্ব করা উচিত নয়।

গোফত তদবীর আঁ বুওয়াদ কাঁ মরদরা — گـفـت تـدبـير اں بـود كـاں مرد را
হাযের আরেম আয পায়ে ঈঁ দরদ রা — حـاضر آريـم ازپئے ايـں درد را

চিকিৎসক বলিলেন, ইহার ব্যবস্থা এই যে, এই রোগের সুচিকিৎসার জন্য ঐ স্বর্ণকারকে হাযির করিতে হইবে।

মরদে যরগার রা বেখাঁ যাঁ শহরে দূর — مرد زرگـر را بخـواں زاں شهـر دور
বাযরও খেলআত বেদেহ্ উরা গুরূর — با زر و خلعـت بده او را غرور

স্বর্ণকারকে সেই দূর দেশ হইতে ডাকাইয়া আনুন, টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা তাহাকে প্রলুব্ধ করুন।

কাছেদে বোফরোস্ত কেখবারাশ কুনাদ    قاصدے بفرست کاخبارش کند
তালেবে ঈঁ ফযলো ঈছারাশ কুনাদ    طالب ایں فضل و ایثارش کند

এক দূত প্রেরণ করুন, সে যেন যাইয়া তাহাকে সংবাদ প্রদান করে এবং তাহাকে আপনার পুরস্কার ও দানের প্রার্থী হিসাবে প্রলুব্ধ করিয়া তোলে।

অর্থাৎ, তাহাকে বলিবে, চল, বাদশাহ্ অলংকার তৈরীর জন্য তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, কাজ শেষে প্রচুর পুরস্কার পাইবে ইত্যাদি।

তা শাওয়াদ মাহবুবে তু খোশদেল বদো    تا شود محبوب تو خوش‌دل بدو
গরদাদ আসাঁ ঈঁ হামা মুশকিল বদো    گردد آساں ایں همه مشکل بدو

স্বর্ণকারের কল্যাণে আপনার প্রিয়তমা বাঁদীর মন তুষ্ট হইবে, যাবতীয় মুশকিল তাহার ওছীলায় সহজ হইবে।

চুঁ ববীনাদ সীমো যরআঁ বে নাওয়া    چوں به بیند سیم وزر آں بینوا
বাহরে যর গরদাদ যে খানো মাঁ জুদা    بهر زر گردد زخاں و ماں جدا

দরিদ্র বেচারা যখন এই সোনা-রূপার চাকচিক্য দেখিবে, অর্থের লোভে বাড়ী-ঘর ছাড়িতে রাযী হইবে।

যর খেরাদরা ওয়ালেহাও শায়দা কুনাদ    زر خرد را واله و شیدا کند
খাচ্ছা মুফলিসরা কেখোশ রোসওয়া কুনাদ    خاصه مفلس را که خوش رسوا کند

টাকা-পয়সা জ্ঞান-বুদ্ধিকেও আসক্ত করিয়া তোলে, বিশেষ করিয়া দরিদ্র লোকদিগকে একেবারেই অপদস্থ করিয়া ফেলে।

যরাগার চে আকল মীয়ারাদ ও লেক    زر اگرچه عقل مے آرد ولیك
মরদে আকেল বাইয়াদ উরা নেক নেক    مرد عاقل باید او را نیك نیك

ধন-সম্পদে যদিও বুদ্ধি বাড়ে, কিন্তু সকলের নহে, খুব বুদ্ধিমান হওয়া চাই।

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান লোকের হাতে টাকা আসিলে সে ঐ টাকা দ্বারা দ্বীনের খেদমত করিয়া নেকী সঞ্চয় করিতে থাকে।

চুঁকে সুলতাঁ আয হাকীম আঁরা শনীদ    چونکه سلطاں از حکیم آں را شنید
পান্দে উরা আয দেলো জাঁ বর গোযীদ    پند او را از دل و جاں برگزید

বাদশাহ যখন চিকিৎসকের এই কথা শুনিলেন, তখন তিনি সর্বান্তকরণে এই নছীহত গ্রহণ করিলেন।

গোফত ফরমানে তোরা ফরমাঁ কুনাম    گفت فرماں ترا فرماں کنم
হারচে গোঈ আঁ চুনাঁ কুন আঁ কুনাম    هرچه گوئی آنچناں کن آں کنم

বাদশাহ্ বলিলেন, আপনার নির্দেশানুযায়ী আমি কাজ করিব, আপনি যাহাকিছু করিতে বলিবেন আমি তাহা করিব।

## স্বর্ণকারের জন্য সমরকন্দে লোক প্রেরণ

পস ফেরেস্তাদ আঁ তরফ এক দো রাসূল — پس فرستاد آں طرف یکدو رسول
হাযেকানো কাফিয়ানো বস আদুল — حاذقان و کافیان و بس عدول

হাকীমের নির্দেশ অনুযায়ী যাঁহারা জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ এবং নির্ভরযোগ্য, এমন দুই জন দূত সমরকন্দে পাঠাইলেন।

তা সমরকন্দ আমদান্দাঁ দো আমীর — تا سمرقند آمدند آں دو امیر
পেশে আঁ যরগর যে শাহানশাহ বশীর — پیش آں زرگر ز شاهنشه بشیر

প্রেরিত নেতৃদ্বয় সমরকন্দে যাইয়া উপনীত হইলেন এবং বাদশাহের পক্ষ হইতে সুসংবাদদাতা হিসাবে স্বর্ণকারের নিকট হাযির হইলেন।

কায় লতীফুসতাদে কামেল মারেফত — کائے لطیف استاد کامل معرفت
ফাশ আন্দর শহরেহা আয তু ছেফত — فاش اندر شهرها از تو صفت

ওহে নিপুণ কারিগর, বিজ্ঞ উস্তাদ, কর্মে সুদক্ষ! তোমার প্রশংসা সমস্ত দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে।

নেক ফুলাঁ শাহ্ আয বরায়ে যরগরী — نك فلاں شه ازبرائے زرگری
ইখতিয়ারাত কর্দ যীরা মেহতরী — اختیارت کرد زیرا مهتری

এখন অমুক বাদশাহ তোমাকে শাহী পরিবারের অলংকার নির্মাণের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। কেননা, বর্তমান যুগে স্বর্ণশিল্পে তুমি সমধিক শ্রেষ্ঠ।

ঈঁ নাক ঈঁ খেলআত বেগীরো যররো সীম — اینك ایں خلعت بگیر و زر و سیم
চূঁ বিয়াঈ খাছ বাশী ও নাদীম — چوں بیائی خاص باشی و ندیم

এখন এই বাদশাহ প্রদত্ত পোশাক ও স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ কর, যখন বাদশাহের দরবারে যাইবে, তখন তাঁহার বিশিষ্ট মোছাহেব এবং সহচর হইবে।

মরদ মালো খেলআতে বিসইয়ার দীদ — مرد مال و خلعت بسیار دید
গোররা শোদ আয শহরো ফরযন্দাঁ বুরীদ — غره شد از شهروفرزنداں برید

স্বর্ণকার প্রচুর ধন-সম্পদ ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভুলিয়া গেল এবং স্বদেশ ও সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক ছিন্ন করিল।

আন্দরামদ শাদেমাঁ দর রাহে মর্দ — اندر آمد شادماں در راه مرد
বেখবর কাঁ শাহ কছদে জাঁশ কর্দ — بیخبر کاں شاه قصد جانش کرد

স্বর্ণকার হাসিমুখে প্রফুল্ল মনে প্রেরিত দূতের সহিত যাত্রা করিল, বাদশাহ যে তাহার প্রাণনাশের সংকল্প করিয়াছেন, সে ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বাদশাহ্ যেহেতু চিকিৎসকের কথামত সব কাজ করিতেছে, কাজেই চিকিৎসকের হত্যাযজ্ঞের কল্পনাকে বাদশাহের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আসপে তাযী বর নেশাস্তো শাদ তাখত | اسپ تازی برنشست و شاد تاخت
খুন বাহায়ে খেশরা খেলআত শেনাখত | خونبهائے خویش را خلعت شناخت

উত্তম শ্রেণীর দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়া প্রফুল্ল চিত্তে দৌড়াইয়া চলিল, সে তাহার প্রাণের বিনিময়কে রাজ-উপঢৌকন মনে করিল।

আয় শোদাহ্ আন্দর সফর বা ছদ রেযা | اے شده اندر سفر باصد رضا
খোদ বা পায়ে খেশ তা সূয়েল কাযা | خود بپائے خویش تا سوء القضا

ওহে শ্রোতা! শোন, স্বর্ণকার স্বয়ং পরমানন্দে অপমৃত্যুর দিকে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইতেছিল।

দুনিয়ার নেয়ামতে আকৃষ্ট হইয়া আখেরাতের চেষ্টা খেয়াল হইতে গাফেল মানুষের অবস্থাও এরূপই হয়। তাহারা এই নেয়ামতের উপভোগের গোলক ধাঁধায় পড়িয়া গোনাহ্র ঘূর্ণিপাকে পতিত হইতেছে।

দর খেয়ালাশ মুলকো ইযযো মেহতরী | در خیالش ملک و عز و مهتری
গোফ্ত আযরাঈল রো আরে বরী | گفت عزرائیل رو آرے بری

তাহার কল্পনার মধ্যে ছিল রাজ্য, সম্মান ও নেতৃত্ব। আযরাঈল আলাইহিস্‌সালাম বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, হাঁ, হাঁ যাও, তুমি তোমার কল্পিত সবকিছুই লাভ করিতে পারিবে।

চুঁ রসীদায রাহে আঁ মরদে গরীব | چوں رسید از راه آں مرد غریب
আন্দর আওয়ারদাশ বা পেশে শাহ্ তবীব | اندر آوردش به پیش شه طبیب

যখন মুসাফির স্বর্ণকার পথ অতিক্রম করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল, চিকিৎসক ঐ স্বর্ণকারকে বাদশাহ্র সম্মুখে হাযির করিলেন।

সূয়ে শাহানশাহ্ বোরদাশ খোশ বনায | سوئے شاهنشاه بردش خوش بناز
তা বোসূযাদ বর সেরে শাময়ে তারায | تا بسوزد بر سر شمع طراز

হাকীম ঐ স্বর্ণকারকে বাদশাহের কাছে সানন্দে ও সসম্মানে শাম (প্রিয়তমা বাঁদী)-এর সম্মুখে তাহাকে জ্বালাইবার উদ্দেশ্যে লইয়া গেলেন।

স্বর্ণকারকে বাদশাহ্র সম্মুখে সাদরে উপস্থিত করা হইল। উদ্দেশ্য, বাঁদীর রোগ-মুক্তির জন্য এই স্বর্ণকারকে নিঃশেষ করা হইবে। প্রচলিত প্রথা আছে যে, কোন লোককে জ্বিন-ভূতে আছর করিলে রোগীর সম্মুখে সলিতা জ্বালাইয়া জিন-ভূত তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই প্রথা অনুযায়ী বলা হইয়াছে, স্বর্ণকারকে বাঁদীর সম্মুখে জ্বালানো হইবে বা নিঃশেষ করা হইবে।

শাহ দীদ উরা ও বস তা'যীম করদ | شاه دید او را و بس تعظیم کرد
মাখযানে যর্‌রা বদো তসলীম কর্‌দ | مخزن زر را بدو تسلیم کرد

বাদশাহ স্বর্ণকারকে দেখিয়া খুব তা'যীম করিলেন এবং স্বর্ণের ভাণ্ডার তাহার হাতে সোপর্দ করিয়া দিলেন।

| | |
|---|---|
| পস বেফরমুদাশ কে বর সাযাদ যেযর | پس بفرمودش که برسازد ز زر |
| আয সেওয়ারো তওকো খলখালো কমর | از سوار و طوق و خلخال و کمر |

অতঃপর তাহাকে স্বর্ণ দ্বারা (হাতের) কাঁকন, কণ্ঠ-হার, পায়ের মল ও কোমরবন্ধ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন।

| | |
|---|---|
| হাম যে আনওয়ায়ে আওয়ানী বেআদদ | هم ز انواع اوانی بے عدد |
| কাঁ চুনাঁ দর বরমে শাহানশাহ সারাদ | کانچناں در برم شاهنشه سرد |

আরো কতিপয় অগণিত পাত্র নির্মাণের জন্যও আদেশ করিলেন, যাহা শাহী মজলিসের শোভা বর্ধনের উপযোগী।

প্রশ্ন হইতে পারে, সোনা-রূপার ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম। কাজেই এই আদেশ কিরূপে দিলেন? উত্তর এই যে, ইহা তো প্রাগৈসলামিক যুগের কথা। তখন হয়ত স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম ছিল না।

| | |
|---|---|
| যর গেরেফতাঁ মর্দো শোদ মশগূলে কার | زر گرفت آں مرد و شد مشغول کار |
| বেখবর আয হালতে আঁ কারে যার | بے خبر از حالت آں کار زار |

স্বর্ণ লইয়া স্বর্ণকার কর্মরত হইল, অথচ সে এই দুরভিসন্ধিমূলক কাজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিল না।

| | |
|---|---|
| পস হাকীমাশ গুফত কায়ে সুলতানে মেহ | پس حکیمش گفت کائے سلطان مه |
| আঁ কানীযক রা বদীঁ খাজা বেদেহ | آں کنیزك را بدیں خواجه بده |

অতঃপর হাকীম বাদশাহ্‌কে বলিলেন, হে আলীজাহ বাদশাহ্! ঐ বাঁদীকে এই স্বর্ণকারের হাতে (বিবাহের মাধ্যমে) সঁপিয়া দিন।

| | |
|---|---|
| তা কানীযক দর বেছালাশ খোশ শওয়াদ | تا کنیزك در وصالش خوش شود |
| আবে ওয়াছলাশ দফয়ে আঁ আতেশ শওয়াদ | آب وصلش دفع آں آتش شود |

তাহাতে বাঁদী স্বর্ণকারের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দিত হইবে, তাহার মিলনবারি ঐ আগ্নকে নির্বাপিত করিবে।

| | |
|---|---|
| শাহ বদো বখশীদ আঁ মাহরোয়ে রা | شه بدو بخشید آں ماه روئے را |
| জোফত কর্দাঁ হারদু ছোহবত জোয়েরা | جفت کرد آں هر دو صحبت جوئے را |

বাদশাহ্ সেই চাঁদমুখী বাঁদী সেই স্বর্ণকারকে প্রদান করিলেন এবং মিলনকামী প্রেমিক যুগলকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

এখানে উভয়কে মিলনকামী বলা হইয়াছে। কেননা, বাঁদী স্বর্ণকারের মিলন-কামিনী, ইহা তো সুস্পষ্ট। আর স্বর্ণকারকে মিলনকামী এই জন্য বলা হইয়াছে যে, নারীর প্রতি প্রত্যেক পুরুষের অন্তরে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। বিশেষ করিয়া যদি কোন সুন্দরী যুবতী নারী কোন পুরুষের প্রতি অনুরক্তা হয়, তবে সেই পুরুষ সেই নারীর সঙ্গমলাভ কামনা করিবে।

বাঁদীকে স্বর্ণকারের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করার কারণ এই যে, বাঁদীকে সুস্থ করিতে হইলে স্বর্ণকারের সাথে অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ দিতে হইবে। বিবাহ-বন্ধন ব্যতীত এই অবাধ-মেলামেশা অতীব গর্হিত কাজ। আর একটি পন্থা ছিল বাঁদীকে হেবা (দান) করিয়া

দেওয়া। কিন্তু স্বর্ণকারের মৃত্যুর পর বাদশাহ্‌র পক্ষে ঐ বাঁদীকে প্রাপ্তির কোন উপায় থাকিত না। কেননা, স্বর্ণকার ঐ বাঁদীর মালিক হইলে স্বর্ণকারের মৃত্যুর পর ঐ বাঁদীর মালিক হইবে স্বর্ণকারের ওয়ারেসগণ।

| | |
|---|---|
| মুদ্দতে শশ্‌মাহ মীরান্দান্দে কাম | مدت ششماه میراندند کام |
| তা ব সোহ্‌বত আমদাঁ দুখ্‌তর তামাম | تا بصحبت آمد آں دختر تمام |

ছয় মাস পর্যন্ত তাহারা মিলন-সুখ উপভোগ করিতে থাকিল, এমন কি, ঐ মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গেল।

হাকিমী-শাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রেম-রোগের একমাত্র ঔষধ প্রেমাস্পদের মিলনলাভ। কাজেই বাঁদী নিজ প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল।

| | |
|---|---|
| বাদা যাঁ আয বাহ্‌রে উ শরবত বেসাখত | بعد ازاں ازبهر او شربت بساخت |
| তা বোখুরদো পেশে দুখ্‌তার মী গুদাখত | تا بخورد و پیش دختر می گداخت |

অতঃপর সেই হাকীম স্বর্ণকারের জন্য (এক প্রকার বিষাক্ত) শরবত প্রস্তুত করিলেন। সে উক্ত শরবত পান করিয়া (দিন দিন) তিলে তিলে সেই মেয়ের সম্মুখে ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

| | |
|---|---|
| চুঁ যে রঞ্জুরী জামালে উ নামান্দ | چوں ز رنجوری جمال او نماند |
| জানে দুখ্‌তার দর ওবালে উ নামান্দ | جان دختر در وبال او نماند |

রোগের কারণে যখন স্বর্ণকারের রূপ-লাবণ্য অবশিষ্ট রহিল না, তখন ঐ মেয়ের প্রাণ স্বর্ণকারের প্রেম-পিঞ্জরে আর আবদ্ধ থাকিল না।

| | |
|---|---|
| চুঁকে যেশ্‌তো না খোশোও রোখ যরদ শুদ | چونکه زشت و ناخوش و رخ زرد شد |
| আন্দক আন্দক দর দেলে উ সরদ শুদ | اندك اندك در دل او سرد شد |

যেহেতু স্বর্ণকার (উক্ত বিষাক্ত শরবতের ক্রিয়ায়) কুৎসিত, অপছন্দনীয় এবং ফেকাসে চেহারাবিশিষ্ট হইয়া গেল, তাই মেয়েটির অন্তরে স্বর্ণকারের প্রেমের তাপ ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া গেল।

অর্থাৎ, স্বর্ণকার যতই কুশ্রী হইতে লাগিল, বাঁদীর অন্তর হইতে প্রেম ততই বিদূরিত হইতে লাগিল।

| | |
|---|---|
| এশ্‌কহায়ে কেয পায়ে রঙ্গে বুওয়াদ | عشقهاے کز پے رنگے بود |
| এশ্‌ক না বুওয়াদ আকেবাত নঙ্গে বুওয়াদ | عشق نبود عاقبت ننگے بود |

যে সমস্ত এশ্‌কবাযী শুধু রং ও রূপের জন্য হইয়া থাকে, তাহা সত্যিকারের এশ্‌ক নহে; বরং পরিণামে উহা লজ্জাজনক (ও কলংকের ডালি) হইয়া থাকে।

স্বর্ণকারের রূপ-লাবণ্য লোপ পাওয়ার পর বাঁদীর প্রেমেও ভাটা পড়িল। মাওলানা রূমী এই ঘটনা বর্ণনার পর একটা চিরাচরিত নীতি বর্ণনা করিতেছেন, এশ্‌কের মধ্যে বহু উপকারিতা নিহিত আছে, কিন্তু তাহা এই রং-রূপের মোহের এশ্‌ক নহে। রং-রূপের প্রেমের পরিণাম লজ্জা ও গ্লানি ব্যতীত আর কিছুই নহে, যখন ইহার আসল রূপ প্রকাশ হইবে, তখন অনুতাপ করিয়া বলিবে, ছি! কি বাজে কাজেই না লিপ্ত ছিলাম।

কাশকাঁ হাম নঙ্গ বুদে একসারী — کاش کاں هم ننگ بودے یکسری
তা না রফতে বর ওয়াঁয়া বদ আওয়ারী — تا نرفتے بر وے آں بد آوری

আহা! ঐ লজ্জাজনক (রূপক প্রেমও) যদি স্থায়ী হইত, তাহা হইলে ঐ স্বর্ণকারের উপর বে-ইনসাফী হইত না।

বস্তুত শুধু রং-রূপের প্রেম সর্বদাই ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। অবশ্য রূপক প্রেম যদি প্রকৃত প্রেমে রূপান্তরিত হয়, তবে উহা নিন্দনীয় নহে। অনিন্দনীয় প্রেম শর্তসাপেক্ষ, অর্থাৎ, আরেফদের প্রেম যদি রূপকও হয়, তবুও উহা নিন্দনীয় নহে। কেননা, তাঁহারা হৃদয়ে প্রেম-জ্বালা পোষণ করা সত্ত্বেও শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ করিবেন না। ধরুন, যদি কোন আরেফ কোন সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হইয়াই পড়েন, তবে ঐ আসক্তির কারণে শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হইবেন না। যেমন তাহাকে দেখা বা একাকী নির্জন স্থানে অবস্থান করা বা তাহার বাক্য শ্রবণ করা; বরং তাঁহারা এই রূপক প্রেমকে প্রকৃত প্রেমে রূপান্তরিত করার পন্থা অবলম্বন করিবেন। রূপান্তরিত করার পন্থা এই ঃ

ঘটনাচক্রে এশ্‌কে-মাজাযীতে লিপ্ত হইয়া পড়িলে সর্বপ্রথম সংযমী হইতে হইবে। অর্থাৎ, মাশুকের সহিত শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ করিতে পারিবে না; যেমন দেখাশোনা, কথাবার্তা বলা, অন্যদের কাছে তাহার আলোচনা করা, মনে মনে তাহার কথা কল্পনা করা। কেননা, শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ করিয়া রূপক প্রেমকে প্রকৃত প্রেমে রূপান্তরিত করার আশা বৃথা। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেমাস্পদ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, যেন অতর্কিতেও তাহার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে বা তাহার কথার শব্দ কানে না আসে। অন্যথায় হৃদয়ে বেদনার উদ্রেক হইবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত-ভাবে বা ঘটনাচক্রে ঐ লোভনীয় বস্তুর কিছুমাত্র উপভোগ করে, তবে সারা জীবন এই পাপেই লিপ্ত থাকিবে, সন্দেহ নাই। প্রকৃত কাম্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ আর জীবনে ঘটিবে না। তৃতীয় কাজ এই করিবে, নির্জনে ও জনসমাবেশে এই ধ্যান করিবে যে, এই ব্যক্তির এই গুণ বা রূপ কোথা হইতে আসিল? কে তাহাকে এই অনুপম রূপ দান করিয়াছে? আসল ও মৌলিক গুণান্বিত জন না জানি কত সৌন্দর্যের অধিকারী! মন লাগাইয়া এরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে এবং বিষয় তিনটির উপর আমল করিলে প্রকৃত এশ্‌ক নছীব হইবে। মোটকথা, রূপক প্রেম প্রকৃত প্রেমে পরিণত না হইলে এই রূপক প্রেম অবশ্য নিন্দনীয়, তবে ঐ রূপক প্রেম যদি স্থায়ী না হয়, তবে আরো নিন্দনীয় হয়। সেই কথাই মাওলানা এখানে বলিতেছেন।

আহা! ঐ প্রেম যদি স্থায়ী হইত, তবে বেচারা স্বর্ণকারের প্রতি নির্মম অবিচার অর্থাৎ, জীবননাশ করা হইত না; বরং এই রূপক প্রেম স্থায়ী হইলে স্বর্ণকারকে বাঁচাইয়া রাখার তথা স্বর্ণকারের প্রাণ রক্ষার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হইত। কেননা, বিজ্ঞ হাকীম বুঝিতে পারিতেন যে, স্বর্ণকারের মৃত্যুশোকে বাঁদীরও জীবন-লীলা সাঙ্গ হইবে। ফলে স্বর্ণকারের প্রাণ নাশ করা হইত না; বরং হাকীম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই রূপের প্রেম অস্থায়ী। রূপ-সৌন্দর্য না থাকিলে উহা বজায় থাকিবে না। স্বর্ণকার মরিয়া গেলে মোটেও থাকিবে না। কাজেই স্বর্ণকারকে মারা হইয়াছে।

খুন দাবীদায চশমে হামচুঁ জোয়ে উ — خون دوید از چشم همچوں جوئے او
দুশমনে জানে ওয়ায় আমদ রোয়ে উ — دشمن جان وے آمد روئے او

স্বর্ণকারের চক্ষু হইতে রক্তাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার সুদর্শন চেহারা তাহার প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ, জীবন-নাশের ভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

দুশমনে তাঊসে আমদ পররে উ — دشمن طاؤس آمد پر او
আয় বাসা শাহ্ রা বোকোশতা ফররে উ — اے بسا شه را بکشته فرّ او

ময়ূরের শত্রু স্বয়ং উহার পালক। আর অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, বহু বাদশাহকে তাহার প্রতাপ-প্রতিপত্তিই নিহত করিয়াছে।

"স্বর্ণকারের সুদর্শন চেহারা তাহার শত্রু হইল," ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন, একটি ময়ূরের সুদৃশ্য পুচ্ছরাজিই ময়ূরের পরম শত্রু। কেননা, ময়ূরের পালকের লোভেই শিকারীর দল ময়ূর শিকার করিয়া থাকেন। আর বহু বাদশাহ্‌র প্রতাপ-প্রতিপত্তি তাহাকে নিহত করাইয়াছে। কেননা, এই প্রতাপ-প্রতিপত্তি না হইলে কেহই ভীত ও আতংকিত হইত না এবং তাহাকে প্রাণে বধ করার চেষ্টাও করিত না।

চুঁকে যরগার আয মরয বদহাল শোদ — چونکه زرگر از مرض بدحال شد
ওয়ায গুদাযাশ শখছে উ চুঁ নাল শোদ — وز گدازش شخص او چوں نال شد

রোগে ভুগিয়া স্বর্ণকারের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া গেল, তাহার দেহ ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া কলমের নিবের মত সরু হইয়া পড়িল।

গোফত মান আঁ আহুয়াম কেয নাফে মান — گفت من آں آهوم کز ناف من
রীখত ঈঁ ছাইয়াদ খুনে ছাফে মান — ریخت ایں صیاد خون صاف من

স্বর্ণকার বলিতে লাগিল, আমি ঐ হরিণ, এই শিকারী আমার নাভি হইতে পরিষ্কার রক্ত প্রবাহিত করিয়াছে।

আমার মধ্যে মৃগনাভি নামক মূল্যবান বস্তু বিদ্যমান থাকার কারণেই শিকারীগণ আমার নাভি চিরিয়া তাজা রক্ত বহাইয়া মৃগনাভি সংগ্রহ করে। যদি আমার মধ্যে বাঁদীকে আকর্ষণকারী সৌন্দর্য না থাকিত, তবে এখন প্রাণে মারা পড়িতাম না।

আয় মানাঁ রোবাহে ছাহ্‌রা কেয কামী — اے من آں روباه صحرا کز کمیں
সার বুরীদান্দাম বরায়ে পোস্তীঁ — سر بریدندم برائے پوستیں

স্বর্ণকার আরও বলিতে লাগিল, আমি মাঠের ঐ শৃগালের মত যে, আমার চামড়া গ্রহণ করার জন্য (শিকারীর দল) গুহা হইতে উঠিয়া আমার মাথা কাটিয়া ফেলিল।

আয় মানাঁ পীলে কে যখমে পীলেবাঁ — اے من آں پیلے که زخم پیلباں
রীখত খুনাম আয বরায়ে উস্তোখাঁ — ریخت خونم از برائے استخواں

ওহে শ্রোতা শোন! আমি ঐ হাতী যে, মাহুতগণ আমার হাড় সংগ্রহ করার জন্য আঘাত করিয়া আমার রক্ত বহাইল।

আঁ কে কোশতস্তাম পায়ে মা দুনে মান — آنکه کشتستم پئے ما دون من
মী নাদানাদ কে না খোসপাদ খুনে মান — می نداند که نخسپد خون من

স্বর্ণকার বলিতেছে, যে ব্যক্তি আমাকে আমার চেয়ে কম মর্যাদাশীল লোকের জন্য (অর্থাৎ, বাদশাহের জন্য) খুন করিয়াছে, সে কি জানে না যে, আমার রক্ত শান্তিতে থাকিবে না।

অর্থাৎ, আমার খুনের প্রতিশোধ নেওয়া হইবে। স্বর্ণকার আবোল-তাবোল বকিতে লাগিল; কোন সময় নিজেকে হরিণের সাথে তুলনা করে, আবার কোন সময় শৃগালের সহিত উপমা দেয়। কখনও আবার নিজের বাহাদুরির বর্ণনা দেয়—ইত্যাদি প্রলাপ বকিতেছে।

বর মানাস্তামরোয ও ফরদা বর ওয়ায়াস্ত بر منست امروز و فردا بروی ست
খুনে চুঁ মান কাস চুনীঁ যায়ে' কায়াস্ত خون چوں من کس چنیں ضائع کی ست

যদি আজ আমার উপর বিপদ আসিয়া থাকে, তবে আগামীকাল তাহার উপর আসিবে, আমার ন্যায় (উচ্চ মর্যাদাশালী) ব্যক্তির খুন কি করিয়া এমনি বিফলে যাইবে।

গারচে দিওয়ারাফগানাদ ছায়া দারায گرچه دیوار افگند سایه دراز
বায গরদাদ সূয়ে উ আঁ ছায়া বায باز گردد سوئے او آں سایه باز

(সূর্যোদয়ের সময়) যদিও প্রাচীরের ছায়া দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, কিন্তু (সূর্য উপরে উঠার সাথে সাথে) ঐ ছায়া সঙ্কুচিত হইয়া প্রাচীরের কাছে আসিয়া পৌঁছে।

ঈঁ জাহাঁ কোহাস্তো ফে'লে মা নেদা ایں جهاں کوه ست و فعل ما ندا
সূয়ে মা আইয়াদ নেদাহা রা ছাদা سوئے ما آید نداها را صدا

এই দুনিয়া যেন পাহাড়, আমাদের প্রত্যেক কাজ (উহার উপর) ধ্বনি স্বরূপ, (আমরা যখন কোন ধ্বনি উচ্চারণ করি, তখন) আমাদের ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া আসে।

এই দুইটি বয়েতের বিষয়বস্তু মাওলানার উক্তি। স্বর্ণকার বলিয়াছিল, আজ আমার উপর বিপদ আসিয়া থাকিলে কাল তাহার উপরও আসিবে। স্বর্ণকারের এই উক্তিটি নিরর্থক। কেননা, গায়েবী চিকিৎসক এখানে কোন অপরাধ করেন নাই। যদ্দরুন পরিণামে তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী (রঃ) প্রত্যেক কাজের প্রতিফল সম্বন্ধে এই দুইটি উদাহরণ বর্ণনা করিলেন। (১) প্রাচীরের ছায়া প্রথমে প্রসারিত হয়, পরে আবার সঙ্কুচিত হইয়া উহারই দিকে ফিরিয়া আসে। (২) দুনিয়াটা পাহাড়ের ন্যায়, আমাদের কর্মগুলি যেন ধ্বনি। ধ্বনির পর যেন প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়; তদ্রূপ প্রত্যেকটি কাজের বিনিময় অবধারিত।

ঈঁ বোগোফতো রাফত দারদম যেরে খাক ایں بگفت و رفت در دم زیر خاک
আঁ কানীযক শোদ যে এশ্‌কো রঞ্জ পাক آں کنیزك شد ز عشق و رنج پاك

এতটুকু বলিয়া স্বর্ণকার প্রাণ ত্যাগ করিল এবং মাটির দেহ মাটিতে চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁদীও ব্যথা-বেদনা হইতে অব্যাহতি পাইল।

অর্থাৎ, স্বর্ণকার গায়েবী ওলীর বিষ প্রয়োগকে গায়েবী ইশারা মনে না করিয়া অন্যায় আচরণ মনে করিল এবং নানা ধরনের বিলাপ করিল। নিজেকে কখনও হরিণের সহিত, কখনও বা শৃগালের সহিত উপমা দিল, অবশেষে ওলীকে শাসাইয়া প্রলাপ বকিয়া মারা গেল।

যাঁকে এশ্‌কে মুর্দেগাঁ পায়েন্দা নীস্ত زانکه عشق مردگاں پائنده نیست
চূঁকে মুর্দা সূয়ে মা আইয়ান্দা নীস্ত چونکه مرده سوئے ما آینده نیست

মরণশীল বস্তুর প্রেম স্থায়ী হয় না। কেননা, মৃত ব্যক্তিরা আমাদের কাছে আর কখনও ফিরিয়া আসে না।

বাঁদীর ঘটনায় হয়ত কাহারও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, বাঁদীর এই প্রগাঢ় ভালবাসা এত ক্ষণস্থায়ী কেন হইল যে, স্বর্ণকার মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীর প্রেমের নেশা একেবারে কাটিয়া গেল। উত্তরে মাওলানা রূমী (রঃ) বলিতেছেনঃ মৃতদের সাথে প্রেম স্থায়ী হয় না। কেননা, মৃতগণ আমাদের কাছে আর ফিরিয়া আসে না। অবশ্য জীবিতদের সাথে ভালবাসা রূহ এবং চোখের মধ্যে ফুলের পাপড়ির ন্যায় কোমলতা আনয়ন করে।

| | |
|---|---|
| এশ্‌কে যিন্দা দর রাওয়াঁ ও দর বাছার | عشــق زنــده در رواں و در بصر |
| হারদমে বাশাদ চুঁ গুঞ্চা তাযা তর | هر دمے باشــد چوں غنـچــه تازه تر |

একমাত্র (চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী) মাহবুবের এশ্‌কই প্রতিমুহূর্তে অন্তরে এবং চক্ষে সদা প্রস্ফুটিত পুষ্পের চেয়েও অধিক তাজা থাকে।

| | |
|---|---|
| এশ্‌কে আঁ যিন্দা গুযীঁ কো বাকীয়াস্ত | عشـق آں زنـده گزیں کو باقی ست |
| ওয়ায শরাবে জাঁফাযাইয়াত সাকীয়াস্ত | وز شراب جانـفـزایـت ساقـی ست |

হে প্রেম-প্রার্থী! সেই যিন্দা (—মাশুকে হাক্বীকী)-র এশ্‌ক অবলম্বন কর, যিনি চিরস্থায়ী এবং পরমানন্দ প্রদানকারী মহব্বতের শরাব পান করাইবেন।

| | |
|---|---|
| এশ্‌কে আঁ বোগযীঁ কে জুমলা আম্বিয়া | عشـق آں بگـزیـں که جمـله انبیـاء |
| ইয়াফতান্দায এশ্‌কে উ কারো কিয়া | یافـتـنـد از عشــق او کار و کیــا |

সেই পবিত্র সত্তার এশ্‌ক অবলম্বন কর, যাঁহার এশ্‌কের ওসীলায় সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্মানী এবং মনোনীত হইয়াছেন।

| | |
|---|---|
| তূ মাগো মারা বদাঁ শাহ বার নীস্ত | تو مگــو ما را بداں شه بار نیـســت |
| বা কারীমাঁ কারেহা দুশওয়ার নীস্ত | باکـریـمــاں کارهــا دشــوار نیـست |

তুমি (নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া) এ কথা বলিও না যে, সেই (হাক্বীকি) বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছার উপায় আমাদের নাই, (তবে তিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান।) আর মেহেরবান সত্তার নিকট কোন কাজই কঠিন নহে।

অর্থাৎ, যদিও তুমি তোমার চেষ্টায় সেই দরবারে পৌঁছিতে পার না, কিন্তু তিনি বড় দয়ালু, নিজের মেহেরবানীতে তোমাকে পৌঁছাইয়া দিবেন। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইতেছেন, مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا الخ যে ব্যক্তি আমার দিকে আধ হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই।

## আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিতে স্বর্ণকারকে বিষ প্রয়োগ

| | |
|---|---|
| কোশতানে আঁ মরদ বাদাস্তে হাকীম | کشـتـن آں مرد بدسـت حکـیـم |
| নায় পায়ে উম্মীদ বুদ ও নায় যে বীম | نئے پے امـیـد بود و نئے ز بیـم |

হাকীমের হাতে স্বর্ণকারের মৃত্যু কোন লোভ বা ভয়ের কারণে ছিল না।

অর্থাৎ, বাঁদী রোগমুক্ত হইলে হাকীম পুরস্কৃত হইবেন, এই আশায় অথবা বাঁদী সুস্থ না হইলে বাদশাহ নারায হইবেন, এই ভয়ে স্বর্ণকারকে হত্যা করা হয় নাই। এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারিত যে, হাকীম একজন ওলীআল্লাহ্, তিনি একটি নির্দোষ লোককে কেন হত্যা করিলেন? তদুপরি বাদশাহ নিজেও আল্লাহ্র ওলী হইয়া কিরূপে ইহা বরদাশত করিলেন? মাওলানা রূমী এই বয়েতে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেনঃ স্বর্ণকারকে হত্যা করা লোভ বা ভয়ের কারণে ছিল না, একমাত্র এল্হাম ও আল্লাহ্র গায়েবী আদেশক্রমে হইয়াছিল।

উ না কোশতাশ আয বরায়ে তবয়ে' শাহ — او نہ کشتش از برائے طبع شاہ
তা নাইয়ায়াদ আমরো এল্হাম আয এলাহ্ — تا نیاید امر و الہام از الہ

সেই (গায়েবী) চিকিৎসক আল্লাহ্র তরফ হইতে কোন নির্দেশ এবং এল্হাম না পাওয়া পর্যন্ত স্বর্ণকারকে বাদশাহের স্বার্থের খাতিরে হত্যা করেন নাই।

আঁ পেসাররা কেশ খাযের বুবরীদ হলক — آں پسر را کش خضر ببرید حلق
সেররে আঁরা দার নাইয়াবদ আম খালক — سر آں را در نیابد عام خلق

হযরত খেযের আলাইহিস্সালাম যেই বালকটিকে কতল করিয়াছিলেন, সাধারণ মানুষ উহার রহস্য বুঝিতে পারে না।

আমাদের শরীয়ত মতে এল্হাম যদি শরীয়ত-বিরোধী না হয়, তবে আমল করা যায়। আর যদি এল্হাম শরীয়ত-বিরোধী হয়, তবে আমল করা জায়েয নহে।

পূর্বযুগের শরীয়তে সম্ভবত এই আইন ছিল যে, এলহাম শরীয়তের বিরোধী হইলে বুঝিতে হইবে, এই এল্হামী আদেশটি শরীয়তের বিধানের আওতার বাহিরে। এলহামী আদেশটি শরীয়তের আহ্কাম -ভুক্ত নহে। এই কারণে হযরত খেযের আলাইহিস্সালাম ঐ বালকটিকে হত্যা করিয়াছিলেন। শরীয়তের হুকুম ছিল, বিনা দোষে কাহাকেও খুন করা জায়েয নহে, কিন্তু হযরত খেযের আলাইহিস্-সালাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও বালকটি নিষ্পাপ, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সে মহাপাপী হইবে। এমন কি, এই ছেলের কারণে তাহার দ্বীনদার মাতা-পিতাও বিপথগামী হইবে।

এই গায়েবী চিকিৎসকও স্বর্ণকারের মধ্যে হয়ত এমন কোন ত্রুটি জানিতে পারিয়াছিলেন, যদ্দরুন তাহাকে হত্যা করিতে এলহাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তদুপরি বাদশাহের সুস্থতা সর্বসাধারণের জন্য হিতকর। কাজেই স্বর্ণকারকে হত্যা করার হুকুম হইয়াছিল। আমাদের শরীয়তে এই ধরনের এলাহামী হুকুমের উপর আমল করা জায়েয নহে।

আঁকে আয হক ইয়াবাদ উ ওয়াহীয়ু খেতাব — آنکہ از حق یابد او وحی و خطاب
হার চে ফরমাইয়াদ বুওয়াদ আইনে ছওয়াব — ہرچہ فرماید بود عین صواب

যে ব্যক্তি খোদার তরফ হইতে ওহী এবং খেতাব প্রাপ্ত হন; তিনি যাহাকিছু বলেন, উহা নির্ভুল এবং সঠিক হইয়া থাকে।

আঁকে জাঁ বখ্শাদ আগার বোকশাদ রওয়াস্ত — آنکہ جاں بخشد اگر بکشد رواست
নায়েবাস্তো দাস্তে উ দাস্তে খোদাস্ত — نائب ست و دست او دست خداست

যিনি জীবন দান করিয়াছেন তিনি যদি মারেন, তবে তাহা সঠিক এবং জায়েয হইবে; যিনি আল্লাহ্ তা'আলার নায়েব তাঁহার কাজ আল্লাহ্রই কাজ।

হামচুঁ ইসমাঈলে পেশাশ সার বেনেহ্ — هم چوں اسماعیل پیشش سر بنہ
শাদো খান্দাঁ পেশে তেগাশ জাঁ বেদেহ — شاد و خنداں پیش تیغش جاں بدہ

ইসমাঈলের ন্যায় (নিজেকে কোরবানী করার জন্য) আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির সামনে মাথা রাখ এবং হাসি-খুশীর সহিত তাঁহার তলোয়ারের নীচে জান সোপর্দ কর।

অর্থাৎ, যখন তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, ওলীআল্লাহ্‌গণ আল্লাহ্‌র নায়েব বা প্রতিনিধি, তখন তাঁহাদের খেদমতে তুমি নিজেকে সোপর্দ করিয়া দাও এবং তাঁহার রিয়াযত-মোজাহাদার তলোয়ারের নীচে জান দাও ; অর্থাৎ, তিনি জাহের-বাতেন সংশোধনের জন্য যে ধরনের রিয়াযত-মোজাহাদা করিতে বলেন, আনন্দিত চিত্তে কবূল কর এবং উহার উপর আমল কর। জান দেওয়ার অর্থ খাহেশে-নফসানী বর্জন করা।

তা বেমানাদ জানাত খান্দাঁ তা আবাদ — تا بماند جانت خنداں تا ابد
হামচুঁ জানে পাকে আহ্‌মদ বা আহাদ — هم چوں جان پاك احمد با احد

এসলাহে-নফসের জন্য রিয়াযত-মোজাহাদা করিলে চিরদিন তোমার প্রাণ প্রফুল্ল থাকিবে, যেরূপ হযরত আহ্‌মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্‌কামে এলাহীর উপর রাযী-খুশী হইয়া আহ্‌কামের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করিয়া আমল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র খাছ নৈকট্য লাভ করিয়া সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছেন।

আশেকাঁ জামে ফারাহ্ আঁগা কাশান্দ — عاشقاں جام فرح آنگه کشند
কে বাদাস্তে খেশে খোবাঁ শাঁ কাশান্দ — که بدست خویش خوباں شاں کشند

প্রেমিকগণ ঐ সময় সন্তুষ্ট হন, যখন তাহাদের প্রেমাস্পদ নিজ হাতে তাহাদিগকে কতল করেন।

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রেমিক ও আল্লাহ্‌র তালেবগণ ঐ সময় আনন্দিত হন, যখন তাঁহাদের মাহবুব তথা কামেল মুর্শেদগণ ত্যাগ ও রিয়াযত-মোজাহাদা করাইয়া নফসের প্রেরণা প্রবৃত্তিগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলেন।

শাহ আঁ খুঁ আয্ পায়ে শাহওয়াত নাকর্দ — شاہ آں خوں ازپئے شہوت نکرد
তূ রেহা কুন বদ গোমানী ও নাবুর্দ — تو رہا کن بد گمانی و نبرد

বাদশাহ নফসানী খাহেশের বশবর্তী হইয়া স্বর্ণকারকে খুন করেন নাই; তুমি খারাব ধারণা, বিবাদ-বিসম্বাদ পরিত্যাগ কর।

তু গোমাঁ কর্দী কে কর্দালোদেগী — تو گماں کردی که کرد آلودگی
দার সাফাগাশ কায় হালাদ পালুদেগী — در صفا غش کے ھلد پالودگی

তুমি ধারণা করিয়াছ যে, বাদশাহ (এই কার্যের দ্বারা নিজের আমলে) পাপের কলংক লাগাইয়াছেন। বল ত, নির্মল অন্তরের পরিচ্ছন্নতা নিজের মধ্যে পাপের কলংক কেমন করিয়া অবশিষ্ট রাখিতে পারে?

অর্থাৎ, এই ধারণা ভুল! কেননা, বাদশাহ্ রিয়াযত-মোজাহাদা, করিয়া আত্মার সংশোধন করিয়াছেন। পরিশ্রম করিয়া যাহারা আত্মার সংশোধন লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কু-স্বভাব থাকে না। কেননা, কু-স্বভাব দূর করিয়া ভাল স্বভাব নিজেদের মধ্যে আনয়নের জন্যই রিয়াযত-মোজাহাদা ও পরিশ্রম করা হয়।

বাহ্‌রে আনাস্তী রিয়াযত বী জফা — بهـر آنست این ریـاضت وین جفـا
তা বরারদ কোরা আয নকরা জুফা — تا بر آرد کوره از نقـره جفـا

এই সমস্ত সাধনা এবং এই সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ এই জন্যই তো করা হয় যে, পরিশ্রমের ভাট্টি নফস হইতে কু-স্বভাবের ময়লা দূর করিয়া ফেলিবে।

বোগযারায যন্নে খাতা আয় বদ গুমাঁ — بگذر از ظن خطا ای بد گمـان
ইন্না বা'যায্‌ যন্নে এসমুন রা বখাঁ — ان بعض الظن اثـم را بخـوان

হে কু-ধারণা পোষণকারী ! কু-ধারণা ত্যাগ কর, এই আয়াতটি পাঠ কর, (যাহাতে লিখিত আছে যে,) কোন কোন ধারণা পাপজনক।

বাহ্‌রে আনাস্ত এমতেহানে নেকও বদ — بهـر آنسـت امـتحـان نیـک و بد
তা বাজোশাদ বর সার আরাদ যর যেবদ — تا بجـوشـد بر سر آرد زر ز بد

ভাল-মন্দ স্বর্ণের পরীক্ষাও তো এই জন্য হইয়া থাকে যে, স্বর্ণ আগুনে গলিয়া নিজের ভিতরকার ময়লা উপরে ভাসাইয়া তুলিবে।

অর্থাৎ, স্বর্ণকে ময়লামুক্ত করিতে হইলে যেরূপ উহাকে আগুনে তাপ দিতে হয়, তদ্রূপ রিয়াযত-সাধনার অগ্নিতে নফসকে গলাইয়া কু-প্রবৃত্তির আবর্জনা দূর করিয়া নফস্‌কে পরিষ্কার করিতে হয়।

গার নাবূদে কারাশ এল্‌হামে এলাহ্‌ — گر نبـودی کارش الهـام آله
উ সাগে বুদে দারানিন্দাহ না শাহ — او سگی بودی درانـنـده نه شاه

বাদশাহের কাজ যদি এলহাম-ভিত্তিক না হইত, তবে তাহাকে মানুষ-খেকো কুকুর বলা হইত, বাদশাহ্‌ বলা হইত না।

পাক বুদায্‌ শাহ্‌ওয়াতো হিরছো হাওয়া — پاک بود از شهـوت و حرص و هوا
নেক কর্দও লেকে নেকে বদনুমা — نیـک کرد او لیـک نیـک بدنـمـا

বাদশাহ্‌ নফসানী খাহেশ, লোভ এবং প্রবৃত্তির তাড়না হইতে পবিত্র ছিলেন, তিনি যাহাকিছু করিয়াছেন ভালই করিয়াছেন, কিন্তু এমন ভাল করিয়াছেন যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে খারাপ দেখা যায়।

গার খেযের দর বাহ্‌র কিশ্‌তী রা শেকাস্ত — گر خضر در بحـر کشتی را شکست
ছদ দুরুস্তী দর শেকাস্তে খেযরে হাস্ত — صد درستـی در شکست خضرهست

হযরত খেযের (আঃ) যদিও নদীর মধ্যে একটি নৌকা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, তবুও হযরত খেযেরের এই নৌকা ভাঙ্গার মধ্যে শত শত মেরামত অর্থাৎ দুরুস্তকরণ নিহিত ছিল।

ওয়াহ্‌মে মূসা বা হামা নূরো হুনার — وهـم موسی باهـمـه نور و هنـر
শোদ আযাঁ মাহ্‌জুব তূ বে পর মপর — شد ازان محـجـوب تو بی پر مپر

হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের নূর এবং তরীকত মারেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হযরত খেযেরের কাজের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই; তুমি পাখাবিহীন হইয়া উড়িতে চাহিও না।

হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের ঘটনা কোরআন পাকে (সূরা-কাহ্‌ফে) ও হাদীস শরীফে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে। ঐ কেচ্ছার দিকে মাওলানা ইঙ্গিত করিয়াছেন।

**ঘটনার সার-সংক্ষেপ ঃ**

একদা হযরত মূসা (আঃ) কাহারো এক প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেন, এই যুগে আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। এই অসতর্কতামূলক উক্তির জন্য আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলিলেন, আপনার চেয়ে বড় জ্ঞানী খেযেরের শরণাপন্ন হউন। তিনি হযরত খেযেরের সাহচর্য লাভ করিলেন। উভয়ে পথ চলিতেছেন, পথিমধ্যে নৌকায় নদী পার হওয়ার সময় নৌকাটি ছিদ্র করিয়া দিলেন। কারণ, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তৎকালীন বাদশাহ্ দেশের ভাল নৌকাগুলি জবরদখল করিতেছে। অতঃপর কিছুদুর অগ্রসর হইয়া একটি নিরপরাধ বালককে হত্যা করিলেন। কারণ, বালকটি কোন কালে কাফের হইয়া যাইত এবং দ্বীনদার পিতা-মাতা ছেলের মহব্বতে বিধর্মী হইয়া যাইত। অতঃপর একটি গ্রামে গিয়া একটি ভগ্ন প্রাচীর মেরামত করিয়া দিলেন। কেননা, এই প্রাচীরের মধ্যেই দুইটি এতীমের ধন লুক্কায়িত ছিল। দুর্বৃত্তেরা সন্ধান জানিলে এতীমের এই ধন আত্মসাৎ করিত। এই সমস্ত জ্ঞান হযরত খেযের (আঃ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মূসা (আঃ) এই সব কাজের রহস্য মোটেই অবগত ছিলেন না। তাই প্রত্যেকটি কাজের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা দ্বারা কোন কোন লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, এল্‌মে বাতেন তথা এল্‌মে তাছাওউফ এল্‌মে শরীয়ত হইতে উত্তম, এ জন্যই তো হযররত মূসা আলাইহিস্সালামকে হযরত খেযের আলাইহিস্সালামের নিকট শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং এই এল্‌ম উন্নত ধরনের হওয়ার কারণে হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম উহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাহারা স্বীয় বিবেক দ্বারা অনুমান করিয়া আরও বলেন যে, যদি মুর্শেদ বা পীর শরীয়ত-বিরোধী কোন আদেশ করেন, তবে মুরীদের উপর ওয়াজেব হইবে ঐ আদেশ পালন করা। কেননা, হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম হযরত খেযেরের আদেশ পালন করিতে পারেন নাই বলিয়া পৃথক হইতে হইয়াছে।

স্মরণ রাখা দরকার, ইহাদের সবগুলি উক্তিই ভিত্তিহীন ও বাতেল। এই কাহিনীর দ্বারা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, বাতেনী এল্‌ম শরীয়ত অপেক্ষা উত্তম। কেননা, বাতেনী এল্‌ম শরীয়তের একটি অংশ। যাহের ও বাতেনকে সংশোধন করার পন্থার জ্ঞানকে শরীয়ত বলে। যাহের সংশোধন করার অর্থ, কথা ও কাজকে দুরুস্ত করা। বাতেন সংশোধনের অর্থ, দেলের দৃঢ় বিশ্বাস ও চরিত্র দুরুস্ত করা। এই উভয় বিষয়কেই শরীয়ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে, এই উভয়ের সমষ্টির নাম শরীয়ত। যাহের সংশোধনের এলমকে ফেকাহ্ বলে, বাতেন সংশোধনের এল্‌মকে তাছাওউফ ও এল্‌মে বাতেন বলে। অতএব, একটু চিন্তা করা দরকার যে, শরীয়তের একটি অংশ গোটা শরীয়ত হইতে কিরূপে উত্তম হইতে পারে? দ্বিতীয় কথা যে, হযরত খেযের আলাইহিস্সালাম কয়েকটি দূরবর্তী গোপন তথ্য অবগত হইয়াছিলেন। আমরা যে বাতেনী এলমের প্রসঙ্গ তুলিয়াছি, ঐ গোপন তথ্যগুলি বাতেনী এল্‌মের অন্তর্গত কিছুতেই নহে; বরং গুটিকয়েক নির্দিষ্ট ঘটনাবলী এবং খোদাওন্দ তা'আলার কুদরতের লীলার অবস্থা, যাহা হযরত

খেযের আলাইহিস্‌সালাম জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহার সারমর্ম শুধু এতটুকু যে, গোপন বিষয়গুলি স্থান বা কাল হিসাবে দূরবর্তী ছিল, হযরত খেযের আলাইহিস্‌সালামের জ্ঞানে উহা নিকটবর্তী হইয়াছে। যেমন, নৌকা ভাঙ্গার ব্যাপারে বাদশাহ্‌ স্থান হিসাবে দূরে ছিল, আর ছেলেটির কাফের হওয়া কাল হিসাবে দূরে ছিল। দূরের বস্তু নিকটে জ্ঞাত হওয়াকে বাতেনী এল্‌ম বলা হয় না। পক্ষান্তরে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের এল্‌ম আহ্‌কামে শরীয়ত ও মা'রেফতে এলাহী ও তরীকতের এল্‌ম ছিল। যাহেরী এল্‌ম এবং বাতেনী এল্‌ম উভয়ই উহার অংশবিশেষ ছিল। কাজেই হযরত খেযের আলাইহিস্‌সালামের এল্‌মকে মূসা আলাইহিস্‌সালামের এল্‌ম হইতে কিছুতেই উন্নত মানের বলা যাইতে পারে না। তবে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামকে হযরত খেযের আলাইহিস্‌সালামের নিকট প্রেরণ করার হেতু ও কারণ শুধু এই ছিল যে, একদা হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম জনৈক প্রশ্নকারীর উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ انا اعلم অর্থাৎ, আমার এল্‌ম সবচেয়ে বেশী। তিনি এল্‌মে এলাহী ও এল্‌মে শরীয়ত উদ্দেশ্য করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছিলেন এবং বাস্তবে এই উক্তিটি ধ্রুব সত্য ছিল; কিন্তু শাব্দিক দিক দিয়া প্রত্যেক ধরনের জ্ঞানকে শামিল করিতেছিল। কাজেই আল্লাহ্‌ তা'আলা শব্দের মধ্যে সংযম অবলম্বন করার জন্য মূসা আলাইহিস্‌সালামকে তাম্বীহ ফরমাইলেন যে, কোন কোন এল্‌ম যদিও আপনাকে প্রদত্ত এল্‌মের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর—উহা অন্যকে দেওয়া হইয়াছে, আপনাকে দেওয়া হয় নাই। কাজেই প্রশ্নের উত্তর ব্যাপকভাবে না দিয়া কিছুটা সীমিত করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

খেযেরের কাহিনীতে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের রহস্য অনুধাবন করিতে না পারার একটি দৃষ্টান্ত এই যে, কোন দেওয়ালের অপর পার্শ্বে যদি কোন বস্তু থাকে, কোন কামেল ব্যক্তি হয়ত উহা জানেন না। কিন্তু কোন নিম্নস্তরের ব্যক্তি যদি কোন প্রকারে অবগত হইয়া বলিয়া দেয়, তবে এই ব্যক্তির মর্যাদা কি ঐ কামেল অপেক্ষা বাড়িয়া যায়? কিছুতেই নহে।

হযরত খেযেরের এই মর্যাদা হইতে তাহারা অর্থ বাহির করিয়াছে যে, পীরের শরীয়তবিরোধী বিধানের অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা একেবারেই ভুল। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষ্য দ্বারা হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম ওহী মারফত জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হযরত খেযের আলাইহিস্‌-সালামের কোন কাজই শরীয়তবিরোধী হইবে না। যদিও হযরত মূসা আলাইহিসসালাম খেযেরের কার্যের হেতু না বুঝিতে পারিয়া প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তবুও চুপ থাকার অবকাশ ছিল। আর যে ব্যক্তি নিজে শরীয়তবিরোধী হয় কিংবা অন্যকে অনুরূপ আদেশ করে, তাহার কামালিয়াত-এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে; কাজেই তাহার অনুসরণ কিছুতেই জায়েয হইবে না। তদুপরি হযরত খেযের আলাইহিস্‌সালাম মূসা আলাইহিস্‌সালামের শরীয়ত অনুসরণ করিতে বাধ্যও ছিলেন না। কারণ, তাঁহার শরীয়ত ছিল ভিন্ন, মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের আওতায় ছিল না।

পক্ষান্তরে আমাদের যুগে সকলেই এক শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, শরীয়তবিরোধী কাহারও অনুসরণ করা জায়েয নহে, কাজেই তাহাদের আবিষ্কৃত অর্থ একেবারেই ভ্রান্তিমূলক।

এস্থানে খেযেরের এল্‌মকে মূসা আলাইহিস্‌সালামের এল্‌মের উপর প্রাধান্য দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। কেননা, বুযুর্গদের মধ্যে কেহ কেহ কোন ক্ষুদ্র রহস্যও অবগত হন না। কাজেই ছোট হইয়া বড়দের গোপন রহস্যের কথা অস্বীকার করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে।

আঁ গুলে সোরখাস্ত তু খুনাশ মখাঁ — آں گل سرخست تو خونش مخواں
মস্তে আকলাস্তো তু মজনুনাশ মখাঁ — مست عقل ست او تو مجنونش مخواں

ঐ বাদশাহ্ (টকটকে লাল) গোলাব ফুল, তুমি উহাকে (অপবিত্র) রক্ত মনে করিও না; তিনি জ্ঞানের পাগল, তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিও না।

অর্থাৎ, প্রকৃত বিষয় অবহিত না হইয়া বাহ্যিক অবস্থার উপর মন্তব্য করিও না।

গর বুদে খুনে মুসলমাঁ কামে উ — گر بدے خون مسلماں کام او
কাফেরাম গর বোরদামে মান নামে উ — کافرم گر بردمے من نام او

কোন মুসলমানকে খুন করা যদি তাহার উদ্দেশ্য হইত, আল্লাহ্র কসম, আমি তাহার নামও লইতাম না। অর্থাৎ, কিছুতেই তাহার নাম মুখেও আনিতাম না, তাহার প্রশংসা করা তো দূরের কথা।

মী বেলারযাদ আরশ আয মদহে শকী — می بلرزد عرش از مدح شقی
বদ গুমাঁ গরদাদ যে মদহাশ মুত্তাকী — بد گمان گردد ز مدحش متقی

অসৎ লোকের প্রশংসা করিলে (আল্লাহ্ তা'আলার) আরশ কাঁপিয়া উঠে, তাহার প্রশংসা করিলে পরহেযগার লোকদের প্রতি কু-ধারণা জন্মে।

শাহ্ বুদো শাহ বাস আগাহ্ বুদ — شاه بود و شاه بس آگاه بود
খাছ বুদো খাছছায়ে আল্লাহ্ বুদ — خاص بود و خاصهٔ الله بود

তিনি বাদশাহ্ ছিলেন, বাদশাহও এমন যে, অতি বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট লোক ছিলেন এবং আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাগণের অন্যতম ছিলেন।

আঁ কাছেরা কেশ চুনীঁ শাহে কুশাদ — آں کسے را کش چنیں شاہے کشد
সূয়ে তখতো বেহ্তরীঁ জাহে কাশাদ — سوئے تخت و بہترین جاہے کشد

এই ধরনের বাদশাহ্ যাহাকে খুন করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাকে খুন করেন না; বরং স্থায়ী মুক্তির সিংহাসন এবং উচ্চতম মর্যাদার দিকে লইয়া যান।

কেননা, হযরত খেযের আলাইহিস্সালামের হাতে নিহত বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই নিহত হইয়া বহুবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বেহেশতের উপযোগী হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ বিচিত্র নহে যে, স্বর্ণকারও এমনি ধরনের কোন প্রকারে উপকৃত হইয়াছে, যাহা হয়ত চিকিৎসক জানিতেন।

কহরে খাছছে আয বরায়ে লোতফে আম — قہرے خاصے از برائے لطف عام
শরা' মীদারাদ রওয়া বোগযার গাম — شرع میدارد روا بگذار گام

সর্বসাধারণের নিরাপত্তা ও ইনসাফ কায়েম করার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করা শরীয়তসম্মত। সুতরাং প্রতিবাদের পদক্ষেপ ত্যাগ কর।

অর্থাৎ, সর্বসাধারণের উপকার ও হিতের জন্য বিশেষ ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করা যায়। এই মর্মেই স্বর্ণকারের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। কেননা, স্বর্ণকারের মৃত্যু না ঘটাইলে বাদশাহকে বাঁচান সম্ভব হইত না; অথচ বাদশাহর মৃত্যুতে গোটা দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হইত; বাদশাহর ন্যায়পরায়ণতা ও

ইনসাফের সুশীতল ছায়া হইতে প্রজাবর্গ বঞ্চিত হইত। এখানে শরীয়ত বলিতে অন্য কোন নবীর শরীয়ত হইতে পারে। কেননা, আমাদের শরীয়তে সর্বসাধারণের হিতের জন্য নির্দোষ-নিরপরাধ কোন লোককে হত্যা করা জায়েয নহে।

গার নাদীদে সুদে উ দার কহ্‌রে উ — گر ندیدے سود او در قهر او
কায় শুদে আঁ লোতফে মুতলাক কহ্‌রে জো — کے شدے آں لطف مطلق قهر جو

যদি বাদশাহ্‌ স্বর্ণকারের এই ক্ষতিসাধনের মধ্যে তাহার মঙ্গল না দেখিতেন, তবে তিনি দয়া ও মেহেরবানীর প্রতীক হইয়া কেন এমন নিষ্ঠুর কাজ করিলেন?

তিফ্‌ল মীলরযাদ যে নেশে এহ্‌তেজাম — طفل مى لرزد زنيش احتجام
মাদারে মুশফেক আযাঁ গম শাদকাম — مادر مشفق ازاں غم شاد کام

শিশু শিঙ্গা (—ইনজেকশনে)-র কষ্টের ভয়ে কাঁপিতে থাকে, কিন্তু স্নেহ-পরায়ণা জননী সন্তানের এই দুঃখ-কষ্টেও তুষ্ট থাকেন।

কেননা, এই কষ্টের মাধ্যমে তাহার রোগারোগ্যের আশা রহিয়াছে।

নীমে জাঁ বেসতানাদ ওয়া ছদ জাঁ দেহাদ — نيم جاں بستاند و صد جاں دهد
আঁচে দর ওয়াহ্‌মাত নাইয়াইয়াদ আঁ দেহাদ — آنچه در وهمت نيايد آں دهد

তিনি অর্ধেক প্রাণ নষ্ট করিলে শত শত প্রাণ দিয়াও দিবেন, তদুপরি তিনি এমন পুরস্কার প্রদান করিবেন যাহা তোমাদের কল্পনায়ও কোন সময় আসে নাই।

তু কিয়াসায খেশ মীগীরী ওয়ালেক — تو قياس از خويش ميگيرى وليك
দূর দূর উফতাদাঈ বেঙ্গার তু নেক — دور دور افتادهٔ بنگر تو نيك

তুমি আল্লাহ্‌ তা'আলার কার্যকলাপকে নিজের উপর কেয়াস করিতেছ, কিন্তু তুমি গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি প্রকৃত তথ্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছ।

পেশতর আতা বগোইয়াম কিচ্ছায়ে — بيشتر آ تا بگويم قصهٔ
বু কে ইয়াবী আয বয়ানাম হিচ্ছায়ে — بو كه يابى از بيانم حصهٔ

একটু আরো সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে একটি কেচ্ছা শুনাইব। সম্ভবত তুমি আমার বর্ণনা হইতে কিছু না কিছু বুঝিতে পারিবে।

বুযুর্গদের অবস্থাকে নিজের উপর কেয়াস করা বিধেয় নহে। মাওলানা (রঃ) সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন।

## এক পসারীর পোষা তোতা কর্তৃক তেলের বোতল ঢালা

**ঘটনাটির সারমর্ম:**

জনৈক পসারীর দোকানে একটি পোষা তোতা পাখী ছিল। তোতাটি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর ছিল মধুর ও মনোমুগ্ধকর, ক্রেতাদের সাথে মিষ্টি আলাপে তাহাদের মন

জয় করিতে সাধারণ তোতার ন্যায় মাত্র কয়েকটি বুলিই আওড়াইত না, যথাযথ ও সময়োচিত উক্তি করিতেও সে সক্ষম ছিল।

একদিন দোকানদার তোতাকে দোকানের পাহারায় রাখিয়া বাড়ীতে গেল। এদিকে একটি বিড়াল ইঁদুর দেখিয়া ঝাঁপ দিলে তোতা প্রাণভয়ে দ্রুত ছুটিয়া পালাইল, ঘটনাক্রমে তাহার ডানায় লাগিয়া বহু মূল্যবান বাদাম তৈল ভর্তি কয়েকটি বোতল দোকানের মেঝে পড়িয়া তৈল গড়াইয়া পড়িল এবং মেঝের ফরাশ বিছানা সব চটচটে হইয়া গেল।

এতদ্দর্শনে তোতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দোকানের এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। যথাসময়ে দোকানদার দোকানে আসিয়া গদিতে বসিতেই দোকানের অবস্থা দেখিয়া হতভম্ব হইল এবং জড়সড় অবস্থায় তোতাকে দোকানের এক কোণে দেখিয়া মনে করিল, তোতারই এই কাজ। সে হাতের ছড়ি দ্বারা তোতার মাথায় আঘাত করিল, ফলে মাথার পরগুলি ঝরিয়া পড়িয়া মাথা নেড়া হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর তোতার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল, তোতা এখন মিষ্টি আলাপ করে না, মধুর স্বরে কথা বলে না, নীরব-নির্বাক। কেবলই তাকাইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, এই তোতার মিষ্টি বুলির কারণেই পসারীর দোকানে ক্রেতাদের ভীড় জমিত। তোতার এই অবস্থা দেখিয়া দোকানী অত্যন্ত মর্মাহত হইল, কত পীর-বুযুর্গের দো'আ লইল, নানা বর্ণের বিস্ময়কর বস্তু তোতার সম্মুখে উপস্থিত করিল, যাহাতে তোতা মুখ খোলে, কথা বলে। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হইল না, পসারী শুধু আফসোস করিতে থাকিল।

একদিন মাথা মুড়ান এক দরবেশ পসারীর দোকানে কোন বস্তু ক্রয় করিতে আসিল। তাহার নেড়া মাথা দেখিয়া তোতা অকস্মাৎ মধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কি হে ভাই! তুমিও কি কাহারও বাদাম তৈলের বোতল ভাঙ্গিয়া তৈল ফেলিয়া দিয়াছিলে? নিজের উপর কেয়াস-সুলভ তোতার উক্তি শুনিয়া উপস্থিত জনতা হাসিয়া উঠিল। কেননা, সে দরবেশকে নিজের সহিত তুলনা করিয়াছে। ছোট হইয়া নিজেকে বড়দের সহিত তুলনা করিলে সে হাসির পাত্রই হয় বটে। সুতরাং ছোট হইয়া নিজেকে বড়দের সহিত তুলনা করিতে নাই। এই কাহিনীতে মাঝে মাঝে অনেক উপদেশপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত একটি বয়েতে আছে, تو قیاس از خویش میگیری و لیک (তুমি নিজের উপর অন্যকে কেয়াস করিতেছ।) বয়েতটির সহিত এই কেচ্ছাটির সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কেচ্ছার উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ্ওয়ালাদের কাজকে নিজের কাজের উপর ধারণা করা ভুল। যেমন, ঐ তোতা পাখী দরবেশকে নিজের উপর ধারণা করিয়া সকলের হাসির পাত্র হইয়াছিল।

| | |
|---|---|
| বুদ বাক্কালে মর উরা তুতীয়ে | بود بقالے مر او را طوطیئے |
| খুশনাওয়া ও সবযো গোইয়া তুতীয়ে | خوشنوا و سبز و گویا طوطیئے |

কোন একজন দোকানদারের একটি তোতা পাখী ছিল, সেই তোতাটি বড় মধুর স্বরবিশিষ্ট এবং বাকশক্তিসম্পন্ন সবুজ বর্ণের ছিল।

| | |
|---|---|
| বর দোকাঁ বুদে নেগাহ্বানে দোকাঁ | بر دکان بودے نگہبان دکان |
| নোক্তা গোফতে বা হামা সওদাগরাঁ | نکتہ گفتے باہمہ سوداگراں |

সেই তোতা দোকানে বসিয়া দোকানের হেফাযত করিত এবং সকল খরিদ্দারের সহিত সুন্দর সুন্দর হৃদয়গ্রাহী কথা বলিত।

দর খেতাবে আদমী নাতেক বুদে    در خطاب آدمی ناطق بدے
দার নওয়ায়ে তুতীয়াঁ হাযেক বুদে    در نوائے طوطیاں حاذق بدے

মানুষকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের সহিত জ্ঞান-বুদ্ধির আলাপ করিত এবং তোতা পাখীর মধুর সঙ্গীতেও সে খুব পারদর্শী ছিল।

খাজা রোযে সূয়ে খানা রাফ্তা বুদ    خواجه روزےسوئے خانه رفته بود
দর দোকাঁ তুতী নেগাহ্বানী নমুদ    در دکاں طوطی نگهبانی نمود

একদিন মালিক বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তোতা দোকানের হেফাযত করিতেছিল।

গোরবায়ে বরজাস্ত নাগা আয দোকাঁ    گربۂ بر جست ناگه از دکاں
বাহরে মোশে তুতীয়াক আয বীমে জাঁ    بهر موشے طوطیک از بیم جاں

হঠাৎ দোকান হইতে একটি বিড়াল ইঁদুর ধরার জন্য লাফাইয়া পড়িল, তখন বেচারী তোতা প্রাণের ভয়ে—

জাস্তআয ছদরে দোকাঁ বাহরে গুরিখত    جست از صدر دکاں بهر گریخت
শীশাহায়ে রওগনে বাদাম রীখত    شیشهائے روغن بادام ریخت

পলায়ন করিবার জন্য দোকানের গদি হইতে একদিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, ইহাতে সে বাদাম তৈলের শিশিগুলি ফেলিয়া দিল।

অর্থাৎ, প্রাণের ভয়ে একদিকে লাফাইয়া ছুটিল। ফলে তথায় রক্ষিত তৈলের শিশি অতর্কিতে তাহার ডানায় বা পায়ের আঘাতে পড়িয়া গেল।

আয সুয়ে খানা বাইয়ামদ খাজায়াশ    از سوےخانه بیامد خواجهاش
বর দোকাঁ বেনশাস্ত ফারেগ খাজাওয়াশ    بر دکاں بنشست فارغ خواجهوش

তাহার মালিক বাড়ী হইতে আসিল এবং ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেখবর অবস্থায় নিশ্চিন্ত মনে দোকানে বসিল।

দীদ পুর রওগন দোকানো জামা চরব    دید پر روغن دکان و جامه چرب
বর সারাশ যাদ গাশ্ত তূতী কাল যে যরব    بر سرش زد گشت طوطی کال ز ضرب

(কিন্তু যখন) দোকানের দিকে তাকাইয়া সম্পূর্ণ দোকান তৈলে পরিপূর্ণ এবং গদির চাদর তৈলাক্ত দেখিল, তখন (এই কাজ তোতার মনে করিয়া) তোতার মাথায় এমন আঘাত করিল যে, তোতার মাথা নেড়া হইয়া গেল।

রোযকায় চান্দে সখুন কোতাহ্ করদ    روزکے چندے سخن کوتاه کرد
মরদে বাক্কাল আয নাদামত আহ্ করদ    مرد بقال ازندامت آه کرد

অতঃপর তোতা কয়েকদিন পর্যন্ত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিল, ইহাতে দোকানদার নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আফসোস করিতে লাগিল।

রেশ বর মীকান্দো মীগোফত আয দেরেগ    ریش برمیکند و میگفت از دریغ
কাফতাবে নে'মতাম শুদ যেরে মেগ    کافتاب نعمتم شد زیر میغ

দোকানদার (আফসোসের চোটে) দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, হায় আফসোস! আমার নেয়ামতের সূর্য (—দোকানের সৌন্দর্য) মেঘের নীচে ঢাকা পড়িল।

অর্থাৎ, তোতা মার খাইয়া টেকো হইয়া যাওয়াতে রাগ করিয়া কথা বন্ধ করিয়া দিল। কথা বন্ধ করায় দোকানী আফসোস করিতে লাগিল।

দস্তে মান শেকেস্তা বুদে আঁ যমাঁ    دست من شکسته بودے آں زماں
চূঁ যদাম মান বর সরে আঁ খোশ যবাঁ    چوں زدم من بر سر آں خوش زباں

হায় খোদা! তখন আমার হাতখানাই যদি ভাঙ্গা থাকিত, যখন আমি এই মিষ্টভাষী তোতার মাথায় আঘাত করিয়াছিলাম।

হাদইয়াহা মীদাদ হার দরবেশ রা    هدیهها میداد هر درویش را
তা বাইয়াইয়াদ নোত্‌ক মুরগে খেশ রা    تا بیابد نطق مرغ خویش را

সে প্রত্যেক দরবেশ-মিসকীনকে দান-খয়রাত করিতে লাগিল এই আশায় যে, মিষ্টভাষী তোতার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসে।

বাদে ছে রোয ও ছেশব হয়রানো যার    بعد سه روز و سه شب حیران و زار
বর দোকাঁ নেশাস্তা বুদ নাউম্মেদওয়ার    بر دکاں نشسته بود نومیدوار

এইরূপে তিন দিন ও তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর সে হয়রান-পেরেশান ও নিরাশ অবস্থায় দোকানে বসিয়াছিল।

বা হাযারাঁ গোচ্ছা ও গম গাশত জোফ্‌ত    باهزاراں غصه و غم گشت جفت
কায় আজব ঈঁ মুরগ কায় আইয়াদ বগুফত    کائے عجب ایں مرغ کے آید بگفت

শত-সহস্র সীমাহীন চিন্তা-পেরেশানীতে জর্জরিত হইয়া বলিতে লাগিল, এই পাখী আবার কখন কথা বলিতে আরম্ভ করিবে?

মী নমুদাঁ মুরগরা হর গোঁ শেগেফত    مینمود آں مرغ را هرگوں شگفت
দর তাআজ্জুব লব বদান্দা মীগেরেফত    در تعجب لب بدنداں میگرفت

সে নানা প্রকারের বিস্ময়কর বস্তু সেই পাখীকে দেখাইতে লাগিল, (যাহাতে সে কোন প্রকারে মুখ খোলে;) কিন্তু যখন দেখিল যে, তোতা কিছুতেই মুখ খোলে না, তখন দোকানী আশ্চর্যান্বিত হইয়া দাঁত দ্বারা ঠোঁট চাপিয়া ধরিল।

দম বদম মীগোফ্‌ত আয হর দর সখুন    دمبدم میگفت از هر در سخن
তাকে বাশাদ কান্দারাইয়াদ দর সখুন    تاکه باشد کاندر آید در سخن

মুহূর্তে মুহূর্তে এদিক-সেদিকের নানা রকম কথা বলিত, ইহাতে হয়ত এই পাখী কথা বলা আরম্ভ করিতে পারে।

বর উম্মীদে আঁকে মুরগ আইয়াদ বগুফত — بر امید آنکه مرغ آید بگفت
চশমে উরা বা ছোওয়ার মীকর্দ জোফত — چشم او را باصور میکرد جفت

এই আশায় যে, পাখীটি হয়ত কথা বলিবে, তাহার চক্ষের সামনে নানা বর্ণের ছবি আনিয়া ধরিত।

জওলাকিইয়ে সের বরহানা মীগোযাশ্ত — جولقیی سربرهنه می گذشت
বাসেরে বে মো চুঁ পাস্তে তাসো তশ্ত — باسری مو چوں پشت طاس و طشت

তখন সেই পথে এক খের্কা পরিহিত নেড়ে মাথা দরবেশ যাইতেছিল, তাহার কেশবিহীন মস্তক বড় রেকাবী এবং বাসনের মত পরিষ্কার ছিল।

তূতীয়ান্দার গুফ্ত আমদ দর যমাঁ — طوطی اندر گفت آمد در زماں
বাঙ্গে বর ওয়ায় যাদ বগুফতাশ দর ঈয়াঁ — بانگ بر وی زد بگفتتش در عیاں

তাহাকে দেখিয়াই তোতা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিতে লাগিল।

কেয চে আয় কাল বাকালাঁ আমীখতী — کز چه ای کل باکلاں آمیختی
তু মগর আয শীশা রওগন রিখতী — تو مگر از شیشه روغن ریختی

হে নেড়ে! তুমি কি কারণে নেড়েদের দলভুক্ত হইয়াছ? মনে হয় তুমিও বোতল হইতে তৈল ঢালিয়া ফেলিয়াছ।

আয কিয়াসাশ খান্দা আমদ খল্ক রা — از قیاسش خنده امد خلق را
কো চুঁ খুদ পেনদাশ্ত ছাহেব দলক রা — کو چوں خود پنداشت صاحب دلق را

তোতা পাখীর এই কেয়াস (—অনুমান করা) শুনিয়া লোকেরা হাসিয়া উঠিল। কেননা, টেকো মাথাবিশিষ্ট কম্বল-পোশকে নিজের মত মনে করিয়াছে।

কার পাকাঁরা কেয়াসায খোদ মগীর — کار پاکاں را قیاس از خود مگیر
গরচে মানাদ দর নাবেশ্তান শের ও শীর — گرچه ماند در نویشتن شیر و شیر

বৎস! পাক লোকদের কার্যকলাপকে নিজের কাজের উপর কেয়াস করিও না। কেননা, 'শের' এবং 'শীর' দুইটি শব্দের রূপ এক প্রকার হইলেও অর্থ এক রকম নহে! শের অর্থ বাঘ। শীর অর্থ দুধ।

শীর আঁ বাশাদ কে মরদ উরা খোরাদ — شیر آں باشد کہ مرد او را خورد
শের আঁ বাশাদ কে মরদাম রা দারাদ — شیر آں باشد که مردم را درد

শীর এমন পদার্থ, যাহা মানুষে খায়, আর শের এমন জন্তু যে মানুষকে ফাড়িয়া-চিরিয়া ফেলে।

জুমলা আলম যীঁ সবব গোমরাহ শোদ — جمله عالم زیں سبب گمراه شد
কম কাসে যাবদালে হক আগাহ্ শোদ — کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

অধিকাংশ লোক এই জন্য পথভ্রষ্ট হইয়াছে যে, তাহারা ওলীআল্লাহ্‌র অবস্থা অবগত নহে।

অর্থাৎ, আবদাল, কুতুব, ওলীআল্লাহ্‌গণ মানুষের মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে চিনিবার জন্য তত্ত্ব-জ্ঞানী দৃষ্টি এবং বিশুদ্ধ বাতেনী জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু যাহারা সকলকে নিজের মত মনে করে, তাহারা তাহাদিগকে চিনিতে পারে না।

আশকিয়ারা দীদায়ে বীনা নাবুদ — اشقیا را دیدهٔ بینا نه بود
নেক ও বদ দার দীদাশাঁ একসাঁ নমুদ — نیک و بد در دیده شاں یکساں نمود

এই হতভাগারা সত্যদর্শী হইতে বঞ্চিত ছিল, কাজেই তাহাদের নযরে নেককার এবং বদকার একই রকম দৃষ্টিগোচর হইত।

হামসরী বা আম্বিয়া বর দাশ্‌তান্দ — همسری با انبیا برداشتند
আওলিয়ারা হামচুঁ খোদ পেন্দাশ্‌তান্দ — اولیا را هم چوں خود پنداشتند

(সুতরাং) নিজেদের ভুল খেয়ালের দ্বারা কখনও তাহারা নিজদিগকে আম্বিয়ায়ে কেরামের মত দাবী করিয়া বসে, আবার (কোন সময়) আল্লাহ্‌র ওলীগণকে নিজেদের সমান মনে করিয়া থাকে!

অর্থাৎ, অসৎ হতভাগ্যদের অন্তর্দৃষ্টি নছীব হয় না, কাজেই ভাল-মন্দ তাহাদের নযরে এক রকম মনে হয়, এই কারণেই তাহারা আম্বিয়ায়ে-কেরামদের সমকক্ষতার দাবী করিত। আম্বিয়ায়ে-কেরামদিগকে নিজেদের মত মনে করিয়া বলিত, আমরাও মানুষ, নবীগণও মানুষ, আমরাও খাই, ঘুমাই; নবীগণও খান, ঘুমান। কোরআনে পাকে আছেঃ قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا অর্থাৎ, কাফেরের দল বলিত, তোমরাও আমাদের মতই মানুষ। তাহাদের অন্ধ দিলে এই কথা আসিল না যে, উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান আছে।

গোফত ঈনাক মা বাশার ঈশাঁ বাশার — گفت اینک ما بشر ایشاں بشر
মাও ঈশাঁ বাস্তায়ে খাবীম ও খোর — ما وایشاں بستۀ خوابیم و خور

তাহারা নিজদিগকে আম্বিয়ায়ে কেরামের সমকক্ষ বলিয়া দাবী করিয়া বলিল, আমরাও মানুষ, আম্বিয়াগণও মানুষ; আমরা এবং তাঁহারা উভয়েই তো নিদ্রা এবং আহারের মুখাপেক্ষী।

ঈঁ নাদানিস্তান্দ ঈশাঁ আয আমা — ایں ندانستند ایشاں از عمی
হাস্ত ফরকে দরমিয়াঁ বে এন্তেহা — هست فرقے درمیاں بے انتہا

তাহারা (অন্তর) দৃষ্টিহীনতার কারণে ইহা বুঝিতে পারিল না যে, উভয়ের মধ্যে অসীম পার্থক্য আছে।

হার দো একগুল খোরদ যম্বুর ও নহল — هر دو یك گل خورد زنبور و نحل
লেকে যীঁ শোদ নেশো যাঁ দেগার আসল — لیك زیں شد نیش و زاں دیگر عسل

বোলতা এবং মৌমাছি উভয়ে একই ফুলের রস আহরণ করিয়া থাকে। কিন্তু একটির মধ্যে উৎপন্ন হয় হুল আর অপরটির মধ্যে উৎপন্ন হয় মধু।

এখন উপরে বর্ণিত বিষয়টির কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন—

হারদো গোঁ আহু গিয়া খোরদন্দো আব — هر دو گوں آهو گیا خوردند و آب
যী একে সরগীঁ শোদো যাঁ মুশ্‌কেনাব — زیں یکے سرگیں شد و زاں مشکناب

উভয় প্রকারের হরিণই ঘাস এবং পানি খাইয়া থাকে। একটির মধ্যে শুধু গোবর উৎপন্ন হয়, অপরটির নাভি হইতে খাঁটি মেশ্‌ক পয়দা হয়।

হার দো নায় খোরদান্দ আয এক আবখোর — هردو نے خوردند از یك آبخور
আঁ একে খালী ওয়াঁ পোর আয শকর — آں یکے خالی واں پر از شکر

উভয় প্রকারের নল (ইক্ষু ও খাগড়া) একই স্থানের রস পান করে, একটির ভিতর শূন্য আর অপরটি চিনিতে পরিপূর্ণ।

ছদ হাযারাঁ ঈঁ চুনীঁ আশবাহ বীঁ — صد هزاراں ایں چنیں اشباه بیں
ফরকে শাঁ হাফতাদ সালা রাহ বীঁ — فرق شاں هفتاد ساله راه بیں

এইরূপ লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে সত্তর বৎসরের পথের (—আকাশ-পাতাল) ব্যবধান রহিয়াছে (গভীরভাবে অনুধাবন কর)।

মোটকথা, দুইটি বস্তুর কোন এক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেই তাহাদের মধ্যকার সর্বপ্রকার ব্যবধান ও বিভিন্নতা তিরোহিত হইয়া যায় না।

ঈঁ খোরাদ গরদাদ পলীদী যূ জুদা — ایں خورد گردد پلیدی زو جدا
ওয়াঁ খোরাদ গরদাদ হামা নূরে খোদা — واں خورد گردد همه نور خدا

বদবখ্‌ত লোক (খাদ্য) খায়, তদ্দ্বারা নাপাক বস্তু নির্গত হয়। আর নেকবখত লোকেরা যাহাকিছু খায় তাহা আল্লাহ্‌র নূরে পরিণত হয়।

অর্থাৎ, বদকার লোকের খাদ্যসমূহ তাহাদের মধ্যে হিংসা ও কৃপণতার প্রবৃত্তিগুলি বর্ধিত করে, আর সৎ লোকের খাদ্য তাহাদের মধ্যে নেক কাজের উৎসাহ্ বাড়ায়।

ঈঁ খোরাদ যাইয়াদ হামা বোখলো হাসাদ — ایں خورد زاید همه بخل وحسد
ওয়াঁ খোরাদ যাইয়াদ হামা এশ্‌কে আহাদ — واں خورد زاید همه عشق احد

অসৎ প্রকৃতির লোক যাহা খায় তাহাতে শুধু কৃপণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, আর সৎ প্রকৃতির লোক যাহা খায় তাহা হইতে আল্লাহ্‌র এশ্‌ক-মহব্বত পয়দা হয়।

অর্থাৎ, সৎ লোক, অসৎ লোক একই ধরনের খাদ্য আহার করে, একই পানি পান করে, কিন্তু সৎ লোকের খাদ্য তাহাদের শারীরিক ও দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখে, নেক কাজ সুসম্পন্ন করার সুযোগ পায়। আর অসৎ লোকের খাদ্য তাহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করে, রোগ-ব্যাধি হইতে বাঁচাইয়া রাখে। ফলে তাহারা তাহাদের কু-প্রবৃত্তিপ্রসূত মন্দ কাজগুলি সমাধা করিতে সমর্থ হয়।

ঈঁ যমীঁ পাকো আঁ শোরাস্ত ও বদ — ایں زمیں پاك و آں شوره ست و بد
ঈঁ ফেরেশ্‌তা পাকো আঁ দেওয়াস্তো দাদ — ایں فرشته پاك و آں دیوست ودد

সৎ লোক উর্বর পাক জমির মত, আর অসৎ লোক লবণাক্ত জমির ন্যায়; একজন ফেরেশ্‌তাসদৃশ, অপরজন দৈত্য-দানব ও হিংস্র জন্তুর মত।

হার দো সুরত গার বাহাম মানাদ রওয়াস্ত — هردو صورت گر بهم ماند رواست
আবে তলখো আবে শীরীঁ রা ছাফাস্ত — آب تلخ و آب شیریں را صفاست

(নেককার ও বদকার) উভয়ের বাহ্যিক আকৃতির দিকে দৃষ্টি করিলে যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়, তাহা অসম্ভব নহে। দেখ, লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি, স্বচ্ছতার দিক দিয়া উভয় পানিই একরূপ।

অথচ লোনা পানি এবং মিঠা পানির মধ্যে কত পার্থক্য। লোনা পানি গলাধঃকরণ করা তো দূরের কথা, মুখে রাখাই দুষ্কর। আর মিঠা পানি কত সহজে উদরে প্রবেশ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

| | |
|---|---|
| জুযকে ছাহেব যওক নাশনাসাদ শরাব | جزکـه صاحب ذوق نشنـاسـد شراب |
| উ শেনাসাদ আবে খোশরায শোরা আব | او شنـاسد اب خوش را ز شوره آب |

রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত পানীয় বস্তু চিনিতে পারে না। সে-ই বুঝিবে যে, ইহা মিষ্টি পানি আর ইহা লবণাক্ত পানি।

| | |
|---|---|
| জুযকে ছাহেব যওক নাশনাসাদ তাউম | جزکـه صاحب ذوق نشنـاسـد طعـوم |
| শহ্দরা না খোরদাহ্ কায় দানাদ যেমোম | شهـد را نا خورده کے دانـد ز موم |

রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কোন বস্তুর স্বাদ অনুভব করিতে পারিবে না; যে কখনও মধু ভক্ষণ করে নাই, সে মোম ও মধুর পার্থক্য কিরূপে বুঝিবে?

ফলকথা, বাতেনী বিচার-শক্তি ঠিক না হইলে ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

| | |
|---|---|
| সেহররা বা মোজেযা কর্দাহ্ কিয়াস | سحـر را بـامـعـجـزه کرده قیـاس |
| হার দোরা বর মকর পেন্দারাদ এসাস | هر دو را بر مکـر پنـدارد اسـاس |

ফেরাউন জাদু এবং মোজেযাকে একরূপ মনে করিয়াছিল এবং উভয় কার্যের ভিত্তি ধোঁকা সাব্যস্ত করিয়াছিল।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, "কাফেরগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে সমকক্ষতার দাবী করিয়াছে।" এখানে পুনরায় সেই বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

| | |
|---|---|
| সাহেরাঁ বা মূসা আযান্তীযাহ্ হা | ساحـراں بامـوسی از اسـتـیـزه ها |
| বর গেরেফতা চূঁ আছায়ে উ আছা | بر گرفـتـه چوں عصـائے او عصـا |

জাদুকরেরা মূসা আলাইহিস্সালামের সহিত প্রতিযোগিতা করার জন্য তাঁহার লাঠির ন্যায় লাঠি আনয়ন করিয়াছিল।

| | |
|---|---|
| যীঁ আছা তা আঁ আছা ফরকেস্ত যরফ | زیں عصـا تا آں عصا فرقیست زرف |
| যীঁ আমল তা আঁ আমল রাহে শেগরফ | زیں عمـل تا آں عمـل راهے شگـرف |

উভয় লাঠির মধ্যে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান; আর জাদুকরদের আমল ও মূসা আলাইহিস্সালামের আমলের মধ্যে অনেক দূরের ব্যবধান।

| | |
|---|---|
| লানাতুল্লাহ্ ঈঁ আমলরা দার কাফা | لعـنـة الله ایـں عمـل را در قفـا |
| রহমাতুল্লাহ্ আঁ আমলরা দার ওফা | رحـمـة الله آں عمـل را در وفـا |

জাদুকরদের আমলের পিছনে আল্লাহ্‌র লা'নত, আর মূসা আলাইহিস্সালামের আমলের সহিত আল্লাহ্‌র রহ্মত; (কেননা, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন করিয়াছিলেন।)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্সালামকে হাতের লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন। যেমন, কোরআন শরীফে বর্ণিত আছেঃ

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ

"আমি মূসাকে আদেশ করিয়াছিলাম, তোমার হাত হইতে লাঠি ফেলিয়া দাও।"

কাফেরাঁ আন্দর মেরে বুযীনা তবা' — کافراں اندر مرے بوزینہ طبع
আফতে আমদ দরূঁ সীনা তবা' — آفتے آمد دروں سینہ طبع

কাফেরদের মধ্যে নবীদের সহিত প্রতিযোগিতা করার বানরের স্বভাব বিদ্যমান, তাহাদের বক্ষাভ্যন্তরে ইহা একটি ছাপ মারা বিপদ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, কাফেরগণ নবীদের সাথে প্রতিযোগিতা করিত, এখানে ঐ বিষয়টির কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

হারচে মরদুম মীকুনাদ বুযীনা হাম — هرچہ مردم میکند بوزینہ هم
আঁ কুনাদ কেয মর্দ বীনাদ দম বদম — آں کند کز مرد بیند دمبدم

মানুষ যাহাকিছু করে, বানরও তাহাই অনুকরণ করে, মানুষকে যাহা করিতে দেখে বানর সর্বদা তাহাই করে।

অর্থাৎ, বানর মানুষের কাজের ন্যায় কাজ করিয়া মনে মনে ভাবে, আমিও মানুষের কাজের মত কাজ করিলাম; অথচ উভয় কাজের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা সে বুঝে না।

ঊ গুমাঁ বোরদা কে করদাম চুঁ ঊ — او گماں بردہ کہ کردم چوں او
ফরক রা কায় বীনাদ আঁ উস্তীযা জো — فرق را کئے بیند آں استیزہ جو

বানর ভাবিল, আমি মানুষের ন্যায় কাজ করিলাম; কিন্তু প্রতিযোগিতা-অন্বেষী বানর কিরূপে পার্থক্য বুঝিবে।

ঈঁ কুনাদ আয আমর ওয়াঁ বাহরেসতীয — ایں کند از امر و آں بهر ستیز
বর সারে উস্তীযাহ রোইয়াঁ খাক রীয — بر سر استیزہ رویاں خاك ریز

মানুষ আদিষ্ট হইয়া কাজ করে, আর বানর তাহা অনুকরণ করে। এই ধরনের হটকারীদের মাথায় মাটি ছুঁড়িয়া মার।

অর্থাৎ, ভাল কাজ ও মন্দ কাজে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তবে উভয়ের মধ্যে সীমাহীন পার্থক্য রহিয়াছে।

আঁ মোনাফেক বা মোয়াফেক দার নামায — آں منافق باموافق در نماز
আয পায়ে উস্তীযাহ আইয়াদ নায় নায়ায — ازپئے استیزہ آید نے نیاز

মোনাফেকরা মুসলমানদের অনুকরণ করিয়া নামায পড়িত, এবাদতের উদ্দেশ্যে নহে।

দার নামাযো রোযা ও হজ্জো যাকাত — در نماز و روزہ و حج و زکوٰت
বা মোনাফেক মোমেনাঁ দার বোরদোমাত — بامنافق مؤمناں در برد ومات

নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাতের প্রতিযোগিতায় কোন সময় মুসলমান অগ্রগামী থাকিত, কোন সময় মোনাফেকরা অগ্রগামী থাকিত।

মোমেনাঁ রা বোর্দ বাশাদ আকেবাত — مؤمنـان را برد باشـد عاقبـت
বর মোনাফেক মাত আন্দর আখেরাত — بر منـافـق مات انـدر آخـرت

পরিশেষে মুমেনদের জয় হইবে এবং আখেরাতে মোনাফেকদের পরাজয় হইবে।

গারচে হারদো বর সারে এক বাযীয়ান্দ — گرچـه هر دو برسريـك بازيـنـد
লেকে বাহাম মারওয়াযী ও রাযীয়ান্দ — ليـك باهـم مروزى و رازى انـد

এখন যদিও উভয়ে এই রকম কাজ করিতেছে, কিন্তু তাহারা পরস্পর একজন 'মারওয়া' দেশের বাসিন্দা, আর অপর জন 'রায' দেশের বাসিন্দা।

অর্থাৎ, উভয় সম্প্রদায়ের কার্য এক প্রকারের হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। মারওয়া খোরাসানের অন্তর্গত একটি দেশ, পূর্বদিকে অবস্থিত। আর 'রায' ইরাকের অন্তর্গত একটি দেশ, পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত।

হার একে সুয়ে মকামে খোদ রাওয়াদ — هريـكے سوئے مقـام خود رود
হার একে বর ওয়াফকে নামে খোদ রাওয়াদ — هريـكے بر وفـق نام خود رود

প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানের দিকে অগ্রসর হইবে। আর প্রত্যেকেই নিজের নাম অনুযায়ী পথ চলিবে।

অর্থাৎ, মোমেনগণ বেহেশ্‌তে গমন করিবে, মোনাফেকরা দোযখে যাইবে। শরীয়ত প্রদত্ত নামকরণ অনুযায়ী তাহাদের সহিত ব্যবহার করা হইবে।

মোমেনাশ খানেশ জানাশ খোশ শাওয়াদ — مؤمـنش خوانـيش جانش خوش شود
ওয়ার মোনাফেক তোন্দো পোর আতশ শাওয়াদ — ور منـافـق تنـد و پر آتش شود

মোমেনকে মোমেন বলিলে তাহার অন্তর তুষ্ট হয়। আর যদি মোনাফেককে মোনাফেক বল, তবে অসন্তুষ্ট এবং অগ্নিমূর্তি ধারণ করে।

নামে আঁ মাহবুবায যাতে ওয়াইয়াস্ত — نام آں محـبـوب از ذات وےاسـت
নামে ঈঁ মাবগূয যে আফাতে ওয়াইয়াস্ত — نام ایـں مبغـوض ز آفـات وےاست

মোমেন নাম তাহার প্রকৃত গুণের কারণেই প্রিয়, আর মোনাফেক নাম তাহার মধ্যকার আপদসমূহের কারণেই অপ্রিয়।

অর্থাৎ, মোমেন শব্দটি যে মোমেনের নিকট প্রিয়, তাহা মোমেন ব্যক্তির নিজের মৌলিক গুণাবলীর কারণেই বটে। মোটকথা, মোমেনের মধ্যকার প্রশংসনীয় গুণাবলী প্রিয়; আর মোনাফেক ও কাফেরদের মধ্যকার ঘৃণিত কাজগুলি নিন্দনীয়। মোমেন শব্দটি প্রশংসনীয় কার্যাবলী এবং মোনাফেক শব্দটি নিন্দনীয় কার্যাবলী বুঝাইতেছে। এই কারণেই শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটি প্রিয়, আর অপরটি অপ্রিয় হইয়াছে।

মীম ও ওয়াও ও মীম ও নূন তাশরীফ নীস্ত — میـم و واؤ ومیم و نون تشریف نیست
লফযে মোমেন জুয পায়ে তা'রীফ নীস্ত — لفـظ مؤمـن جز پئے تعـریـف نیست

মীম ও ওয়াও, মীম নূন—এই হরফগুলি সম্মানের বস্তু নহে, কিন্তু হরফগুলির সমন্বয়ে গঠিত মোমেন শব্দটি পরিচয় জ্ঞাপক।

অর্থাৎ, শব্দের মধ্যে কোন বুযুর্গী নাই, শব্দ তো শুধু পরিচয় এবং পার্থক্য হওয়ার জন্য। বুযুর্গী যাহাকিছু আছে তাহা তাহার অর্থের মধ্যে। কেননা, মোমেন শব্দটি পূর্ণতা এবং কামালিয়াত জ্ঞাপক গুণ।

| | |
|---|---|
| গার মোনাফেক খানিয়াশ ইঁ নামে দোঁ | گر منافق خوانیش ایں نام دوں |
| হামচু কাযদম মী খালাদ দর আন্দরোঁ | همچو کژدم می خلد در اندروں |

যদি তুমি কোন মোনাফেককে মোনাফেক বল, তবে এই অশুভ নাম তাহার অন্তরে বিচ্ছুর ন্যায় দংশন করিবে।

| | |
|---|---|
| গার না আঁ নাম এশ্‌তেকাকে দোযখাস্ত | گرنہ آں نام اشتقاق دوزخست |
| পাস চেরা দর ওয়ায় মযাকে দোযখাস্ত | پس چرا دروے مزاق دوزخست |

ঐ নামটি যদি দোযখ হইতে উদ্ভূত না হইত, তবে কেন সেই নামের মধ্যে দোযখের চরিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ, উহা উচ্চারণ করামাত্র তাহা শ্রবণ করিয়া মোনাফেক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে।

| | |
|---|---|
| যিশতিয়ে ইঁ নামে বদ আয হরফে নীস্ত | زشتی ایں نام بد از حرف نیست |
| তলখীয়ে আঁ আবে বাহ্‌র আয যরফে নীস্ত | تلخی آں آب بحر از ظرف نیست |

এই নামের খারাবী হরফ হইতে সৃষ্টি হয় নাই, সমুদ্রের পানির তিক্ততা পাত্র হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সারকথা এই, সমুদ্রের পানিই তিক্ত। পাত্রের কারণে উহাতে তিক্ততা উৎপন্ন হয় নাই। তদ্রূপ খারাবের অর্থটাই খারাব। শব্দের কারণে উহাতে খারাবী আসে নাই।

| | |
|---|---|
| হরফ যরফ আমাদ দারো মা'নী চূ আব | حرف ظرف آمد درو معنی چو آب |
| বাহ্‌রে মা'নী ইন্‌দাহু উম্মুল কিতাব | بحر معنی عنده ام الکتاب |

হরফ পাত্র-সদৃশ (আর) অর্থ পানির ন্যায়। অর্থের সমুদ্র ঐ সত্তা, যাঁহার নিকট উম্মুল কিতাব রহিয়াছে।

এই বয়েতের প্রথম পাদে উপমাসমূহের তথ্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে মাওলানা রূমী (রঃ) তওহীদের বর্ণনা দিতেছেন। মাওলানা রূমীর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, তওহীদের সহিত কোন বিষয়ের একটু সামঞ্জস্য পাইলেই তওহীদের বর্ণনা আরম্ভ করেন।

পূর্বে অর্থ এবং গুণাবলীর বর্ণনা চলিতেছিল, আর যেহেতু অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র অর্থের সৃষ্টিকর্তা,—তাই আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, ঐ সত্তা অর্থের সমুদ্র, যাঁহার নিকট উম্মুল কিতাব অর্থাৎ, লওহে মাহফুয বিদ্যমান। এখানে আল্লাহ্ তা'আলাকে রূপক অর্থে সমুদ্র বলা হইয়াছে। কারণ, যাবতীয় নদ-নদী, খাল-বিল সবই এক সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়। কেননা, সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্প হইয়া উপরে উঠে, অবশেষে উহা মেঘে রূপান্তরিত হইয়া বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হয় এবং অধিকাংশ পানি নদীতে যাইয়া মিলিত হয়। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তাই বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তিস্থল। শব্দ এবং উহার অর্থ ও বস্তু সবই এই সত্তা হইতে উৎপন্ন। ভাল-মন্দ সকল স্বভাবই তাঁহার সৃষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টিকে দেখিয়া স্রষ্টাকে চিনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা কর, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র লীলাখেলা

অবলোকন কর—কোন্ কোন্ ধরনের পরস্পর বিপরীত অর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, কু-স্বভাব, সু-স্বভাব উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন, গতানুগতিকভাবে উভয়ই চলিতেছে। কোন কোন সময় উভয়টির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। যথা, বদান্যতা ও অপব্যয়, কৃপণতা ও মিতব্যয়িতা, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে শত্রুতা পোষণ ও নফসানী ক্রোধ, নম্রতা ও অপদস্থতা, সৎসাহসী হওয়া ও অহংকার করা, সদ্ভাব অবলম্বন ও অন্যায় দর্শনে নীরবতা, লজ্জাহীনতা ও ধৈর্য-স্থৈর্য অবলম্বন করা। এই সৎস্বভাব ও কু-স্বভাবগুলি পরস্পর সাদৃশ্যমূলক, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি অন্তরাল আছে। যদ্দরুন একটি অপরটির সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না। ঐ অন্তরালটিকেই বরযখ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি স্বভাব ও গুণের বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিক্রিয়াই ঐ বরযখ তথা অন্তরাল বা পর্দা। ঐ পর্দার কারণেই প্রতিটি স্বভাব ও গুণ একটি অপরটি হইতে পৃথক হইয়া যায়। যেমন, বদান্যতার প্রতিক্রিয়া হইতেছে অন্যদের উপকার সাধন করা, আর অপব্যয়ের প্রতিক্রিয়া নিজের আত্মতৃপ্তি চরিতার্থ করা। অধিক ব্যয় উভয়ের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহাদের মধ্যকার পার্থক্য একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করিয়া দেয়। অন্যান্য গুণগুলির মধ্যেও এ ধরনের পার্থক্য রহিয়াছে। পরবর্তী বয়েতে এই পার্থক্যের একটি উপমা বর্ণনা করিতেছেন।

বাহ্‌রে তলখো বাহ্‌রে শীরীঁ হামএনাঁ — بحر تلخ و بحر شیریں همعناں
দরমিয়াঁ শাঁ বারযাখুন লা ইয়াবগিয়াঁ — درمیاں شاں برزخ لایبغیاں

লবণাক্ত পানিবিশিষ্ট এবং মিষ্টি পানিবিশিষ্ট নদী একই সঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। উহাদের মধ্যে একটি আড়াল বিদ্যমান, তাই একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

দাঁকে ইঁ হার দো যে এক আছ্‌লী রাওয়াঁ — داں که ایں هردو ز یك اصلی رواں
বর গুযর যী হার দো রাওতা আছ্‌লে আঁ — برگزر زیں هر دو روتا اصل آں

স্মরণ রাখ, উভয় নদী একই উৎস হইতে প্রবাহিত, তুমি উভয় নদীকে অতিক্রম করিয়া উহাদের উৎপত্তিস্থলে যাইয়া উপস্থিত হও।

ভাল-মন্দ, সৎ স্বভাব ও কু-স্বভাব, প্রত্যেকটির উৎস এক সত্তা আল্লাহ্। ভাল-মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র রাজ্যে কাহারও কিছু করার অধিকার নাই। আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক ছেফতী নাম "হাদী"—পথপ্রদর্শক, অপর একটি ছেফতী নাম "মুদেল্ল" مضل। অর্থাৎ, পথ ভ্রষ্টকারী। মানুষ যখন তাহার খোদাপ্রদত্ত শক্তিটুকু সৎ কাজে ব্যয় করে, তখন আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই ছেফতকে ছেফতে হাদী বলে। আর বান্দা যখন কুপথে চলার জন্য উদ্যোগী হয়, আল্লাহ্ পাক তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বলপূর্বক বিরত রাখেন না, সেই কাজের শক্তি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে প্রদান করেন।

যররে কলবো যররে নেকু দর ঈয়ার — زر قلب و زر نیکو در عیار
বে মহক হারগেয না দানী এ'তেবার — بے محك هرگز ندانی اعتبار

মেকী (কৃত্রিম) স্বর্ণ এবং খাঁটি স্বর্ণ কষ্টি পাথরে যাচাই না করিয়া বিশ্বাস করিও না।

হার কেরা দর জানে খোদা বেনহাদ মহক — هرکرا در جاں خدا بنهد محك
মর একীরা বায দানাদ উ যেশক — مر یقیں را باز داند او ز شك

যাহার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা কষ্টি পাথর রাখিয়াছেন, সে একীন ও সন্দেহের মধ্যে নিহিত পার্থক্য স্পষ্ট বুঝিতে পারে।

অর্থাৎ, খাঁটি ও মেকী সোনা দেখিতে একই রকম। ইহা যাচাই করিবার জন্য কষ্টি পাথরের প্রয়োজন। এইরূপে প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং নিন্দনীয় গুণাবলী চিনিবার জন্য বাতেনী দৃষ্টির প্রয়োজন। যাহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা অন্তর্দৃষ্টির আলো দান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি একীন-প্রসূত সৎ গুণাবলী এবং সন্দেহ-প্রসূত অসৎ গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য করিতে পারেন।

আঁকে গোফতাসতাফ্‌তে কালবাক্ মোস্তফা — آنکه گفت استفت قلبك مصطفى
আঁ কাসে দানাদ কে পোর বুদায ওফা — آں کسے داند که پر بود از وفا

আমাদের নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন, অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের কারণে যাঁহার অন্তর নূরে ভরপুর, তিনিই ভাল-মন্দ অনুভব করিবেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, استفت قلبك অর্থাৎ, যেসকল বিষয়ে সন্দেহ হয় এবং উহা নিরসনের জন্য শরীয়তের কোন সুষ্ঠু দলীল পাওয়া না যায়, সেগুলি সম্বন্ধে নিজের অন্তরের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তদনুযায়ী আমল করিবে। ইহা সকলের জন্য নহে; বরং যিনি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনে তৎপর এবং উহার কারণে তিনি অন্তরদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অন্তর এত নিখুঁত হইয়া যায় যে, তাঁহার ফতোয়া (মীমাংসা) এরূপ কার্যে গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে।

দর দাহানে যিন্দা খাশাকে জাহাদ — در دهان زنده خاشاکے جهد
আঁকে আরামাদ কে বেরূনাশ নেহাদ — آنکه آرامد که بیرونش نهد

জীবিত লোকের মুখের কাঁটা তালাশ করা হয়, যখন উহাকে বাহির করা হয়, তখন সে শান্তি পায়।

অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সন্দেহজনক বিষয়গুলির পরিচয় পাওয়ার দৃষ্টান্ত এই—যেমন জীবিত লোকের মুখে খাদ্যের সহিত কোন কাঁটা প্রবেশ করিলে তাহা বাহির না করা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না, তাহার অনুভব-শক্তিই তাহাকে কাঁটার সন্ধান করিয়া দিবে।

দর হাযারাঁ লোকমা এক খাশাকে খোর্দ — در هزاراں لقمه يك خاشاك خورد
চুঁ দরামদ হিস্‌সে যিন্দাহ পায় বা বোর্দ — چوں درآمد حس زنده پئے به برد

অনেক খাদ্যের মধ্যে একটি কুটা প্রবেশ করিলে জীবিত লোকের অনুভব-শক্তি উহা বাহির করিয়া দিবে।

এইরূপে যাঁহাদের ভিতরে অন্তর্দৃষ্টির আলো রহিয়াছে, তাঁহারা বাতেনী জীবন লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বাতেনী ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলির পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারেন।

হিস্‌সে দুনয়া নরদবানে ঈঁ জাহাঁ — حس دنيا نردبان ايں جهاں
হিস্‌সে উক্‌বা নরদবানে আসমাঁ — حس عقبے نردبان آسماں

পার্থিব ইন্দ্রিয়-চেতনা এই দুনিয়ার (উন্নতির) সিঁড়িস্বরূপ, বাতেনী অনুভূতিশক্তি আসমানে আরোহণের সিঁড়িস্বরূপ।

অর্থাৎ, দুনিয়ার অনুভব-শক্তি তো শুধু এই নিম্ন-জগতের জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায়, আর বাতেনী অনুভূতি-শক্তি অর্থাৎ, নূরে মারেফত উর্ধ্বজগতের রহস্যাবলীর জ্ঞানলাভের উপায়।

ছেহ্হাতে ঈঁ হিস বোজোয়েদ আয তবীব — صحت ایں حس بجوئید از طبیب
ছেহ্হাতে আঁ হিস বোজোয়েদ আয হাবীব — صحت آں حس بجوئید ازحبیب

দৈহিক অনুভূতির সুস্থতা কামনা করিলে চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ কর। আর রূহানী অনুভূতির উন্নতি চাহিলে মাহ্‌বুবের শরণাপন্ন হও। অর্থাৎ, কামেল মুর্শিদের আশ্রয় গ্রহণ কর।

ছেহ্হাতে ঈঁ হিস যে মামুরীয়ে তন — صحت ایں حس ز معموری تن
ছেহ্হাতে আঁ হিস যে তাখরীবে বদন — صحت آں حس ز تخریب بدن

দৈহিক অনুভূতির সুস্থতা দেহের সুস্থতা দ্বারা লাভ করা যায়। আর ঐ অনুভবশক্তির সুস্থতা দেহকে বিনষ্ট করিয়া দিলে লাভ হয়।

অর্থাৎ, নূরে মা'রেফত অর্জন কর, আর উহা অর্জনের উদ্দেশ্যে কামেল পীরের খেদমতে যাও। তিনি যেসমস্ত কঠিন রিয়াযত অর্থাৎ, কঠোর সাধনা করিতে, নফসানী খাহেশ ত্যাগ করিতে ও স্বাদ উপভোগের মাত্রা কমাইয়া দিতে নির্দেশ প্রদান করেন, তাহাতে যদিও তোমার দৈহিক ক্ষতি হইতে পারে, তথাপি উহা সহ্য কর। তবেই নূরে মা'রেফত ভাগ্যে ঘটিবে এবং ভাল-মন্দ বুঝিতে পারিবে, আর বিশিষ্ট লোক ও সাধারণ লোকের পার্থক্য করিতে পারিবে।

শাহে জাঁ মর জেসম রা বীরাঁ কুনাদ — شاه جاں مر جسم را ویراں کند
বাদে বীরানেশ আবাদাঁ কুনাদ — بعد ویرانیش آباداں کند

জানের বাদশাহ দেহকে উজাড় করেন, উজাড় করার পর উহাকে আবাদ করেন।

এখানে তরীকতপন্থীকে সাহস ও উৎসাহ দেওয়া হইতেছে যে, কঠোর পরিশ্রমের কারণে নফসানী খাহেশ ও দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করা কমাইয়া দিতে হয়, কিংবা অন্যবিধ কোন ক্ষতি হইলে তাহাতে ভয় পাওয়া উচিত নহে। কেননা, ইহাতে উত্তম ফল পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ, রূহানী জীবন ও শক্তি ভাগ্যে ঘটিবে। যদি দেহকে ফানা করিয়া দিয়া রূহের অনন্ত শান্তি লাভ হয়, তবে তাহাতে ক্ষতি কি? এই মর্মে মাওলানা (রঃ) বলিতেছেন, জানের মালিক আল্লাহ্ প্রথমে দেহকে অনাবাদ করিয়া দিবেন। অর্থাৎ, রিয়াযত ও সাধনার বিভিন্ন পন্থা মুর্শিদকে জানাইয়া দিবেন এবং তদনুযায়ী মুর্শিদ মুরীদকে তা'লীম দিবেন। মুরীদ শরীরপাত করিয়া তদনুযায়ী আমল করিবে। অতঃপর তাহাকে আবাদ করিবেন। অর্থাৎ, তাহার রূহানী জীবন লাভ হইবে। তাহাতে দেহ সত্যিকারের আবাদী লাভ করিবে। কেননা, রূহানী জীবনলাভের ফলে পরকালে নাজাত, বেহেশতের নানাবিধ নেয়ামত, সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করিবে। এই সমস্ত নেয়ামত এই দেহই ভোগ করিবে। কেননা, হক্কানী ওলামায়ে কেরামের মতে, হাশরের মাঠে এই দেহকেই পুনর্জীবিত করিয়া উঠান হইবে। অতঃপর বলেনঃ

আয় খুনাক জানেকে বাহরে এশ্‌কে হাল — اے خنک جانیکه بهر عشق حال
বযলে কর্দো খানোমানো মুলকো মাল — بذل کرد او خانمان و ملك و مال

শোন, ঐ জীবন এই জন্য সর্বাপেক্ষা তুষ্ট ও সন্তুষ্ট যে, প্রেমের প্রেক্ষিতে নিজের ধন, সম্পদ, বাড়ী-ঘর সবকিছু লুটাইয়া দেয়।

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে ভবিষ্যতের অনন্ত ও অফুরন্ত নেয়ামতের মহব্বতে ও কামনায় নিজের পার্থিব সমস্ত ধন-দৌলত ও মাল-সামান ব্যয় করিয়া ফেলে।

| | |
|---|---|
| কর্দ বীরাঁ খানা বাহরে গঞ্জ ও যর | کرد ویـراں خانـہ بهـر گنـج و زر |
| ওয়ায হামাঁ গাঞ্জাশ কুনাদ মামুরতর | وز همـاں گنـجش کنـد معمـورتـر |

স্বর্ণ ও ধনভাণ্ডারের জন্য যদি কেহ বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে ঐ ধনভাণ্ডার দ্বারা আরও ভালরূপে পুনঃনির্মাণ করিবে।

এখানে পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, কেহ অনুসন্ধানে জানিতে পারিল, তাহার বাসগৃহের নীচে ধনভাণ্ডার প্রোথিত আছে। সে ঐ ঘর খুঁড়িয়া ধনভাণ্ডার বাহির করিয়া সেই ধন দ্বারা ঘরটিকে আরো সুন্দররূপে নির্মাণ ও আবাদ করিয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| আবরা বোবরীদু জোরা পাক কর্দ | آب را ببـریـد وجـو را پاك کرد |
| বাদাযাঁ দর জো রওয়াঁ কর্দ আবখুর্দ | بعـد ازاں در جوروان کرد آبـخـورد |

(মনে কর,) সে পানি বন্ধ করিয়া নহরকে পরিষ্কার করিল, অতঃপর নহরে পানি চালু করিয়া দিল।

| | |
|---|---|
| পোস্ত রা বেশেগাফত পায়কাঁ রা কাশীদ | پوست را بشگافت پیکـاں را کشیـد |
| পোস্ত তাযা বাদাযানাশ বর দমীদ | پوسـت تازه بعـد ازانش بر دمـیـد |

(মনে কর,) সে চামড়া কাটিয়া তীরের ফলক বাহির করিল, অতঃপর সেখানে নূতন চামড়া গজাইয়া উঠিল।

| | |
|---|---|
| কেলআ বীরাঁ কর্দ ওয়ায কাফের সাতাদ | قلعـه ویـراں کرد و از کافـرسـتـد |
| বাদাযাঁ বর সাখতাশ ছদ বোরজো সদ | بعد ازاں بر ساختش صد برج و سد |

(মনে কর,) সে দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া কাফেরের হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। তারপর উহার শত শত বুরুজ ও দেওয়াল নির্মাণ করিল।

অর্থাৎ, কাফেরের অধীনস্থ কোন দুর্গ মুসলমানগণ অবরোধ করিল, তখন উহা জয় করিবার জন্য গোলাবারুদের সাহায্যে দুর্গ-প্রাচীর চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিয়া দুর্গটি জয় করিয়া লইল। পরে নিজেদের ইচ্ছামত নূতন করিয়া পূর্বাপেক্ষা আরও সুন্দর মজবুত করিয়া নির্মাণ করিল।

সারকথা, দৃষ্টান্তগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রত্যেকটিতে প্রথমে ক্ষতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। যে ব্যক্তি ইহার পরিণাম চিন্তা করে না, তাহার পক্ষে এরূপ ক্ষতি বরদাশত করা কঠিন এবং কষ্টদায়ক হইবে। কিন্তু এই ক্ষতি স্বীকার করার মধ্যে যেহেতু মঙ্গলই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, তাই যাহারা পরিণাম চিন্তা করে তাহারা দেখিবে যে, এই আশু ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইলে অচিরেই ইহার পরিবর্তে পূর্বাপেক্ষা উত্তম আবাদী এবং রওনক হইবে। কাজেই ভবিষ্যতে অধিক মঙ্গলের আশায় বর্তমান ক্ষতিকে অকাতরে স্বীকার করিয়া শরীরকে বিরান ও নিপাত করার অবস্থাও এইরূপই বটে। কেননা, ইহার পরিবর্তে রূহের স্থায়ী আবাদী লাভ হয়। সুতরাং জ্ঞানী লোকের উচিত, শরীরপাত করিতে অসন্তুষ্ট বা অসম্মত না হইয়া বরং আনন্দের সহিত এই ক্ষতি বরণ করিয়া লওয়া।

এখানে দুইটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। নফসের দুনিয়াবী উপভোগ্য বস্তুগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। (১) তাহার প্রাপ্য হকসমূহ, (২) দুনিয়ার সাধারণ উপভোগ্য বস্তুসমূহ। তরীকতের পথে রিয়াযত

ও মোজাহাদা করাইবার সময় তাহার সাধারণ উপভোগ্য বস্তুসমূহ হ্রাস করান বা একেবারে ত্যাগ করানও যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রাপ্য হকসমূহ নষ্ট করা যাইতে পারে না; ইহা সুন্নতের পরিপন্থীও বটে। হাদীস শরীফে আছে— ان لنفسك عليك حقا অর্থাৎ, তোমার উপর তোমার নফসেরও হক আছে।

বস্তুত নফসের হক নষ্ট করা বাতেনের জন্যও ক্ষতিকর। কেননা, ইহাতে দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ফলে প্রয়োজনীয় এবাদত ও ওযীফা সমাধা করিতে অক্ষম হয়, সুতরাং বাতেনের উন্নতি ব্যাহত হয়।

বুযুর্গানে দ্বীন মোজাহাদা এবং রিয়াযতের সুবিধার্থে যে সুখ উপভোগ ত্যাগ করাইয়াছেন, তাহা ক্ষেত্রবিশেষে নফসানী রোগের চিকিৎসার জন্য করাইয়াছেন; যেমন কোন দৈহিক রোগের রোগী কোন শক্তিবর্ধক খাদ্য বর্জন করিয়া থাকে। এই সুখ উপভোগ ত্যাগ করাকে এবাদত কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যলাভের উপায় মনে করা হয় না।

এই কথাটি আল্লাহ্ পাকের বাণী لاتحرموا طيبات الاية অর্থাৎ, "তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার হালালকৃত উত্তম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করিয়া লইও না এবং সীমালংঘন করিও না" এই কথার পরিপন্থী নহে। অতএব, মোজাহাদার জন্য উত্তম খাদ্য বর্জন করান বেদআতও নহে। কেননা, ইহা এবাদত বা আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যলাভের নিয়তে হইলে বেদআত বলিয়া গণ্য হইত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একটি রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেনঃ من الاسراف ان تاكل كل ما اشتهيت অর্থাৎ, "যত বস্তু তোমার খাইতে লিপ্সা হয়, সবকিছু খাওয়া অপব্যয়ের শামিল।" অতএব, নফসের এছলাহের প্রয়োজনে কোন কোন খাদ্য ত্যাগ করা বেদআত নহে।

অতএব, মুর্শিদে কামেল মুরীদকে উপভোগ্য বস্তু কম করিতে বা বর্জন করিতে নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইলে নফসের মধ্যে পাশবিক শক্তি প্রবল হইয়া উঠে। ফলে এবাদতে ও রিয়াযতে অলসতা আসিয়া গোনাহ্র কাজের প্রবৃত্তি প্রবল হয়। কোন কোন সময় তরীকতপন্থীগণ এই কারণেও উপাদেয় ও উপভোগ্য বস্তু বর্জন করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বতের প্রকাশবশত ঐ সমস্ত ভোগবিলাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপও হয় না। তখন ইহা হয় তাহার অনিচ্ছামূলক বর্জন। কাজেই ইহা সুন্নতও নহে, বেদআতও নহে।

| | |
|---|---|
| কারে বেচূঁরা কে কায়ফিয়াত নেহাদ | کار بیچون را که کیفیت نهد |
| ঈঁ কে গোফতাম হাম যরূরত মী দেহাদ | اینکه گفتم هم ضرورت میدهد |

যাঁহার কাজ আলোচনার ঊর্ধ্বে, কোন্ ব্যক্তি সেই কাজের অবস্থা বর্ণনা করিতে পারে? যাহাকিছু বলিলাম, তাহা শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই বলিয়াছি।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যলাভের জন্য রিয়াযত ও মোজাহাদা প্রয়োজন। এখন বলিতেছেন, আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করা শুধু মোজাহাদার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা করেন, সাধনা ব্যতীতই তাহাকে মনজিলে মকসুদে পৌঁছাইয়া দেন। এখানে যে মোজাহাদার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা হইল মোজাহাদার প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা। দুনিয়া উপায়-উপকরণের স্থল। আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের উপায়-উপকরণ এই সাধনা ও মোজাহাদা। অবশ্য আল্লাহ্ স্বয়ং ইচ্ছা করিলে সাধনা ব্যতীতই সেই নৈকট্য লাভ করিতে পারে।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্যলাভের দুইটি পন্থা। একটি তরীকে সুলূক, অর্থাৎ, তরীকতপন্থীগণ সাধনা-মোজাহাদা করিতে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বাতেনী দৌলত ও রূহানী হায়াত দান করেন। আর একটি পন্থা তরীকে জযব। প্রথমে অন্তরে আল্লাহ্‌র ভালাবাসা বদ্ধমূল হয়, তারপর সাধনা-মোজাহাদা করিয়া ক্রমে ক্রমে তরীকতের পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ধীরে ধীরে উহাতে পূর্ণতা অর্জন করে। তরীকতপন্থী নিজের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার লীলাখেলা অনুভব করিতে থাকে এবং বিস্মিত হইতে থাকে। মাওলানা (রঃ) পরবর্তী বয়েতে এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন।

গাহ্ চুনীঁ বোন্‌মাইয়াদ ও গাহ্ জিদ্দে ইঁ — گه چنیں بنماید و گه ضد ایں
জুযকে হয়রানী নাবাশাদ কারে দীঁ — جزکه حیرانی نباشد کار دیں

কোন সময় এক ধরনের তাজাল্লী দেখান, অন্য সময় অন্য ধরনের, মারেফতের কার্যাবলী সবটুকুই আশ্চর্যজনক।

অর্থাৎ, আরেফের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন ধরনের তাজাল্লীর বিকাশ হইতে থাকে, আর এদিকে আরেফ হতবাক ও আশ্চর্যান্বিত হইতে থাকে, আল্লাহ্‌র বহুবিধ তাজাল্লী অবলোকন করিয়া হতবাক হওয়া ও বিস্ময় প্রকাশ করা তরীকতপন্থীর সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

কামেলাঁ কেয সেররে তাহ্‌কীক আগাহান্দ — کاملاں کز سر تحقیق آگهند
বে খোদো হয়রাঁ ও মাস্তো ওয়ালাহান্দ — بے خود و حیراں و مست و واله اند

যেসমস্ত কামেল ওলী এই গুপ্ত রহস্য অবগত আছেন, তাঁহারা নিজ সত্তাকে ভুলিয়া দিশাহারা এবং পাগলপারা হইয়া থাকেন।

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র লীলা দর্শনে শুধু তরীকতপন্থীরাই হতবাক ও আশ্চর্যান্বিত হন না; বরং কামেলগণও অহরহ আল্লাহ্‌র কুদরত দর্শনে বিভোর হইয়া থাকেন।

নায় চুনাঁ হয়রাঁ কে পোশতাশ সূয়ে উস্ত — نے چناں حیراں که پشتش سوے اوست
বাল চুনীঁ হয়রাঁ কে গরকো মাস্তে দোস্ত — بل چنیں حیراں که غرق و مست دوست

এই ধরনের বিভোর নহে যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে; বরং এমন বিভোর যে, দোস্তের ভালবাসায় তাহারা নিমগ্ন ও আত্মহারা থাকেন।

এখানে বর্ণনা করিতেছেন যে, বিস্ময় দুই প্রকার, এক প্রকারের বিস্ময়, যদ্দ্বারা সন্দেহের উৎপত্তি হয়, ইহা নিন্দনীয়। কেননা, সন্দেহ ও অছওয়াছা আসিলে মাহ্‌বুবের নৈকট্য লাভ করার আর কোন পথ থাকে না। আর এক প্রকার বিস্ময় প্রশংসনীয়—তাহা হইল এলমে এলাহীতে নিমগ্ন এবং বিভোর থাকা।

আঁ একেরা রোয়ে উ শোদ সূয়ে দোস্ত — آں یکے را روئے او شد سوئے دوست
ওয়ীঁ একেরা রোয়ে উ খোদ রোয়ে দোস্ত — ویں یکے را روئے او خود روئے دوست

একজন ঐ ব্যক্তি, যাহার মুখ দোস্তের প্রতি নিবদ্ধ, আর একজন ঐ ব্যক্তি যে, দোস্তের মুখই তাহার মুখ।

এখানে বলিতেছেন, প্রশংসনীয় আত্ম-বিহ্বলতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী—তাহার নিমগ্নতা অপেক্ষাকৃত কম। অর্থাৎ, ছালেক ও আরেফ আল্লাহ্‌র দিকে এত মনোনিবেশ

করিয়াছেন যে, তিনি নিজেকে এবং বন্ধুকে পার্থক্য করিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণী—আল্লাহ্‌তে এত গভীর নিমগ্ন হওয়া যে, তিনি স্বীয় সত্তার খবরই রাখেন না। এক দোস্ত ব্যতীত অন্য কাহারও কোন সত্তা আছে কিনা এই খবরই তিনি রাখেন না। অর্থাৎ, নিজেকে আল্লাহ্‌র ধ্যান-ধারণার মধ্যে একেবারেই ফানা ও বিলীন করিয়া দিয়াছেন।

রোয়ে হার এক মী নেগার মী দার পাস — روئے هریک می نگر میدار پاس
বো কে গরদী তূয়ে খেদমত রূ শেনাস — بوکه گردی تو ز خدمت روشناس

উভয় শ্রেণীর ওলীদের যিয়ারত কর ও তাঁহাদের সম্মান কর। সম্ভবত তাঁহাদের খেদমতের বরকতে (হক্কানী ও কৃত্রিম) উভয় প্রকার লোকদের পার্থক্য করার তৌফিক হইবে।

অর্থাৎ, বুযুর্গ লোকদের সাহচর্যের কল্যাণে আল্লাহ্‌র মা'রেফতের পথ প্রশস্ত হইবে, আহ্‌লে হক ও আহ্‌লে বাতেলের মধ্যে সহজেই পার্থক্য করিতে পারিবে। সাদৃশ্য বিষয়সমূহের ব্যবধান বুঝিতে পারিবে, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদির পার্থক্য অনুধাবন করিতে যে সঠিক অনুভব-শক্তির প্রয়োজন, কামেল মুর্শেদের দ্বারা উহার সত্যতা যাচাই করিতে হইবে।

দীদানে দানা এবাদত ঈঁ বুওয়াদ — دیدن دانا عبادت ایں بود
ফতহে আবওয়াবে সাআদাত ঈঁ বুওয়াদ — فتح ابواب سعادت ایں بود

এই সমস্ত বুযুর্গদের যিয়ারত করা এবাদত, ইঁহাদের খেদমতের কল্যাণে সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত হয়।

অর্থাৎ, সর্বসাধারণের মুখে একটি বাক্য প্রচলিত আছে যে, "আলেমের চেহারা দর্শন করাও এবাদত।" এখানে আলেম বলিতে আল্লাহ্‌ওয়ালা আলেমকে বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের দর্শন করিলে ও খেদমত করিলে সৌভাগ্যের দর্শন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। হাদীস শরীফে আছে— اذا راوا ذكر الله অর্থাৎ, তাঁহাদের দর্শন করিলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়।

## কামেল পীর ও বাতেল পীরের পার্থক্য

পূর্বের বয়েতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন কোন সময় হক এবং বাতেলের মধ্যে পার্থক্য করা মুশ্‌কিল হইয়া পড়ে; সুতরাং পার্থক্য বুঝিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। এই পার্থক্য করিতে না পারার দরুন অনেকে ধোঁকায় পড়িয়া ভণ্ড পীরকে কামেল পীর মনে করিয়া তাহার কাছে মুরীদ হয় এবং চিরতরে বরবাদ হয়। এই বিষয়টি মাওলানা রূমী (রঃ) সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিতেছেন। কিংবা বলা যাইতে পারে যে, পূর্বে বলা হইয়াছে, সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলির মীমাংসা করার জন্য যেই অনুভূতি প্রয়োজন, মুর্শেদে কামেল দ্বারা সেই অনুভূতি ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। অতএব, মাওলানা (রঃ) বলিতেছেন, যাকে তাকে মুর্শেদ বানানো ঠিক নহে। কামেল পীর চিনিয়া ও তাঁহার সঠিক পরিচয় অবহিত হইয়া পরে মুরীদ হইবে, নতুবা উপকারের স্থলে অপকারের সম্ভাবনাই বেশী।

চুঁ বাসে ইব্‌লীসে আদম রোয়ে হাস্ত — چوں بسے ابلیس آدم روئے هست
পাস বাহার দাস্তে না বাইয়াদ দাদে দাস্ত — پس بهر دستے نباید داد دست

যেহেতু মানুষের আকৃতিতে বহু শয়তান রহিয়াছে। তাই (অনুসন্ধান ব্যতীত) যেকোন হাতে হাত দেওয়া উচিত নহে।

অর্থাৎ, মানুষরূপী বহু শয়তান দুনিয়াতে বিচরণ করিতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকে দুই শ্রেণীর শয়তানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান। কাজেই অনুসন্ধান না করিয়া কাহারও হাতে বায়আত হওয়া উচিত নহে। অতঃপর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতেছেনঃ

যাঁকে সাইয়াদ আওয়ারাদ বাঙ্গে ছফীর — زانکه صیاد آورد بانگ صفیر
তা ফেরীবাদ মোরগ রা আঁ মোরগ গীর — تا فریبد مرغ را آں مرغ گیر

শিকারী কোন সময় পাখীর আওয়াযের ন্যায় আওয়ায করে, যেন ঐ পাখী-শিকারী কোন পাখীকে ধোঁকায় ফেলিতে সক্ষম হয়।

বেশনোয়াদ আঁ মোরগ বাঙ্গে জিনসে খেশ — بشنود آں مرغ بانگ جنس خویش
আয হাওয়া আইয়াদ বাইয়াবদ দামো নেশ — از هوا آید بیابد دام و نیش

পাখী নিজের স্বজাতির আওয়ায শুনিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে নামিয়া আসে, অবশেষে ফাঁদ ও ছুরির আযাবের মধ্যে আবদ্ধ হয়।

হরফে দরবেশাঁ বো দোযদাদ মর্দে দোঁ — حرف درویشاں بدزدد مرد دوں
তা বেখানাদ বর সলীমে যাঁ ফসুঁ — تا بخواند بر سلیمے زاں فسوں

এরূপে ভণ্ড লোকেরা (হক্কানী) দরবেশদের কিছু কথাবার্তা চুরি করিয়া লয়, আর সাদাসিধা লোকদেরে ঐ মন্ত্র পড়িয়া প্রভাবিত করে।

অর্থাৎ, সরলমনা দ্বীন-অন্বেষী ব্যক্তিগণ ভণ্ডদের মুখে দ্বীনের কথা শুনিয়া সরল অন্তঃকরণে তাহাদিগকে বিশ্বাস করে এবং তাহাদের মুখস্থ করা দরবেশী বুলিতে প্রভাবিত হইয়া তাহাদের কাছে মুরীদ হয়। পরিণামে পথভ্রষ্ট হইয়া নিজেদের সর্বনাশ করে।

কারে মরদাঁ রৌশনী ও গরমীয়াস্ত — کار مرداں روشنی و گرمی ست
কারে দোনাঁ হীলা ও বে শরমীয়াস্ত — کار دوناں حیله و بے شرمی ست

হক্কানী লোকদের কার্যে হেদায়তের আলো এবং এশ্কের উত্তাপ বর্তমান থাকে, আর ধোঁকাবাজদের কার্য শুধু প্রতারণা এবং নির্লজ্জতামূলক।

এই বয়েতটিতে মাওলানা রূমী কামেল পীরের পরিচয় মোটামুটি বর্ণনা করিয়াছেন। দৈহিক রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন এরূপ চিকিৎসকের প্রয়োজন, যিনি নিজে সুস্থ ও সবল এবং অন্যের রোগের চিকিৎসা করিতেও সক্ষম। চিকিৎসক রুগ্ন হইলে অন্যের চিকিৎসা করিতে পারে না। কেননা, চিকিৎসাশাস্ত্র মতে 'রুগ্ন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রও রুগ্ন হয়।" (رای العلیل علیل) তদনুসারে চিকিৎসক যদি রুগ্ন হন, তবে তাঁহার ব্যবস্থাপত্রও নির্ভযোগ্য হইবে না। আর যদি তিনি সুস্থ ও সবল হন, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হন, তবুও তিনি রোগীর কোন উপকার সাধন করিতে পারেন না। এইরূপ বাতেনী রোগের চিকিৎসার জন্যও এমন পীর ও মুর্শেদের প্রয়োজন, যিনি নিজেও পরহেযগার হন এবং বেদআতী বা ফাসেক নহেন, আর অন্য লোককেও তালীম ও তরবিয়ত প্রদান করিতে পারেন। কেননা, যদি তাঁহার আকীদা ও আমল-আখলাক খারাব হয়, তবে প্রথমতঃ—তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া মুরীদকে তালীম দিবেন কি না তৎসম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া

যায় না; বরং তিনি যে নিজের আকীদা অনুযায়ী মুরীদকে তা'লীম দেওয়ার চেষ্টা করিবেন এই সম্ভাবনাই বেশী। আর যেহেতু নিজে আমল করেন না এই জন্য তিনি মুরীদকে আমলের উপদেশ দিতে ইতস্তত করিবেন। তিনি মনে করিবেন, যে কাজ আমি করি না তাহা করিবার জন্য মুরীদকে কিরূপে উপদেশ দিব? মোটকথা, বদ আ'মল পীর সর্বদা নিজের বদ আমলের বিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ভাল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে মুরীদকে পথভ্রষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—সে যাহা তালীম দিবে, তাহাতে নূর, বরকত, গায়েবী মদদ এবং ক্রিয়া কিছুই হইবে না। এইরূপে পীর যদি নিজে নেককার ও পরহেযগার হন, কিন্তু বাতেনী তালীম-তরবিয়ত প্রদানের নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হন, তবে তিনিও মুরীদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইবেন না।

আর যেরূপে দৈহিক রোগের চিকিৎসকের প্রকৃত পরিচয় এইরূপে পাওয়া যায় যে, সে নিজে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে এবং কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকের সাহচর্যে থাকিয়া এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, জ্ঞানী লোকেরা চিকিৎসার জন্য তাহার কাছে যাতায়াত করে, তাহার হাতে বহু রোগী আরোগ্যলাভও করিতেছে। তদ্রূপ পীরে কামেলের আলামত এই যে, কোন কামেল পীরের খেদমতে থাকিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ওলামা ও সুফী সমাজ তাঁহাকে ভাল মনে করিতেছেন এবং তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহার সংসর্গে থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে উন্নতি এবং দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পায়। তাঁহার খেদমতে অবস্থানকারীদের চারিত্রিক ও আত্মিক সংশোধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া অনুমিত হয়, তবেই বুঝিবে যে, এরূপ লোক পীর হওয়ার যোগ্য। তাঁহাকে পরশমণি মনে করিবে।

মোটকথা, কামেল পীরের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকিতে হইবে— পরহেযগার হওয়া, নেককার হওয়া, সুন্নতের পাবন্দ হওয়া, আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী এল্‌মের আলেম হওয়া, কোন কামেল পীরের সংসর্গে থাকিয়া বাতেনী ফায়দা লাভ করিয়াছেন, জ্ঞানী ও আলেম সমাজ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট, তাঁহার সংসর্গ ক্রিয়াশীল। এসমস্ত গুণে গুণী পীরের দ্বারা মুরীদদের অবস্থার সংশোধন হইয়া থাকে।

শেরে পশমী আয বরায়ে গাদ কুনান্দ — شیر پشمیں ازبرائے گد کنند
বু মোসায়লাম রা লকব আহ্‌মদ কুনান্দ — بومسیلم را لقب احمد کنند

ধোঁকাবাজ লোকেরা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য পশম দ্বারা বাঘ তৈয়ার করে, আর (সাধারণেরা) মোসায়লামা কায্‌যাবকে আহ্‌মদ উপাধিতে প্রচার করে।

অর্থাৎ, ভিক্ষুকের দল পশমের কৃত্রিম বাঘ তৈয়ার করিয়া লাঠির অগ্রভাগে লটকায়, যাহা বাস্তবে বাঘ নহে; বরং ভিক্ষাবৃত্তির একটি অবলম্বনমাত্র। অনুরূপভাবে ধোঁকাবাজ লোকেরা শুধু রোজগারের উদ্দেশ্যে পীর-বুযুর্গদের পোশাক পরিধান করে। অথচ সুলুক, মারেফত ও তরীকতের সহিত ইহাদের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই।

বু মোসায়লাম রা লকব কাযযাব মান্দ — بومسیلم را لقب کذاب ماند
মর মোহাম্মদ রা উলুল আলবাব মান্দ — مرمحمد را اولو الالباب ماند

মোসাইলামার উপাধি কায্যাবই রহিয়া গিয়াছে। আর হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপাধি উলুল আলবাব (অর্থাৎ, জ্ঞানবান ও মারেফতের অধিকারী) রহিয়াছে।

অর্থাৎ, ধোঁকাবাজ পীর যদিও সত্যিকারের পীরের বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং সাধারণ লোকেরা মোসাইলামার ন্যায় ভণ্ড পীরকে আহ্মদ (অর্থাৎ, সত্যিকারের পীর) মনে করে। কিন্তু পরিণামে ভণ্ড পীর অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়, আর সত্যিকারের পীর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন, মোসাইলামার উপাধি কায্যাবই রহিয়া গিয়াছে। আর মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপাধি জ্ঞানবান রহিয়া গিয়াছে।

**মোসাইলামার ঘটনা ঃ**

আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মোসাইলামা নামীয় এক ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করিয়াছিল এবং এমামা নামক দেশে তাহার বহুসংখ্যক অনুসারী সমন্বয়ে রাজত্ব কায়েম করিয়াছিল। রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাহাকে ধ্বংস করার সুযোগ-সুবিধা হয় নাই। ক্রমে ক্রমে সে অতিশয় পরাক্রমশালী ও প্রবল হইয়া উঠে। নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হন। অতঃপর হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) মোসাইলামাকে দমন ও ধ্বংস করার জন্য হযরত খালেদ ইব্নে ওলীদের নেতৃত্বে এক মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন, হযরত খালেদ ইব্নে ওলীদ বীরবিক্রমে মোসাইলামার লস্করের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন।

ওয়াহ্শী ইব্নে হরব, যাহার হাতে ওহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রাঃ) শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি মোসলমান হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ওয়াহ্শী এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন যে, ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট বীর মোজাহেদ সাইয়্যেদুশ শোহাদা হযরত হামযাকে শহীদ করিয়া আমি ইসলামের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছি। এখন সুযোগ পাইলে ইসলামের পরম শত্রু মোসাইলামাকে বধ করিয়া ইসলামের উপকার সাধন করার চেষ্টা করিব। এদিকে মোসাইলামা একটি প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিল। হযরত ওয়াহ্শী ইব্নে হরবের দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র তিনি মোসাইলামার প্রতি সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। হাবশীরা বর্শা চালনায় অত্যন্ত পটু। ওয়াহ্শী ইব্নে হরবের নিপুণ নিক্ষিপ্ত বর্শা মোসাইলামার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। মুহূর্তে তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। মোসাইলামার জনৈক বাঁদী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, হায় হায়! একটি হাবশী লোকের হাতে বাদশাহ নিহত হইল! মোসাইলামা নিহত হইল। তাহার লোক-লস্কর পরাজয়বরণ করিল, বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অবশিষ্ট লস্কর পলায়ন করিল। ইসলামের ঘোর শত্রু, নবুওতের মিথ্যা দাবীদার চিরতরে ধরা হইতে বিলুপ্ত হইল। কলংকের ছাপস্বরূপ মোসাইলামার নামের সাথে কায্যাব তথা মিথ্যাবাদী উপাধি সংযোজিত রহিল।

আঁ শরাবে হক খেতামাশ মোশ্ক নাব — آں شراب حق ختامش مشک ناب
বাদারা খতমাশ বুওয়াদ গোন্দো আযাব — بادہ را ختمش بود گند و عذاب

নবী আলাইহিস্সালাম আল্লাহ্র সেই শরাব, যাহার (মুখ বন্ধ করিবার) ছিপি খাঁটি মেশ্কের। আর মোসাইলামার মদের (বোতলের) ছিপি দুর্গন্ধ এবং আযাব।

অর্থাৎ, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুখ খোলেন, কথা বলেন, তখন মহব্বতের মোহ লাভ হয়। পক্ষান্তরে মোসাইলামার শরাবে অপবিত্রতা ও আযাবের ছিপি লাগান, তাহার মুখ হইতে গোমরাহীর কথাই বাহির হয়।

## এক ইহুদী বাদশাহ্ কর্তৃক
## খৃষ্টান হত্যার কাহিনী

ইতিপূর্বে ধোঁকাবাজ ও ভণ্ড পীরদের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীটি সেই বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেননা, ইহাতে ঐ ইহুদী বাদশাহর উযীরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, যে খৃষ্টান নাছারাদিগকে ধোঁকা দিয়া তাহাদের পীর সাজিয়াছিল এবং তাহাদের দ্বীন-দুনিয়া উভয় বরবাদ করিয়া দিয়াছিল।

**ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ**

ইসলাম-পূর্ব যুগে ইহুদী সম্প্রদায়ের এক যালেম বাদশাহ ছিল। সে হযরত ঈসা নবী (আঃ)-এর ঘোর শত্রু ছিল। খৃষ্টান-নিধন ছিল তাহার প্রধান কাজ। সে হাজার হাজার দ্বীনদার খৃষ্টানকে হত্যা করিতে লাগিল। বাদশাহ্র এক উযীর ছিল অতি ধূর্ত ও ধুরন্ধর। সে বাদশাহ্কে পরামর্শ দিল, আপনার এই হত্যা নীতিতে খৃষ্টানদিগকে সমূলে ধ্বংস করা যাইবে না। কারণ, ধর্মের কোন গন্ধ নাই যে, আপনি শুঁকিয়া ও বাছিয়া হত্যা করিবেন। ধর্মের সম্পর্ক হইল অন্তরের সহিত। এই হত্যার ভয়ে বাহ্যিকভাবে তাহারা নিজদিগকে ইহুদী বলিয়া পরিচয় দিবে, অথচ বাস্তবে থাকিবে খৃষ্টান। বাদশাহ্ বলিল, তবে খৃষ্টান ধ্বংসের উপায় কি? উযীর বলিল, আপনি প্রকাশ্য রাজ-পথে আমার হস্ত-কর্ণ কর্তন করিয়া এবং ঠোঁট ও নাসিকা চিরিয়া শূলীতে চড়াইতে প্রস্তুতি নিন। আর গোপনে কাহাকেও ঠিক করিয়া রাখুন যে, সে আমার প্রাণ ভিক্ষা চাহিবে। তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি আমাকে বহু দূরে ফেলিয়া দিবেন। এই উপায়ে আমি তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিব। অবশ্য আমার পন্থা এখন প্রকাশ করিব না। তাহারা নিজেরাই পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া ধ্বংস হইবে।

আমি খৃষ্টানদের নিকট নিজেকে খাঁটি খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিব। আমি বলিব—আমি আদতে খৃষ্টান। নিজেকে গোপন রাখার বহু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ঘটনাচক্রে বাদশাহ্ আমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া আমাকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিয়াছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর রূহানী তাওয়াজ্জুহ না হইলে এই ইহুদী বাদশাহ আমাকে কাটিয়া খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মহব্বতে প্রাণ দিব, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু চিন্তা হইল, আমি খৃষ্টান ধর্মে পারদর্শী। আমি জীবিত না থাকিলে প্রকৃত ঈসায়ী ধর্ম বিলুপ্ত হইবে। আল্লাহ্ এবং হযরত ঈসার শত শত শোক্র যে, আল্লাহ্ আমাকে সত্য ঈসায়ী ধর্মের নেতা বানাইয়াছেন। আল্লাহ্র শোক্র, তিনি আমাকে বে-দ্বীন যালেম ইহুদী বাদশাহ্র কবলমুক্ত করিয়াছেন।

ধূর্ত উযীর ইহুদী বাদশাহ্কে বুঝাইল—আমি খৃষ্টানদের নিকট এ ধরনের চক্রান্তমূলক উক্তি করিয়া তাহাদের অভ্যন্তরে ধর্মীয় নেতারূপে ঢুকিয়া পড়িব এবং তাহাদের ধ্বংসসাধনে তৎপর হইব। ইহা শুনিয়া বাদশাহ্ বেশ আশ্বস্ত হইল। অনন্তর উযীরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা হইল।

উযীরের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হইয়া হাজার হাজার খৃষ্টান নারী-পুরুষ তাহার ভক্ত হইয়া পড়িল। সে খৃষ্টানদের আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে খৃষ্ট-ধর্ম-বিধানের ওয়ায-নছীহতের মাধ্যমে ধর্মীয়

রীতিসমূহের গূঢ় রহস্য বর্ণনা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে খৃষ্টানগণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিছুদিনের মধ্যেই সে তাহাদের নিকট একেবারে কামেল মুর্শিদ বনিয়া গেল।

খৃষ্টানদের মধ্যে বার গোত্রে বার জন সরদার ছিল। সকল খৃষ্টান এই বার সরদারের তাবেদার ছিল। ধূর্ত্ত উযীর পরস্পর বিরোধী বারটি ঈসাই ধর্ম-বিধান পুস্তক রচনা করিল। প্রত্যেক সরদারকে পৃথক পৃথকভাবে গোপনে ডাকিয়া এক একটি বিধান পুস্তক হাতে দিয়া বলিল, আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। আমি অচিরেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর কোলে চলিয়া যাইতেছি। আমার মৃত্যুর পর তুমিই আমার খলীফা (ধর্মীয় প্রতিনিধি), যে তোমাকে অমান্য করিবে, তুমি তাহাকে হত্যা করিবে। কিন্তু সাবধান, আমার জীবদ্দশায় ইহা প্রকাশ করিবে না। তোমার প্রতি হযরত ঈসা (আঃ)-এর আদেশ ইহাই। সকল নেতাকে একই আদেশ প্রদান করিয়া সে আত্মহত্যা করিল।

তাহার মৃত্যুর পর গদিনশীন (খলীফা) কে হইবে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে প্রত্যেক সরদারই স্বীয় ওছীয়তনামা পেশ করিয়া খলীফা হইবার দাবী জানাইল। অবশেষে সকল সরদারই অন্যান্যকে দমন ও শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ দলবলসহ অসি ধারণ করিল। পরিশেষে পরস্পর কাটাকাটি করিয়া খৃষ্টান সম্প্রদায় নির্মূল হইয়া গেল।

মাওলানা রূমী (রঃ) এই কাহিনীর ভিতর দিয়া মারেফত সংক্রান্ত বহু তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ উপদেশ ও নছীহত বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত আছে, বাস্তবে পল বা সেন্টপল নামক জনৈক ধূর্ত ইহুদী এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া নাছারাদের ধর্ম সমূলে ধ্বংস করিয়াছিল।

বুদ শাহে দর জাহুদাঁ যুলম সায — بود شاهے درجهوداں ظلم ساز
দুশ্‌মনে ঈসা ও নাছরানী গোদায — دشمن عیسے و نصرانی گداز

ইহুদীদের মধ্যে একজন অত্যাচারী, ঈসা আলাইহিস্‌সালামের শত্রু, নাছারা নিধনকারী বাদশাহ ছিল।

আহ্‌দে ঈসা বুদ ও নওবত আনে উ — عهد عیسے بود و نوبت آں او
জানে মূসা উ ওয়া মূসা জানে উ — جان موسی او و موسی جان او

(বাদশাহ্‌র রাজত্বকাল) হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের জমানা এবং তাঁহার শরীয়তের যুগ ছিল। ঈসা (আঃ) মূসা (আঃ)-এর প্রাণস্বরূপ আর মূসা (আঃ) ঈসা (আঃ)-এর প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

অর্থাৎ, তখনকার লোক হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের শরীয়তের পাবন্দ ছিল। ঐ জমানা আমাদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানার পূর্বের যুগ ছিল। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের শরীয়ত চালু ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) উভয়ের শরীয়তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য ছিল না। আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে উভয়ই এক ধরনের ছিলেন।

শাহে আহ্‌ওয়াল কর্দ দর রাহে খোদা — شاه احول کرد در راه خدا
আঁ দো দমসাযে খোদায়ী রা জুদা — آں دو دمساز خدائی را جدا

কিন্তু ঐ (টেরা অন্তর্দৃষ্টির) বাদশাহ্ উভয় মহান বন্ধুকে দ্বীনের ব্যাপারে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল।

অর্থাৎ, হযরত ঈসা ও হযরত মূসা আলাইহিমাস্‌সালাম সত্য প্রচারে ঐক্যমত ছিলেন। কিন্তু টেরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অত্যাচারী বাদশাহ্ উভয়কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। অর্থাৎ,

তাহারা একজনকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করিত, আর অন্যজনকে অবিশ্বাস করিত। অথচ, لانفرق بين احد من رسله (আমি নবীদের মধ্যে পার্থক্য করি না) আয়াতটির মর্মানুযায়ী তাঁহারা উভয়ই এক শরীয়তধারী ছিলেন।

নিম্নে টেরা অন্তর্দৃষ্টির ইহুদী বাদশাহ্‌র সহিত বাহ্যিক টেরা চক্ষুবিশিষ্টের একটি উপমা দেওয়া হইতেছে। টেরাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা একটি বস্তুকে দুইটি দেখে।

গোফত উস্তাদ আহ্‌ওয়ালেরা কান্দারা — گفت استاد احولے را کاندر ا
রাও বেরোঁ আর আয বেছাক আঁ শীশারা — رو بروں آر از وثاق آں شیشه را

কোন উস্তাদ তাঁহার টেরা চক্ষুবিশিষ্ট শাগরেদকে বলিয়াছিল, ভিতরে আস, ঘরে যাইয়া অমুক বোতলটি লইয়া আস।

চুঁ দরূঁ রাফত আহ্‌ওয়াল আন্দর খানা যূদ — چوں دروں رفت احول اندر خانه زود
শীশা পেশে চশ্‌মে উ দো মীনমূদ — شیشه پیش چشم او دو مینمود

টেরা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিল, কিন্তু তাহার চোখে একটি বোতলকে দুইটি বোতল বোধ হইতে লাগিল।

গুফত আহ্‌ওয়াল যাঁ দো শীশা গো কুদাম — گفت احول زاں دو شیشه گو کدام
পেশে তূ আরাম বগু শরহাশ তামাম — پیش تو آرم بگو شرحش تمام

টেরা চক্ষুবিশিষ্ট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে দুইটি বোতল রহিয়াছে; পরিষ্কার বুঝাইয়া বলুন, কোন্‌টি আপনার নিকট লইয়া আসিব।

গোফত উস্তাদ আঁ দো শীশা নীস্ত রাও — گفت استاد آں دو شیشه نیست رو
আহ্‌ওয়ালী বোগযার ওয়া ফযূঁ বী মাশাও — احولی بگزار وا فزوں بیں مشو

উস্তাদ উত্তর দিলেন, আরে যাও, ওখানে দুইটি বোতল নহে, টেরামী ছাড়, বেশী দেখা ছাড়িয়া দাও।

গোফত আয় উস্তা মারা তা'না মাযান — گفت اے استا مرا طعنه مزن
গোফত উস্তা যাঁ দু এক রা দর শেকান — گفت استا زاں دو یك را درشکن

টেরা বলিল, হুযুর! আমাকে তিরস্কার করিবেন না, আমি তো স্বচক্ষে দুইটি দেখিতেছি। (বিরক্ত হইয়া) উস্তাদ বলিলেন, দুইটির একটি ভাঙ্গিয়া ফেল।

চুঁ একে বেশকাস্ত হরদো শুদ যে চশম — چوں یکے بشکست هر دو شد ز چشم
মর্দে আহ্‌ওয়াল গরদাদ আয ময়লানু খাশাম — مرد احول گردد از میلان و خشم

একটি ভাঙ্গামাত্র চক্ষুর সম্মুখ হইতে উভয়টি উধাও (অদৃশ্য) হইয়া গেল। মানুষও কুপ্রবৃত্তির ঝোঁক ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া টেরা হইয়া যায়।

শীশা এক বুদ ও বাচশমাশ দো নমুদ — شیشه یك بود وبچشمش دو نمود
চুঁ শেকাস্ত আঁ শীশারা দিগার নাবুদ — چوں شکست آں شیشه را دیگر نبود

দেখ, বাস্তবে বোতল একটিই ছিল, কিন্তু টেরা চক্ষে দুইটি পরিদৃষ্ট হইল, যখন একটি ভাঙ্গিল অপরটিও অদৃশ্য হইল।

এইরূপে সেই ইহুদী বাদশাহ অন্তর্দৃষ্টির দিক হইতে টেরা ছিল। সে পয়গম্বরগণের মধ্যে বিভেদ আছে বলিয়া মনে করিত। একজনকে বিশ্বাস করিত, অন্যজনকে অবিশ্বাস করিত, অথচ তাঁহারা উভয়েই এক। একজনকে বিশ্বাস করিয়া অপরজনকে অবিশ্বাস করিলে উভয়কেই অবিশ্বাস করা হয়। কেননা, এক নবীকে অবিশ্বাস করিলে অনিবার্যরূপে সমস্ত নবীকেই অবিশ্বাস করা হয়।

কুপ্রবৃত্তি এবং ক্রোধের কারণে টেরা চক্ষুওয়ালা হওয়ার বিবরণ বয়েতগুলিতে রহিয়াছে।

খশমো শাহ্ওয়াত মর্দরা আহ্ওয়াল কুনাদ — خشم و شهوت مرد را احول کند
যাস্তেকামত রূহরা মোবদাল কুনাদ — ز استقامت روح را مبدل کند

ক্রোধ এবং প্রবৃত্তি মানুষকে টেরা (ভুল দর্শক) করিয়া ফেলে, রূহকে সৎপথের দৃঢ়তা হইতে ফিরাইয়া দেয়।

চুঁ গরয আমদ হুনার পূশীদাহ্ শোদ — چون غرض آمد هنر پوشیده شد
ছদ হেজাবায দেল বা সূয়ে দীদাহ্ শোদ — صد حجاب از دل بسوئے دیده شد

স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করা যখন উদ্দেশ্য হয়, তখন (কাজের) সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়। অন্তর হইতে শত শত পর্দা চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়ে।

চুঁ দেহাদ কাযী বাদেল রেশওয়াত করার — چو دهد قاضی بدل رشوت قرار
কায় শেনাসাদ যালেমায মযলুমে যার — کئے شناسد ظالم از مظلوم زار

বিচারক যখন মনে মনে ঘুষ গ্রহণের সংকল্প করেন, তখন উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতদের পরিচয় কিরূপে করিবে।

অর্থাৎ, ক্রোধ ও কু-প্রবৃত্তি মানুষকে ভুল পথ দেখাইয়া দেয়। আর রূহকে সঠিক পথ হইতে বিভ্রান্ত করে। কেননা, এই দুইটি কারণে প্রবৃত্তি প্রবল হয়। আর প্রবৃত্তি প্রবল হইলে বুদ্ধি ও বিবেকশক্তি লোপ পায়। ইহাতে প্রথমে কল্‌বের উপর পর্দা পড়ে। ফলে কল্‌বের বিচার-শক্তি ভুল পথে চলিতে আরম্ভ করে। ইন্দ্রিয়গুলি যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কল্‌বের অনুসরণ করিয়া থাকে। কাজেই কল্‌ব হইতে সেই পর্দা চোখের দিকে আসে। অর্থাৎ, অন্তর্দৃষ্টি বক্র হইলে বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তিও বক্র হইতে থাকে। যেমন, বিচারক যদি ঘুষ গ্রহণের সংকল্প করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত মোকদ্দমায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত ব্যক্তিকে চিনিতে ভুল করেন।

নফসানী গরয দুই প্রকারঃ (১) কোন লাভ ও স্বার্থসিদ্ধ করা, উহাকে কু-প্রবৃত্তি বলে। (২) কোন ক্ষতি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখা, উহাকে ক্রোধ বলে। এই উভয়টি বে-ইনসাফীর কারণ। অপরের লাভ-লোকসানের প্রতি লক্ষ্য না করারও ইহাই কারণ। অপরের লাভ-ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য না রাখার সংকল্প যখন হইবে, তখন সে প্রকৃত ঘটনা বা ব্যাপারের অনুসন্ধান কেন করিবে। বরং বিনা অনুসন্ধানেও যাহাকিছু জানিতে পারিবে, তাহাও অপরের নিকট গোপন রাখিবে এবং ন্যায় যেটুকু বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাও নিজের অন্তর হইতে বাহির করিয়া ফেলার চেষ্টা করিবে। এমতাবস্থায় কল্‌ব এবং ইন্দ্রিয়গুলি যথাযথ কাজ করিবে না। কল্‌ব এবং চোখের উপর পর্দা আসিয়া পড়ার ইহাই অর্থ।

শাহ্ আয হেক্‌দে জহুদানা চুনাঁ — شاه از حقد جهودانه چنان
গাশত আহ্ওয়াল কালআমান ইয়ারব আমাঁ — گشت احول کالامان یا رب اماں

সেই বাদশাহ ইহুদীসুলভ বিদ্বেষবশত এমন টেরা ও বক্র-দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ পানাহ্! আল্লাহ্ পানাহ্!

ছদ হাযারাঁ মো'মেনে মযলুম কোশ্‌ত — صد هزاراں مؤمن مظلوم کشت
কে পানাহাম দ্বীনে মূসা রা ও পোশ্‌ত — که پناهم دین موسی را و پشت

সে শত সহস্র মযলুম মোমেনকে হত্যা করিয়া মনে করিত যে, আমি মূসা আলাইহিস্‌সালামের ধর্মের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক।

অর্থাৎ, যালেম হত্যাকারী ইহুদী বাদশাহ মনে মনে ভাবিত, আমি মূসা আলাইহিস্‌সালামের ধর্ম রক্ষার্থে বর্তমানে যেসমস্ত নাছারা আছে, তাহাদিগকে হত্যা করিতেছি।

## পথভ্রষ্ট বাদশাহ্‌কে উযীরের ধোঁকাবাজি শিক্ষাদান

আঁ উযীরে দাশত কিবর ও এশওয়াহ দেহ্‌ — آں وزیرے دشت کبر و عشوه ده
কু বর আবআয মক্‌র বর বাস্তে গিরেহ — کو بر آب از مکر بر بستے گره

ঐ বাদশাহ্‌র একজন উযীর ছিল বড়ই ধূর্ত ও ফেরেববাজ, সে ফেরেবি দ্বারা পানির উপরও গিরা লাগাইতে পারিত।

গোফত তরসাইয়াঁ পানাহে জাঁ কুনান্দ — گفت ترسایاں پناه جاں کنند
দ্বীনে খোদরা আয মালেক পেনহা কুনান্দ — دین خود را از ملك پنها کنند

উযীর বলিল, খৃষ্টানগণ স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে নিজেদের ধর্ম-কর্ম বাদশাহ হইতে গোপন রাখিবে।

বামালেক গোফত আয় শাহে আসরারে জো — بامالك گفت اے شه اسرار جو
কম কোশ ঈশাঁরা ও দাস্তায খূঁ বশু — کم کش ایشاں را و دست از خوں بشو

উযীর বাদশাহকে আরও বলিল, হে গুপ্ত রহস্য অন্বেষী বাদশাহ্‌! তাহাদিগকে হত্যা করিবেন না, হত্যাকাণ্ড পরিত্যাগ করুন।

কম কোশ ঈশাঁরা কে কোশতান সূদে নীস্ত — کم کش ایشاں را که کشتن سود نیست
দীন নাদারাদ বুয়ে মেশ্‌ক ও উদ নীস্ত — دیں ندارد بوئے مشك و عود نیست

হত্যাকার্য কমাইয়া দিন, হত্যা করায় কোন লাভ নাই। কেননা, দ্বীনের মধ্যে মেশ্‌কের ঘ্রাণ নাই বা উহা চন্দন কাঠ নহে।

সিররে পেনহানাস্তন্দর ছদ গেলাফ — سر پنهان ست اندر صد غلاف
যাহেরাশ বা তুস্ত ও বাতেন বর খেলাফ — ظاهرش باتست و باطن برخلاف

দ্বীন শত শত পর্দার অন্তরালে একটি গোপনীয় বস্তু। (ইহাও সম্ভব যে,) বাহ্যিক সম্পর্ক আপনার সহিত, আর ভিতরের অবস্থা বিপরীত।

অর্থাৎ, ধর্মের কোন ঘ্রাণ নাই যাহা শুঁকিয়া বুঝা যাইবে যে, এই ব্যক্তি কোন্‌ ধর্মাবলম্বী। ইহা ত একটি গুপ্ত বস্তু, অন্তরের অভ্যন্তরে শত শত আবরণ দ্বারা আবৃত। ইহাও হইতে পারে যে,

তাহার বাহ্যিক সম্পর্ক আপনার সঙ্গে, অথচ ভিতরে ভিতরে আপনার বিরোধী। আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিবেন? অর্থাৎ, একজন নাছারা যদি বাহ্যত আপনার ধর্ম গ্রহণ করে, আর ভিতরে উহার বিপরীত ধর্মভাব থাকে, তবে উহার প্রকৃত অবস্থা কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? সুতরাং আপনার এইরূপ হত্যাকার্য দ্বারা খৃষ্টান ধর্ম নির্মূল করিতে পারিবেন না।

| | |
|---|---|
| শাহ্ গোফতাশ পস বগো তদবীর চীস্ত | شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست |
| চারায়ে ইঁ মক্‌রো ইঁ তায্‌বীর চীস্ত | چارهٔ این مکر و این تزویر چیست |

এতচ্ছ্রবণে বাদশাহ্ উযীরকে বলিল, বল তবে কি ব্যবস্থা করা যায়। এই ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার প্রতিকার কিরূপে করা যায়।

| | |
|---|---|
| তা নামানাদ দর জাহাঁ নাছ্‌রানীয়ে | تا نماند در جهان نصرانیئے |
| নায় হোওয়াইদা দীনো নায় পেনহানীয়ে | نے هویدا دین و نئے پنهانئے |

যাহাতে দুনিয়াতে কোন নাছারা অবশিষ্ট না থাকে। প্রকাশ্যেও না, গোপনেও না।

| | |
|---|---|
| গোফত আয় শাহ্ গোশো দাস্তামরা বোবোর | گفت اے شه گوش ودستم را ببر |
| বীনীয়াম বেশগাফ ও লব দর হুকমে মোর | بینیم بشگاف و لب در حکم مر |

উযীর বলিল, হে বাদশাহ্! আপনি কঠোর আদেশ দ্বারা আমার হস্ত-কর্ণ কর্তন করিয়া ফেলুন, নাক এবং ঠোঁট চিরিয়া ফেলুন।

| | |
|---|---|
| বাদাযাঁ দর যেরদার আওয়ার মারা | بعد ازاں در زیر دار آور مرا |
| তা বেখাহাদ এক শাফাআত গার মারা | تا بخواهد يك شفاعت گر مرا |

অতঃপর আমাকে শূলের নীচে আনিয়া দাঁড় করান, যেন কোন সুফারিশকারী আপনার কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে আসে।

| | |
|---|---|
| বর মুনাদী গাহ্ কুন ইঁ কার তূ | بر منادیگاه کن ایں کار تو |
| বর সারে রাহে কে বাশাদ চারসূ | بر سر راهے که باشد چار سو |

এই কাজটি জনসাধারণের চোখের সম্মুখে কোন চৌরাস্তার মোড়ে করিবেন।

| | |
|---|---|
| আঁ গাহাম আয খোদ বরাঁ তা শহরে দূর | آنگهم از خود براں تا شهر دور |
| তা দরান্দাযাম দরীশাঁ ছদ ফতুর | تا در اندازم در ایشاں صد فتور |

অতঃপর আমাকে আপনার দরবার হইতে কোন সুদূর নগরের দিকে তাড়াইয়া দিবেন। তারপর দেখুন, ঐ নাছারাদের মধ্যে কেমন হট্টগোল ও অনর্থ ঘটাইয়া দেই।

| | |
|---|---|
| চূঁ শাওয়ান্দা কওম আযমান দীঁ পযীর | چوں شوند آں قوم از من دیں پذیر |
| কারে ঈশাঁ সর বাসর শোরীদাহ গীর | کار ایشاں سربسر شوریده گیر |

তাহারা যখন (আমাকে ধর্মগুরু বানাইয়া) আমার নিকট হইতে ধর্ম-কর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাদের গোটা কারখানাটাই বিগড়াইয়া গিয়াছে মনে করিতে পারেন।

دَرمیان شان فتنه و شور افگنم — দরমিয়াঁ শাঁ ফেৎনা ও শোর আফগানাম
کاهرمن حیران شود اندر فنم — কাহ্‌রামান হয়রাঁ শাওয়াদ আন্দর ফানাম

তাহাদের মধ্যে আমি এমন ফেতনা-ফাসাদ বাধাইয়া দিব যে, শয়তানও আমার কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়া যাইবে।

آنچه خواهم کرد بانصرانیان — আঁচে খাহাম কর্দ বা নাছ্‌রানীয়াঁ
آن نمی آید کنون اندر بیان — আঁ নামী আইয়াদ কানুঁ আন্দর বয়াঁ

নাছারাদের সহিত আমি যেসব আচরণ করিব, তাহা এখন বর্ণনা করা যায় না।

چون شمارندم امین و مقتدا — চুঁ শুমারান্দাম আমীনো মোক্তাদা
دام دیگرگون نهم شان پیش پا — দামে দিগার গোঁ নেহাম শাঁ পেশে পা

যখন তাহারা আমাকে নির্ভরযোগ্য এবং নেতা বলিয়া গণ্য করিবে, তখন তাহাদের সম্মুখে অন্য প্রকারের ফাঁদ পাতিব।

وز حیل بفریبم ایشان را همه — ওয়ায হিয়াল বাফরীবাম ঈশাঁরা হামা
واندر ایشان افگنم صد دمدمه — ও আন্দর ঈশাঁ আফগানাম ছদ দমদমা

সকলকে প্রতারণার দ্বারা ধোঁকায় ফেলিব এবং তাহাদের মধ্যে শত শত বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিব।

تا بدست خویش خون خویشتن — তা বাদাস্তে খেশ খুনে খেশতান
بر زمین ریزند کوته شد سخن — বর যমীঁ রীযান্দ কোতাহ শোদ সখুন

তাহারা নিজেদের হাতে নিজেদের রক্ত মাটিতে প্রবাহিত করিবে, বস, সংক্ষেপে কর্ম শেষ।

پس بگویم من به سر نصرانیم — পস বগোইয়াম মান বাসিররে নাছ্‌রানীয়াম
ای خدائے رازداں می دانیم — আয় খোদায়ে রাযদাঁ মী দানীয়াম

(উযীর বলিল,) আমি নাছারাদের বলিব, আমি গোপনে নাছারা ধর্মাবলম্বী ছিলাম (এবং কসম খাইয়া বলিব,) হে অন্তর্যামী খোদা! আপনি আমাকে ভালরূপে জানেন।

অর্থাৎ, আমি নাছারাদের নিকট কসম খাইয়া বলিব যে, হে সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী আল্লাহ্! আপনি আমার অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন, আমি নাছরানী ধর্মের ভক্ত ছিলাম, এখনও আছি।

شاه واقف گشت از ایمان من — শাহ্ ওয়াকেফ গাশত আয ঈমানে মান
وز تعصب کرد قصد جان من — ওয়ায তা'আছছুব কর্দ কছদে জানে মান

বাদশাহ কোন প্রকারে আমার ঈমানের ব্যাপার অবগত হইয়া তাহার হঠধর্মী এবং শত্রুতার কারণে আমাকে প্রাণে বধ করিবার ইচ্ছা করিল।

خواستم تا دین ز شه پنها کنم — খাস্তাম তা দী যে শাহ পেনহা কুনাম
آنکه دین اوست ظاهر آن کنم — আঁকে দীনে উস্ত যাহের আঁ কুনাম

আমি একান্তই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাদশাহ্‌র নিকট স্বীয় ধর্মকে গোপন রাখিব এবং তাহার যে ধর্ম তাহাই প্রকাশ করিব।

শাহ্‌ বুয়ে বোর্দ আয আসরারে মান — شاه بوئے برد از اسرار من
মোত্তাহাম শোদ পেশে শাহ্‌ গোফতারে মান — متهم شد پیش شه گفتار من

বাদশাহ্‌ আমার গোপন ধর্মের সন্ধান পাইলেন। বাদশাহের নিকট আমার কথাবার্তা সন্দেহযুক্ত হইয়া গেল।

অর্থাৎ, আমি খুবই সচেষ্ট ছিলাম যে, আমি আমার আসল ধর্মকে বাদশাহ্‌র কাছে গোপন রাখিব এবং তাঁহার ধর্মকেই আমার ধর্ম বলিয়া প্রকাশ করিব, কিন্তু ঘটনাচক্রে বাদশাহ্‌ আমার আসল ধর্মের সন্ধান পাইয়া আমার মৌখিক ইহুদী ধর্মের দাবী বিশ্বাস করিলেন না।

গোফত গোফতে তূ চু দর নানে সূযানাস্ত — گفت گفت تو چو در نان سوزن ست
আয দেলে মান তা দেলে তূ রোযনাস্ত — از دل من تا دل تو روزن ست

বাদশাহ্‌ বলিল, তোমার কথাবার্তা রুটির মধ্যে সূঁচের ন্যায়। আমার অন্তর হইতে তোমার অন্তর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ পথ রহিয়াছে।

মান আযাঁ রোযান বেদীদাম হালে তূ — من ازاں روزن بدیدم حال تو
হালে তূ দীদাম নানূশাম কালে তূ — حال تو دیدم ننوشم قال تو

আমি ঐ সুড়ঙ্গ দ্বারা তোমার অবস্থা অবলোকন করিয়াছি; যখন তোমার অবস্থা দর্শন করিয়াছি তখন তোমার কথা কি আর শুনিব।

অর্থাৎ, বাদশাহ্‌ বলিলেন, তোমার কথা আমার অন্তরে এমনভাবে বিদ্ধ হইতেছে, যেন রুটির মধ্যে সূঁচ বিধাইয়া দেওয়া হয়। ভক্ষণকারী যদিও উহা দেখিতে পায় না, কিন্তু মুখে লইয়া চিবাইবার সময় তাহা মুখে অবশ্যই বিঁধিবে এবং জানা যাইবে। এইরূপে তোমার দাবী মিথ্যা মিশ্রিত, তাই মনে বিদ্ধ হয়। তোমার অন্তর হইতে আমার অন্তর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ পথ রহিয়াছে। আমি ঐ সুড়ঙ্গ পথ দ্বারা তোমার মনের আসল অবস্থা জানিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ, এক সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে তোমার মেযাজ বুঝিতে পারিয়াছি, এখন নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা তোমার গোপন অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। তোমার মনের গোপন অবস্থাই যখন দেখিতে পাইতেছি, তখন তোমার কথা শুনিব কেন? ফলকথা, উযীর বাদশাহের নিকট বলিতেছে যে, আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিলে খৃষ্টানদের মধ্যে যাইয়া এইরূপ বলিব।

গারনাবূদে জানে ঈসা চারাআম — گر نبودے جان عیسے چاره ام
ঊ জহুদানা বে কর্দে পারাআম — او جهودانه بکردے پاره ام

(উযীর বলিল, আমি খৃষ্টানদিগকে আরও বলিব,) যদি হযরত ঈসার রূহ্‌ আমার সহায়ক না হইত, তবে ঐ ইহুদী-স্বভাব বাদশাহ্‌ আমাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিত।

বাহ্‌রে ঈসা জাঁ সুপারাম সের দেহাম — بهر عیسے جاں سپارم سر دهم
ছদ হাজারাঁ মান্নতাশ বরজাঁ নেহাম — صد هزاران منتش بر جاں نهم

আমি তো হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের জন্য প্রাণ, মস্তক উভয়কেই কোরবান করিতে প্রস্তুত, জীবন উৎসর্গ করিয়াও নিজের উপর তাঁহার শত-সহস্র অনুগ্রহ স্বীকার করিব।

অর্থাৎ, আমি নিজের জান বাঁচাইবার জন্য বাদশাহ্ হইতে ধর্মকে গোপন করি নাই। কেননা, হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের জন্য আমার জান তো তুচ্ছ, যদি তিনি আমার উৎসর্গিত এই নগণ্য জানকে কবূল করেন, তবে আমি নিজেকে শত-সহস্রবার ধন্য মনে করিব।

| | |
|---|---|
| জাঁ দেরেগাম নীস্ত আয ঈসা ও লেক | جاں دریغم نیست از عیسے ولیک |
| ওয়াকেফাম বর এল্‌মে দীনাশ নেক নেক | واقفم بز علم دینش نیك نیك |

হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের জন্য জীবন দান করিতে কোন আফসোস নাই; কিন্তু আমি তো তাঁহার দ্বীন সম্বন্ধে বহু কিছু অবগত আছি।

| | |
|---|---|
| হায়ফ মী আইয়াদ মরা কীঁ দীনে পাক | حیف می آید مرا کایں دین پاك |
| দরমিয়ানে জাহেলাঁ গরদাদ হালাক | درمیان جاهلاں گردد هلاك |

আমার আফসোস হয় যে, এই পবিত্র ধর্ম মূর্খ লোকদের হাতে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অর্থাৎ, আমি আমার জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত নই, কিন্তু আমি যেহেতু খৃষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান রাখি, আমি মৃত্যু বরণ করিলে পাছে মূর্খ ইহুদীগণ এই ধর্মকে বিনষ্ট করিবে, এই আশংকায় শংকিত হইয়া আমি বাঁচার চেষ্টা করিয়াছি।

| | |
|---|---|
| শোকরে ঈযাদ রা ও ঈসারা কে মা | شکر ایزد را و عیسے را که ما |
| গাশ্‌তায়েম ঈঁ দীনে হক রা রাহ্‌নুমা | گشته ایم ایں دین حقرا رهنما |

আল্লাহ্ তা'আলা এবং হযরত ঈসার শুকরিয়া আদায় করিতেছি যে, আমি এই সত্য ধর্মের পথপ্রদর্শক ও নেতা হইয়াছি।

| | |
|---|---|
| আয জহুদাঁ ওয়ায জহুদী রাস্তায়েম | از جهوداں واز جهودی رسته ایم |
| তা বাযুন্নারে মিয়াঁরা বাস্তায়েম | تا به زنارے میاں را بسته ایم |

আর এই জন্যও শুকরিয়া আদায় করি যে, ইহুদী এবং ইহুদী ধর্ম হইতে নিস্তার পাইয়াছি এবং কোমরে পৈতা বাঁধিবার সুযোগ পাইয়াছি।

অর্থাৎ, হয়ত খৃষ্টানদের মধ্যে পৈতা ধারণের নিয়ম ছিল, কিংবা যেই সুতা দ্বারা ক্রস চিহ্নকে গলায় ঝুলান হয় উহাকে পৈতা বলা হইয়াছে। বাদশাহ্‌র কাছে থাকাকালে যেহেতু আমি ধর্মকে গোপন রাখিয়াছি, পৈতা ঝুলাইবার সুযোগ পাই নাই। এখন যেহেতু ইহুদীগণ হইতে নাজাত পাইয়াছি, কাজেই গলায় পৈতা ধারণ করিতে পারিয়াছি, সুতরাং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

| | |
|---|---|
| দওর দওরে ঈসায়াস্ত আয় মরদমাঁ | دور دور عیسے ست اے مردماں |
| বেশনওয়েদ আসরারে কীশে উ বাজাঁ | بشنوید اسرار کیش او بجاں |

বর্তমান যুগ ঈসায়ী ধর্মের যুগ, তাঁহার ধর্মের তত্ত্বকথাসমূহ মনে-প্রাণে শ্রবণ করা কর্তব্য।

| | |
|---|---|
| কীঁ শাহ বেদীনো যালেম বাস আ'দোস্ত | کایں شه بیدین و ظالم بس عدوست |
| মী নাদানাদ হীচে দুশমন রা যে দোস্ত | می نداند هیچ دشمن را زدوست |

কেননা, এই ধর্মহীন বাদশাহ তো যালেম, (ঈসায়ী ধর্মের) পাকা দুশমন; সে শত্রু-মিত্র কিছুই চিনে না।

অর্থাৎ, হে মানব জাতি, খৃষ্টধর্মই একমাত্র ধর্ম। অতএব, উহা অর্জন করিতে সচেষ্ট হও, যথাসম্ভব ঐ ধর্মের বিধান ও আহ্‌কামসমূহ অবগত হও। কেননা, ঐ বেতমিয বাদশাহ্ তো বড় যালেম, ঈসায়ী ধর্মের ঘোর শত্রু, সুযোগ পাইলে অবশিষ্ট নিদর্শনটুকুও বিলোপ করিবে।

ঈঁ নসক্ মীগোফত বা নাছরানীয়াঁ — ایں نسق می گفت بانصرانیاں
লেকে বুদাশ দেল বা শাহ্ কাশাঁ — لیک بودش دل بسوئے شه کشاں

ধোঁকাবাজ উযীর নাছারাদের সঙ্গে এই ধরনের কথা বলিবে বাদশাহকে বলিতেছিল; কিন্তু তাহার অন্তর বাদশাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

অর্থাৎ, ঐ ধুরন্ধর উযীর বাদশাহ্‌র সম্মুখে বলিয়া যাইতেছিল যে, সে ঐ নাছারাদের সাথে মিলিত হইয়া কিরূপে তাহাদের অন্তর জয় করিবে এবং বাদশাহ্‌র কথা তাহাদের কাছে কি ধারায় পেশ করিবে। বক্তব্যের মধ্যে ধূর্ত উযীর বাদশাহকে বেদ্বীন যালেম পর্যন্ত বলিল, কিন্তু অন্তরে তাহাকে বেদ্বীন যালেম মনে করিত না; বরং মনে মনে বাদশাহ্‌র ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। এই জন্যই তো উযীর স্বীয় মনোবাঞ্ছা তথা খৃষ্টান নিধন কার্য সম্পন্ন করার জন্য নিজের অঙ্গ কাটাইয়া মর্যাদাশীল উযীর পদ পরিত্যাগ করিয়া জীবনকে নানাবিধ ক্লেশে পতিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছে।

গোফ্‌ত শাহ্ রা কায় শাহানশাহ ছবর কুন — گفت شه را کائے شهنشه صبر کن
তামানীশাঁ রা কুনাম আয বীখো বুন — تا من ایشاں را کنم از بیخ و بن

উযীর বাদশাহ্‌কে বলিল, হে বাদশাহ্! আপনি একটু ধৈর্যধারণ করুন, দেখিবেন আমি খৃষ্টানদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিব।

চুঁ ওযীর ঈঁ মকর রা বর শাহ শুমারদ — چوں وزیر ایں مکر را بر شه شمرد
আয দেলাশ আন্দেশারা কুল্লী সতুরদ — از دلش اندیشه را کلی سترد

যখন উযীর বাদশাহ্‌র সম্মুখে এই ধোঁকা ব্যক্ত করিল, বাদশাহ্‌র অন্তর হইতে যাবতীয় আশংকা পুরাপুরি দূরীভূত হইল।

কর্দ বাওয়ায় শাহ্ আঁ কারে কে গোফ্‌ত — کرد باوے شه آں کارے که گفت
খলকে হয়রাঁ মান্দ যাঁ রাযে নেহুফত — خلق حیراں ماند زاں راز نهفت

(অতঃপর) বাদশাহ্ উযীরের সাথে ঐ কাজ করিল যাহা সে বলিয়াছিল, এই গুপ্ত রহস্যের কারণে সমস্ত লোক অবাক হইল।

কর্দ রোসওয়াশ মিয়ানে আঞ্জুমান — کرد رسوایش میان انجمن
তাকে ওয়াকেফ শোদ বাহালাশ মর্দোযান — تاکه واقف شد بحالش مرد و زن

জনসাধারণের সম্মুখে তাহাকে লাঞ্ছিত করা হইল, নারী-পুরুষ সকলেই তাহার অবস্থা অবগত হইল।

রান্দ উরা জানেবে নাছরানীয়াঁ — راند او را جانب نصرانیاں
কর্দ দর দাওয়াত শুরু উ বাদাযাঁ — کرد در دعوت شروع او بعد ازاں

অনন্তর তাহাকে নাছারাদের (বস্তির) দিকে তাড়াইয়া দিল। তখন সে (পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঈসায়ী ধর্মের) দাওয়াত আরম্ভ করিল।

হালে আলম ঈঁ চুনীনাস্ত আয় পেসার — حال عالم ایں چنیں ست اے پسر
আয হাসাদ মীখীযাদ ঈঁহা সর বসর — از حسد می خیزد اینها سربسر

হে বৎস! গোটা বিশ্বের অবস্থাটাই এইরূপ, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে এধরনের যাবতীয় অঘটন ঘটিয়া থাকে।
অর্থাৎ, হিংসার দরুন মানুষ নানা রকমের ধোঁকাবাজি করিয়া থাকে, তাহাতে নিজের ক্ষতি হইলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

ছদ হাযারাঁ মর্দে তর্সা সূয়ে উ — صد هزاراں مرد ترسا سوئے او
আন্দক আন্দক জময়ে শোদ দর কূয়ে উ — اندك اندك جمع شد در کوئے او

অল্প অল্প করিয়া শতসহস্র খৃষ্টান তাহার আস্তানায় আসিয়া একত্রিত হইল।

উ বয়াঁ মীকর্দ বা ঈশাঁ বেরায — او بیاں می کرد با ایشاں براز
সররে আংগালইউঁ ও যোন্নারো নমায — سرّ انگلیون و زنّار و نماز

সে নির্জনে তাহাদের নিকট ইঞ্জিল, পৈতা ও নামাযের রহস্য বর্ণনা করিতে লাগিল।

উ বয়াঁ মীকর্দ বা ঈশাঁ ফছীহ্ — او بیاں می کرد باایشاں فصیح
দায়েমা যাফআলো আকওয়ালে মসীহ্ — دائما ز افعال و اقوال مسیح

সে তাহাদের সাথে সর্বদা মার্জিত ও উচ্চাঙ্গের ভাষায় হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের কার্যকলাপ ও বাণীসমূহ বর্ণনা করিত।

চূঁ চুনাঁ দীদান্দ তরসায়াঁশ যার — چوں چناں دیدند ترسایانش زار
মীশোদান্দান্দর গমে উ আশকবার — می شدند اندر غم او اشکبار

যখন নাছারাগণ তাহার এই দুরবস্থা দেখিল, তখন তাহার দুঃখে ইহারা খুব কাঁদিল।
অর্থাৎ, তাহারা এই হৃদয়বিদারক অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিল যে, তাহার নাক-কান কাটিয়া ফেলা হইয়াছে; তখন তাহারা দুঃখে ও ক্ষোভে এক চোট কাঁদিয়া অশ্রুর বন্যা বহাইল।

উ বা যাহের ওয়ায়েযে আহ্কাম বুদ — او بظاهر واعظ احکام بود
লেকে দর বাতেন ছফীরো দাম বুদ — لیك در باطن صفیر و دام بود

প্রকাশ্যে সে আদেশাবলীর নছীহতকারী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফাঁদের আওয়াজ।

অর্থাৎ, সেই কমবখত বাহিরে তো খৃষ্টান ধর্মের হুকুম-আহকাম সম্বন্ধে ওয়ায করিত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এমন ধোঁকাবাজ ছিল—যেমন শিকারী তাহার পাতান জালের নিকট বসিয়া পাখীদের বুলি আওড়াইতে থাকে এবং পাখীরা তাহাদের সহজাতের আওয়াজ শুনিয়া নীচে নামিয়া আসে এবং জালে আটকাইয়া পড়ে।

বাহ্‌রে ইঁ বা'যে সাহাবা আয রাসূল — بهر این بعضی صحابه از رسول
মুলতামেস বুদান্দ মকরে নফসে গূল — ملتمس بودند مکر نفس غول

এই জন্যই কোন কোন সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পথভ্রষ্টকারী নফসের ধোঁকা সম্বন্ধে তাহ্‌কীক করিতেন।

অর্থাৎ, কোন কোন সময় নিজ দুশমনের ধোঁকা বুঝিতে পারা যায় না। যেমন, খৃষ্টানগণ উযীরের ধোঁকা বুঝিতে পারে নাই। এইরূপে নফস আমাদের পরম শত্রু, তাহার ধোঁকা বুঝা যাইবে না, ফলে সে অনায়াসে বিপথগামী করিয়া দিবে। এই জন্য কোন কোন সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নফসের ধোঁকা সম্বন্ধে তাহ্‌কীক করিতেন।

কোচে আমীযাদ যে আগরাযে নেহাঁ — کوچه آمیزد ز اغراض نهان
দর এবাদতহা ও দর এখলাছে জাঁ — در عبادتها و در اخلاص جان

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিতেন, নফস এবাদত এবং এখলাছের মধ্যে কোন্ কোন্ ধরনের গরযসমূহ শামিল করিয়া দেয়।

ফযলে তা'আতরা না জোসতান্দে আয্‌ — فضل طاعت را نه جستندی ازو
আইবে তা'আত রা বেজোস্তান্দে কে গো — عیب طاعت را بجستندی که گو

সাহাবীগণ এবাদতের ফযীলত সম্বন্ধে অধিক প্রশ্ন করিতেন না; বরং এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কি কি দোষ-ত্রুটির সম্ভাবনা আছে, হুযূরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন যে, হুযূর (দঃ) বলুন।

মো বামোও যাররা যাররা মকরে নফস — مو بمو و ذره ذره مکر نفس
মীশেনাসেদান্দে চূঁ গুল আয কারাফস্‌ — می شناسیدند چون گل از کرفس

সাহাবীগণ (জিজ্ঞাসা করিয়া এমন তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছিলেন যে,) নফসের ধোঁকার সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ অণু-পরমাণু পর্যন্ত এমনভাবে জানিয়া লইয়াছিলেন, যেমন লোকে ফুলের গন্ধ জৈনের গন্ধ হইতে পৃথক করিয়া লয়।

গোফতে যাঁ ফসলে হোযায়ফা বাহাসান — گفت زان فصلی حذیفه با حسن
তাবদাঁ শুদ ওয়াযো তাযকীরাশ হাসান — تا بدان شد وعظ و تذکیرش حسن

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) (নফসের ধোঁকা সম্বন্ধে যাহাকিছু হুযূর (সঃ) হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন,) উহারই কিছু অংশ হাসান বসরী (রঃ)-কে বলিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার ওয়ায খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

মোশেগাফানে ছাহাবা জুমলা শাঁ — موشگافان صحابه جمله شان
খীরাহ গাশ্‌তান্দে দরাঁ ওয়াযো বয়াঁ — خیره گشتندی دران وعظ و بیان

তত্ত্বজ্ঞানী সাহাবীগণ ঐ ওয়ায-নসীহতের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইতেন।

অর্থাৎ, সাহাবীগণ এই ভাবিয়া অবাক হইতেন যে, হাসান বসরীর সম-শ্রেণীর লোকদের তুলনায় হাসান বসরীর জ্ঞান অতুলনীয়। সাহাবায়ে কেরাম এজন্য অবাক হইতেন না যে, সাহাবাগণ ঐ বিষয়গুলি অবগত ছিলেন না।

মোহাদ্দেসগণের মতে হাসান বসরী (রঃ) হযরত হুযায়ফার সাক্ষাত না পাইলেও অন্যান্য সাহাবীগণের মাধ্যমে হযরত হুযায়ফার বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

## নাছারাগণের ইহুদী উযীরের অনুসরণ

দেল বাদো দাদান্দ তরসায়াঁ তামাম    دل بدو دادند ترسایان تمام
খোদ চে বাশাদ কুওতে তাকলীদে আম    خود چه باشد قوت تقلید عام

নাছারাগণ সকলেই উযীরের বশীভূত হইয়া গেল। বস্তুত জনসাধারণের তাকলীদের মধ্যে কোন স্থিরতা নাই। অর্থাৎ, না বুঝিয়া না ভাবিয়া শুধু মনের খেয়ালে যাহার ইচ্ছা তাহারই সঙ্গ অবলম্বন করে।

দর দরূনে সীনা মেহরাশ কাশতান্দ    در درون سینه مهرش کاشتند
নায়েবে ঈসীয়াশ মী পেন্দাশতান্দ    نائب عیسیش می پنداشتند

তাহারা নিজের অন্তরের মধ্যে তাহার মহব্বতের বীজ বপন করিল, ধোঁকাবাজ উযীরকে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের স্থলাভিষিক্ত মনে করিতে আরম্ভ করিল।

উ বসের দজ্জাল এক চশমে লাঈন    او بسر دجّال یک چشم لعین
আয় খোদা ফরইয়াদরস্ নে'মাল মুঈন    ای خدا فریادرس نعم المعین

সে তো ভিতরে ভিতরে এক চক্ষুবিশিষ্ট অভিশপ্ত দাজ্জাল। হে আল্লাহ্! আমাদের সাহায্য করুন, আপনি অতি উত্তম সাহায্যকারী।

অর্থাৎ, ধোঁকাবাজ উযীর হযরত ঈসা (আঃ)-এর নায়েব নহে, সে তো হযরত ঈসা আলাইহিস্ -সালামের শত্রু। প্রতারণায় সে দাজ্জালের ন্যায়; এইরূপে আমরাও নফসের, মানুষ ও জ্বিন-শয়তানের সহস্র রকমের ধোঁকায় পড়িয়া থাকি। কাজেই মাওলানা রূমী (রঃ) অস্থির হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলেন, আয় আল্লাহ্! আমাদের সাহায্য করুন, আপনি অতি উত্তম সাহায্যকারী।

ছদ হাযারাঁ দামো দানাস্ত আয় খোদা    صد هزاران دام و دانه ست ای خدا
মা চুঁ মোরগানে হারীছে বেনাওয়া    ما چوں مرغان حریص بے نوا

আয় আল্লাহ্! শতসহস্র ফাঁদ বিদ্যমান, আর আমরা লোভী সম্বলহীন পাখীর মত।

দমবাদম পা বস্তায়ে দামে নবেম    دمبدم پا بستۂ دام نویم
হর একে গর বাযও সীমোরগ শবেম    هریکے گر باز و سیمرغ شویم

সর্বদা নূতন নূতন ফাঁদে আটকিয়া পড়িতেছি, যদিও আমরা প্রত্যেকেই বাজ পাখী এবং সীমোরগের মত হইয়া যাই।

অর্থাৎ, সারা বিশ্ব জুড়িয়া লোভ-লিপ্সা ও কু-প্রবৃত্তির জাল ছড়ান রহিয়াছে, বাঁচার চেষ্টা করিলেই বা কোথায় যাই?

মীরেহানী হরদমে মারা ও বায — می رهانی هر دمے ما را و باز
সূয়ে দামে মীরবেম আয় বেনাইয়ায — سوئے دامے میرویم اے بے نیاز

হে আল্লাহ্ বেনেয়ায! আপনি প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে (সেসমস্ত ফাঁদ হইতে) বাহির করিয়া লইতেছেন, আমরা আবার অন্য ফাঁদে পা বাড়াইতেছি।

অর্থাৎ, নফস এবং শয়তানের নানারকম ফাঁদে আমরা আটকাইয়া পড়িতেছি, যদিও আমরা কত বড় কামেলই হই না কেন। নিম্ন-স্তরের ছোট ছোট কল্পনা ও খেয়াল এবং ওয়াসওয়াসা হইলেও আমাদের উপর কোন না কোন ফাঁদ আসিয়া পড়ে। আপনি হেদায়তের নূর। তালীমে নবুওয়ত এবং এলহাম দ্বারা উহা হইতে আমাদিগকে নাজাত দিয়া থাকেন, আবার আমরা অন্য প্রকার ধোঁকায় পড়িয়া যাই।

মা দরীঁ আম্বারে গন্দম মীকুনেম — ما دریں انبار گندم می کنیم
গন্দমে জমা আমাদাহ্ গোম মীকুনেম — گندم جمع آمده گم می کنیم

(আমাদের দৃষ্টান্ত এই যে,) আমরা গমের স্তূপ সঞ্চয় করিতেছি; কিন্তু সঞ্চিত গম হারাইয়া ফেলি।

মীনাইয়ান্দেশেমে মা জময়ে' ও হোশ — می نیندیشیم ما جمع و حوش
কী খলল দর গন্দামাস্ত আয় মকরে মোশ — کیں خلل در گندم ست از مکر موش

আমরা পশুর দল একটু চিন্তাও করি না যে, গমের বিপুল ক্ষতি ইঁদুরের ধূর্তামির কারণে হইতেছে।

মোশ তা আম্বারে মা হাফরাহ্ যাদাস্ত — موش تا انبار ما حفره زده است
ওয়ায ফনাশ আম্বারে মা খালী শোদাস্ত — وز فنش انبار ما خالی شده است

আমাদের গমের স্তূপ পর্যন্ত ইঁদুর গর্ত খুঁড়িয়া রাখিয়াছে, উহার কার্যকলাপের দরুন আমাদের গোটা স্তূপই শূন্য হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে আমরা নেক আমল করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ঐ সমস্ত নেক কাজের কোন নূর ও বরকতের কোথাও চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। ইহার কারণ শুধু এই যে, নফস এবং শয়তান উহার মধ্যে প্রবৃত্তির কামনা এবং আভ্যন্তরীণ পীড়া, যথা আত্মতুষ্টিমূলক অহমিকা এবং রিয়াকারী পয়দা করিয়া দিয়া আমাদের সকল নেক আমল বরবাদ করিয়া দিতেছে।

আউয়াল আয় জাঁ দফয়ে' শররে মোশ কুন — اول اے جاں دفع شر موش کن
ওয়াঁ গাহাঁ দর জময়ে' গন্দম জোশ কুন — وانگهاں در جمع گندم جوش کن

হে প্রাণ! প্রথমে ইঁদুরের দুষ্কৃতি দমন কর, তারপর গম সঞ্চয় করিতে চেষ্টা কর।

অর্থাৎ, পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইঁদুর তথা নফস ও শয়তান আমাদের আমলকে বরবাদ করিতেছে; এখন বলিতেছে, প্রথমে উহা দমন কর, তারপর আমল জমা কর। অর্থাৎ, এখলাসের সহিত আমল কর। রিয়াকারী এবং আত্মতুষ্টিমূলক অহমিকা উহাতে প্রবেশ করিতে দিও না; তবেই তোমার আমলসমূহ গ্রহণীয় হইবে। পরবর্তী বয়েতে এই কথাটিকেই জোরদার করার জন্য একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন।

বেশনু আয আখবারে আঁ ছদরোছ ছোদোর بشنو از اخبار آں صدر الصدور
লা ছালাতা তাম্মা ইল্লা বিল-হুযূর لاصلوة (تم) الا بالحضور

সকল নবীদের সর্দার আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শোন! হুযূর ফরমাইতেছেন, অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে হাযির না রাখিলে নামায পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় না।

অর্থাৎ, নামাযে পূর্ণতা, আনয়ন করিতে চাহিলে এবং উহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিতে হইলে দিলকে হাযির করিয়া নামায পড়িতে হইবে। কিন্তু ইঁদুরকে দমন না করা ব্যতীত, অর্থাৎ, নফস ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর করা এবং এখলাস আনয়ন করা ব্যতীত দিলকে হাযির করা সম্ভব নহে। সম্মুখে ইঁদুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতেছেন।

গরনা মোশে দোযদ দর আম্বারে মাস্ত گر نہ موشے دزد در انبار ماست
গন্দমে আ'মালে চাল সালা কোজাস্ত گندم اعمال چل ساله کجاست

ইঁদুর যদি আমাদের গোলায় চুরি না করিত, তবে চল্লিশ অর্থাৎ বহু বৎসরের আমলের গম কোথায় গেল। অর্থাৎ, এতকাল যাবত আমল করিয়াও কোন নূর, বরকত ও মহব্বতে এলাহী পয়দা হয় না!

রেযা রেযা ছিদক হর রোযে চেরা ریزه ریزه صدق هر روزے چرا
জমযে' মীনাইয়াদ দরী আম্বারহা جمع می ناید دریں انبارها

যদি দৈনিক ছেদ্‌ক এবং এখলাসের এক একটি কণা করিয়াও সঞ্চয় হইতে থাকিত, তবে কি উহা একটি স্তূপে পরিণত হইত না?

চরিত্র সংশোধন ও নফসের কুপ্রবৃত্তি দমন দুই প্রকার, প্রথম—কু-প্রবৃত্তি যথা—কাম, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, আত্মতুষ্টি, অহমিকা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। স্বেচ্ছায় এই কাজগুলির কল্পনা বা খেয়াল কখনও দিলে আনিবে না, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন একটির সম্মুখীন হইলে ঐ কাজগুলিকে মনে মনে খুবই ঘৃণা করিবে, চরিত্র সংশোধনের এই দরজা ফরয। অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে কোন ওয়াসওয়াসা আসিলে যদি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বা ওয়াসওয়াসা অনুযায়ী কোন কাজ না করে, তবে কোন গোনাহ্ হইবে না।

দ্বিতীয় প্রকার কু-প্রবৃত্তি দমন এই যে, কু-প্রবৃত্তিগুলি সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া, কোন খারাব কাজের কল্পনাই মনে না আসা; বরং খারাব কাজগুলি নাপাক ও ঘৃণার বস্তু মনে হওয়া। এই শ্রেণীর চরিত্র সংশোধন মোস্তাহাব। বহুদিন নির্জনে অবস্থান করিয়া বহু সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত ইহা অর্জন করা সম্ভব নহে।

নামাযে হুযূরে কলবঃ ইহা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার এই যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামায পড়া, কাহাকেও দেখান বা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে। নামাযে এই প্রকারের হুযূরে কলব ফরয। ইহা ব্যতীত নামায হইবে না।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নামাযে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কল্পনা বা খেয়ালই না আসা; ইহা আবার দুই প্রকার; ইচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে গায়রুল্লাহ্‌র কোন খেয়াল না আনা। এই প্রকারের হুযূরে কলব ফরয না হইলেও শরীয়তে ইহার তাকীদ আসিয়াছে। অন্য প্রকার এই যে, অনিচ্ছায়ও গায়রুল্লাহ্‌র কোন খেয়াল বা কল্পনা মনে না আসে—এই দরজা হাসেল করা

মোস্তাহাব। নফস ও কলবকে ফানা করা ব্যতীত হুযূরে কলবের এই দরজা হাসিল হয় না। لاصلوة الا بحضور القلب অর্থাৎ, "হুযূরে কলব (একাগ্রতা) ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না।" এ বাক্যটি যদিও হাদীসের কিতাবসমূহে দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি ইহার বিষয়বস্তু কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। সম্ভবত বুযুর্গানে দ্বীন ইহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে হাদীস বলিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| বাস সেতারাহ্ আতেশ আয আহান জাহীদ | بس ستاره آتش از آهن جهید |
| ওয়াঁ দেলে সূযীদাহ্ পেযরাফ্‌ত ও কাশীদ | وآں دل سوزیده پذرفت و کشید |

বহু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চকমকি (অগ্নিপাথর) হইতে নির্গত হইয়াছে, এই ভস্মীভূত দেল উহা গ্রহণ ও বহন করিয়াছে।

| | |
|---|---|
| লেকে দার যুলমাত একে দোযদে নেহাঁ | لیك در ظلمت یکے دزدے نهاں |
| মী নেহাদ আঙ্গুশ্‌ত বর এসতারেগাঁ | می نهد انگشت بر استارگاں |

কিন্তু অন্ধকারে লুক্কায়িত একটি চোর তারকারাজির উপর অঙ্গুলী রাখিয়া নিবাইয়া দেয়।

| | |
|---|---|
| মী কুনাদ এসতারেগাঁরা এক বা এক | میکند استارگاں را یك بیك |
| তাকে নাফরোযাদ চেরাগে বর ফালাক | تاکه نفروزد چراغے بر فلك |

একটি একটি করিয়া তারকাসমূহ নির্বাপিত করিয়া ফেলে, যেন আকাশে কোন প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতে না পারে।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—নেক-আমল।
চকমকি—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।
ভস্মীভূত দেল—আমলকারীর অন্তর।
অন্ধকার—সাধনাপন্থার অজ্ঞতা।
লুক্কায়িত চোর—নফস ও শয়তান।
আকাশে প্রদীপ প্রজ্বলিত না হওয়া—কবূল না হওয়া।

অর্থাৎ, নফস এবং শয়তান কিভাবে আমাদের নেক-আমল নষ্ট করে, এই বয়েতগুলিতে উহার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে।

এখানে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন, ঘটনাটি অত্র কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের প্রারম্ভে বর্ণিত আছে। ঘটনাটির সারমর্ম এই:

কোন এক গৃহস্থের ঘরে চোর ঢুকিল, গৃহস্থ টের পাইয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য চকমকি ঠুকিয়া আগুন ধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নীচে রুই কিংবা খড়কুটা রাখিয়া চকমকিতে ঠুকিতেই উহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; কিন্তু চোর অন্ধকারে গৃহস্থের নিকট বসিয়া প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গ অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া নিভাইয়া ফেলিতে লাগিল। ফলে গৃহস্থ চকমকি দ্বারা আগুন ধরাইতে পারিল না এবং ঘর আলোকিত করিতে পারিল না। সুতরাং চোরকে দেখিতে পাইল না, নিজের আসবাবপত্রও হেফাযত করিতে ব্যর্থ হইল।

এইরূপে এবাদত-বন্দেগী, নেক-আমল আমরা যাহাকিছু করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের মধ্যে কিছু নূর ও বরকত পয়দা হওয়ার কথা। কিন্তু নফস এবং শয়তান আমাদের মধ্যে মন্দ-স্বভাব যথা—রিয়াকারী, খোদপছন্দী, অহমিকা প্রভৃতি পয়দা করিয়া উহার সাহায্যে সেই নূর ও বরকত বিলুপ্ত করিয়া দেয় এবং আল্লাহ্ পাকের কবুলিয়াতের নূর আমাদের অন্তরের ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হয় না, মূর্খতার অন্ধকারে থাকায় আমরা তাহা টের পাই না।

চুঁ এনাইয়াতাত বুওয়াদ বা মা মুকীম — چوں عنایاتت بود با ما مقیم
কায় বুওয়াদ বীমে আযাঁ দোযদে লাঈম — کئے بود بیمے ازاں دزد لئیم

হে মাবুদ! আপনার অনুকম্পা যখন আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে, তখন কুখ্যাত চোরের ভয় কি?

গার হাযারাঁ দাম বাশাদ দর কদম — گر ہزاراں دام باشد در قدم
চুঁ তু বামাঈ না বাশাদ হীচে গম — چوں تو با مائی نہ باشد ہیچ غم

যদি আমাদের প্রতিপদে হাজার হাজার ফাঁদ ও জাল থাকে, তবুও আপনি আমাদের সঙ্গে থাকিলে আমাদের কোন চিন্তা নাই।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! দয়ার আধার, করুণার সাগর! যদিও নফস এবং শয়তানের ধোঁকা মারাত্মক ভয়ের কারণ, কিন্তু আপনার দয়া ও অনুগ্রহ যদি নিত্য সাথী হয়, তবে সেই চোরের ভয় আর থাকিবে না।

এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, তরীকতপন্থীর নিজের মারেফত, রিয়াযত এবং মোজাহাদার উপর নির্ভর করা মুশকিল—বরং অনুচিত। অবশ্য সর্বদা সবকিছু করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে।

হার শবে আয দামে তন আরওয়াহরা — ہر شبے از دام تن ارواح را
মী রেহানী মী কানী আলওয়াহরা — می رہانی میکنی الواح را

হে খোদাওন্দ তা'আলা! আপনি প্রতিরাত্রে দেহের বন্দীখানার তক্তা ও কপাট উপড়াইয়া ফেলিয়া রূহকে মুক্তি দিয়া থাকেন।

অতএব, আপনি ইচ্ছা করিলে নফস ও শয়তানের দুষ্টামির ফাঁদ হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন।

মী রেহান্দ আরওয়াহ হার শব যীঁ কফছ — میرہند ارواح ہر شب زیں قفس
ফারেগাঁ নায় হাকেম ও মাহকুমে কাস — فارغاں نئے حاکم و محکوم کس

এই দেহপিঞ্জর হইতে প্রতিরাত্রে রূহসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত মনে মুক্তি পাইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, কাহারও শাসকও নহে, কাহারও শাসিতও নহে, একেবারেই মুক্ত।

শব যে যিন্দাঁ বেখবর যিন্দানীয়াঁ — شب ز زنداں بے خبر زندانیاں
শব যে দৌলত বেখবর সুলতানীয়াঁ — شب ز دولت بے خبر سلطانیاں

রাত্রিকালে কয়েদীগণের জেলের খবর থাকে না, রাত্রে রাজা-বাদশাহগণ তাহাদের দৌলতের খবর রাখে না।

নায় গমো আন্দেশায়ে সূদো যিয়াঁ — نے غم و اندیشۂ سود و زیاں
নায় খেয়ালে ঈঁ ফলানো আঁ ফলাঁ — نے خیال ایں فلاں و آں فلاں

লাভেরও কোন চিন্তা থাকে না আর ক্ষতিরও কোন আশংকা থাকে না, 'এটা-ওটা' কাহারও কোন খেয়াল থাকে না।

অর্থাৎ, রূহকে যেমন দেহের কয়েদখানা হইতে এমনভাবে মুক্ত করিয়া থাকেন যে, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া যায়; তদ্রূপ আমাদিগকে যদি বাতেনী রিপুসমূহ হইতে নিশ্চিন্ত করিয়া দেন, তাহা আপনার জন্য মোটেই কঠিন নহে।

## দৃষ্টান্তসহ আরেফদের অবস্থার বর্ণনা

হালে আরেফ ঈঁ বুওয়াদ বেখাবে হাম — حال عارف ایں بود بیخواب هم
গোফত ঈযাদ হুম রুকুদুন যীঁ মারাম — گفت ایزد هم رقود زیں مرم

জাগ্রত অবস্থায়ও আরেফদের অবস্থা ঐ রকম হইয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন "তাহারা ঘুমন্ত" ইহা বিশ্বাস কর।

নিদ্রাবস্থায় সাধারণ লোকদের যে অবস্থা হয়, দুনিয়া হইতে বে-খবর এবং সম্পর্কহীন হইয়া যায়, তদ্রূপ আরেফ ও ওলী-আল্লাহ্গণ জাগ্রত অবস্থায়ই উহা লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, শরীর ও দেহ হইতে একেবারেই সম্পর্কহীন থাকেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবে-কাহ্ফ সম্বন্ধে ফরমাইয়াছেন, تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْد "তোমরা তাহাদের চোখ খোলা দেখিয়া জাগ্রত মনে করিতেছ, অথচ তাহারা ঘুমন্ত।" আসহাবে-কাহ্ফের সহিত আরেফগণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। আসহাবে-কাহ্ফের বিস্তারিত বিবরণ তফসীরসমূহে দ্রষ্টব্য।

খোফ্তা আযাহওয়ালে দুন্ইয়া রোযও শব — خفته از احوال دنیا روز و شب
চুঁ কলম দর পাঞ্জায়ে তাকলীবে রব — چوں قلم در پنجهٔ تقلیب رب

তাহারা দুনিয়ার হাল-হাকীকত সম্বন্ধে নিদ্রিত (লেখকের) হাতে কলমের ন্যায়, তাহারা স্বীয় রবের আনুগত্যে ঘূর্ণায়মান।

অর্থাৎ, ওলীআল্লাহ্গণ দুনিয়ার প্রতি মোটেই আকৃষ্ট নহেন। যেসব কার্যকলাপ, কথাবার্তা আল্লাহ্ হইতে গাফেল করিয়া দেয়, ঐসব বস্তুর প্রতি আদৌ তাহাদের কোন ঝোঁক নাই। তাহারা হাতের কলমের ন্যায় আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের অনুগত। শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ তাঁহারা কোন সময় করেন না। সারকথা, যেসমস্ত কাজ ওলীআল্লাহ্গণকে আল্লাহ্ হইতে গাফেল করে, ঐ সমস্ত কাজ হইতে তাঁহারা একেবারেই বেখবর, ঐসব কাজের দিকে ইহাদের একটুও আকর্ষণ নাই। যেহেতু তাঁহারা আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত কোন কাজই করেন না, কাজেই কলমের সাথে তুলনা করা হইয়াছে।

আঁ কে উ পাঞ্জা না বীনাদ দার রকম — آنکه او پنجه نه بیند در رقم
ফে'লে পেন্দারাদ বা জাম্বেশ আয কলম — فعل پندارد به جنبش از قلم

লেখার সময় হাতের প্রতি যাহাদের দৃষ্টি পড়ে না, তাহারা লেখার কাজকে কলমের ক্রিয়া মনে করে।

এখানে সর্বসাধারণের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তাহারা তো যাহাকে যে কাজ করিতে দেখে, তাহাকেই কাজের সম্পাদনকারী বলিয়া মনে করে, কিন্তু বাস্তবে সম্পাদক একমাত্র আল্লাহ্; কিন্তু ইহা অনুধাবন করার জ্ঞান সকলের নাই, শুধু আরেফগণ ইহা বুঝিতে সক্ষম।

শাম্মায়ে যীঁ হালে আরেফ ওয়া নমুদ شمۂ زیں حال عارف وا نمود
খালক রা হামখাবে হিসসী দর রেবুদ خلق را هم خواب حسی در ربود

আল্লাহ্ আরেফদের যৎকিঞ্চিত অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, মানুষের উপর বাহ্যিক নিদ্রাকে চাপাইয়া দিয়াছেন।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বসাধারণকেও আরেফগণের ন্যায় কিরূপে আল্লাহ্র প্রতি তন্ময় ও আত্মভোলা হইতে হয়, তাহা অবগত করাইয়াছেন, যাহাতে সর্বসাধারণের অন্তরে ঐ অবস্থা অর্জন করার উৎসাহ জন্মে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর নিদ্রা চাপাইয়া দিয়াছেন, যাহাতে মানুষ এই নমুনার উপর কেয়াস করিয়া আরেফদের অবস্থা অনুধাবন করিতে পারে।

রাফতা দর ছাহরায়ে বেচূঁ জানে শাঁ رفتہ در صحرائے بیچوں جان شاں
রূহে শাঁ আসূদাও আবদানে শাঁ روح شاں آسودہ و ابدان شاں

এক অনুপম প্রান্তরে, অতুলনীয় ময়দানে তাহাদের রূহ যাইয়া উপস্থিত হয়, সেখানে তাহাদের প্রাণ ও দেহ উভয়ই শান্ত ও আনন্দিত।

কোন কবি বলিয়াছেনঃ

নিদ্রায় দেখিনু আমি মধুর স্বপন,
কি সুন্দর সুখময় মানব জীবন।
জাগিয়া মেলিনু আঁখি চমকিয়া পুনঃ দেখি,
কঠিন কর্তব্য ব্রত মানব জীবন।

ফারেগাঁ আয হেরছো একবাবো হেছাছ فارغاں از حرص و اکباب و حصص
মোরগ ওয়ার আযদামে জাস্তা ওয়াজ কাফাছ مرغوار از دام جستہ وز قفص

তখন লোভ ও লোভনীয় বস্তুর আকর্ষণ এবং অংশসমূহ (-এর অন্বেষণ) হইতে একেবারেই নিশ্চিন্ত হইয়া যায়, যেমন কোন পাখী মুক্ত হইয়া ফাঁদ বা পিঞ্জিরা হইতে ছুটিয়া পলায়।

অনুপম প্রান্তর—সেই জগতকে আলমে মেছাল বা অনুরূপ আলম বলে। এই আলমে মেছাল রূহানী জগত এবং লৌকিক জগত হইতে স্বতন্ত্র একটি জগত।

কোরআন ও হাদীসের ইশারা-ইঙ্গিত ও বুযুর্গানে দ্বীনের বক্তব্যের মাধ্যমে এবং আহ্‌লে কাশ্‌ফগণের স্পষ্ট ভাষণে প্রকাশ পাইতেছে যে, আলমে মেছালের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। অবশ্য উহা রূহানী আলম এবং লৌকিক আলম, উভয়ের মাঝামাঝি একটি আলম। মৃত্যুর পর হইতে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এখানে অবস্থান করে। উহাকে আলমে বরযখ বলা হয়!

স্বপ্নযোগে মানুষের সম্মুখ হইতে সেই আলমের পর্দা সরিয়া যায়। ঐ আলমটি ভৌগোলিক সীমারেখাসদৃশ একটি আলম, কিন্তু বস্তুজগত নহে।

মানুষ দুইটি জিনিসের সমষ্টি—একটি রূহ, যাহা বস্তু এবং সীমারেখা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা) -এর ঊর্ধ্বে।

অন্যটি দেহ, যাহা বস্তু এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গভীরতাবিশিষ্ট। যেহেতু বস্তুজগতের সহিত আলমে মেছালের সামঞ্জস্য নাই, কাজেই উহাকে অনুপম জগত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই আলমে মেছাল

বস্তুজগতের সহিত সামঞ্জস্য না রাখার কারণে আলমে আরওয়াহের সহিত তাহার মিল আছে। আর বস্তুবিশিষ্ট না হইলেও উহাতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গভীরতা বিদ্যমান থাকায় লৌকিক জগতের সহিতও উহার সামঞ্জস্য বিদ্যমান, কাজেই উহাকে আলমে মেছাল (অনুরূপ জগত) বলা হয়।

চুঁ বাসূয়ে দাম বাযান্দার শাওয়ান্দ — چوں بسوئے دام باز اندر شوند
দাদ জোইয়াঁ দর পায়ে দাওয়ার শাওয়ান্দ — داد جویاں درپے داور شوند

আবার যখন রূহসকল দেহ-পিঞ্জরে আসিয়া আবদ্ধ হয়, তখন পুনরায় অভিযোগ ও বিচারপ্রার্থী হইয়া হাকেমের পিছনে ঘুরাফেরা করিতে থাকে।

ওয়ায ছফীরে বায দামান্দর কাশী — وز صفیرے باز دام اندر کشی
জুমলা রা দর দাদো দর দাওয়ার কাশী — جمله را در داد ودر داور کشی

(হে চিরঞ্জীব, সদা বিদ্যমান; তুমি) পাখীর বুলি আওড়াইয়া রূহকে আবার ফাঁদে আবদ্ধ কর, কোন লোককে বিচারপ্রার্থীর কাজে আর কোন লোককে রাজত্বের কাজে লাগাইয়া দাও।

চুঁকে নূরে ছোবহে দম সার বর যানাদ — چونکه نور صبح دم سر بر زند
কেরগাসে যররী গারদোঁ পর যানাদ — کرگس زریں گردوں پر زند

প্রভাতের আলো যখন প্রকাশিত হয়, সোনালী রং এর শকুন তখন ডানা বিস্তার করে।
অর্থাৎ, আকাশে সূর্য উদয় হইয়া চারিদিক আলোকিত করিয়া ফেলে!

তুর্কে রোয আখের চুঁ বা যররী সেপার — ترک روز آخر چوں با زریں سپر
হিন্দবে শব রা বা তেগ আফগান্দাহ সার — هندوئے شب را به تیغ افگنده سر

অবশেষে যখন দিবসের সিপাহী সোনালী ঢাল সহকারে রজনী দেবীর মুণ্ড ছেদ করিয়া ফেলে।
অর্থাৎ, দিনের সূর্য আসিয়া রাতের অন্ধকার দূরীভূত করিল।

মায়লে হার জানে বা সূয়ে তন শাওয়াদ — میل هر جانے بسوئے تن شود
হার তনে আয রূহ আবাস্তান শাওয়াদ — هر تنے از روح آبستن شود

(তখন) প্রত্যেকটি প্রাণ দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং প্রত্যেকটি দেহ রূহের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

ফালেকুল এছবাহ্ ইসরাফীল ওয়ার — فالق الاصباح اسرافیل وار
জুমলা রা দর ছুরত আরাদ যাঁ দিয়ার — جمله را در صورت آرد زاں دیار

প্রভাত সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাফীলের ন্যায় সকল সৃষ্ট জীবকে আলমে মেছাল হইতে পুনরায় আলমে সূরত তথা লৌকিক জগতে নিয়া আসেন।

হযরত ইসরাফীল (আঃ) যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখন সকল মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হইয়া হাশরের মাঠে একত্রিত হইবে। তদ্রূপ এখানে দুনিয়ার লোক রাত্রিকালে মৃত্যু তথা নিদ্রার জগতে চলিয়া গিয়াছিল, ভোরের শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ায় সাথে সাথে মেছালী জগত হইতে লৌকিক জগতে ফিরিয়া আসিল, অর্থাৎ, ঘুমন্তপুরী পুনরায় জাগ্রত হইল।

রূহহায়ে মোমবাসেত রা তন কুনাদ — روحهائے منبسط را تن کند
হার তনেরা বায আবস্তান কুনাদ — هر تنے را باز ابستن کند

মুক্তিপ্রাপ্ত রূহসমূহকে পুনরায় দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হইল, প্রত্যেক দেহকে পুনরায় রূহ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইল।

আস্‌পে জাঁরা মী কুনাদ আ'রী যে যীঁ — اسپ جاں را می کند عاری ز زیں
সিররে আন্নাওমু আখুল মওতাস্ত ঈঁ — سر النوم اخ الموت است ایں

রূহের ঘোড়া জিনমুক্ত করা হয়, ইহাই "নিদ্রা মৃত্যুর তূল্য" এই হাদীসের তাৎপর্য বা ভাবার্থ।

অর্থাৎ, পুনরায় রূহকে দুনিয়ার সম্পর্কমুক্ত করা হয়। পবিত্র হাদীস শরীফে আছে— النوم اخو الموت "নিদ্রা মৃত্যুতুল্য", এই হাদীসের তাৎপর্য ইহাই। মৃত্যু যেমন মানুষকে সম্পর্কহীন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ নিদ্রাও মানুষকে সম্পর্কহীন করিয়া ফেলে।

লেকে বাহরে আঁ কে রোয আইয়ান্দে বায — لیک بهر آں که روز آیند باز
বর নেহাদ বর পায়ে শাঁ বনদে দারায — بر نهد بر پائے شاں بند دراز

কিন্তু যেহেতু দিনের বেলা আবার প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে, তাহার পায়ের মধ্যে লম্বা রশি বাঁধিয়া রাখে।

অর্থাৎ, ঘোড়াকে যদিও জিনমুক্ত করিয়া খোলা মাঠে বিচরণ করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু তবুও তাহার পায়ের সাথে একটি লম্বা রশি বাঁধিয়া রাখা হয়, যেন প্রয়োজনকালে আবার তাহাকে সহজে কাজে লাগান যায়।

তাকে রোযাশ ওয়া কাশাদ যাঁ মুরগযার — تاکه روزش وا کشد زاں مرغ زار
দর চেরাগাহ আরাদাশ দর যেরে বার — در چراگاه آردش در زیر بار

দিনের বেলায় যেন উহাকে ঐ উদ্যান ও চারণভূমি হইতে টানিয়া তাহার উপর বোঝা চাপান যায়।

অর্থাৎ, নিদ্রাবস্থার চারণভূমি আলমে মেছাল হইতে টানিয়া পার্থিব সম্পর্কের বোঝা তাহার উপর চাপান হয়।

আহলে কাশফ বুযুর্গগণের উক্তির মাধ্যমে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুইটি দেহ দান করিয়াছেন; একটি মাটির দেহ, দুনিয়াতে অবস্থান করে, পরকালে হাশরের মাঠে এই দেহ লইয়াই উঠিবে। এই দেহের উপরই ছওয়াব ও আযাব হইবে। দ্বিতীয়টি মেছালী শরীর বা অনুরূপ দেহ, উহা আলমে মেছালে বিদ্যমান, স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রকৃত রূহ, যাহা আল্লাহ্‌র হুকুমে সৃষ্ট হইয়া মানুষের মধ্যে অবস্থান করে, তাহা উভয় দেহের সহিত সম্পর্ক রাখে। জাগ্রত অবস্থায় মাটির শরীরের সঙ্গে ঐ রূহের সম্পর্ক সমধিক মজবুত ও দৃঢ় থাকে; আর নিদ্রা অবস্থায় রূহের সম্পর্ক মেছালী দেহ বা অনুরূপ দেহের সহিত বৃদ্ধি পায়। অতএব, "নিদ্রিত অবস্থায় মাটির দেহ হইতে রূহ বাহির হইয়া আলমে মেছালে (অনুরূপ জগতে) চলিয়া যায়।" ইহার অর্থ এই যে, মাটির দেহের সহিত সম্পর্ক শিথিল হইয়া অনুরূপ দেহের সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। আর আলমে মেছাল হইতে রূহ চলিয়া আসে, ইহার অর্থ এই যে, মেছালী দেহের সহিত সম্পর্ক দুর্বল হইয়া মাটির দেহের সহিত রূহের সম্পর্ক প্রগাঢ় হইয়া যায়।

কাশ চুঁ আছহাবে কাহ্ফ আঁ রূহেরা — کاش چوں اصحاب کهف آں روح را
হেফয কর্দে ইয়া চু কাশতী নূহেরা — حفظ کردے یا چو کشتی نوح را

কতই না উত্তম হইত! যদি আসহাবে কাহ্ফের ন্যায় ঐ রূহকে আলমে মেছালেই হেফাযত করিয়া রাখা হইত, কিংবা হযরত নূহ (আঃ) নবীর কিশতীর ন্যায় হেফাযত করিয়া রাখা হইত।

অর্থাৎ, আরেফগণ স্বপ্নের আরাম এবং দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কাহিনী শ্রবণ করিয়া (আরেফগণ যেহেতু গায়রুল্লাহ্র সম্পর্ক ঘৃণার চোখে দেখেন) আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন—আহা কত ভাল হইত! যদি আসহাবে কাহ্ফের মত এই রূহকে আলমে মেছালেই রাখিয়া দেওয়া হইত, আর এখানে প্রত্যাবর্তন করিতে না দেওয়া হইত। আর আসহাবে কাহ্ফের দীর্ঘ সময়ের ন্যায় না রাখিলেও অন্ততঃ এতটুকু সময় সেখানে হেফাযতে রাখিতেন, যতদিন হযরত নূহ আলাইহিস্-সালামের কিশ্তী তাঁহাকে হেফাযত করিয়াছিল।

আসহাবে কাহ্ফ গুহার অভ্যন্তরে তিনশত নয় বৎসর নিদ্রিত অবস্থায় কাটাইয়াছেন, আর হযরত নূহ আলাইহিস্সালাম নৌকার মধ্যে কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন।

তা আযীঁ তুফানে বেদারী ও হোশ — تا ازیں طوفان بیداری و هوش
ওয়া রাহীদে ঈঁ যমীরো চশমো গোশ — وا رهیدے ایں ضمیر و چشم و گوش

তাহা হইলে এই অন্তর, চক্ষু ও কর্ণ জাগ্রত এবং হুশ-জ্ঞান থাকা অবস্থায় এই তুফান হইতে নিস্তার পাইত।

অর্থাৎ, গায়রুল্লাহ্র প্রতি দৃষ্টি পড়িলে বা অন্তরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর ওয়াসওয়াসা আসিলে ছালেকদের অন্তরে তোলপাড় আরম্ভ হয়, উহাকে তুফান বলিয়াছেন। ছালেক ও আরেফগণ বিভিন্ন হালত ও অবস্থার সম্মুখীন হইয়া থাকেন। যখন আল্লাহ্তে নিমগ্ন হওয়ার অবস্থা প্রবল হয়, তখন এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকেন। নতুবা জাগ্রত অবস্থায় গায়রুল্লাহ্র খেয়াল আসিলে উহাকে অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে যে কষ্ট ও মোজাহাদা করিতে হয়, নিমগ্ন থাকার চেয়ে উহা উত্তম।

আয় বাসা আসহাবে কাহ্ফ আন্দর জাহাঁ — اے بسا اصحاب کهف اندر جهاں
পাহলুয়ে তূ পেশে তূ হাস্ত ঈঁ যমাঁ — پهلوئے تو پیش تو هست ایں زماں

ওহে প্রিয়! বহু আসহাবে কাহ্ফ তোমার নিকটে তোমার সম্মুখে এই যুগে দুনিয়াতে বর্তমান আছেন।

গার বাতূ ইয়ার বাতূ দার সরূদ — غار باتو یار باتو در سرود
মোহর বর চশমাস্ত ও বর গোশাত চে সূদ — مهر بر چشم ست و بر گوشت چه سود

তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু গান-বাদ্যে তোমার সঙ্গী, কিন্তু তোমার চক্ষু ও কর্ণে যখন মোহর লাগিয়াছে, তখন তাহারা কাছে অবস্থান করিলেই বা লাভ কি?

বায গো কেয চীস্ত ঈঁ রো-পোশহা — باز گو کز چیست ایں روپوشها
খতমে হক বর চশমেহা ও গোশহা — ختم حق بر چشمها و گوشها

আচ্ছা বল ত, চোখের উপর এই পর্দা কেন? চক্ষে ও কর্ণে আল্লাহ্র মোহর পড়িয়াছে!

পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নিদ্রিত অবস্থায় সাধারণ লোক দুনিয়া হইতে বে-খবর হইয়া থাকে, কিন্তু ওলীআল্লাহ্গণের জাগ্রত অবস্থাই দুনিয়া হইতে বে-খবর থাকার নযীর। উপরোক্ত বয়েতগুলিতে তাঁহাদিগকে আসহাবে কাহ্ফের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল; এখানে সেই বিষয়টির দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

এখানে হয়ত প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেসমস্ত ওলীআল্লাহ্র আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা কোথায়?

মাওলানা রূমী (রঃ) এখানে সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতেছেন যে, শত-সহস্র ওলী-আল্লাহ্, যাঁহারা বাহ্যতঃ জাগ্রত, অথচ বাস্তবে দুনিয়া হইতে বে-খবর, এই দুনিয়াতেই বিদ্যমান আছেন। তোমাদের নিকটে, তোমাদের সম্মুখে, তোমাদের সাথে মিলিয়া-মিশিয়া, কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা করিয়া তোমাদের আশেপাশেই বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু তোমাদের চোখে, কানে মোহর লাগিয়া গেলে তাঁহারা নিকটে থাকিলেই বা লাভ কি? পরবর্তী বয়েতে মোহরের ব্যাখ্যা লায়লার একটি ঘটনার মাধ্যমে দিতেছেন।

## লায়লার সহিত খলীফার সাক্ষাতের কাহিনী

গোফতে লায়লা রা খলীফা কাঁ তুঈ — گفت لیلیٰ را خلیفه کاں توئی
কেয তু মজনূঁ শোদ পেরেশানো গবী — کز تو مجنوں شد پریشان و غوی

খলীফা লায়লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই (কি) সেই লায়লা, যাহার জন্য মজনু এত পেরেশান ও জ্ঞানশূন্য।

আয দেগর খোবাঁ তু আফযূঁ নীস্তী — از دیگر خوباں تو افزوں نیستی
গুফত খামোশ চূঁ তু মজনূঁ নীস্তী — گفت خامش چونتو مجنوں نیستی

তুমি তো অন্যান্য সুন্দরীদের চেয়ে অধিক সুন্দরী নও। লায়লা বলিল, চুপ কর, তুমি যখন মজনু নও, তখন তোমার নীরব থাকাই ভাল।

দীদায়ে মজনূঁ আগর বূদে তোরা — دیدهٔ مجنوں اگر بودے ترا
হর দো আলম বে-খতর বূদে তোরা — هردو عالم بے خطر بودے ترا

মজনুর চোখের ন্যায় যদি আপনার চোখ হইত, তবে উভয় জগত আপনার নিকট তুচ্ছ হইত।

বা খোদী তু লেকে মজনূঁ বে খোদাস্ত — باخودی تو لیک مجنوں بیخودست
দর তরীকে এশ্কে বেদারী বদাস্ত — در طریق عشق بیداری بدست

আপনি তো স্বীয় অস্তিত্ব অনুভূতিশীল, আর মজনু, সে তো স্বীয় সত্তা হইতে বেখবর। প্রেমের পথে এই ধরনের জাগরণ দূষণীয়।

অর্থাৎ, হুযূর! আপনি যেহেতু অস্তিত্ব অনুভূতিশীল, দুনিয়ার সব কিছুর উপর আপনার দৃষ্টি পড়িতেছে, কাজেই আমার লাবণ্য ও সৌন্দর্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি পতিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে

আমি ব্যতীত মজনুর দৃষ্টি আর কাহারও উপর পড়িতেছে না। কাজেই মজনু আমার পূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। প্রেমের পথে চেতনা ও অস্তিত্ববোধ এবং মাহবুব ব্যতীত অন্য কাহারও কল্পনা অন্তরে আসা খুবই দূষণীয়।

এখানে মাওলানা রূমী (রঃ) চক্ষু, কর্ণের সেই মোহরটির নির্ণয় করিতেছেন যে, চেতনা এবং স্বীয় অস্তিত্বের অনুভূতি হইতেছে সেই মোহর এবং পর্দা। কেননা, স্বীয় অস্তিত্বের অনুভূতি থাকিলে গায়রুল্লাহ্‌র খেয়াল বেশী বেশী মনে আসিবে, তখন আল্লাহ্‌র খেয়াল এবং ওলীআল্লাহ্-দের অন্বেষণ এবং পরিচয় কিরূপে ভাগ্যে জুটিবে? একথাটিই আরো বিস্তারিভাবে বলিতেছেনঃ

হরকে বেদারাস্ত উ দর খাবতর — هرکه بیدارست او در خواب تر
হাস্ত বেদারীয়াশ আয খাবাশ বতর — هست بیداریش از خوابش بتر

যে ব্যক্তি (দুনিয়ার কাজকর্মে) বেশী জাগ্রত, সে (আল্লাহ্ হইতে) বেশী নিদ্রিত। তাহার এই জাগ্রত অবস্থা নিদ্রাবস্থার চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট।

চুঁ বাহক বেদারী নাবওয়াদ জানে মা — چوں بحق بیداری نبود جان ما
হাস্ত বেদারী চুঁ দর বান্দানে মা — هست بیداری چوں در بندان ما

যদি আমাদের অন্তর আল্লাহ্‌র খেয়ালে জাগ্রত না থাকে, তবে এই জাগ্রত অবস্থা আমাদের জন্য কারাগার।

কেননা, এই বিনিদ্রতার কারণে অন্তর গায়রুল্লাহ্‌র সম্পর্কের শৃংখলে আরও বেশী বেশী আবদ্ধ হয়। গায়রুল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক যত বেশী গাঢ় হইবে, আল্লাহ্‌র সম্পর্ক তত বেশী শিথিল হইবে।

জাঁ হামা রোয আয লাকাদ কুবে খেয়াল — جاں همه روز از لکد کوب خیال
ওয়ায যিয়াঁ ও সূদ আয খওফে যওয়াল — وز زیاں و سود از خوف زوال
নায় ছাফা মীমান্দাশ নায় লোতফো ফর — نے صفا می ماندش نے لطف و فر
নায় বাসূয়ে আসমাঁ রাহে সফর — نے بسوئے آسماں راه سفر

অন্তর সারাদিন বাজে খেয়ালের পদাঘাতে এবং লাভ-লোকসানের দুশ্চিন্তায় ও ক্ষয়-ক্ষতির আশংকায় অন্তরে পরিচ্ছন্নতা নাই, পবিত্রতা ও (নূর অর্জনের) ক্ষমতা নাই, আসমানের দিকে ভ্রমণ পথও নাই।

কেননা, একই সময়ে দুই দিকে মনোনিবেশ করা সম্ভব নহে; যাহারা দিবারাত্র পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি মনোনিবেশ করিবে, তাহারা উর্ধ্বজগতের প্রতি মনোযোগ দিতে পারিবে না।

খোফতা-আঁ বাশাদ কে উ আয হর খেয়াল — خفته آں باشد که او از هر خیال
দারাদ উম্মীদু কুনাদ বা উ মকাল — دارد امید وکند با او مقال

নিদ্রিত ঐ ব্যক্তি, যে তাহার প্রত্যেকটি খেয়াল হইতে (উন্নতির) আশা রাখে এবং ঐ খেয়ালের সাথে কথোপকথন করে।

নিদ্রা ও জাগরণ, বিভোরতা ও সচেতনতা দুই প্রকার—আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে জাগরণ ও সচেতনতা আর দুনিয়ার ব্যাপারে উদাসীনতা, ইহা প্রশংসনীয় এবং উপাদেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে, আখেরাত সম্বন্ধে উদাসীনতা, বেখবর থাকা এবং দুনিয়ার ব্যাপারে জাগ্রত এবং সচেতন থাকা নেহাৎ ক্ষতিকর ও দূষণীয়।

এইরূপে খেয়ালও দুই প্রকার—এক প্রকার খেয়াল, যদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র মারেফত হাসিল করা যায়। প্রত্যেকটি খেয়াল ও চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিবার আশা করা যায়। কেননা, এই চিন্তাধারা তাহার সহিত কথোপকথন করে। অর্থাৎ, ইহার বরকতে কলবের মধ্যে এলম, হাকীকত ও মারেফত হাসিল হয়। দ্বিতীয় প্রকার খেয়াল, যাহা পার্থিব বিষয়ের মধ্যে সীমিত।

নায় চুনাঁকে আয খেয়াল আইয়াদ বাহাল    نے چنانکہ از خیال آید بحال<br>
আঁ খেয়ালাশ গারদাদ উরা ছদ ওবাল    آں خیالش گردد او را صد وبال

এখানে সেই নিদ্রিত নিদ্রা উদ্দেশ্য নহে, যাহার চিন্তাধারা এত বিশৃঙ্খল এবং নিন্দনীয় যে, যখন ঐ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সে প্রকৃত চেতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই চিন্তা তাহার জন্য আযাব হইয়া দাঁড়ায়।

অর্থাৎ, দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর থাকাকালে বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা খেয়াল, কল্পনা তখনকার জন্য খুবই আনন্দদায়ক মনে হয়। কিন্তু যখন সত্যিকারের চেতনা অর্থাৎ মৃত্যুর সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন গোনাহ্ এবং শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিদ্রা এবং তাহার চিন্তা ও কল্পনার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

দেওরা চুঁ হুর বীনাদ উ বা খাব    دیو را چوں حور بیند او بخواب<br>
পাস যে শাহওয়াত রীযাদো বা দেও আব    پس ز شهوت ریزد او با دیو آب

যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শয়তানকে এক অনুপম সুন্দরীরূপে দেখিতে পায়, অতঃপর কামভাব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঐ শয়তানের সহিত বীর্যপাত করে।

চুঁকে তুখমে নসলরা দর শোরা রীখত    چونکه تخم نسل را در شوره ریخت<br>
উ বা খেশাম্নদ খেয়াল আয ওয়ায় মীগুরীখত    او بخویش آمد خیال از وے می گریخت

এই শুক্র ছিল বংশ বৃদ্ধির বীজ, সে উহাকে এক অনুর্বর ভূমিতে ফেলিল, অতঃপর চেতনা প্রাপ্ত হইলে সেই কাল্পনিক মূর্তি অদৃশ্য হইয়া যায়।

যো'ফে সর বীনাদ আঁযা ও তন পলীদ    ضعف سر بیند ازاں و تن پلید<br>
আহ্ আঁযা নকশে পদীদো না পদীদ    آه ازاں نقش پدید و ناپدید

তখন দেখিতে পায় মস্তিষ্কে দুর্বলতা এবং শরীর নাপাক। তখন আফসোস করিতে থাকে যে, এই কাল্পনিক মূর্তি কেমন করিয়া দৃষ্টিগোচর হইল এবং কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

অর্থাৎ, জাগ্রত হইয়া ঐ কাল্পনিক রূপসী নারী দর্শনের উপায় নাই। কেননা, উহা ত বাস্তব বস্তু ছিল না, কাল্পনিক বস্তু ছিল। কাজেই বাস্তব জগতে আসার পর সে কাল্পনিক বস্তু উধাও হইয়া গেল। যেসব লোক গায়রুল্লাহ্‌র অন্বেষণকারী, তাহাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ।

মোরগে বর বালা পর্‌রানো সাইয়াআশ    مرغ بر بالا پران و سایه اش<br>
মী-রওয়াদ বর খাক পর্‌রাঁ মুরগোওয়াশ    میرود بر خاک پراں مرغ وش

(উহার দৃষ্টান্ত,) একটি পাখী শূন্যে উড়িতেছে, আর উহার ছায়া পাখীর ন্যায় মাটিতে দৌড়াইতেছে।

আবলাহে ছাইয়াদ আঁ সাইয়া শাওয়াদ | ابلهی صیاد آں سایه شود
মীরাওয়াদ চান্দাঁ কে বে মাইয়া শাওয়াদ | میرود چندانکه بی مایه شود

কোন আহমক শিকারী যদি ঐ ছায়ার পিছনে ধাবিত হয়, তবে সে যতদূরই অগ্রসর হউক না কেন, কিছুই তাহার হস্তগত হইবে না, (শূন্য হস্তই থাকিবে)।

বেখবর কাঁ আকসে আঁ মোরগে হাওয়াস্ত | بی خبر کاں عکس آں مرغ هواست
বেখবর কে আসলে আঁ সাইয়া কুজাস্ত | بی خبر که اصل آں سایه کجاست

তাহার এতটুকু খবর নাই যে, ইহা শূন্যে উড়ন্ত পাখীর ছায়া, এতটুকুও সে জানে না, এই ছায়ার আসল বস্তুটি কোথায়।

তির আন্দাযাদ বা সূয়ে সাইয়া উ | تیر اندازد بسوئے سایه او
তিরকাশাশ খালী শাওয়াদ দর জুস্তেজো | ترکشش خالی شود در جستجو

সে ছায়ার দিকে তীর ছুঁড়িতেছে, এই অন্বেষণে তাহার তূণীরটি তীরশূন্য হইয়া যাইতেছে।

এখানে দুনিয়া অন্বেষণকারীর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, দুনিয়ার অস্থায়ী অস্তিত্ব আখেরাতের স্থায়ী ও অনন্ত অসীম অস্তিত্বের সম্মুখে এইরূপ—যেমন ছায়ার অস্তিত্ব কাল্পনিক এবং ছায়াদার পদার্থের অস্তিত্ব বাস্তব। অর্থাৎ, দুনিয়া ছায়াসদৃশ এবং আখেরাত ছায়াদার পদার্থসদৃশ। অতএব, আখেরাতকে ত্যাগ করিয়া দুনিয়া অন্বেষণকারীর অবস্থা উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তের ন্যায়ই হইবে এবং সর্বশেষ অবস্থা এই হইবে যেঃ

তিরকাশে উমরাশ তেহী শুদ উমর রফত | ترکش عمرش تهی شد عمر رفت
আয দবীদান দর শিকারে সাইয়া তাফত | از دویدن در شکار سایه تفت

যিন্দেগীর তূণটি খালি হইয়া জীবন নিঃশেষ হইল, ছায়া শিকার করার উদ্দেশ্যে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভস্ম হইল।

## মুর্শিদ ওলীর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান

সায়ায়ে এযদাঁ চূ বাশাদ দাইয়াআশ | سایهٔ یزداں چو باشد دایه اش
ওয়া রেহানাদ আয খেয়ালো সাইয়াআশ | وا رهاند از خیال و سایه اش

আল্লাহর ছায়া যদি তাহার মুর্শিদ হয়, তবে তিনি বাজে খেয়াল ও ছায়া হইতে তরাইয়া লইবেন।

পূর্বে দুনিয়ার চিন্তা এবং উহার অন্বেষণের নিন্দনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে। এখন উহা হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় বলিয়া দিতেছেন। কামেল পীরের তরফ হইতে তাওয়াজ্জুহ এবং তরবিয়ত প্রদান; আর তরীকত, মারেফত অন্বেষণকারীর পক্ষ হইতে পীরের আনুগত্য এবং অনুসরণই সেই পরিত্রাণলাভের উপায়।

| | |
|---|---|
| সাইয়ায়ে এযদাঁ বুওয়াদ বান্দাহ্ খোদা | سایـهٔ یزداں بود بـنـده خدا |
| মুরদায়ে ইঁ আলামো যিন্দাহ খোদা | مردهٔ ایـں عالم و زنـده خدا |

আল্লাহ্র কামেল বান্দা আল্লাহ্র ছায়া, তিনি দুনিয়ার সম্পর্ক হইতে মৃত এবং আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক হইতে জীবিত।

অর্থাৎ, দুনিয়ার সাথে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, তিনি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন। কাজেই এমন ব্যক্তির প্রতি রোগ নির্ণয় ব্যাপারে সন্দিহান না হইয়া যথাশীঘ্র তাঁহার শরণাপন্ন হও।

| | |
|---|---|
| দামানে উ গীর যুতর বেগুমাঁ | دامـن او گیر زوتـر بے گمـاں |
| তা রাহী আয আফতে আখের যমাঁ | تا رهـی از آفـت آخـر زمـاں |

অতিসত্বর তাহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে অন্তিম সময়ের বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

অর্থাৎ, মৃত্যুকালে শয়তান কর্তৃক ঈমান ছিনাইয়া লওয়ার বিপদ হইতে নিস্তার পাইবে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ)-এর মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়ার মোহ ও মায়াই ইহার কারণ।

পূর্বে দুনিয়াকে স্থায়িত্বহীনতার দিক দিয়া ছায়ার সহিত তুলনা করা হইয়াছিল, আর এখানে ওলীয়ে কামেলকে আল্লাহ্র ছায়া বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, ছায়া যেমন সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ, তদ্রূপ ওলীয়ে কামেলগণ আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁহারা মানুষকে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব ও কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই সম্মুখে বলিতেছেনঃ

| | |
|---|---|
| কায়ফা মাদ্দায-যেল্লা নকশে আওলিয়াস্ত | کیـف مد الظل نقش اولیـاسـت |
| কো দলীলে নূরে খোরশীদে খোদাস্ত | کو دلیـل نور خورشـیـد خداسـت |

দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করিয়া ছায়াকে বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। ইহা আউলিয়ায়ে কেরামের নমুনা। কেননা, তাঁহারা আল্লাহ্র সূর্যের আলোর দিশারী।

(কোরআন শরীফে) এই যাহেরী ছায়া সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ اَلَمْ تَرَاِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ অর্থাৎ, দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করিয়া ছায়াকে বিস্তার করিয়াছেন। আওলিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টান্তও সেইরূপ। এই যাহেরী ছায়া যেমন সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে, তদ্রূপ আওলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্ পাকের নূরের সন্ধান বলিয়া দেন, যাহাকে তুলনা-মূলকভাবে বাতেনী সূর্য বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, মুরীদকে তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিবার উপায় বলিয়া দেন।

| | |
|---|---|
| আন্দরীঁ ওয়াদী মারাও বে ইঁ দলীল | انـدریـں وادی مرو بے ایـں دلیـل |
| লা উহিব্বুল আফেলীন গো চূঁ খলীল | لاحـب الافـلیـن گو چوں خلیـل |

অতএব, এই (তরীকতের) ময়দানে চলিতে হইলে এই পথপ্রদর্শক ব্যতীত পা বাড়াইও না। (তরীকতের পথ চলাকালে যদি নূর দৃষ্ট হয়, হযরত ইবরাহীম) খলীলুল্লাহ্র ন্যায় বল, আমি অস্তগামী বস্তু পছন্দ করি না।

অর্থাৎ, তরীকতের পথে চলা আরম্ভ করার পর আলমে নাসূত (বাহ্য জগত) ও আলমে মালাকূতের (আধ্যাত্মিক জগতের) যে সমস্ত নূর এবং দৃশ্যাবলী তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে, তুমি

উহাকে চরম উদ্দেশ্য বস্তু মনে করিও না; বরং ঐ নূর দেখিয়া হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র ন্যায় বলিবে, إِنِّىْ لَآ أُحِبُّ الْآفِلِيْنَ অর্থাৎ, “আমি অস্তগামী বস্তু পছন্দ করি না।” অর্থাৎ, মোরাকাবা ও মোশাহাদার সময় কোন নূর দেখা গেলে তখন আকীদা ও আমলকে দুরুস্ত রাখিবে। অর্থাৎ, সেইগুলিকে সৃষ্ট ও অস্থায়ী মনে করিবে, স্থায়ী মনে করিবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার দীদার দুনিয়াতে কখনও হইতে পারে না; বরং সেই সমস্ত নূর অন্তর হইতে দূর করিয়া আসল উদ্দেশ্যের দিকে মনোনিবেশ করিবে। কেননা, উহা যদিও আলমে মালাকূত তথা ফেরেশ্‌তা জগতের নূরসমূহ, কিন্তু তবুও তো উহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টবস্তু। অতএব, উহাতে মনোনিবেশ করা, আর ধন-সম্পদে নিমগ্ন থাকা উভয় সমান; উভয়টি সত্যিকারের মারেফত অর্জনের পথে অন্তরায়। এমন কি ফেরেশ্‌তা জগতের এই নূরানী আবরণ লৌকিক জগতের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দা হইতে অধিক শক্ত ও ক্ষতিকর। কেননা, মানবীয় জগতের বস্তুসমূহকে মানুষ সাধারণত আল্লাহ্ হইতে পর্দাস্বরূপ মনে করিয়া থাকে এবং ইহাতে তেমন কোন স্বাদ বা আরামপ্রদ কোন কিছু নাই। অতএব, অন্তর ইহাতে বেশী মশগুল হয় না; বরং উহাকে দূরে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে থাকে। পক্ষান্তরে উর্ধ্বজগতের জ্যোতির্ময় নূরানী দৃশ্যাবলীকে উচ্চ পর্যায়ের বস্তু এবং সাধনা-মোজাহাদার ফল মনে করিয়া উহাতে আন্তরিক পুলক ও আত্মতৃপ্তি অনুভব হয়। কাজেই এই আনন্দদায়ক বিষয়ে একবার নিমগ্ন হইলে সারা জীবনেও এই ফাঁদ হইতে মুক্তি পাওয়ার আশা নাই। তদুপরি যদি এই নূরকে নূরে লাহূতী (আল্লাহ্‌র সত্তা) মনে করিয়া লয়, তবে তো আমলের সঙ্গে সঙ্গে আকীদাও খারাব হইয়া গেল। এই মকামে আসিয়া বহু লোক বরবাদ হইয়া গিয়াছে। অতএব, আকীদা ও আমল উভয়ের সংশোধনের প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রাখা ওয়াজেব (একান্ত কর্তব্য)।

| | |
|---|---|
| রাও যেসাইয়া আফতাবে রা বেইয়াব | روز سایه آفتابی را بیاب |
| দামানে শাহ শামসে তাবরেযী বেতাব | دامن شه شمس تبریزی بتاب |

যাও, সূর্যের ছায়ার কল্যাণে সূর্যের সহিত যাইয়া মিলিত হও; শামসুদ্দীন তাবরেযীর শরণাপন্ন হও।

| | |
|---|---|
| রাহ নাদানী জানেবে ইঁ সোরো উরস | ره ندانی جانب این سور و عرس |
| আয যিয়াউল হক হোসামুদ্দীন বেপোরস | از ضیاء الحق حسام الدین بپرس |

আর যদি এই আনন্দদায়ক মহফিল ও মহা-উৎসবের পথ তোমার জানা না থাকে, তবে যিয়াউল হক হোসামুদ্দীনের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

পূর্ববর্ণিত বিষয় দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মুর্শিদে কামেল আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভের একমাত্র উপায়। এখন মাওলানা (রঃ) স্বীয় যুগের কামেলগণের নাম নির্ণয় করিতেছেন। হে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণকারী! শাহ শামসুদ্দীন তাবরেযীর শরণাপন্ন হও। আর যদি ঐ আনন্দদায়ক ব্যাপক ফয়েয লাভ করিতে অসমর্থ হও, তবে মাওলানা যিয়াউল হক হোসামুদ্দীনের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

যিয়াউল হক হযরত শামস তাবরেযী হইতে ফয়েয লাভ করিয়াছেন। পরে মাওলানা রূমী-এর নিকট হইতেও ফয়েয লাভ করিয়াছেন। মাওলানা হোসামুদ্দীন যিয়াউল হক ছিলেন মাওলানা রূমীর পীর ভাই, অন্যদিকে মাওলানার খলীফা। মাওলানা নিজেকে নিজে ক্ষুদ্র মনে করিয়া

কামেলগণের অন্তর্ভুক্ত নিজেকে গণ্য করিলেন না ; বরং নিজের পীর ভাই এবং নিজের খলীফার দিকে ইশারা করিলেন যে, শামস তাবরেযীর ফয়েয লাভ করিতে অক্ষম হইলে যিয়াউল হকের শরণাপন্ন হও।

ওয়ার হাসাদ গীরাদ তোরা দর রাহ্ গলো — ور حسد گیرد ترا در ره گلو
দর হাসাদ ইবলীস রা বাশাদ গুলো — در حسد ابلیس را باشد غلو

যদি আল্লাহ্র পথে হাসাদ আসিয়া তোমার গলা চাপিয়া ধরে, তবে ইহা শয়তানের কাজ মনে করিও ; কেননা, হিংসা-বিদ্বেষে শয়তান সকলের অগ্রগামী।

অর্থাৎ, হযরত শামস তাবরেযী অথবা হযরত মাওলানা যিয়াউল হকের অনুসরণ করিতে যদি তোমার কোন প্রকার লজ্জা বোধ হয় যে, আমি তো কাহারও চেয়ে কম নহি ; তবে মনে করিও, হিংসাই ইহার উৎপত্তির কারণ। কাজেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিতেছেন, আল্লাহ্র পথে যদি হিংসা তোমার টুঁটি চাপিয়া ধরে, তবে মনে করিবে হিংসাই ইহার কারণ। এই হিংসা শয়তানের তরীকা। কেননা, হিংসা-পথের অগ্রদূত শয়তান। হিংসার বশীভূত হইয়া সে আদম আলাইহিস্-সালামকে সজ্‌দা করিতে দ্বিধা ও লজ্জাবোধ করিল, ইহাতে সে কেবল নিজেরই ক্ষতিসাধন করিল!

কোযে আদম নঙ্গ দারাদ আয হাসাদ — کو ز آدم ننگ دارد از حسد
বা সাআদত জঙ্গ দারাদ আয হাসাদ — باسعادت جنگ دارد از حسد

শয়তান বিদ্বেষবশতই আদম (আঃ)-কে সজ্‌দা করিতে লজ্জাবোধ করিতেছিল। সে হিংসার কারণে নিজেরই সৌভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল।

আকাবায়ে যী ছা'বতর দর রাহ্ নীস্ত — عقبهٔ زیں صعب تر در راه نیست
আয় খনক আঁ কেশ হাসাদ হামরাহ্ নীস্ত — اے خنک آں کش حسد همراه نیست

তরীকতের পথে হিংসার চেয়ে অধিক দুর্গম গিরিপথ আর কোনটি নাই, হিংসা যাহার পথের সাথী নহে, সে বড়ই সৌভাগ্যবান।

অর্থাৎ, এই তরীকতের পথে হিংসা-বিদ্বেষ অপেক্ষা অধিক প্রতিবন্ধক আর কোন বস্তুই নহে। কেননা, ইহার কারণেই বহু লোক পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা কামেল লোকের অনুসরণ করাকে নিজেদের মান-মর্যাদার খেলাফ মনে করিয়াছে। বিশেষ করিয়া আপন মুর্শিদের খলীফার অনুসরণ করাকে। কেননা, তিনি পীর ভাই। অধিকাংশ লোক নিজের পীর ভাইকে সমকক্ষ মনে করে। কাজেই কিরূপে তাঁহার কাছে আবেদন-নিবেদন করিবে ? অথচ কোন কামেল পীরের অনুসরণ ব্যতীত পূর্ণতা অর্জন দুরূহ ব্যাপার। অতএব, যাহার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ নাই সে বড়ই ভাগ্যবান। এখন হিংসার কারণ বর্ণনা করিতেছেন।

ঈঁ জাসাদ খানা হাসাদ আমদ বেদাঁ — ایں جسد خانه حسد آمد بداں
কেয হাসাদ আলূদা বাশাদ খান্দাঁ — کز حسد آلوده باشد خانداں

এই দেহ হিংসার আলয়, মনে রাখিও। হিংসার কারণে পুরা খান্দান আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

অর্থাৎ, দেহ বিদ্বেষের আকর। কাম, ক্রোধ প্রভৃতির ন্যায় বিদ্বেষও রক্ত-মাংস গঠিত দেহের একটি নিকৃষ্ট দোষ, ইহা হইতে আত্মগরিমা উৎপন্ন হয়। আত্মম্ভরিতা নিজের সহকর্মী কিংবা

সহ-অধ্যায়ীর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া থাকে। আর এই বিদ্বেষের কারণে অন্যান্য যেসব বস্তু তোমার দেহের মধ্যে রহিয়াছে, যথা জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ সমস্তই বিকৃত ও নষ্ট হইয়া যায়।

খানো মাঁহা আয হাসাদ বাশাদ খারাব خان و مانها از حسد باشد خراب
বায ও শাহীন আয হাসাদ গরদাদ গোরাব باز و شاهین از حسد گردد غراب

হিংসা-বিদ্বেষে ঘর-সংসার বরবাদ হইয়া যায়, হিংসার দরুন বায ও শাহীন (শিকারী পাখীদ্বয়) কাক হইয়া যায়।

অর্থাৎ, হিংসার কারণে তোমার দেহে অবস্থিত অন্যান্য গুণগুলিও বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ তোমার দেহের এই গুণগুলি বায ও শাহীন পাখীর ন্যায় শিকারী পাখী। ইহার সাহায্যে এল্মে এলাহী মারেফত ও তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু বিদ্বেষের কারণে উহা কাকের ন্যায় অপবিত্র ও নীচ প্রকৃতির হইয়া যায়। দুনিয়ার হীন স্বার্থ-সিদ্ধির যাবতীয় বাহানা অন্বেষণ করে। ওলীআল্লাহ্-গণের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিলে শাস্তি ও ধ্বংস অনিবার্য। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা অধিকাংশ ওলীকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, যেন লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়।

গার জাসাদ খানা হাসাদ বাশাদ ও লেক گر جسد خانه حسد باشد و لیك
ঈঁ জাসাদ রা পাক কর্দ আল্লাহ্ নেক این جسد را پاك كرد الله نیك

দেহ যদিও হিংসা-বিদ্বেষের গৃহ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই দেহকে (মুর্শিদগণের কল্যাণে) একেবারে পাক-পবিত্র করিয়া দিয়াছেন।

ইয়াফত পাকী আয জানাবে কিবরীয়া یافت پاکی از جناب کبریا
জেসম পোর আয হেকদোয়ায কিবরো রিয়া جسم پر از حقد و از کبر و ریا

যেই দেহ হিংসা, অহংকার ও রিয়াকারী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, আল্লাহ্র ফযলে উহা পবিত্র হইল।

এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ওলীআল্লাহ্গণও তো রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ, অথচ দেহ হিংসার গৃহ, ওলীআল্লাহ্গণের মধ্যেও সেই হিংসা-বিদ্বেষ রহিয়াছে। কাজেই তাঁহাদের অনুসরণ আর কি করিব ? উত্তরে মাওলানা বলিতেছেন, যদিও দেহ হিংসার ঘর ; কিন্তু রিয়াযত-মোজাহাদা ও সংযম-সাধনার বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের দেহকে একেবারে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের দেহের হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার, কাম-ক্রোধ, লোভ, রিয়া, আত্মতুষ্টি ইত্যাদি যাবতীয় কু-প্রবৃত্তিগুলি সমূলে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।

তাহ্হেরা বায়তী বয়ানে পাকীয়াস্ত طهرا بیتی بیان پاکی است
গাঞ্জে নূরাস্ত আয তেলেসমাশ খাকীয়াস্ত گنج نورست از طلسمش خاکی است

তাহ্হেরা বায়তিয়া (-এর মধ্যে এমন) পবিত্রতার বর্ণনা রহিয়াছে আর (এই ঘর যাহাকে পবিত্র রাখার হুকুম হইয়াছে) নূরের ভাণ্ডার। যদিও উহার তিলিসমাত বিভিন্ন প্রকার মাটির (দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে)।

আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ঈস্মাঈল আলাইহিমাস -সালামকে আদেশ করিলেন ঃ

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে আমার এই ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্য, এতেক্কাফকারীদের জন্য এবং নামাযীদের জন্য খুব পাক-ছাফ করিয়া দাও।' আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কিন্তু মাওলানা রূমী অত্র আয়াত দ্বারা আর একটি অনুরূপ অর্থ মুরাদ লইতেছেন। তিনি বলিতেছেন—আল্লাহ্র ঘর অর্থ মোমেনের দেল। আর উহাকে পাক করার অর্থ অন্তরকে কলুষমুক্ত করা। কেননা, কা'বা গৃহের উপর যেমন আল্লাহ্ পাকের নূর বর্ষিত হয়, তদ্রূপ আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের অন্তরেও আল্লাহ্র নূর বর্ষিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্র নূর বলিতে নূরে মা'রেফত ও নূরে মহব্বত এবং উত্তম আখলাক ও সৎ-স্বভাবের নূরকেই বুঝায়।

চুঁ কুনী বর বেহাসাদ মকরো হাসাদ    چوں کنی بر بے حسد مکر و حسد
যাঁ হাসাদ দেল রা সিয়াহীহা রাসাদ    زاں حسد دل را سیاهیها رسد

তুমি যখন কোন হিংসাহীন (বুযুর্গ) লোকের সহিত ষড়যন্ত্র এবং হিংসা করিবে, তখন ঐ হিংসার কারণে তোমার দেলে যাবতীয় অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইবে।

খাক শো মরদানে হকরা যেরে পা    خاك شو مردان حق را زیر پا
খাক বর সার কুন হাসাদরা হামচু মা    خاك بر سر كن حسد را همچو ما

আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের পায়ের ধুলা হইয়া যাও, আমাদের ন্যায় হিংসুকের মাথায় ধুলা নিক্ষেপ কর।

অর্থাৎ, আমি এত লেখা-পড়া শিখিয়া এত ভূরি ভূরি এল্‌ম অর্জন করিয়াও হযরত শামসুদ্দীন তাবরেযীর আনুগত্য অবলম্বন করিয়াছি, অথচ তিনি এই বাহ্যিক এল্‌মে এত পারদর্শী নহেন।

মাওলানা আবার উযীরের কাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। হিংসার কারণে উযীর কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিল, উহারও আলোচনা রহিয়াছে। অর্থাৎ, হিংসার কারণে সে নিজের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল, নাক-কান কাটাইল। বস্তুত হাসাদ এই ধরনেরই জঘন্য বস্তু।

## উযীরের খৃষ্টান-বিদ্বেষের কাহিনী

আঁ উযীরক আয হাসাদ বুদাশ নাযাদ    آں وزیرك از حسد بودش نژاد
তা বা বাতেল গোশো বীনী বাদ দাদ    تا به باطل گوش و بینی باد داد

সেই কমবখত উযীর জন্মগতভাবে বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। তাই তো সে অনর্থক নিজের নাক-কান বরবাদ করিল।

বর উম্মীদে আঁকে আয নেশে হাসাদ    بر امید آنکه از نیش حسد
যহরে উ দর জানে মিসকীনাঁ রাসাদ    زهر او در جان مسکیناں رسد

শুধু এই আশায় যে, বিদ্বেষের হুল এবং উহার বিষ বেচারা খৃষ্টানদের অন্তরে ছড়াইয়া পড়িবে।

হার কাসে কো আয হাসাদ বীনী কানাদ    هركسے كو از حسد بینی كند
খেশতন বে গোশো বে বীনী কুনাদ    خویشتن بے گوش و بے بینی كند

যে ব্যক্তি হিংসা-বিদ্বেষবশত সত্য অস্বীকার করে, সে নিজেকে কান এবং নাক হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলে।

মনে রাখিবেন, কেবল সেই উযীরই নহে, বরং যে ব্যক্তি সত্যের বিরোধিতা এবং উহা অস্বীকার করে, সে বিচার-শক্তি হারাইয়া ফেলে। এখানে নাক-অর্থ ব্যাহ্যিক ইন্দ্রিয় নহে, বরং বাতেনী নাক অর্থাৎ, বিচার-শক্তি উদ্দেশ্য। যদ্দারা হক ও বাতেলের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে।

বীনী আঁ বাশাদ কে উ বুয়ে বারাদ — بینی آں باشد که او بوئے برد
বূয়ে উরা জানেবে কূয়ে বোরাদ — بوئے او را جانب کوئے برد

(সত্য অনুভবকারী) নাক উহাকে বলে, যে (সত্যের) ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে সক্ষম, আর এই ঘ্রাণ তাহাকে কোন (মাহ্বুবের) গলির দিকে লইয়া যায়।

হক এবং বাতেলকে চিনিতে পারার পর কামেলের অনুসরণ করে, যাহাতে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। যেই ব্যক্তির এই বিচারশক্তি নাই, তাহার বাহিরের নাক নামক অঙ্গটি থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

হারকে বুইয়াশ্ নীস্ত বে বীনী বুওয়াদ — هرکه بویش نیست بے بینی بود
বুয়ে আঁ বুয়েস্ত কো দ্বীনী বুওয়াদ — بوئے آں بوئے است کو دینی بود

যাহার ঘ্রাণ লইবার শক্তি নাই, সে নাকবিহীন, দ্বীনের ঘ্রাণই প্রকৃত ঘ্রাণ।

এতটুকু তো সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যে, যাহার ঘ্রাণ লইবার যন্ত্র নাই সে নাকশূন্য। অবশ্য আমরা এখনো ঘ্রাণ বলিতে দ্বীনি ঘ্রাণ অর্থ গ্রহণ করিতেছি। কাজেই যাহার কাছে এই ঘ্রাণ গ্রহণ করার সম্বল নাই, নিশ্চয়ই সে নাকবিহীন।

চূঁকে বুয়ে বোরদ্ ও শোকরে আঁ নাকর্দ — چونکه بوئے برد و شکر آں نه کرد
কুফরে নেয়ামত আমাদে বীনীয়াশ খোর্দ — کفر نعمت آمد و بینیش خورد

(মুর্শিদের) ঘ্রাণ অনুভব করার পর যে উহার কদর করে না, সে (আল্লাহ্র) নেয়ামতের বে-কদরী করিল। ফলে তাহার ঘ্রাণ-শক্তি রহিত হইয়া যাইবে।

অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানী লোকের কথা শুনিয়া যখন সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করিতে পারিয়াছে এবং চিনিতে পারিয়াছে যে, ইনি কামেল। কিন্তু চিনিয়াও তাঁহার শোকরগুযারী অর্থাৎ, খেদমত ও সাহচর্য অবলম্বন করিল না, তবে এই নেয়ামতের না-শোকরী তাহার বিচার-শক্তি নষ্ট করিয়া দিল।

শোকর কুন মার শাকেরাঁ রা বান্দাহ্ বাশ — شکر کن مر شاکراں را بنده باش
পেশে ঈশাঁ মুর্দা শো পায়েন্দা বাশ — پیش ایشاں مرده شو پائنده باش

শোকর কর এবং শোকরগুযার (আরেফ)-দের গোলাম হইয়া যাও। তাঁহাদের সম্মুখে মৃতবৎ হও, চিরজীবী হইবে।

অর্থাৎ, তাঁহাদের খেদমতে নিজের সত্তাকে ও আত্মগৌরবকে মিটাইয়া দাও। কামনা-বাসনা বিলুপ্ত করিয়া মৃতবৎ হইয়া যাও, তাহা হইলে অনন্ত জীবন লাভ করিবে।

চূঁ উযীর আয রাহ যানী মা-ইয়া মাসায — چوں وزیر از رهزنے مایه مساز
খলকে রা তূ বর মাইয়াদার আয নামায — خلق را تو بر میادر از نماز

উযীরের ন্যায় তুমিও ডাকাতির সম্বল প্রস্তুত করিও না। আল্লাহ্র বান্দাগণকে নামায হইতে বিরত রাখিও না।

অর্থাৎ, কামেল লোকের খেদমত না করিয়া নিজে ধোঁকাবাজ পীর সাজিয়া সেই ধোঁকাবাজ উযীরের ন্যায় তরীকতপন্থীদের উপর ডাকাতি করিও না, আর আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে নামায, অর্থাৎ, সত্যান্বেষণ হইতে বিরত রাখিও না। কেননা, যে ব্যক্তি কোন ধোঁকাবাজ পীরের খপ্পরে পড়িয়া যায়, সে অন্য কোন কামেল পীরের অন্বেষণ হইতেও বঞ্চিত থাকিয়া যায়।

## বিজ্ঞ খৃষ্টানগণ উযীরের ধোঁকা বুঝিতে পারিল

নাছেহে দীঁ গাশ্‌তা আঁ কাফের উযীর — ناصح دیں گشته آں کافر وزیر
কর্দ উ আয মকর দর লুযীনা সের — کرده او از مکر در لوزینه سیر

সেই বেদ্বীন উযীর ধর্মের নসীহত প্রদানকারী সাজিয়া বাদামের হালুয়ায় রসূন মিশ্রিত করিয়া দিতেছিল। অর্থাৎ, নসীহতের সহিত গোমরাহীর কথা মিশ্রিত করিয়া বর্ণনা করিতেছিল।

হার কে ছাহেব যাওক বুদায গোফতে উ — هرکه صاحب ذوق بود از گفت او
লযযতে মী-দীদও তলখী জোফতে উ — لذتے میدید و تلخی جفت او

কিন্তু যাঁহারা (আল্লাহওয়ালা লোকের খেদমতে থাকিয়া) বিচারশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা তাহার কথায় আনন্দ অনুভব করিতেন, কিন্তু সাথে সাথে তিক্ততাও অনুভব করিতেন।

অর্থাৎ, তাহার প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষা শ্রবণে আনন্দিত হইতেন বটে, কিন্তু সাথে সাথে মিথ্যার তিক্ততাও অনুভব করিতেন।

নোকতা হা মী গোফত উ আমীখতা — نکتها می گفت او آمیخته
দর জোলাবো কন্দ যহরে রীখতা — در جلاب و قند زهرے ریخته

সে ধর্মের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাসমূহ বলিত, (কিন্তু উহার সহিত দুষ্টামি এবং গোমরাহীর কথাও মিশ্রিত থাকিত।) যেমন বিষ মিশ্রিত মিশ্রির শরবত।

হাঁ মাশো মাগরূর যাঁ গোফতে নেকূ — هاں مشو مغرور زاں گفت نکو
যাঁকে বাশাদ সদ বদী দর যেরে উ — زانکه باشد صد بدی در زیر او

খবরদার! এই ধরনের শ্রুতিমধুর কথায় কখনও ধোঁকায় পড়িও না; কেননা, ইহার অভ্যন্তরে শত শত খারাবী গুপ্ত রহিয়াছে।

হারকে বাশাদ যিশত গোফতাশ যিশত দাঁ — هرکه باشد زشت گفتش زشت داں
হারচে গোইয়াদ মুর্দা আঁরা নীস্ত জাঁ — هرچه گوید مرده آنرا نیست جاں

অসৎ লোকের কথাবার্তাও অসৎ মনে করিও, মৃত ব্যক্তি যাহা বলিবে উহা নিষ্প্রাণই হইবে।

যাহার স্বভাব-চরিত্র খারাব হইবে, তাহার কথার ক্রিয়া এবং প্রভাবও মন্দ হইবে; আর মৃত অন্তর হইতে যে কথা বাহির হইবে, উহাও প্রাণহীনই হইবে। ইহা কোন ভাল ক্রিয়া করিবে না।

গোফত ইনসাঁ পারায়ে ইনসাঁ বুওয়াদ گفت انسان پارهٔ انسان بود
পারায়ে আয নাঁ একীঁ হাম নাঁ বুওয়াদ پارهٔ از نان یقین هم نان بود

মানুষের কথা মানুষের একটি অংশবিশেষ, যেমন রুটির টুকরা নিঃসন্দেহে রুটিই হইয়া থাকে।
বক্তা যেরূপ গুণে গুণান্বিত, তাহার কথাও তদ্রূপই হইয়া থাকে।

যাঁ আলী ফরমুদ নকলে জাহেলাঁ زان علی فرمود نقل جاهلان
বর মাযাবেল হামচু সবযাস্ত আয় ফলাঁ بر مزابل همچو سبزه است ای فلان

ওহে শ্রোতা, শোন! হযরত আলী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন, "মূর্খদের কথাবার্তা যেমন আবর্জনার স্তূপে শ্যামল (বাগান)!"

হযরত আলী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন, نعمة الجاهل كروضة في مزبلة জাহেল লোকদের নেয়ামত এইরূপ—যেমন আবর্জনার স্তূপের উপর সবুজ ফুলবাগান। বাহিরে দেখিতে খুব সরস-সতেজ ও সুন্দর, কিন্তু ভিতরে উহা নাপাক।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জাহেল এবং নূরে-মা'রেফতশূন্য, তাহার নেয়ামত অর্থাৎ, কথা, যাহা সমস্ত নেয়ামতের অন্যতম, এইরূপ, যেমন গোবরের স্তূপের উপর বাগিচা। নূরে-মা'রেফতশূন্য লোকের কথা বাহিরে খুবই চমকপ্রদ, কিন্তু উহাতে ক্রিয়া-প্রভাব কিছুই নাই।

বর চুনাঁ সবযা হারাঁকাস কো নেশাস্ত بر چنان سبزه هر آنکس کو نشست
বর নাজাসাত বেশকে বেনেশাস্তা আস্ত بر نجاست بے شکے بنشسته است

এই ধরনের ঘাসের উপর যদি কেহ বসে, তবে নিঃসন্দেহ, সে নাপাকী ও ময়লার উপর বসিল।
এইরূপে জাহেলের কথার উপর যদি কেহ আমল করে, তবে সে অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বাইদাশ খোদরা বো শোসতান যাঁ হদছ بایدش خود را بشستن زان حدث
তা নামাযে ফরযে উ না বুওয়াদ আবছ تا نماز فرض او نبود عبث

এমতাবস্থায় নিজেকে ঐ নাপাকী হইতে ধুইয়া পবিত্র করিতে হইবে, যাহাতে তাহার ফরয নামায বাতেল হইয়া না যায়।

অর্থাৎ, গোবরের স্তূপের উপর উপবেশনকারীকে যেমন গোছল করিয়া পাক-ছাফ হইতে হয়, তদ্রূপ জাহেলের কথা অনুযায়ী আমলকারীকেও তওবা করিয়া পাক-ছাফ হইতে হয়। তাহা হইলে গোবরের উপর উপবেশনকারীর নামায যেমন রক্ষা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ জাহেল ব্যক্তির কথা অনুযায়ী আমলকারী উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে। এখানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ধোঁকা-বাজের খপ্পরে পড়িয়া যখনই নিজের ভুল বুঝিতে পারিবে, তখনই তাহার হাতের বায়আত ভাঙ্গিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যাহেরাশ মী গোফত দর রাহ চোস্ত শাও ظاهرش میگفت در ره چست شو
ওয়ায আছর মী গোফত জাঁরা সোস্ত শাও وز اثر میگفت جانرا سست شو

উযীর প্রকাশ্যে ইহাই বলিত যে, (আল্লাহ্ তা'আলার) পথে কর্মতৎপর হও, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া বলিত, কর্মবিমুখ হও।

অর্থাৎ, উহার বাতেনী কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না, বরং অলসতা আরও বৃদ্ধি পাইত। কেননা, তাহার উপদেশে সততা বা এখলাছ ছিল না, বরং নিছক প্রতারণা এবং রিয়াকারী ছিল। পরবর্তী বয়েতে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু দ্বারা দৃষ্টান্ত দিতেছেন।

যাহেরে নকরাহ সুফাইদাস্ত ও মুনীর — ظاهر نقره سفید ست و منیر
দাস্তো জামা যাঁ সিয়াহ গরদাদ চূ কীর — دست و جامه زاں سیه گردد چو قیر

(উযীরের উপদেশগুলি এরূপ ছিল, যেমন) যাহা দৃষ্টিতে রৌপ্য, খুব সাদা ধবধবে মনে হয়, কিন্তু উহার ঘর্ষণে হাত এবং জামা আলকাতরার ন্যায় কাল হইয়া যায়।

আতেশ আর চে সুরখ রোইয়াস্ত আয শরর — آتش ار چه سرخ رویست از شرر
তু যে ফে'লে উ সিয়াহ কারী নেগার — تو ز فعل او سیه کاری نگر

অগ্নি যদিও স্ফুলিঙ্গসমূহের মাধ্যমে লাল বর্ণ দেখা যায়, কিন্তু তুমি তাহার ক্রিয়ার পরিণতি দর্শন কর (বস্তুসমূহ জ্বালাইয়া কেমন কাল ছাই করিয়া ফেলে)।

বরক গার নূরে নুমাইয়াদ দার নযর — برق گر نورے نماید در نظر
লেকে হাস্তায খাছীয়াত দোযদে বছর — لیک هست از خاصیت دزد بصر

"বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ তীব্র উজ্জ্বল আলো দেখা যায়, কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়া সে দৃষ্টিশক্তি অপহরণ-কারী চোর।"

হারকে জুয আগাহো ছাহেব যওক বুদ — هرکه جز آگاه و صاحب ذوق بود
গোফতে উ দর গরদানে উ তওক বুদ — گفت او در گردن او طوق بود

বিজ্ঞ এবং (ধর্মীয়) রুচিসম্পন্ন লোক ব্যতীত যত লোক ছিল, উযীরের কথা ছিল তাহাদের গলার হার। অর্থাৎ, বিচারশক্তি এবং ধর্মীয় রুচিসম্পন্ন লোকেরা ত উযীরের ধোঁকাবাজি বুঝিতে পারিয়া-ছিল, কিন্তু অজ্ঞ জনগণ তাহার বশীভূত এবং তাহার প্রতি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

মুদ্দতে শশ সাল দর হিজরানে শাহ — مدت شش سال در هجران شاه
শোদ উযীর আতবায়ে ঈসা রা পানাহ — شد وزیر اتباع عیسی را پناه

এইরূপে ছয় বৎসরকাল বাদশাহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের অনুগামীদের (দ্বীন ও দুনিয়ার) আশ্রয়স্থল হইয়া রহিল।

দীনো দেলরা কুল বাদো বাসপোর্দ খালক — دین و دل را کل بدو بسپرد خلق
পেশে আমরো নাহ্ইয়ে উ মী মুর্দ খালক — پیش امر و نهی او می مرد خلق

খৃষ্টানগণ দ্বীন-দুনিয়া সবই তাহার হাতে ন্যস্ত করিল, তাহার আদেশ-নিষেধের সম্মুখে তাহারা জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়া গেল।

## উযীরের নিকট বাদশাহ্‌র গোপন পত্র প্রেরণ

দরমিয়ানে শাহ ওয়াউ পয়গামহা — درمیان شاه و او پیغام ها
শাহরা পেনহা বাদো আরামহা — شاه را پنها بدو آرام ها

(ইতিমধ্যে) বাদশাহ ও উযীরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান চলিত, তাহাতে ভিতরে ভিতরে বাদশাহ্‌র সান্ত্বনা ছিল।

আখেরুল আমরায বরায়ে আঁ মুরাদ — آخر الامر ازبرائے آں مراد
তা দেহাদ চুঁ খাক ঈশাঁরা বাবাদ — تا دهد چوں خاك ایشاں را بباد

পেশে উ বে নবেশত্ শাহ্ কায় মোকবেলাম — پیش او بنوشت شاه کائے مقبلم
ওয়াক্ত আমদ যুদ ফারেগ কুন দেলাম — وقت آمد زود فارغ کن دلم

পরিশেষে খৃষ্টানদিগকে ধূলির ন্যায় হাওয়ায় উড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাদশাহ উযীরকে লিখিলেনঃ হে আমার ভাগ্য চাঁদ, এখন সময় আসিয়াছে; আমার অন্তরকে শান্ত কর।

যেন্তেযারাম দীদাহো দেল বর রাহাস্ত — ز انتظارم دیده و دل بر ره ست
যীঁ গমম আযাদ কুন গার ওয়াক্ত হাস্ত — زیں غمم آزاد کن گر وقت هست

আমার চক্ষু এবং অন্তর প্রতীক্ষায় পথপানে তাকাইয়া আছে; যদি সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে এই পেরেশানী হইতে আমাকে মুক্তি দাও।

গোফ্‌ত ঈনাক আন্দারাঁ কা-রম শাহা — گفت اینك اندراں کارم شها
কাফ গানম দর দ্বীনে ঈসা ফেৎনাহা — کافگنم در دیں عیسے فتنها

উযীর লিখিল, হুযূর, আমি এখন সেই কাজেই ব্যস্ত আছি; হযরত ঈসার ধর্মে বিশৃঙ্খলা ঢুকাইবার চেষ্টায় আছি।—মনে করিবেন, তাহাদের ধ্বংস অতি সন্নিকটে।

## খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বার নেতার বিবরণ

কওমে ঈসারা বুদান্দর দারোগীর — قوم عیسے را بد اندر دارو گیر
হাকেমাঁ শাঁ দাহ আমীরো দো আমীর — حاکماں شاں ده امیر و دو امیر

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের শাসন সংরক্ষণ ব্যাপারে দশ এবং দুই (একুনে বার) জন নেতা ছিল।

হার ফরীকে মর আমীরে রা তবা' — هر فریقے مر امیرے را تبع
বান্দা গাশ্‌তা মীরে খোদরা আয তমা' — بنده گشته میر خود را از طمع

এক এক দল এক এক নেতার তাবেদার ছিল এবং নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্য স্বীয় আমীরের অনুগত হইয়াছিল।

ঈঁ দহো ঈঁ দো আমীরো কওমে শাঁ
গাশ্‌ত বান্দা আঁ আমীরে বদ নেশাঁ

این ده و این دو امیر وقوم شان
گشت بنده آن امیر بد نشان

এই দশ ও দুই (বার জন নেতা) এবং তাহাদের অনুসারী দলগুলি সকলেই সেই বদবখত উযীরের (ফরমাঁবরদার) অনুগত হইয়া গিয়াছিল।

এ'তেমাদে জুম্‌লা বর গোফতারে উ
একতেদায়ে জুমলা বর রফতারে উ

اعتماد جمله بر گفتار او
اقتدای جمله بر رفتار او

তাহার উপর সকলেরই বিশ্বাস ছিল এবং সকলে তাহার কাজের অনুসরণ করিত।

পেশে উ দর ওয়াক্তো সাআত হার আমীর
জাঁ বেদাদে গর বাদো গুফতে কে মীর

پیش او در وقت و ساعت هر امیر
جاں بدادے گر بدو گفتے که میر

উযীর যদি তাহাদের নেতাদিগকে বলিত, মরিয়া যাও, তবে প্রত্যেক সরদার তৎক্ষণাৎ জীবন দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল!

চুঁ যবুঁ কর্দ আঁ জহুদক জুমলারা
ফেতনায়ে আঙ্গীখ্‌তায্‌ মক্‌রো দাহা

چوں زبوں کرد آں جهودك جمله را
فتنهٔ انگیخت از مکر و دها

ফলত যখন সেই বিদ্বেষপরায়ণ নালায়েক উযীর সকলকে বশীভূত করিয়া লইল, তখন ধূর্তামি ও চতুরতা করিয়া একটি ফেতনা সৃষ্টি করিয়া দিল।

## উযীর কর্তৃক ইঞ্জিলের বিধান পরিবর্তন ও তাহার প্রবঞ্চনা

সাখ্‌ত তুমারে বনামে হার একে
নকশে হার তুমারে দেগার মাসলাকে

ساخت طومارے بنام هر یکے
نقش هر طومار دیگر مسلکے

সে প্রত্যেক সরদারের নামে একটি করিয়া (ধর্ম-বিধান) পুস্তক প্রস্তুত করিল। প্রত্যেক পুস্তকের বিধান ভিন্ন ধরনের লিপিবদ্ধ করিল।

এখন হইতে উযীরের সেই নূতন ফেতনা আরম্ভ।

হুক্‌মহায়ে হার একে নোয়ে' দেগার
ঈঁ খেলাফে আঁ যে পাইয়াঁ তা বাসার

حکمهائے هر یکے نوع دیگر
ایں خلاف آں ز پایاں تا بسر

প্রত্যেক পুস্তকের আদেশাবলী ভিন্ন ধরনের; এই পুস্তকের বিধান ঐ পুস্তকের আদ্যন্ত বিপরীত।

উযীরের উদ্দেশ্য খৃষ্টানদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করিয়া আত্মকলহে নিমজ্জিত করিয়া গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্য সাধন করার মানসে সে ধর্মীয় ময়দানকেই অধিক সমীচীন মনে করিল। কেননা, ধর্মীয় ব্যাপারে প্রত্যেকটি মানুষ অতি দ্রুত উত্তেজিত হইয়া পড়ে, প্রাণ বিসর্জন করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। অতি সহজেই

এই আগুন বাড়ী বাড়ী, মহল্লায় মহল্লায়, আত্মীয়-স্বজনে এমন কি শহর অতিক্রম করিয়া সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

ফলকথা, ঐ ধূর্ত উযীর ফেতনার বীজ ধর্মের জমিনে বপন করিল, নাছারাদের দ্বাদশ দলের জন্য বারটি পুস্তক রচনা করিল। বাহ্যত প্রত্যেক পুস্তকের মাছআলাসমূহ একটি অপরটির বিপরীত ছিল, কিন্তু মূলত মাছআলাগুলি একটি অপরটির বিপরীত নহে, কাল-পাত্র বিশেষে প্রত্যেকটি মাছআলাই প্রযোজ্য।

কিন্তু ধূর্ত উযীর উহার মধ্যে শঠতা ও বিভ্রান্তিকর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। বিশ্লেষণসাপেক্ষ মাছআলাকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। যেসব মাছআলার মধ্যে কোন শর্তযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল, সেগুলি শর্তহীনভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। কাজেই প্রত্যেকেই ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হই-য়াছে। যেমন, একজনকে বলা হইল, রোযা ফরয্, ইহার সাথে কোন প্রকার শর্ত আরোপ করিল না; অপরজনকে বলিল, রোযা হারাম। কিন্তু ইহার সাথেও কোন শর্ত যুক্ত করে নাই। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তি যদি তাহার ভক্ত হয়, তবে যে কোন দিন তাহাদের উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবে। অথচ শর্তবিশেষ উভয় হুকুমই ঠিক। কেননা, রমযান মাসে রোযা ফরয, আর ঈদের দিন রোযা হারাম। অতএব, বিনা শর্তে রোযা ফরয বলা চলে না এবং শর্তহীনভাবে রোযা হারামও বলা যায় না।

এরূপে একজনকে বলিল, যাকাত গ্রহণ করা জায়েয; অপরজনকে বলিল, যাকাত গ্রহণ করা হারাম। এমতাবস্থায় যদি বিষয়টি পরিষ্কাররূপে খুলিয়া না বলে যে, দরিদ্রদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয, আর ধনী লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম, তবে সাধারণ লোক যে বিভ্রাটে পড়িবে ইহাতে বিচিত্র কি?

ইহুদীগণের এই শয়তানী ব্যবহার শুধু নাছারাদের সহিত সীমাবদ্ধ নহে, এই বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদী জাতি ইসলামের সাথেও শত্রুতা পোষণ করিয়া আসিয়াছে। মদীনার ইহুদীগণ ইসলাম এবং আমাদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণের শত্রু ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাদের উপর হইতে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। দাওয়াত দিয়া গোশতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে। দৈহিক শক্তি দ্বারা কোন ক্ষতি করিতে না পারিয়া জাদু-মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কুচক্রী লবীদ তাহার দুহিতাগণসহ রাসূলুল্লাহ্র উপর জাদু চালাইয়াছে।

আরবের বিদ্বেষমনা ইহুদীগণ চিরকাল প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিয়াছে। যেকোন সময় যেকোন উপায়ে ইসলামের ক্ষতি-সাধনের পথ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তখনই ইসলাম ধ্বংসে তৎপর হইয়াছে।

হিজরী সনের প্রথম শতাব্দীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা নামীয় ইহুদী মযহাবের এক ধুরন্ধর ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। ইসলামের পোশাকে দুষ্টমতি সেই ইহুদী ইসলামের মধ্যে এমন এক বিভেদ সৃষ্টি করিল, যাহা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার মূলে ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র। জঙ্গে জামাল আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার অনুসারীদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। দশ হাজার সাহাবা ও তাবেয়ীন সেই ময়দানে শহীদ হন। ইহার পরবর্তী ইতিহাস আরো করুণ। সিফ্ফীন প্রান্তরে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ইসলামের কৃতী সন্তান প্রাণ হারান। মোটকথা, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদী-সন্তান কর্তৃক আবিষ্কৃত শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গা-সমস্যার আজও সমাধান হয় নাই।

ফলকথা, বার নেতার জন্য বারটি পুস্তিকা রচনা করিল, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক পুস্তকের বিষয়বস্তুর সহিত অন্য পুস্তকের বিষয়বস্তুর মিল নাই। পরবর্তী বয়েতসমূহে মাওলানা সেই পরস্পর-বিরোধী বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিতেছেন ঃ

দর একে রাহে রিয়াযত রা ও জো' — در یکے راہ ریاضت را و جوع
রোকনে তওবা কর্দাহ ও শর্তে রুজো' — رکن توبہ کردہ و شرط رجوع

এক পুস্তকে রিয়াযতের পদ্ধতি এবং অনশনব্রতকে তওবার খুঁটি এবং (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তনের শর্ত সাব্যস্ত করিয়াছে।

দর একে গোফতা রিয়াযত সূদ নীস্ত — در یکے گفتہ ریاضت سود نیست
আন্দরীঁ রাহ্ মাখলাসী জুয্ জোদ নীস্ত — اندریں رہ مخلصی جز جود نیست

এক পুস্তকে লিখিত আছে, রিয়াযত দ্বারা কোন উপকার হয় না। এই পথে দান-খয়রাত দ্বারাই শুধু নাজাত পাওয়া যায়।

এখানে দুই পুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর বিরোধী। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে, রিয়াযত-সাধনা অর্থ নফসের হুকুক নষ্ট করা, ইহা কোন অবস্থায়ই জায়েয নাই। অত্র কিতাবের ভূমিকায় উহার বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধনার অপর অর্থ এই যে, মুর্শেদের পরামর্শ অনুযায়ী তরীকত-পন্থীর প্রথমাবস্থায় নফসের ভোগ-বিলাসকে হ্রাস করিয়া দেওয়া। ইহাতে অন্তর খুব পরিষ্কার হয়, কাম-ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি ব্যাধিসমূহের সংশোধন হয়। তরীকতের উচ্চ-শিখরে যাহারা উপনীত হইয়াছেন এবং তরীকতে যাঁহারা কামেল, তাঁহাদের জন্য সাধনার প্রয়োজন নাই; বরং তাঁহাদের জন্য ইহা লাভজনকও নহে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপকার করাই তাঁহাদের উচিত। দান-দক্ষিণা শুধু অর্থের মধ্যে সীমিত নহে, আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনের আলো দান করা সর্বোৎকৃষ্ট দান।

ফলকথা, তরীকত-পন্থী প্রথমাবস্থায় নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকিবে, রিয়াযত-মোজাহাদা করিবে, আর আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইবার চেষ্টায় সদা নিয়োজিত থাকিবে।

দর একে গোফতাহ কে জো' ও জোদে তূ — دریکے گفتہ کہ جوع و جود تو
শেরক্ বাশাদ আয তূ তা মা'বুদে তূ — شرك باشد از تو تا معبود تو

এক পুস্তকে বলিয়াছে, তোমার অনশনব্রত এবং দান-খয়রাত তোমার এবং তোমার মা'বুদের মধ্যে শিরক্‌বিশেষ।

জুয্ তওয়াক্কুল জুয্ কে তাসলীমে তামাম — جز توکل جزکہ تسلیم تمام
দর গমো রাহাত হামা মকরাস্তো দাম — در غم و راحت همہ مکرست و دام

তাওয়াক্কুল ব্যতীত এবং দুঃখে-সুখে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা এবং সোপর্দ ব্যতীত (সাধনা ও দান-খয়রাত) সবই ধোঁকা এবং ফেরেব।

দর একে গোফতাহ কে ওয়াজেব খেদমতাস্ত — دریکے گفتہ کہ واجب خدمت ست
ওয়ার না আন্দেশা তাওয়াক্কুল তোহ্মাতাস্ত — ورنہ اندیشہ توکل تہمت ست

(উপরে বর্ণিত বাক্যের বিপরীত) অন্য এক পুস্তকে বলিয়াছে, খেদমত (এবং এবাদত) ওয়াজেব, নতুবা তাওয়াক্কুলের খেয়াল নবীগণের উপর মিথ্যা দোষারোপ সদৃশ।

অর্থাৎ, এক পুস্তকে লিখিয়াছে যে, দান, অনশন সবই তোমার পক্ষ হইতে শিরক। (অথচ পূর্বের পুস্তকে উহার ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে।) শিরক হওয়ার কারণ এই যে, উহাতে নিজের কার্যকলাপ, গুণ-গরিমার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কাজেই দক্ষিণা ও অনশন-ব্রতকে বর্জন করিয়া তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা উচিত। দুঃখ ও সুখ সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল ব্যতীত সবই ধোঁকা ও ফেরেব। পক্ষান্তরে অন্য পুস্তকে লিখিল, তাওয়াক্কুলে কি লাভ! খেদমত ও বন্দেগী করা দরকার, নতুবা তাওয়াক্কুলের চিন্তা করা নবীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ যে, এইসব আদেশ-নিষেধ সবই অযথা। কেননা, তাওয়াক্কুলই যদি উদ্দেশ্য হইত, তবে বান্দার পক্ষ হইতে কোন কাজের ইচ্ছা করাও জায়েয হইত না। অতএব, ইহাতে সকল বিধি-নির্দেশকে বিনষ্ট করা অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। ফলকথা, এই উভয় পুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর বিরোধী।

দর একে গোফ্‌তাহ্ কে আমরো নাহী হাস্ত — دریکے گفتہ کہ امر و نہی ہاست
বাহ্‌রে করদান নীস্ত শরহে এজযে মাস্ত — بہر کردن نیست شرح عجز ماست

অন্য এক পুস্তকে বলিয়াছে, (শরীয়তের) আদেশ-নিষেধ উহা (আমল) করার জন্য নহে; বরং (উহা শুধু) আমাদের অক্ষমতার বিস্তারিত বর্ণনা।

তাকে এজ্‌যে খোদ ববীনেম আন্দরাঁ — تاکہ عجز خود بہ بینیم اندراں
কুদরতে আঁরা বেদানীম আঁ যমাঁ — قدرت آنرا بدانیم آں زماں

যেন আমরা নিজেদের অক্ষমতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই (এবং) আমরা আল্লাহ্‌র কুদরত অনুধাবন করিতে পারি।

ধোঁকাবাজ উযীর বলিল, সকল আদেশ-নিষেধ আমল করিবার জন্য নহে; বরং উহা সম্ভবও নহে, এমন কি আমল করার জন্য উহা প্রস্তুতও করা হয় নাই। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বান্দা যখন দেখিবে যে, সে আমলের যোগ্য নহে, তখন তাহার নিকট নিজের অক্ষমতা প্রকাশিত হইয়া যাইবে।

দর একে গোফতাহ্ কে এজ্‌যে খোদ মাবীঁ — دریکے گفتہ کہ عجز خود مبیں
কুফরে নে'মত করদানাস্তাঁ এজ্‌য বীঁ — کفر نعمت کردن ست آں عجز بیں

উহার বিপরীত অপর পুস্তিকায় বলিয়াছে, নিজের প্রতি দৃষ্টি করিও না (বরং কাজে লিপ্ত থাক); খবরদার? ঐ অপারকতা (-এর বিশ্বাস) নেয়ামতের না-শোকরী।

কুদরতে খোদ বীঁ কে ঈঁ কুদরাতাযোস্ত — قدرت خود بیں کہ ایں قدرت ازوست
কুদরতে খোদ নে'মতে উ দাঁ কে হোস্ত — قدرت خود نعمت او داں کہ ہوست

নিজের সামর্থ্য দেখ, এই শক্তি তিনিই দান করিয়াছেন। নিজের এই সামর্থ্যকে তাঁহারই দান মনে কর, যিনি একমাত্র আল্লাহ্।

অর্থাৎ, এক পুস্তিকায় মানুষকে জড় পদার্থের ন্যায় অক্ষম প্রতিপন্ন করিয়াছে, অপর পুস্তিকায় উহাকে ক্ষমতায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ সাব্যস্ত করিয়াছে। অথচ বান্দা জড় পদার্থের ন্যায় একেবারে

অক্ষমও নহে। আবার সর্বতোভাবে ক্ষমতাবানও নহে; বরং বান্দা এই দুই-এর মাঝামাঝি আংশিক ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ্ প্রদত্ত সামর্থ্যবলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কার্য সম্পাদনে কিছুটা সক্ষম বটে। কিন্তু সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বক্ষমতাময় আল্লাহ্।

দর একে গোফতাহ্ কেযী দো দর গুযর    دریکے گفته کزیں دو در گذر
বুত বুয়াদ হারচে বগোঞ্জাদ দর নযর    بت بود هرچه بگنجد در نظر

অন্য এক পুস্তকে বলিয়াছে, (অক্ষমতা ও ক্ষমতা) উভয়কে বর্জন কর। উভয়ের যেকোন একটি তোমার দৃষ্টিতে আসিবে, উহা মূর্তি (অর্থাৎ, গায়রুল্লাহ্)।

পূর্বে ক্ষমতা ও অক্ষমতা উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য প্রকাশ করিয়াছে, এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু এতদুভয়ের বিরোধী।

দর একে গোফতাহ্ কে এজযো কুদরাতাত    دریکے گفته که عجز و قدرتت
বোগযারাদ ওয়ায হারচে আন্দর ফিকরাতাত    بگذرد وز هرچه اندر فکرتت

অন্য এক পুস্তকে বলিয়াছে, তোমার অক্ষমতা ও ক্ষমতা এবং (এতদ্ব্যতীত) আরও যাহাকিছু তোমার খেয়ালে আসে, সব নিজে নিজেই উধাও হইয়া যাইবে। পূর্বে বলিয়াছে, বর্জন কর, এখন বলিতেছে নিজে নিজেই চলিয়া যাইবে, তোমার চেষ্টা-তদবীরের প্রয়োজন নাই।

আয হাওয়ায়ে খেশ দর হার মিল্লতে    از هوائے خویش در هر ملتے
গাশ্‌তা হার কওমে আসীরে যিল্লতে    گشته هر قومے اسیر ذلتے

(কেননা, কোন বস্তু বর্জন করাও খাহেশে নফসানীর অনুসরণ; আর) প্রত্যেক ধর্মে যাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারী হইয়াছে, তাহারা লাঞ্ছনা ও অবমাননায় আক্রান্ত হইয়াছে।

দর একে গোফতাহ মাকুশ ঈঁ শাময়েরা    دریکے گفته مکش ایں شمع را
কী নযর চূঁ শাময়ে আমাদ জময়েরা    کایں نظر چوں شمع آمد جمع را

আর এক পুস্তকে বলিয়াছে, এই (খেয়াল ফিকরের) প্রদীপ নির্বাপিত করিও না। কেননা, এই ফিক্‌র ও খেয়াল মাহফিলের চেরাগবিশেষ।

কাজেই খেয়াল ও ফিক্‌র অকেজো করিও না। উহাকেও কাজে লাগাও, খেয়াল ও ফিক্‌র বর্জন করিয়া জ্ঞানকে কাজে খাটাইলে তোমার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে না।

আয নযর চূঁ বুগযারী ও আয খেয়াল    از نظر چوں بگذری و از خیال
কোশতা বাশী নীমে শব শাময়ে বেছাল    کشته باشی نیم شب شمع وصال

তুমি যখন খেয়াল ও ফিক্‌রকে বর্জন করিবে, তখন তুমি যেন মধ্যরাত্রে মিলনের প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া দিলে।

এখানেও পরস্পর বিরোধী দুইটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছে। এক পুস্তকের বিষয়বস্তু হইল, খেয়ালও ফিক্‌র বর্জন করা; অপরটির বিষয়বস্তু হইল, খেয়াল ও ফিক্‌র বর্জন করিলে উদ্দেশ্যই বিলুপ্ত হইবে।

দর একে গোফতাহ্ বোকোশ বা-কে মাদার — دریکے گفتہ بکش باکے مدار
তা এওয বীনী একেরা ছদ হাযার — تا عوض بینی یکے را صد ہزار

অন্য এক পুস্তকে বলিয়াছে, (এই প্রদীপ) নির্বাপিত কর, কোন ভয় নাই। তাহা হইলে তুমি এক (আকল)-এর বিনিময়ে শত-সহস্র (আকল) প্রাপ্ত হইবে।

কে যে কোশতান শাময়ে জাঁ আফযুঁ শাওয়াদ — کہ ز کشتن شمع جاں افزوں شود
লায়লীয়াত আয ছবরে তূ মজনূঁ শাওয়াদ — لیلیت از صبر تو مجنوں شود

(জ্ঞানের) প্রদীপ নির্বাপিত করিলে রূহ্ উন্নতি লাভ করিবে, তোমার ধৈর্য দর্শন করিয়া তোমার লায়লাও মজনু হইয়া যাইবে।

তরকে দুনইয়া হারকে করদায যোহ্দে খেশ — ترک دنیا ہرکہ کرد از زہد خویش
বেশ আমদ পেশে উ দুনইয়াও বেশ — بیش آمد پیش او دنیا و بیش

যে ব্যক্তি পরহেযগারীবশত দুনিয়াকে বর্জন করে, তাহার সম্মুখে দুনিয়া আরও অধিক পরিমাণে আসে। অতএব, দুনিয়া বর্জন করিলে যেরূপ দুনিয়া বেশী পাওয়া যায়, তদ্রূপ আকল বর্জন করিলে রূহ বর্ধিত হয়। অর্থাৎ, এলহামের দৌলত নছীব হয়।

দর একে গোফতাহ্ কে আঁচেত দাদে হক — دریکے گفتہ کہ آنچت داد حق
বর তূ শীরীঁ কর্দ দর ঈজাদে হক — بر تو شیریں کرد در ایجاد حق

অন্য এক পুস্তকে বলিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন এবং তোমার জন্য হক তা'আলা মিষ্টি (হালাল) করিয়াছেন।

বর তূ আসাঁ কর্দো খোশাঁরা বেগীর — برتو آساں کرد و خوش آنرا بگیر
খেশতন রা দর মায়াফগান দর যাহীর — خویشتن را در میفگن در زحیر

এবং তোমার জন্য সহজ করিয়াছেন, তুমিও সানন্দে উহা গ্রহণ কর, (উহা বর্জন করিয়া) নিজেকে বিপদে ফেলিও না।

দর একে গোফতাহ্ কে বোগযার যানে খোদ — دریکے گفتہ کہ بگذارزان خود
কাঁ কবুলে তবয়ে তূ যিশতাস্তো বদ — کاں قبول طبع تو زشت ست و بد

(উহার বিপরীত) অন্য আর এক পুস্তকে লিখিয়াছে, নিজের প্রবৃত্তি অতিক্রম কর। কেননা, তোমার মেযাজ ও তবীয়তের গৃহীত (বস্তুসমূহ) খারাব ও বদ্।

রাহ্হায়ে মোখতালেফ আসাঁ শুদাস্ত — راہہائے مختلف آساں شدہست
হার একেরা মিল্লাত চূঁ জাঁ শুদাস্ত — ہریکے را ملتے چوں جاں شدہست

বিভিন্ন পন্থা সহজ হইয়াছে, প্রত্যেকেরই একটি একটি ধর্ম প্রাণতুল্য (প্রিয়) হইয়াছে।

অর্থাৎ, কোন বিষয়কে তবীয়তের গ্রহণ করিয়া লওয়া, উহার বিশ্বাসযোগ্য হওয়া বা হালাল হওয়ার দলীল বা প্রমাণ নহে। কেননা, তবীয়ত ও মেযাজের নিকট সহজ হওয়াই যদি উহার

সৌন্দর্যের দলীল হইত, তাহা হইলে দুনিয়ার সমস্ত ধর্মই হক ও সত্য হইত। কেননা, সকলের কাছেই তাহার কল্পিত ধর্ম সহজ এবং প্রাণতুল্য প্রিয়, অথচ সব ধর্ম সত্য ও হক নহে।

গার মুইয়াস্‌সার করদানে হক রাহ বুদে — گر میسر کردن حق ره بدے
হার জহুদো গিবরাজো আগাহ্ শুদে — هرجهود وگبر ازو آگه شدے

কোন বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলার সহজ করিয়া দেওয়াই (যদি ছহীহ হুকুম-আহ্কাম চিনিবার) পন্থা হইত, তবে প্রত্যেক ইহুদী ও অগ্নিপূজককে আরেফ (—আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত) বলা হইত।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কোন বিষয় সহজ হওয়া উহা বিশ্বস্ত হওয়ার প্রমাণ নহে।

দর একে গোফতাহ মুইয়াস্‌সার আঁ বুওয়াদ — دریکے گفته میسر آں بود
কে হায়াতে দেল গেযায়ে জাঁ বুওয়াদ — که حیات دل غذائے جاں بود

আর এক পুস্তকে বলিয়াছে, সহজ ঐ বিষয়, যাহা অন্তরের সঞ্জীবনী শক্তি এবং রূহের খোরাক হয়।

অর্থাৎ, কোন বিষয় সহজ হওয়া উহা ছহীহ্ হওয়ার দলীল বটে, কিন্তু নফস এবং তবীয়তের নিকট সহজ হওয়ার কোন বিশ্বাস নাই; বরং রূহ্ এবং কল্‌বের নিকট সহজ হওয়া বিশ্বাসযোগ্য। অতএব, এখানে সহজ হওয়ার উদ্দেশ্য হইল কলবের জীবনীশক্তি এবং রূহের খোরাক হওয়া চাই। কেননা, নফস ও তবীয়তের ঝোঁক কোন কোন সময় গোনাহের দিকে হইয়া থাকে, যাহার পরিণতি শুধু অনুতাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্নের বয়েতে পরিষ্কার বলিতেছেনঃ

হারচে যওকে তবআ বাশাদ চুঁ গুযাশ্‌ত — هرچه ذوق طبع باشد چوں گذشت
বর নাইয়ারাদ হামচু শোরাহ্ রায়'ও কিশ্‌ত — برنیارد همچو شوره ریع و کشت

যেসব বস্তু তবীয়তের রুচিকর (ও আরামদায়ক হয়,) যখন উহা নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন কোনরূপ ফলপ্রদ হয় না; যেমন লবণাক্ত জমিনে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ, মনঃপূত বস্তুর অবস্থা এই যে, ঐ কাজ করার সময় কিছু না কিছু আরাম উপভোগ করা যায়; কিন্তু যখন উহা নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন তাহার কোন ফল বা পরিণতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; যেমন লোনা জমিনে কোন ফসলের আশা করা যায় না।

জুয পেশেমানী না বাশাদ রায়এ' উ — جزپشیمانی نباشد ریع او
জুয খাসারত পেশ নারাদ বায়এ' উ — جزخسارت پیش نارد بیع او

উহাতে অনুতাপ ব্যতীত আর কোন ফল পাওয়া যায় না। এই ক্রয়-বিক্রয়ে লোকসান ব্যতীত আর কোন লাভ নাই।

আঁ মুইয়াস্‌সর নাবুয়াদান্দর আকেবাত — آں میسر نبود اندر عاقبت
নামে উ বাশাদ মোআস্‌সর আকেবাত — نام او باشد معسر عاقبت

পরিণামে উহা সহজপ্রাপ্য প্রমাণিত হয় না। পরিশেষে উহার নাম হয় দুষ্প্রাপ্য।

অর্থাৎ, বর্তমানে যদিও সহজ ও নফসের লোভনীয় বস্তু মনে হয়, কিন্তু উহার পরিণতি বাস্তবায়নকালে সহজ মনে হয় না; বরং তাহার নাম দুষ্প্রাপ্য হইয়া থাকে। কাজেই তোমার কর্তব্য দুষ্প্রাপ্য এবং সহজপ্রাপ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা এবং উভয়ের পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করা।

তূ মোআস্‌সার আয মুইয়াসসার বায দাঁ — تو معسر از میسر باز دان
আকেবাত বেনগার জামালে ঈঁ ও আঁ — عاقبت بنگر جمال این و آن

কঠিন এবং সহজের পার্থক্য তোমার বুঝা উচিত। পরিণামের দিক দিয়া উভয়ের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

দর একে গোফতাহ্ উস্তাদে তলব — در یکی گفته استادی طلب
আকেবাত বীনী নাইয়াবী দর হুসব — عاقبت بینی نیابی در حسب

এক পুস্তকে বলিয়াছে, মুর্শিদ অন্বেষণ কর; কেননা, তুমি তোমার নিজস্ব গুণ-গরিমা দ্বারা পরিণামদর্শী হইতে পারিবে না।

পূর্বের বাক্যে বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক বিষয়ের বর্তমান অবস্থা দেখা উচিত নহে। উহার ফলশ্রুতি এবং পরিণাম দেখা দরকার যে, উহা ভাল না মন্দ। এখানে উহার পন্থা বর্ণনা করা হইতেছে যে, পরিণাম দর্শনের জন্য কোন উস্তাদ (মুর্শিদ পথপ্রদর্শক) অন্বেষণ করা দরকার। কেননা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন যত অধিক পরিমাণে তোমার মধ্যে বিদ্যমান থাকুক না কেন, মুর্শিদ ব্যতীত কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব নহে।

আকেবাত দীদান্দ হার গোঁ উম্মতে — عاقبت دیدند هرگون امتی
লা জরম গাশতান্দ আসীরে যিল্লতে — لاجرم گشتند اسیر ذلتی

প্রত্যেক সম্প্রদায় (নিজ মতে) পরিণাম দর্শন করিয়াছে, অবশেষে তাহারা লাঞ্ছনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে।

অর্থাৎ, যাহারা চিন্তা-ফেকের করিয়া কোন নবীর অনুসরণ ব্যতিরেকে নিজেদের জন্য একটি পন্থা অবলম্বন করিয়া লইয়াছে, অবশেষে তাহারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছে। সত্যের সন্ধান তাহারা পায় নাই

আকেবাত দীদান না বাশাদ দাস্তে বাফ — عاقبت دیدن نباشد دست باف
ওয়ার না কায় বুদে যে দ্বীনহা এখতেলাফ — ورنه کی بودی ز دینها اختلاف

পরিণাম দর্শন হাতের খেলা (—সহজ) নহে, নতুবা দ্বীনের ব্যাপারে মতভেদ কিরূপে হইত?

অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, কোন পথ-প্রদর্শকের অনুসরণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

দর একে গোফতাহ্ কে উস্তা হাম তুঈ — در یکی گفته که استا هم توئی
যাঁকে উস্তা রা শেনাসা হাম তুঈ — زانکه استا را شناسا هم توئی

আর এক পুস্তকে বলিয়াছে, তুমি নিজেই উস্তাদ। কেননা, উস্তাদের পরিচয় তুমিই তো করিবে।

অর্থাৎ, নিজের তথ্য ও তাহকীক অনুযায়ী আমল কর। কেননা, তোমার তথ্য-তাহকীক যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে উস্তাদ চিনিবার ব্যাপারেও তো তোমার তথ্য বিশ্বাসযোগ্য হইবে না, তখন উস্তাদ কিরূপে সাব্যস্ত করিবে? যখন কোন উস্তাদ সাব্যস্ত করাই সম্ভব নহে, তখন উস্তাদের অনুসরণের পন্থা কি? আর যদি তোমার তথ্য আমল-উপযোগী হয়, তবে কাহারও অনুসরণের কি প্রয়োজন?

মরদ বাশো সোখরায়ে মরদাঁ মাশাও — مرد باش و سخرهٔ مردان مشو
রাও সারে খোদ গীরো সারগরদাঁ মাশাও — رو سر خود گیر و سرگردان مشو

(স্বমতাবলম্বী) পুরুষ হও, অন্য লোকের মুখাপেক্ষী হইও না। নিজ তথ্য অনুযায়ী নিজের কাজে মশগুল হও, (পথপ্রদর্শকের সন্ধানে) হয়রান হইও না।

চশমে বর সেররাত বেদারো আয খেলাফ — چشـم برسرّت بدار و از خلاف
দূর শাও তা ইয়াবী আয হক ঈতেলাফ — دور شو تا یابی از حق ایتلاف

নিজের (দেল) ও ব্যক্তিগত মতের প্রতি দৃষ্টি রাখ এবং উহার বিপরতী (আমল করা) হইতে বাঁচিয়া থাক; তাহা হইলে আল্লাহ্‌র (নৈকট্য ও) দীদার লাভ হইবে।

ফলকথা, এক পুস্তকে মুর্শিদের অনুসরণের উৎসাহ প্রদান করিল, অন্য পুস্তকে উহার বিপরীত নিজের তথ্য ও তাহ্‌কীক অনুযায়ী আমল করিতে তাকীদ করিল।

দর একে গোফতাহ্ কে ঈঁ জুমলা তুঈ — دریکے گفتہ کہ ایں جملہ توئی
মী নাগুঞ্জাদ দরমিয়ানে মা দোঈ — می نگنجد درمیان ما دوئی

অন্য এক পুস্তকে বলিয়াছে, জগতের সকল বস্তু তুমিই; আমাদের মধ্যে দুই-এর অবকাশ নাই।

ঈঁ হামা আগাযে মা ওয়াখের একেস্ত — ایں همہ آغاز ما و آخریکے ست
হার কে উ দো বীনাদ আহ্ওয়াল মরদেকেস্ত — هرکہ او دو بیند احول مردکے ست

আমাদের প্রথমাবস্থা এবং শেষাবস্থা একই, যে ব্যক্তি দুই (পৃথক) মনে করিবে, সে টেরা ও লাঞ্ছিত ব্যক্তি।

দর একে গোফ্‌তাহ্ কে ছদ এক চূঁ বুওয়াদ — دریکے گفتہ کہ صد یك چوں بود
ঈঁকে আন্দেশীদ মগর মজনূঁ বুওয়াদ — اینکے اندیشید مگر مجنوں بود

অন্য এক পুস্তকে বলিয়াছে, একশত বস্তু কিরূপে এক হওয়া সম্ভব? উন্মাদ ব্যতীত এমন কল্পনা কে করিতে পারে?

হার একে কওলেস্ত যিদ্দে এক দেগার — هریکے قولے ست ضد یك دیگر
ঈঁ বাযিদ্দে উ যে পায়াঁ তা বাসার — ایں بضد او ز پایاں تا بسر

প্রত্যেকটি বাক্যই পরস্পর বিরোধী, এই বাক্যটি ঐ বাক্যের আগাগোড়া বিরোধী।

চূঁ একে বাশাদ বোগো যহরো শকর — چوں یکے باشد بگو زهر و شکر
মোখতালেফ দর মা'নীও হাম দর ছোয়ার — مختلف در معنی و هم در صور

আচ্ছা বলত! বিষ এবং মিসরী কিরূপে এক হওয়া সম্ভব? প্রতিক্রিয়া ও আকৃতি উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন।

অর্থাৎ, বিষ ও মিসরী উভয়ের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া পৃথক পৃথক এবং বাহ্যিক আকৃতিও উভয়ের এক নয়; তাহা সত্ত্বেও বিষ ও মিসরী উভয়ে কিরূপে এক হইবে?

দর মাআ'নী এখতেলাফো দর ছোওয়ার — در معانی اختلاف و در صور
রোযো শব বী খারো গুল সঙ্গো গহর — روز و شب بیں خار و گل سنگ و گهر

এইরূপে প্রত্যেক বস্তুর প্রতিক্রিয়া এবং আকৃতিতে পার্থক্য বিদ্যমান। দিন ও রাত্রের প্রতি লক্ষ্য কর, কাঁটা ও ফুলকে দেখ, পাথর ও গওহর দেখ।

এরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য বিদ্যমান। ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে।

এখানেও এক পুস্তকে বিশ্বের সবকিছুকে এক বলিয়াছে। আর অন্য এক পুস্তকে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান প্রমাণ করিতেছে।

তা যে যহরো আয শকর দর নাগ-যারী تا ز زهر و از شکر در نگذری
কায় তূ আয গুলযারে ওয়াহদত বূ বরী کے تو از گلزار وحدت بو بری

যাবৎ তুমি বিষ ও মিসরী (অর্থাৎ, আধিক্যের জগত) হইতে অতিক্রম না করিবে, তাবৎ তৌহীদের বাগানের খোশবু তুমি পাইবে না।

ওয়াহ্‌দাতন্দর ওয়াহ্‌দাতাস্তী মাসনবী وحدت اندر وحدت ست این مثنوی
আয সামাক রাও তা সেমাক আয় মা'নবী از سمک رو تا سماک اے معنوی

আমার এই মাসনবী তৌহীদের বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব, ওহে হাকীকত অন্বেষণকারী, তোমার খেয়ালকে অধঃমণ্ডল হইতে উত্তোলিত করিয়া ঊর্ধ্বমণ্ডলে নিয়া চল!

এই বয়েত দুইটি মাওলানার বক্তব্য। ইহুদী উযীরের কাহিনীর মধ্যভাগে মাওলানা নিজের বক্তব্য সম্বলিত দুইটি বয়েত অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বয়েতদ্বয়ে তৌহীদের বর্ণনা রহিয়াছে।

মাওলানার চিরাচরিত অভ্যাস, তৌহীদের সহিত কোন বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বর্তমান থাকিলেই তৌহীদের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া থাকেন। কেননা, তৌহীদ বিষয়টি মাওলানার মজ্জাগত রুচি। একটু মিল থাকিলেই ওদিকে চলিয়া যান। পূর্বে বর্ণিত বয়েতসমূহে যেহেতু একত্ববাদ ও পার্থক্যের বর্ণনা ছিল, কাজেই তৌহীদের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন—যাবৎ তুমি বস্তুবহুল জগত অতিক্রম না করিবে, অর্থাৎ, এদিক হইতে খেয়াল অপসারিত না করিবে, তাবৎ তৌহীদ-বাগের খোশবু পাইবে না। তৌহীদের স্বাদ ভাগ্যে জুটিবে না। কেননা, নফস একই সময়ে দুই দিকে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। যতক্ষণ সৃষ্টের প্রতি মনোযোগ থাকিবে, ততক্ষণ স্রষ্টার সত্তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। আর পুরাপুরি মনঃসংযোগ এবং স্বীয় সত্তাকে ফানা করা ব্যতীত তৌহীদের স্বাদ ভাগ্যে জোটে না।

যী নমত ও যী নাও' দাহ তুমারো দো زین نمط و زین نوع ده طومار و دو
বর নাবেশতাঁ দ্বীনে ঈসা রা আদো برنوشت آں دین عیسے را عدو

এই পদ্ধতিতে এই প্রকারের ১২টি বিধান পুস্তক খৃষ্টীয় ধর্মের ঐ শত্রু রচনা করিল। এই বয়েতটি কিতাব লেখার কাহিনীর শেষাংশ।

—■—

## পথ চলার ধরন ভিন্ন, প্রকৃত পথ ভিন্ন নহে

উ যে এক রঙ্গীয়ে ঈসা বু না দাশ্‌ত  او ز یك رنگی عیسی بو نه داشت
ওয়ায মেযাজে খম্মে ঈসা খো না দাশ্‌ত  وز مزاج خم عیسی خو نه داشت

হযরত ঈসার এক রং হওয়ার খবর উযীরের ছিল না; এমন কি হযরত ঈসা (আঃ)-এর মটকার মেযাজের স্বভাবও তাহার মধ্যে ছিল না।

অর্থাৎ, উযীর একমাত্র মূসা আলাইহিস্‌সালামের অনুসারী হওয়ার কারণে হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। উযীর একেবারে অজ্ঞ ছিল যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ) উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই; বরং উভয় নবী একই রঙে রঞ্জিত। শুধু তাঁহারা পরস্পর এক রংই নহেন; বরং অন্যান্য সকল লোককেও একই রঙে রঞ্জিত করিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এক রং হওয়ার স্বভাব ঐ উযীরের ছিল না।

শিরোনামায় বর্ণনা করা হইয়াছে যে, "প্রকৃত পথ চলার মধ্যেই ব্যতিক্রম।" অর্থাৎ, আহ্‌লে হক আল্লাহ্‌ওয়ালাদের আসল উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বিভেদ নাই, শুধু কাজের নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। যেমন কোন চিকিৎসক তাহার দুই জন শিষ্যকে ভিন্ন ধরনের দুই জন রুগীর চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করিল। রোগের বিভিন্নতার কারণে উভয়ের ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হইলেও মুখ্য উদ্দেশ্য এক আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা। যদিও অবস্থার প্রকারভেদে শাখা-প্রশাখা তথা আমল বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে।

ইহুদী উযীর মূসা আলাইহিস্‌সালামের ধর্মকে ঈসা আলাইহিস্‌সালামের ধর্মের বিরোধী মনে করিত। অথচ উভয় ধর্মের উদ্দেশ্য এক, এই বিষয়ের প্রতি তাহার লক্ষ্যই ছিল না। সুতরাং মাওলানা (রঃ) বলিতেছেন যে, ঈসা আর মূসা উভয়ের রং এক। কিন্তু ইহা উযীর অনুভব করিতে পারে নাই। আর ঈসা আলাইহিস্‌সালামের বাতেনী মটকার প্রভাবেও সে প্রভাবিত ছিল না; নতুবা সে বুঝিতে পারিত যে, ঈসা আলাইহিস্‌সালাম লোকদিগকে মূসা আলাইহিস্‌সালামের বিরোধী বানাইতেন না; বরং সকলকে একই উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করিতেন; যেই উদ্দেশ্যের সহিত হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ) উভয়ের ধর্ম সম্পর্কিত। পরবর্তী বয়েতে বলিতেছেন ঃ

জামায়ে ছদ রং আযাঁ খম্মে ছাফা  جامهٔ صد رنگ ازاں خمّ صفا
সাদাও এক রঙ গাশতী চূঁ যিয়া  ساده و یك رنگ گشتی چوں ضیا

এই পরিষ্কার মটকার প্রভাবে শত রঙের কাপড় (—বিভিন্ন আকীদার লোক) পরিচ্ছন্ন এবং এক রং হইয়া যাইত,—যেমন আলো।

আলোর প্রকৃত রং এক, যদিও বিভিন্ন বাল্বে বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌-সালাম প্রথমাবস্থায় রঙের কাজ করিতেন। তাঁহার একটি মটকা ছিল, প্রত্যেকটি কাপড়

উহার মধ্যে ফেলিতেন। প্রত্যেক গ্রাহকের আকাঙ্ক্ষিত রঙে রঞ্জিত হইয়া ঐ কাপড় বাহির হইয়া আসিত।

কিন্তু এখানে মটকা দ্বারা বাতেনী মটকা উদ্দেশ্য। এই বাতেনী মটকার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বাহ্যিক রঙের মটকার বিপরীত। অর্থাৎ, বাহ্যিক রঙের মটকায় বিভিন্ন কাপড় বিভিন্ন রং ধারণ করিত, আর বাতেনী মটকায় বিভিন্ন পোশাক এক রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়। অর্থাৎ, বিভিন্ন তরীকার লোকদিগকে একই তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেন। রূপক ও তুলনামূলক অর্থ হিসাবে হেদায়তের পথকে মটকা বলিতেছেনঃ

নীস্ত এক রঙ্গী কেযু খীযাদ মালাল — نیست یك رنگی کزو خیزد ملال
বাল মেছালে মাহী ও আবে যুলাল — بل مثال ماهی و آب زلال

ঐ এক রঙ্গী এধরনের নহে, যদ্দ্বারা মন অতিষ্ঠ হয়; বরং ইহার উপমা—যেমন মিঠা পানিতে মাছ।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক রং কিছুদিন উপভোগ করিলে মন ভরিয়া যায়, অতিষ্ঠ হইয়া উঠে; বাতেনী রঙের অবস্থাও হয়ত এরূপ হইতে পারে। উত্তরে বলিতেছেন, এই এক রং বাহ্যিক এক রঙের ন্যায় নহে; বরং এই এক রং মাছ এবং পানির ন্যায়। মৎস্য পানিতে থাকিয়া কখনও অতিষ্ঠ হয় না, যদিও পানির রং এক; যদিও শুষ্ক ভূমিতে শত-সহস্র রং এবং বহু অবস্থা বিদ্যমান, তথাপি মাছ শুষ্ক ভূমিকে সর্বদাই ঘৃণা করে।

এরূপে আহলে তৌহীদ ও আরেফগণ (যাহাদিগকে মৎস্য সদৃশ বলা হয়)—এক সত্তার সম্পর্ক হইতে কখনও তাঁহাদের তৃষ্ণা মিটে না। ঐ সত্তাকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করা হইয়াছে; অতিষ্ঠ হওয়া তো দূরের কথা, তাঁহাদের পিপাসা কখনও মিটে না।

এই সমুদ্র-ভ্রমণে অতিষ্ঠ না হওয়ার কারণ এই যে, অন্বেষণ নিঃশেষ হইলে কাজে মন বসে না, অতিষ্ঠভাব আসে। অর্থাৎ, যেখানে অন্বেষণ-কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে, সেখানেই বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায়।

অন্বেষণ পরিসমাপ্তির দুইটি কারণ। একটি এই যে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মহিমা-গরিমা নিঃশেষ হইয়া যাওয়া, অপরটি মারেফতের শেষ পর্যায়ে অন্বেষণকারীর উপনীত হওয়া। কাজেই এখানে বিতৃষ্ণার কোন অবকাশ নাই। কেননা, আল্লাহ্র মারেফতের সমুদ্র অকূল ও অসীম। সারা জীবন সাঁতার কাটিলেও তীরে উঠা সম্ভব নহে। আল্লাহ্র মহিমা অপার, অনন্ত, অসীম। পরন্তু আরেফের তৃষ্ণা কখনও মিটে না। কোন কবি বলিয়াছেনঃ

যে পিপাসা নিয়ে ঘোরে মধু-মাছি
বুকে মোর সেই তৃষা
মিটে নাই মিটিল না মিটিবে না আশা

গারচে দর খুশকী হাযারাঁ রঙ্গ হাস্ত — گرچه در خشکی هزاران رنگهاست
মাহীয়াঁ রা বা ইয়াবুসাত জঙ্গ হাস্ত — ماهیان را با یبوست جنگهاست

স্থলভাগে যদিও হাজার হাজার রং বিদ্যমান, কিন্তু শুষ্ক ভূমির সহিত মাছের চিরকালের বিরোধ রহিয়াছে।

অর্থাৎ, বস্তুজগতে নানা ধরনের আকর্ষণীয় বস্তু যতই থাকুক না কেন, আরেফগণের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ওদিকে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হন না। ছুফীদের পরিভাষায় আরেফদের এ বিশেষ শ্রেণীকে মৎস্য বলা হয়।

| | |
|---|---|
| কীস্ত মাহী চীস্ত দরইয়া দর মাছাল | کیست ماهی چیست دریا در مثل |
| তা বদাঁ মানাদ মালীকে আযযো জাল | تا بداں مانند ملیک عز و جل |

মৎস্যই বা কি আর দরিয়াই বা কোন্ ছার যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাহাদের উপমা হইতে পারে?

পূর্বের বয়েতে আরেফকে মাছের সহিত এবং আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে সমুদ্রের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে; কোন মূর্খ লোক হয়ত মনে করিতে পারে যে, মৎস্য ও সমুদ্র আল্লাহ্ তা'আলার সহিত পুরাপরি সামঞ্জস্য রাখে।

এই সন্দেহ ভঞ্জন করার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মাছ ও হাজার হাজার সমুদ্র যাহা আল্লাহ্র হুকুমে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সমস্তই আল্লাহ্র সত্তার সম্মুখে রহিয়াছে।

আরেফ ও ছুফীগণ কোন কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে সূর্য বা সমুদ্রের সাথে উপমা দিয়া থাকেন। ইহাতে কোন কোন লোক, যাহারা এই পথের কোন খবর রাখে না, আরেফদিগকে খারাব ও মন্দ বলিয়া থাকেন এবং ইসলামী আকীদার বিরোধী কাজ মনে করেন। আবার কোন মূর্খ দরবেশ আল্লাহ্র সত্তাকে সত্য সত্য উপমান বস্তুর ন্যায় মনে করিয়া স্বীয় আকীদাকে শরীয়ত-বিরোধী করিয়া লয়। ফলে উভয় সম্প্রদায়ই বিভ্রাটে পতিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, উপমেয় এবং উপমান, উভয়ের মধ্যে সার্বিক সাদৃশ্যের কোনই প্রয়োজন নাই; কোন একটি গুণ পরস্পর সদৃশ হইলেই সেখানে উপমা দেওয়া যায়। যেমন, এস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে সমুদ্রের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, এখানে সাদৃশ্য শুধু এতটুকু যে, স্থলের তুলনায় সমুদ্র প্রশস্ত এবং স্থলভাগে নানা রং বিদ্যমান, আর সমুদ্রের মধ্যে একত্ব। আর মৎস্য সমুদ্র হইতে কখনও তৃপ্ত হয় না। যেরূপ আল্লাহ্র সত্তা এক, তাঁহার অন্বেষণকারী কখনও তৃপ্ত হয় না। যদিও আল্লাহ্র সত্তা এক, সমুদ্রও এক। এই সাদৃশ্যের কারণে একত্ব শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বহু ব্যবধান ও ব্যতিক্রম রহিয়াছে। সমুদ্রের একত্ব তুলনামূলক; অর্থাৎ, স্থলের তুলনায় জল এক। আর আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব একান্ত বাস্তব।

| | |
|---|---|
| ছদ হাযারাঁ বাহরো মাহী দর অজুদ | صد هزاراں بحر و ماهی در وجود |
| সজদা আরাদ পেশে আঁ দরইয়ায়ে জুদ | سجده آرد پیش آں دریائے جود |

এই বিশ্বভুবনের লক্ষ লক্ষ মৎস্য এবং সমুদ্র ঐ দানশীলতার সমুদ্রের সম্মুখে অবনত মস্তকে সদা দণ্ডায়মান।

| | |
|---|---|
| চান্দে বারানে আতা বারাঁ শুদাহ | چند باران عطا باراں شده |
| তা বদাঁ আঁ বাহার দুর্র আফশাঁ শুদাহ | تا بداں آں بحر در افشاں شده |

"তাঁহার বদান্যতার কিঞ্চিৎ বৃষ্টি সমুদ্রের উপর বর্ষিত হইল, যদ্দরুন ঐ সমুদ্র মুক্তা ছড়াইতে লাগিল।"

| | |
|---|---|
| চান্দে খোরশীদে করম আফরোখতা | چند خورشید کرم افروخته |
| তাকে আবরো বাহর জুদ আমোখতা | تاکه ابر و بحر جود آموخته |

"তাঁহার দান-দক্ষিণার কয়েকটি সূর্য উদিত হইল, তখন মেঘ এবং সমুদ্র উভয়েই দানশীলতা শিখিল।"

| | |
|---|---|
| চান্দে খোরশীদে করম তাবাঁ বুদাহ | چند خورشید کرم تاباں بده |
| তা বদাঁ আঁ যাররাহ সারগারদাঁ শুদাহ | تا بداں آں ذره سرگرداں شده |

তাঁহার বদান্যতার কয়েকটি সূর্য দীপ্তিমান হইল, তখন উহার কল্যাণে ঐ অণুবিন্দু (আকাশের সূর্য) আসমানের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল।

পরতবে দানেশ যাদাহ্ বর আবো ত্বীঁ  پرتـو دانش زده بر آب و طیں
তা শুদাহ দানা পাযীরান্দাহ্ যমীঁ  تا شده دانـه پذیـرنـده زمـیں

তাঁহার জ্ঞানের দীপ্তি পানি ও মাটির উপর পড়িল, যদ্দরুন এই ভূমি বীজ গ্রহণ করিবার শিক্ষা লাভ করিল।

খাক আমীনো হারচে দর ওয়ায় কাশতী  خاك امـیں و هرچـه در وے کاشـتـی
বেখেয়ানত জিন্‌সে আঁ বরদাশতী  بے خیـانـت جنس آں برداشـتـی

জমিন আমানতদার (হইয়া গেল) আর যাহাকিছু তুমি উহাতে বপন কর, আত্মসাৎ ব্যতীত হুবহু ঐ বস্তু লাভ করিয়া থাক!

ঈঁ আমানত যাঁ এনায়েত ইয়াফতাস্ত  ایں امـانت زاں عنـایت یافتـه ست
কাফতাবে আদল বর ওয়ায় তাফতাস্ত  کافـتـاب عدل بر وے تافـتـه ست

জমিন এই আমানতদারী ঐ অনুগ্রহ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ইনছাফের সূর্য তাহার উপর দীপ্তিমান হইয়াছে।

তা নেশানে হক নাইয়াবাদ নও বাহার  تا نشـان حق نیـابـد نوبـهـار
খাক সের হারা নাসাযাদ আশকার  خاك سرهـا را نسـازد آشـکـار

"যতক্ষণ পর্যন্ত নব বসন্ত আল্লাহ্‌র হুকুম প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্তিকা গুপ্ত উদ্ভিদকে বহির্গত করে না।"

আঁ জাওয়াদে কে জামাদে রা বেদাদ  آں جوادے که جمـادے را بداد
ঈঁ খবরহা বী আমানত বীঁ সাদাদ  ایں خبـرهـا ویں امـانت ویں سداد

"ঐ পরম দয়ালু আল্লাহ্, যিনি জড় জমিনকে এই (শস্য ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করার) আদেশ দিলেন, আর (ফল-ফুলের বীজের) আমানত (সোপর্দ করিলেন) এবং ঐ (আমানত আদায় করার ব্যাপারে) যথার্থতা ও সত্যতা প্রদান করিলেন।

আঁ জামাদায লোতফে চূঁ জাঁ মী শাওয়াদ  آں جمـاد از لطف چوں جاں میشود
যমহারীরায কহর পেনহাঁ মী শাওয়াদ  زمـهـریـر از قهـر پنهـاں میشـود

"ঐ জড় ভূমি (আল্লাহ্‌র) মেহেরবানীতে প্রাণবন্ত হইয়া যায়, কহরে এলাহীর নিদর্শন শীতকাল অবলুপ্ত হইয়া যায়।"

বসন্তকাল আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর নিদর্শন। তখন জমিনে উর্বরাশক্তির প্রাণ চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে অগণিত উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়া জমিনের উপরাংশকে রোমাঞ্চকর উদ্যান ভূমিতে পরিণত করিয়া ফেলে।

পক্ষান্তরে শীতকাল কহরে এলাহীর প্রকাশস্থল, যাহার প্রভাবে ভূমির সজীবতা এবং ফল ও শস্য-শ্যামল উদ্যান মাত্র কয়েকদিনে মাটিতে মিশিয়া যায়। মাওলানা (রঃ) বলিতেছেন যে, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীর কল্যাণে এই জমিন আল্লাহ্‌র আদেশ গ্রহণ ও আমানতদারীর

ব্যাপারে একটি জীবন্ত রূহের ন্যায় কার্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। আর শীতকাল, যাহা কহরে এলাহীর নিদর্শন, তাহা অবলুপ্ত হইয়া যায়।

| | |
|---|---|
| আঁ জামাদে গাশত আয ফয্‌লাশ লতীফ | آں جمادے گشت از فضلش لطیف |
| কুল্লু শাইয়েম মিন যরীফিন হু যরীফ | کل شیء من ظریف هو ظریف |

"ঐ জড় ভূমি আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে নমনীয় হইয়া গেল, সৌন্দর্যময় হইতে যাহা উৎপন্ন হয় উহাও সৌন্দর্যময় হইয়া থাকে।"

| | |
|---|---|
| হার জামাদেরা কুনাদ ফয্‌লাশ খাবীর | هر جمادے را کند فضلش خبیر |
| আকেলাঁ রা করদাহ্ কহ্‌রে উ যারীর | عاقلاں را کردہ قہر او ضریر |

"তাঁহার মেহেরবানীর দরিয়া (যখন উথলিয়া উঠে, তখন) সমস্ত নিষ্প্রাণ জড়পদার্থকে জ্ঞানবান বানাইয়া দেয়, আর তাঁহার কহরের বজ্র (যখন পতিত হয়, তখন) উত্তম উত্তম জ্ঞানীদের জ্ঞানচক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেয়।"

| | |
|---|---|
| জানো দেল রা তা-কতে আঁ জোশ নীস্ত | جان و دل را طاقت آں جوش نیست |
| বা-কে গোইয়াম দর জাহাঁ এক গোশ নীস্ত | باکہ گویم درجہاں یك گوش نیست |

প্রাণ ও অন্তরের ঐ আবেগ সহ্য করার ক্ষমতা নাই; কাহার নিকট বলিব, সারা বিশ্বেও একটি কান নাই।

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বর্ণনাকালে হৃদয়ের ধৈর্যাতীত আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং মনে চায়, আল্লাহ্‌র আনন্দপ্রদ গুপ্ত রহস্যাবলী একাধারে বর্ণনা করিতে থাকি। কিন্তু তখন দেখিলাম, শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট কোন লোক এবং অনুভূতিশীল ও বোধশক্তিসম্পন্ন কোন হৃদয় এই বিশ্বে নাই। কাজেই চুপ থাকাই সমীচীন মনে হইল।

| | |
|---|---|
| হার কুজা গোশে বুদায ওয়ায় চশম গাশ্‌ত | ہرکجا گوشے بد از وے چشم گشت |
| হার কুজা সংগে বুদ আযওয়ায় য়াশম গাশ্‌ত | ہرکجا سنگ بد از وے یشم گشت |

কোন স্থানে (গ্রহণোপযুক্ত) কান থাকিলে উহার কল্যাণে চক্ষু হইয়া যায়, যেখানে পাথর মওজুদ আছে উহা মূল্যবান হীরায় রূপান্তরিত হয়।

অর্থাৎ, কাহারও মধ্যে যদি অন্বেষণের উদ্যম এবং গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকে, তবে সে শ্রবণের কল্যাণে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিতে পারিবে এবং শিলাবৎ কঠিন হৃদয় মূল্যবান পাথরে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, অসম্পূর্ণ লোক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

| | |
|---|---|
| কিমিয়া সাযাস্ত চে বুওয়াদ কিমিয়া | کیمیا سازاست چہ بود کیمیا |
| মো'জেযা বখশাস্ত চে বুওয়াদ সিমিয়া | معجزہ بخش ست چہ بود سیمیا |

আল্লাহ্ তা'আলা স্পর্শমণি উৎপাদনকারী, স্পর্শমণি আবার কি? তিনি মো'জেযা প্রদানকারী, জাদু-ম্যাজিক আবার কোন্ ছার।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে কর্ণ চক্ষু হওয়া, সাধারণ জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হওয়া এবং সাধারণ পাথর মূল্যবান ও দামী পাথরে রূপান্তরিত হওয়া, অর্থাৎ, সাধারণ ও অপূর্ণ লোক পরিপক্কতা ও পূর্ণতা লাভ করে, ইহা অপূর্ব স্পর্শমণির একটি দৃষ্টান্ত। রৌপ্য, পিতল, রাং ইত্যাদি যাহার পরশে স্বর্ণে পরিণত হয় উহাকে কিমিয়া (স্পর্শমণি) বলে।

মাওলানা বলিতেছেন, যেই আল্লাহ্ কিমিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে কিমিয়ার মূল্য কি? যেই আল্লাহ্ মো'জেযা (অলৌকিক শক্তি) প্রদান করিয়া থাকেন, যাহা মন্ত্রের বহু ঊর্ধ্বে, সেই আল্লাহ্‌র সম্মুখে জাদুর মূল্য কি?

ইঁ ছানা গোফতান যেমান তরকে ছানাস্ত — ایں ثنا گفتن زمن ترك ثناست
কী দলীলে হাস্তী ও হাস্তী খাতাস্ত — کیں دلیل هستی و هستی خطاست

আমার পক্ষ হইতে এই প্রশংসা করা প্রশংসা বর্জনের নামান্তর; কেননা, ইহা স্বীয় সত্তার প্রমাণ। অথচ সত্তা বিদ্যমান থাকাই অপরাধমূলক।

অর্থাৎ, প্রশংসাকালে প্রশংসাকারীর সত্তা বর্তমান থাকে, অথচ ইহাই তো অন্যায়। কেননা, স্বীয় সত্তাকে ফানা না করিয়া ঐ সত্তার সম্মুখে অন্য কোন সত্তার কল্পনা করাই তো অপরাধ। নিম্নের বয়েতে তাহাই বলিতেছেনঃ

পেশে হাস্তে ঊ ববাইয়াদ নীস্ত বুদ — پیش هست او بباید نیست بود
চীস্ত হাস্তী পেশে ঊ কোরো কবুদ — چیست هستی پیش او کور و کبود

সেই সত্তার সমক্ষে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া উচিত; তাহার (অস্তিত্বের) সম্মুখে নিজের সত্তা কি বস্তু? অন্ধত্ব ও কালো পোশাক পরিহিত বৈ আর কি?

অর্থাৎ, নিজ সত্তার অনুভূতিই প্রত্যক্ষ দর্শনের পর্দা, স্বীয় সত্তার অনুভূতিই অন্ধত্ব। কেননা, যাহারা বাস্তব সত্তাকে দর্শন করে, তাহারা স্বীয় সত্তাকে সত্তা নামে অভিহিত করিতেই পারে না। কাজেই স্বীয় সত্তার অনুভূতির অর্থই হইতেছে —তুমি ঐ সত্তাকে দেখিতে পাইতেছ না; ইহাকেই অন্ধত্ব বলা হইয়াছে। আর কালো পোশাক পরিধানের অর্থ এই যে, বাস্তব সত্তা দর্শন করিলে, স্বীয় সত্তার অস্তিত্বই থাকিত না, শোকের পোশাক পরিধান তথা দুনিয়ার পেরেশানীতে আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ কোথায়?

গার না বুদে কোর আযূ বোগদাখতে — گر نبودے کور ازو بگداختے
গরমীয়ে খোরশীদরা বেশনাখতে — گرمیِ خورشید را بشناختے

(এই সত্তা) যদি অন্ধ না হইত, তবে ঐ সত্তার তাপে গলিয়া যাইত, সূর্যের তাপ অনুভব করিতে পারিত।

অর্থাৎ, ঐ বাস্তব সত্তা অনুভূত হয় না বলিয়াই তো সূর্যের তাপ অনুভূত হয় না এবং নিজের সত্তা বিগলিত ও বিলীন হয় না।

ওয়ারনা বুদে ঊ কবূদায তা'যীয়াত — ورنه بودے او کبود از تعزیت
কায় ফাসারদে হামচূ ইয়াখী নাহীয়াত — کے فسردے همچو یخ ایں ناحیت

যদি সে (সত্তা দুনিয়ার পেরেশানীতে) শোকের কারণে কালো পোশাক পরিহিত না হইত, তবে এইদিকে (দুনিয়াতে) বরফের ন্যায় কেন জমাট হইয়া যায়?

অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিষয়ের সহিত সম্পর্ক প্রগাঢ়। দুনিয়ার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত হৃদয় সংশ্লিষ্ট; ক্ষতির পেরেশানীতে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত।

ফলকথা, আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং তাঁহার গুণাবলীর হক আদায় করার অর্থ হইল, তাঁহার সম্মুখে নিজেকে বিলীন ও ফানা করিয়া দেওয়া; ইহাই ছিল প্রকৃত প্রশংসা। এমতাবস্থায় বাচনিক

প্রশংসার অবকাশ কোথায় থাকে। ইহাকেই বলা হইয়াছে, জবানী প্রশংসা করিতে গেলে প্রকৃত প্রশংসা বাদ পড়িয়া যায়। নিজেকে মিটাইয়া দেওয়াই প্রকৃত প্রশংসা।

## এই প্রতারণার ফলে উযীর ক্ষতিগ্রস্ত

হামচুঁ শাহ্ নাদান ও গাফেল বুদ উযীর — همچوں شہ نادان و غافل بد وزیر
পাঞ্জা মী যাদ বা কাদীমে নাগুযীর — پنجہ می زد با قدیم ناگزیر

বাদশাহের ন্যায় উযীরও মূর্খ ও আহমক ছিল, যিনি অনন্ত, চিরস্থায়ী, যিনি ব্যতীত কোন উপায় নাই, তাঁহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে।

না গুযীরে জুমলাগাঁ হাইয়ে কাদীর — ناگزیر جملگاں حی قدیر
লা ইয়াযালু ওয়ালাম ইয়াযাল ফর্দো বাছীর — لایزال ولم یزل فرد و بصیر

যাঁহার করতলগত থাকা হইতে অব্যাহতি নাই, তিনি চির জীবন্ত, মহা ক্ষমতাবান, অনন্ত, অনাদি, অদ্বিতীয় ও মহাদর্শক।

বাচুনাঁ কাদের খোদায়ে কেয আ'দম — باچناں قادر خدائے کز عدم
ছদ চুঁ আলম হাস্ত গরদানাদ বেদম — صد چوں عالم ھست گرداند بدم

(সেই বোকা উযীর এমন সত্তার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে,) যিনি এই বিশ্বের ন্যায় শত শত বিশ্বকে এক নিমেষের মধ্যে অনস্তিত্বের অন্তরাল হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করিতে পারেন।

ছদ চুঁ আলম দর নযর পয়দা কুনাদ — صد چوں عالم درنظر پیدا کند
চুঁকে চশমাত রা বোখোদ বীনা কুনাদ — چونکہ چشمت را بخود بینا کند

যখন তিনি তোমাকে স্বীয় মা'রেফত দান করিবেন, তখন এই ধরনের শত শত বিশ্ব তোমার দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্টি করিয়া দেখাইবেন।

অর্থাৎ, যখন যিনি তোমাদের চক্ষুকে নিজের মা'রেফতের আলো দান করেন, তখন উহার বদৌলতে অদৃশ্য জগতের যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান তোমাদের অন্তরে আসিয়া পড়ে এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির অসীমতা এবং সত্তার মহানতা তোমাদের অন্তরে এত দীর্ঘ ও সুদূরপ্রসারী হইয়া পড়ে যে, এই বাহ্যিক দুনিয়া উহার সম্মুখে একেবারেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

গর জাহাঁ পেশাত আযীমো পোর তনেস্ত — گرجہاں پیشت عظیم و پرتنے ست
পেশে কুদরত যাররায়ে মীদাঁ কে নীস্ত — پیش قدرت ذرۂ میداں کہ نیست

এই বিশ্ব তোমার দৃষ্টিতে যদিও বিরাট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তির সম্মুখে ইহা এক রেণু পরিমাণও নহে।

ঈঁ জাহাঁ খোদ হবসে জাঁহায়ে শোমাস্ত — این جہاں خود حبس جانہائے شماست
হী দবেদ আঁ সূ কে ছারহায়ে খোদাস্ত — ہیں دوید آں سو کہ صحرائے خداست

এই বিশ্ব তোমাদের রূহের কারাগার। উঠ, ঐদিকে দৌড়াও, যেদিকে আল্লাহ্র ময়দান অবস্থিত।

ঈঁ জাহাঁ মাহদুদ ও আঁ খোদ বেহদাস্ত — این جہاں محدود وآں خودبیحدست
নকশো ছূরত পেশে আঁ মা'নী সাদ্দাস্ত — نقش وصورت پیش آں معنی سدست

এই দুনিয়া সসীম, আর ঐ (বাতেনী) দুনিয়া অসীম, তোমাদের এই বাহ্যিক দুনিয়ার কারুকার্য ও আকৃতি সেই বাতেনী জগতের সম্মুখে একটি দেওয়াল (-এর ন্যায় প্রতিবন্ধকস্বরূপ)।

অর্থাৎ, এই বাহ্যিক দুনিয়ার দিকে মনঃসংযোগ করিলে বাতেনী জগতের দিকে মনোযোগী হওয়ার পথে অন্তরায় হইবে। সেই জগতের মোকাবেলায় এই জাহেরী দুনিয়া নিতান্ত দুর্বলও বটে।

ছদ হাযারাঁ নেযায়ে ফেরআউন রা — صد ہزاراں نیزۂ فرعون را
দর শেকাস্ত আয মুসিয়ে বা এক আ'ছা — در شکست از موسے بایك عصا

ফেরাউনের লক্ষ লক্ষ বর্শা মূসা আলাইহিস্সালামের এক লাঠির আঘাতে চুরমার হইয়া গেল।

অর্থাৎ, উযীর তো কোন্ ছার, ফেরাউনের একত্রীকৃত জাদুকরেরা লক্ষ লক্ষ বর্শা যেসমস্ত জাদুমন্ত্রের দ্বারা জনসমক্ষে সাপে পরিণত করিয়াছিল, হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম নিজের লাঠিকে অজগর বানাইয়া জাদুকরদের সর্পসমূহকে ভক্ষণ করাইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। জাদুকরেরা তাহাদের লক্ষ লক্ষ বর্শাকে জাদুমন্ত্রের দ্বারা জনসমক্ষে সাপে রূপান্তরিত করিয়াছিল। কিন্তু মূসার স্বীয় লাঠি অজগর সাজিয়া জাদুকরদের সমস্ত সাপ গলাধঃকরণ করিলে তাহারা পরাজয়বরণ করিয়াছিল।

ছদ হাযারাঁ তিব্ব জালীনূস বুদ — صد ہزاراں طب جالینوس بود
পেশে ঈসা ও দমাশ আফসোস বুদ — پیش عیسے و دمش افسوس بود

লক্ষ লক্ষ জালিনূস চিকিৎসক বর্তমান ছিল, কিন্তু তাহারা হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম ও তাঁহার ফুঁকের সম্মুখে একটি খেল-তামাশা বৈ আর কিছুই ছিল না।

ছদ হাযারাঁ দফতরে আশআর বুদ — صد ہزاراں دفتر اشعار بود
পেশে হরফে উম্মীয়াশ আঁ আর বুদ — پیش حرف امیش آں عار بود

(আমাদের হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে অজ্ঞ যুগের) লক্ষ লক্ষ (কবিদের) কবিতার দফতর মওজুদ ছিল, (কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে) তাঁহার নবীয়ে উম্মী (সঃ)-এর উপর অবতারিত কালামের সম্মুখে সেসমস্ত দফতর অতি হেয় প্রতিপন্ন হইল।

এই জগতের কবিতার মধ্যে এই দুনিয়ার অলঙ্কার-মাধুর্য ছিল আর আল্লাহ্ পাকের কালামের মধ্যে ভাষাভিত্তিক অলঙ্কার-মাধুর্যের সহিত রহিয়াছে সেই জগতের অলৌকিক ক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ, যাহার সম্মুখে সমগ্র বিশ্বজগত পরাজিত হইতে বাধ্য।

বাচুনীঁ গালেব খোদাওয়ান্দে কাসে    باچنیں غالب خداوندے کسے
চুঁ নামীরাদ গর নাবাশাদ উ খাসে    چوں نہ میرد گر نہ باشد او خسے

এমন ক্ষমতাবান খোদা তা'আলার সম্মুখে কেন নিজেকে মিটাইয়া দিবে না, যদি সে কমীনা, না-লায়েক না হয়। অর্থাৎ, সে যদি বদবখত হতভাগা না হয়, তবে এমন পরাক্রমশালী সত্তার সম্মুখে নিজেকে নিশ্চয় ফানা করিয়া নতি ও বশ্যতা স্বীকার করিবে ও অসমর্থতা প্রকাশ করিবে।

বাস দেলে চুঁ কোহ রা আংগীখত উ    بس دلے چوں کوہ را انگیخت او
মোরগে যীরক বা দো পা আবীখত উ    مرغ زیرک با دو پا آویخت او

(তাঁহার ক্ষমতা এই যে, বলআম এবনে বাউরা এবং বরসীসার ন্যায় অটলমনা) বহু পর্বততুল্য দৃঢ় ও মজবুত অন্তরকে তিনি সমূলে উপড়াইয়া ফেলিয়া (উহাদের সমস্ত দৃঢ়তাকে মাটির সহিত মিশাইয়া) দিয়াছেন। আর কত চতুর পাখীকে দুই পায়ে ঝুলাইয়া দিয়াছেন।

এখানে চতুর পাখী দ্বারা তোতা পাখী উদ্দেশ্য। তোতা পাখী শিকার করিতে চাহিলে একটি ছিদ্রবিশিষ্ট নলের ভিতর দিয়া সূতা ভরিয়া উক্ত সূতার উভয় প্রান্ত গাছের দুইটি ডালের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তোতা সেই ছিদ্রবিশিষ্ট নলের উপর বসিলে নলটি ঘুরিতে আরম্ভ করে এবং তোতা পাখী পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে দুই পায়ের থাবা দ্বারা নলটি আঁকড়াই ধরিয়া উল্টা ঝুলিতে থাকে, তখন শিকারী আসিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলে। এখানে ইবলীস কিংবা দার্শনিকদিগকে চতুর পাখীর সহিত উপমা দিয়াছেন। ইহারা কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের মোকাবেলায় ভ্রান্ত কেয়াসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

মাওলানা রূমী (রঃ) এই বয়েতে ইঙ্গিত করিতেছেন—শুধু জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কর্মতৎপরতা আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের একমাত্র উপায় নহে, এই পথে নিজেকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বিনয় প্রকাশ করা প্রয়োজন। বিনয়ী জনের প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ নাযিল হয়।

ফাহমো খাতের তেয করদান নীস্ত রাহ্    فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ
জুয শেকাস্তা মী নাগীরাদ ফযলে শাহ    جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

জ্ঞান, এল্ম ও আকলকে সতেজ করা (আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের) পথ নহে, বিনয়ী লোকদের ব্যতীত আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ অন্য কাহাকেও কবূল করে না।

মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন, এলম ও আমল অকেজো নহে, সুতরাং এল্ম ও আমল হাসিল করিয়া উহার উপর ভরসা ও গর্ব করা অনুচিত। আল্লাহ্র কুদরত ও ক্ষমতার সামনে কোন তদবীর-ব্যবস্থা চলে না। অবশ্য এলম ও আমলকে ফরয মনে করিয়া উহাতে সচেষ্ট হইতে হইবে। আর আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহের উপর দৃষ্টি রাখিবে। সর্বদা বিনয় ও আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটির অভ্যাস করিবে।

কোন কবি বলিয়াছেনঃ

تکیہ برتقوی ودانش در طریقت کافریست    راہ روگر صد هزار داروتوکل بایدش

তরীকতের পথে জ্ঞান ও পরহেযগারীর উপর ভরসা করা কুফরী ও অন্যায়, পথে অগ্রসর হও, লক্ষ লক্ষ জ্ঞান ও হেকমত থাকিলেও তাঁহার উপর তাওয়াক্কুল কর।

আয় বাসা গঞ্জাগনানে গঞ্জে গাও — اے بسا گنج آگنان گنج گاؤ
কাঁ খেয়ালান্দেশ রা শোদ রেশে গাও — کاں خیال اندیش را شد ریش گاؤ

ওহে শ্রোতা, শোন! গঞ্জেগাও-এর ন্যায় বহু ধনভাণ্ডার পূর্ণকারী এই আকল চালনাকারী (দার্শনিক) বোকা সাজিয়াছে।

দার্শনিকগণ শুধু দুনিয়া অর্জনের উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন এবং দুনিয়া হাসিল করার উপায় বলিয়া দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কেরাম দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বৈরাগ্যভাব জন্মাইয়া থাকেন। এই কারণে দুনিয়া অন্বেষণকারীগণ দার্শনিকদের দিকেই অধিক ঝুঁকিয়া থাকে এবং কলুর বলদের ন্যায় তাহাদের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্বের বয়েতে দার্শনিকদের নিন্দা করিয়াছেন, আর এখানে তাহাদের অনুসারীদের নিন্দা করিতেছেন।

'গঞ্জেগাও' জামশীদ বাদশাহ্‌র গুপ্ত ধন-ভাণ্ডারের নাম। বাহ্‌রাম বাদশাহের যুগে ঐ গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ধন-ভাণ্ডারে স্বর্ণ-রৌপ্যের গরু-বলদ সংরক্ষিত ছিল। এই জন্য উহাকে গঞ্জেগাও বলে। গাও অর্থ—গরু। অত্র বয়েতে ریش گاؤ রেশগাও শব্দটির আভিধানিক অর্থ গরুর দাড়ি বা পশম; রেশ অর্থ পশম আর গাও অর্থ গরু। ফারসী পরিভাষায় উভয়টির সম্মিলিত অর্থ বোকা। নিম্নের বয়েতে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য করিয়া দার্শনিক ও তাহাদের অনুসারী উভয় সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছেন।

গাওকে বূদ তাত্ রেশে উ শাবী — گاؤ که بود تا تو ریش او شوی
খাক চে বূদ তা হাশীশে উ শাবী — خاك چه بود تا حشیش او شوی

বলদ কি (মূল্যের) বস্তু যে, তুমি তাহার পশম হইতে চাহিতেছ? আর মাটি কি (দামের) জিনিস যে, তুমি তাহার ঘাস হইতে চাও।

অর্থাৎ, দার্শনিক, তাহারা নিজেরাই ত বোকা। কেননা, তাহারা কোরআন ও হাদীসের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার স্বার্থপ্রসূত কল্পিত দর্শনের অনুসরণ করিয়া জীবন নিঃশেষ করিয়াছে। কাজেই তোমরা তাহাদের অনুসরণ করিয়া কোন্ ধরনের বোকা সাজিতে চাও?

যররো নকরাহ্ চীস্ত তা মাফতূঁ শবী — زر و نقره چیست تا مفتوں شوی
চীস্ত ছূরত তা চুনীঁ মজনূঁ শবী — چیست صورت تا چنیں مجنوں شوی

স্বর্ণ-রৌপ্য কি সম্পদ যে, তুমি তাহার জন্য পাগলপ্রায় হইবে? আর এই দুনিয়ার হাকীকত বা কি যে, তুমি এত আসক্ত হইতেছ?

ঈঁ সারা ও বাগে তূ যিন্দানে তুস্ত — ایں سرا و باغ تو زندان تست
মুলকো মালে তূ বালায়ে জানে তুস্ত — ملك و مال تو بلائے جان تست

তোমার অট্টালিকা, তোমার বাগান (সবই) তোমার কারাগার; তোমার রাজত্ব ও তোমার সম্পদ (সবই) তোমার জীবনের আপদ। অর্থাৎ, এসমস্ত বস্তুর পরিণাম বড়ই ভয়াবহ।

আঁ জমাআত রা কে ঈযাদ মসখ কর্দ — آں جماعت را که ایزد مسخ کرد
আয়াতে তসবীর শাঁরা নসখ কর্দ — آیت تصویر شاں را نسخ کرد

অন্যায় কর্মের দরুন যে সম্প্রদায়ের আকৃতি আল্লাহ্ তা'আলা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের আকৃতি পরিবর্তনের অবস্থার আয়াত (কোরআন শরীফে) লিপিবদ্ধ আছে। (তাহাদের মধ্যে একটি রমণীও আছে।)

| | |
|---|---|
| চুঁ যনে আয কারে বদ শোদ রোয়ে যরদ | چوں زنے از کار بد شد روئے زرد |
| মসখ কর্দ উরা খোদা ও যোহ্রা কর্দ | مسـخ کرد او را خدا و زهـره کرد |

যখন এক রমণী অন্যায় কর্ম করিয়া হলুদ বর্ণ হইয়া গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আকৃতি পরিবর্তন করিয়া জোহ্রা সিতারা বানাইয়া দিলেন।!

| | |
|---|---|
| আওরাতে রা জোহরা করদান মসখ বুদ | عورتے را زهـره کردن مسـخ بود |
| আব ও গেল গাশতান না মসখাস্ত আয় আনুদ | آب و گل گشتن نه مسخ ست اے عنود |

একটি রমণীকে জোহ্রা নক্ষত্রে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া যদি আকৃতি পরিবর্তন বলা হয়, তবে তোমার কাদা-মাটি হইয়া যাওয়া (—রূহানী গুণাবলীর উপর দৈহিক প্রবৃত্তির প্রবল হওয়া) বল দেখি কি হইবে? হে অবাধ্য!

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, জোহ্রার ঘটনা তো ইহুদীদের কিংবদন্তী, বাস্তবের সহিত উহার কোন যোগাযোগ নাই। মাওলানা সেই গুজব ও কিংবদন্তী কাহিনীটি নিজের কিতাবে স্থান দিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইবে, মাওলানা জোহ্রার কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তো এখানে বর্ণনা করেন নাই, মাওলানা ইহা উপমাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উপমার বিষয়বস্তু যদি বাস্তবে শুদ্ধ না হইয়া একান্তই ভুল হয়, তবে উপমা দিয়া যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন, উহাতে একটুও ব্যতিক্রম হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে কালীলা-দিমনার ঘটনা ও পশু-পাখীর ঘটনা দ্বারা কোন বিষয়কে যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার জন্য বর্ণনা করা হয়। পশু-পক্ষীর ঘটনাগুলি কল্পনাপ্রসূত হইলেও বর্ণিত ঘটনাগুলি যেহেতু যুক্তিসম্মত, কাজেই সকলেই ঐগুলির উদ্ধৃতি দিয়া নিজের বক্তব্য জোরদার করিয়া থাকেন এবং উক্তির প্রমাণস্বরূপ উহা বর্ণনা করিয়া থাকেন। এখানে জোহ্রার ঘটনার সত্যাসত্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য হইল, মানুষ হইতে পরিবর্তন হইয়া আলোক-উজ্জ্বল নক্ষত্র হওয়াকে যদি কদাকৃতিতে রূপান্তরিত বলা হয়, তবে নূরানী রূহকে কাদামাটিতে রূপান্তরিত করা কত জঘন্য ধরনের আকৃতির বিকৃতি।

| | |
|---|---|
| রূহ মী পররাদ সূয়ে আরশে বরীঁ | روح می پرد سوئے عرش بریـں |
| সূয়ে আবো গেল শুদী দর আসফালীঁ | سوئے آب و گل شدی در اسـفـلیں |

রূহ তোমাকে আল্লাহ্র আরশের দিকে বুলন্দ মকামে (—উন্নত স্তরে) নিয়া যাইতে চায়; আর তুমি একেবারে নিম্নস্তরে কাদা-মাটিতে পতিত হইতে চাও।

রূহ চায় তোমার দ্বারা যেকের-ফেকের করাইয়া আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে, কিন্তু তুমি নফসের কু-প্রবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আল্লাহ্ তা'আলা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছ। অতএব, নিম্নস্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে নিজেকে কদাকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়াছ। রূহানী মহব্বত ও মারেফতবিশিষ্ট যেই সত্তার উপর ফেরেশতাগণ ঈর্ষা করিয়া থাকেন, তুমি উহাকে বর্জন করিয়াছ। তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, কোন্ ধরনের আকৃতি-বিকৃতি তোমার মধ্যে ঘটিয়াছে। বাস্তবে এই আকৃতি-বিকৃতি জোহ্রার আকৃতির বিকৃতির চেয়ে অধিক নিম্নস্তরের। নক্ষত্র যদিও সৃষ্টির

সেরা মানুষ হইতে নিম্নস্তরের—তবুও উহা আলোকোজ্জ্বল। আর মানুষ খাহেশে নফসানীর কবলে পতিত হইয়া কাদা-মাটির অন্ধকারে গিয়া পড়ে। যে ব্যক্তির মধ্যে কাম, ক্রোধ, যেকরে অমনোযোগিতা ও অন্যান্য গোনাহ্ এবং দৈহিক রীতিনীতি ও ধারাগুলি দুর্বল; পক্ষান্তরে রূহানী রীতিনীতিগুলি—মহব্বত, মারেফত, যেকর ও আনুগত্য প্রবল; আর যে ব্যক্তি তবীয়তের প্রবৃত্তি-গুলিকে প্রকাশ হইতে দেয় না; বরং উহা দমন করিয়া রাখিয়াছে, এই ধরনের লোক কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও উত্তম।

পাস তু খোদরা মসখ করদী যীঁ সফুল | پس تو خود را مسخ کردی زیں سفول
যাঁ ওজুদেকে বদাঁ রশকে উকুল | زاں وجودے کہ بد آں رشک عقول

তুমি নিম্নস্তরে পতিত হইয়া নিজের আকৃতিকে বিকৃত করিয়াছ; তোমার এমন সত্তা ছিল, যাহা দর্শনে ফেরেশতা ঈর্ষা করিত।

পাস বদাঁ কী মসখ করদান চুঁ বুওয়াদ | پس بداں کیں مسخ کردن چوں بود
পেশে আঁ মসখী বাগাইয়াত দোঁ বুওয়াদ | پیش آں مسخ ایں بغایت دوں بود

অতএব, ইহা হইতে খারাব আকৃতি আর কি হইতে পারে। ঐ (জাহেরী আকৃতি) বিকৃতির সম্মুখে এই (চরিত্র) বিকৃতি অতিশয় জঘন্য।

আসপে হিম্মত সূয়ে আ-খুর তাফতী | اسپ همت سوئے آخر تافتی
আদমে মসজুদরা নাশনাখতী | آدم مسجود را نشناختی

তোমার হিম্মতের ঘোড়াকে (পশুদের) চারণভূমিতে দৌড়াইতেছ আর (স্বীয় পিতা) আদম আলাইহিস্সালাম (-এর মর্যাদা)-কে চিনিলে না।

অর্থাৎ, তুমি তোমার হিম্মতের ঘোড়াকে নফসের উপভোগ্য দ্রব্যাদির প্রতি ধাবিত করিয়া দিবারাত্রি তাহা অর্জন করার চেষ্টায় বিভোর হইয়া রহিয়াছ। আর ফেরেশতাগণ কর্তৃক সজদাকৃত আদম (আঃ)-কে চিনিতে পার নাই।

আখের আদম যাদায়ী আয় নাখলফ | آخر آدم زادۂ اے ناخلف
চান্দ পেন্দারী তু পস্তীরা শরফ | چند پنداری تو پستی را شرف

ওহে কুপুত্র! তুমি তো আদমেরই সন্তান। (তবে নিজের মান-মর্যাদাকে দুনিয়া অর্জনের কাজে কেন বিনষ্ট করিতেছ?) কতকাল তুমি এই অধঃপতনকে বুযুর্গী (—উন্নতি) মনে করিতে থাকিবে?

চান্দা গোঈ মান বেগীরাম আলমে | چند گوئی من بگیرم عالمے
ঈঁ জাহাঁরা পোর কুনাম আয খোদ হামে | ایں جہاں را پر کنم از خود همے

একথা কতকাল বলিতে থাকিবে যে, আমি সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া লইব, আমি (ধন-দৌলত, দাস-দাসী, শৌর্য-বীর্য দ্বারা) সারা দুনিয়া পূর্ণ করিব।

গর জাহাঁ পোর বরফ গরদাদ সার বাসার | گر جہاں پر برف گردد سربسر
তাবে খোর বোগোদাযদাশ আয এক নযর | تاب خور بگدازدش از یك نظر

সমগ্র পৃথিবী যদি শুধু বরফ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তবে সূর্যের তাপের এক ঝলক উহা পানি পানি করিয়া দিবে।

উপরে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। উহাতে পাঁচটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়। ১ম—অতীতকাল হইতে অদ্যাবধি দুনিয়ার অন্বেষণে যেসমস্ত পাপ ও গোনাহ্ হইয়াছে, উহা তো নাজাত ও মুক্তির অন্তরায়। উহার প্রতিকার কিরূপে সম্ভব?

২য়—দুনিয়ার সম্পর্ক চতুর্দিক দিয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে, গায়রুল্লাহ্'র এই সমস্ত সম্পর্ক কিরূপে ছিন্ন করা যায়?

৩য়—কল্পনা ও কুখেয়ালসমূহ অন্তর ও মস্তিষ্কে শিকড় গাড়িয়া রহিয়াছে, কিরূপে উহা দূরীভূত করা যায়?

৪র্থ—কুস্বভাব ও কুচরিত্র কলবের মধ্যে জটলা পাকাইয়া স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, কিরূপে ইহার প্রতিকার সম্ভব?

৫ম—রিয়াযত-মোজাহাদা যখন দেহকে দুর্বল এবং শক্তিহীন করিবে, তখন এই দুর্বল ও ক্ষীণ দেহ দ্বারা এবাদত-বন্দেগী কিরূপে করা যাইবে?

মাওলানা রূমী এখানে চারটি বয়েতের মাধ্যমে পাঁচটি প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিতেছেন। এই বয়েতে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, —অতীত জীবনে ধন-দৌলতের নেশায়, দুনিয়ার অন্বেষণে যত পাপ ও গোমরাহী হইয়াছে, ঐ সমস্তকে খেয়াল করিয়া নিজের মুক্তি ও নাজাতকে অসম্ভব মনে করিও না। কেননা, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র একটি কৃপাদৃষ্টিই তোমার গোনাহের সমস্ত দফতর ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে।

| | |
|---|---|
| বেযরে রিয়া ও বেযরে চুঁ উ ছদ হাযার | وزر ریاء و وزر چوں او صد هزار |
| নীস্ত গরদানাদ খোদা আয এক শারার | نیست گرداند خدا از یك شرار |

আল্লাহ্ তা'আলা (যদি ইচ্ছা করেন, তবে) রিয়াকারীর গোনাহ্‌র বোঝা এবং এই ধরনের (গায়রুল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক রাখার গোনাহ্‌র) শতসহস্র বোঝা (স্বীয় এশ্‌কের অগ্নির) এক স্ফুলিঙ্গ দ্বারা নিস্তনাবুদ করিয়া দিবেন।

এই বয়েতে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, এশ্‌কে এলাহীর একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমস্ত গায়রুল্লাহ্‌র সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিবে।

| | |
|---|---|
| আইনে আঁ তাখঈলরা হেকমত কুনাদ | عین آں تخییل را حکمت کند |
| আইনে আঁ যহ্‌রাব রা শরবত কুনাদ | عین آں زهراب را شربت کند |

আল্লাহ্ তা'আলা (ইচ্ছা করিলে) ঐ অলীক কল্পনাকে হিতকর এলম এবং হেকমতে পরিণত করিয়া দিতে পারেন, আর ঐ (মন্দ স্বভাবের) বিষাক্ত পানিকে শরবতে পরিণত করিয়া দিতে পারেন।

এই বয়েতে উপরোক্ত ৩/৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। তোমার মনে যেসমস্ত কুচিন্তা ও কুকল্পনা জটলা পাকাইয়া আছে, আল্লাহ্ পাক তোমার সে সমস্ত অলীক কল্পনাকে হিতকর এলম ও হেকমতে পরিণত করিয়া দিবেন। কুকল্পনা এবং ক্ষতিকর এল্‌ম হিতকর উপকারী এল্‌ম হওয়ার কয়েকটি উপায় আছে।

প্রথমতঃ, এই ব্যক্তি সমস্ত গোমরাহী এবং মন্দ কার্য সম্বন্ধে অবগত হইয়া যায়। অতএব, সে কাহারও ধোঁকায় পড়ে না। যেমন কথিত আছে—

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لٰكِنْ لِتَوَقِّيْهِ وَمَنْ لَّايَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيْهِ

খারাবকে চিনিয়াছি, কিন্তু খাবার কাজ করার জন্য নহে—বরং খারাব হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য। যে ব্যক্তি ভাল হইতে মন্দকে চিনিয়া বাহির করিতে পারে না ; সে মন্দের মধ্যে পতিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, তাহার চিন্তাশক্তি ও দলীল বর্ণনা ও প্রমাণ আনয়নের ক্ষমতা আছে। পূর্বে সে উহাকে মিথ্যা দাবী এবং মন্দকে ভাল বলিয়া প্রমাণ করার কাজে লাগাইত, এখন ঐ শক্তিকে সে ভাল কাজে লাগাইবে। তাহাতে অন্যেরও হেদায়ত পাওয়ার আশা আছে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا فِى الدِّيْنِ

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অজ্ঞ যুগে উত্তম ছিলেন, তাঁহারা ইসলামের যুগেও উত্তম, যখন তাঁহারা দ্বীন সম্বন্ধে সমঝদার ও পারদর্শী হন।

তৃতীয়তঃ, এই ব্যক্তি হক এবং বাতেল এলমের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিতে পারে, যদ্দরুন হক্কানী এলমের মান-মর্যাদা তাহার দৃষ্টিতে বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থতঃ, ঐ সমস্ত বাতেল এলমগুলি উত্তমরূপে রদ করিতে সক্ষম হয়।

পঞ্চমতঃ, সে বাতেল এলম এবং দুনিয়া অর্জন করিবার উপায়সমূহ সম্বন্ধে খুব তৃপ্ত হইয়াছে। অতএব, সেদিকে ঝোঁক ও আগ্রহ তাহার আর কখনও হইবে না।

ষষ্ঠতঃ, সে নিজেকে এবং অন্যান্য লোককেও কোন কোন ধর্মীয় বিষয় যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে পারে। যেমন, বৈজ্ঞানিকদের নিকট যে সমস্ত বিষয় সাধারণের অবোধ্য, তাহা সম্মুখে আনিয়া বলিতে পারে যে, এই বাস্তব বিষয়গুলি যেমন সাধারণের বোধগম্য নহে, তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যাবলী ও নির্দেশাবলী যদি সাধারণের বোধগম্য না হয়, তবে ঐগুলিকে অবিশ্বাস করা তাহাদের অজ্ঞতা।

আর এই কল্পনাসমূহের মধ্যে যাহা বিশেষ ধরনের দ্বিধা-সংশয় ও বাজে কল্পনা, উহাতে সে কলবের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে এবং উহা দূর করার চেষ্টা করে। আবার ইহাতে সে স্রষ্টা এবং অন্তরের অবস্থার পরিবর্তনকারীর বিচিত্র লীলা দেখিতে পায়। তখন এই সমস্ত কল্পনা তাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা দেখিবার দর্পণস্বরূপ হইয়া যায়।

আর কুস্বভাব সম্বন্ধে তোমার মনে যে প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর হইল—কুস্বভাব নিতান্তপক্ষে বিষাক্ত পানির মত হইতে পারে। কেননা, বিষাক্ত পানি যেমন প্রাণনাশক, তদ্রূপ কুস্বভাবসমূহ রূহের পবিত্রতানাশক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার এমন শক্তি আছে যে, বিষাক্ত পানিকে শরবত করিয়া দিতে পারেন।

ফলকথা, এই বয়েতের প্রথম পাদে বাজে কল্পনা হেকমতে পরিণত হওয়ার এবং দ্বিতীয় পাদে কুস্বভাব প্রশংসনীয় আখলাক হইয়া যাওয়ার কথা বলিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার এমন মহান ক্ষমতা রহিয়াছে যে, তওবাকারী লোকটির মধ্যে যেই যুক্তিতর্ক ও কেয়াসের শক্তি ছিল, যদ্দারা সে গোমরাহীর বহু সন্দেহ এবং অজ্ঞতাসুলভ ধারণা পেশ করিত, তাহাকে সত্যিকারের এলমে রূপান্তরিত করিয়া দিতে পারেন। আর তাহার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের যেই উপরকণ একত্রিত ছিল, যদ্দারা আল্লাহ্ তা'আলা হইতে দূরত্ব পয়দা হইত, সেসমস্ত উপকরণ দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মধ্যে মহব্বত পয়দা করিয়া দিতে পারেন।

| | |
|---|---|
| আঁ গোমাঁআঙ্গীযরা সাযাদ একী | آں گمـاں انگـیـز را سازد یقـیں |
| মেহরেহা রোইয়ানাদ আয আসবাবে কী | مهـرهـا رویـانـد از اسـبـاب کیں |

তিনি সংশয় উৎপাদনকারী (বাক্য)-কে নিশ্চয়তা ও বিশ্বাসে রূপান্তরিত করিতে পারেন এবং হিংসা-বিদ্বেষের উপকরণ দ্বারা মহব্বত সৃষ্টি করিতে পারেন।

পরওয়ারাদ দর আতশ ইবরাহীমরা — پرورد در آتش ابراهیم را
আয় মানিইয়ে রূহ সাযাদ বীম রা — ایمنئ روح سازد بیم را

তিনি অগ্নির মধ্যে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামের লালন-পালন করেন, ভয় (অর্থাৎ, অগ্নি)-কে রূহের জন্য শান্তি (-এর উপায়) বানাইয়া দেন।

দর খারাবী গাঞ্জেহা পেনহা কুনাদ — در خرابی گنجها پنها کند
খারে রা গুল জিসমহারা জাঁ কুনাদ — خار را گل جسمها را جاں کند

তিনি (-আল্লাহ্ তা'আলা) বিজন ভূমিতে ভাণ্ডার লুক্কায়িত করিয়া রাখেন, তিনি কন্টককে পুষ্প এবং দেহকে রূহ বানাইয়া দেন।

মাওলানা (রঃ) এই বয়েতে পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন ; সাধনা ও রিয়াযত করিলে দেহ দুর্বল হইয়া পড়িবে, আমল কিরূপে করা যাইবে, এই ভয় করিও না। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন জনহীন স্থানে মূল্যবান ধন-সম্পদের ভাণ্ডার বহুকাল সংরক্ষিত রাখেন, তদ্রূপ সম্পন্নতার সম্পদকে দুর্বল দেহে হেফাযত করিয়া রাখিবেন ; এমন কি দিন দিন উন্নতি দান করিবেন।

আয সবব সাযেশ মান সওদাঈয়াম — از سبب سازیش من سودائیم
ওয়ায সবব সূযেশ সওফসতাঈয়াম — وز سبب سوزیش سوفسطائیم

তাঁহার সৃষ্টির উপায় ও উপকরণ দর্শন করিয়া আমি হতবাক হই, আবার সৃষ্টির উপকরণ রহিতকরণ লক্ষ্য করিয়া বক্র চিন্তাধারী দার্শনিকের ন্যায় হয়রান হই।

এই উপায়-উপকরণের জগতের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, ধারাবাহিকভাবে গতানুগতিক উপায়-উপকরণের মাধ্যমে এই সৃষ্টি-জগতের সবই সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে। আবার যখন আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের লীলাখেলা অবলোকন করি, তখন ভাবিয়া আকুল হই যে, উপায়-উপকরণ কিছুই নহে, সবই আল্লাহ্র কুদরত। যেমন মাতা-পিতা ব্যতীত আদমের সৃষ্টি, নারী ব্যতীত মা হাওয়ার জন্ম, বাপ ব্যতীত হযরত ঈসার পয়দায়েশ, অগ্নির অভ্যন্তরে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্র নিরাপদে অবস্থান, হযরত ছালেহ আলাইহিস্‌সালামের অস্বাভাবিক উটনী, হযরত মূসা আলাইহিস্-সালামের অলৌকিক লাঠি দর্শন করিয়া হতবাক হইতে হয়। এমন কি বলিতে বাধ্য হই, উপায়-উপকরণের এই পারম্পর্য নিছক একটি কল্পনা বৈ কিছুই নহে।

দর সবব সাযেশ সর গরদাঁ শোদাম — در سبب سازیش سرگرداں شدم
দর সবব সূযেশ হাম হয়রাঁ শোদাম — در سبب سوزیش هم حیراں شدم

এই বিশ্বের যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও ক্রিয়াকলাপ উভয়ের সামঞ্জস্য অবলোকন করিয়া এবং উহাদের গভীর রহস্য অনুধাবন করিয়া বিস্মিত ও পেরেশান হই। আবার উপায় রহিতকরণের লীলাখেলা অবলোকন করিয়া হতবাক হই।

এই বয়েতের বিষয়বস্তু উপরের বয়েতের বিষয়বস্তুর তাকীদস্বরূপ।

## খৃষ্টানদিগকে গোমরাহ্ করার জন্য উযীরের অপর ষড়যন্ত্র

চুঁ উযীরে মাকের ও বদ এ'তেকাদ — چوں وزیر ماکر و بد اعتقاد
দ্বীনে ঈসারা বদল কর্দ আয ফসাদ — دین عیسے را بدل کرد از فساد

যখন সেই প্রতারক বদখেয়াল উযীর ঈসা আলাইহিস্‌সালামের ধর্মকে ফেসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিকৃত করিল।

মকরে দিগার আঁ উযীর আয খোদ বাবাস্ত — مکر دیگر آں وزیر از خود به بست
ওয়াযরা বোগযাশত দর খেলওয়াত নেশাস্ত — وعظ را بگذاشت در خلوت نشست

তখন সে এক নূতন প্রতারণা আরম্ভ করিল, ওয়ায-নছীহত পরিত্যাগ করিয়া নির্জনতা অবলম্বন করিল।

দর মুরীদাঁ দারাফগান্দায শওক সোয — درمریداں درفگند از شوق سوز
বুদ দর খেলওয়াত চেহেল পাঞ্জাহ রোয — بود در خلوت چهل پنجاه روز

সমস্ত মুরীদানের মধ্যে অন্তরের জ্বালা এবং সাক্ষাতের আগ্রহ বিস্তার করিয়া দিল; চল্লিশ-পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত এই অবস্থায় নির্জনে কাটাইয়া দিল।

খলক্ দেওয়ানাহ শুদান্দায শওকে উ — خلق دیوانه شدند از شوق او
আয ফেরাকে হালো কালো যওকে উ — از فراق حال و قال و ذوق او

সমস্ত মানুষ তাহাকে দেখার আগ্রহে এবং তাহার অবস্থা, কথা ও রুচি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাগল হইয়া গেল। তাহার বিরহী অবস্থা জানিবার ও রুচিসম্মত কথা শুনিবার জন্য মানুষ পাগল হইয়া উঠিল।

লাবা ও যারী হামী করদান্দো উ — لابه و زاری همی کردند و او
আয রিয়াযত গাশ্‌তা দর খেলওয়াত দোতাও — از ریاضت گشته درخلوت دو تو

অতএব, সকলে খোশামোদ এবং কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল, আর সে নির্জনে রিয়াযত করিতে করিতে কুঁজো হইয়া গেল।

গোফতাহ্ ঈশাঁ বেতূ মারা নীস্ত নূর — گفته ایشاں بے تو مارا نیست نور
বে আছাকাশ চুঁ বুওয়াদ আহ্ওয়ালে কূর — بے عصاکش چوں بود احوال کور

লোকেরা বলিল, আপনার হেদায়তের নূর ব্যতীত আমরা অন্যত্র হেদায়তের নূর পাইতে পারি না। বলুন তো, লাঠি ধরিয়া টানিয়া নেওয়ার লোক না থাকিলে অন্ধ ব্যক্তির কি অবস্থা হয়?

আয সারে একরাম ওয়ায বাহ্‌রে খোদা — از سر اکرام و از بهر خدا
বেশ আযী মারা মাদার আয খোদ জুদা — بیش ازیں مارا مدار از خود جدا

আপনার বুযুর্গীর দোহাই, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আর অধিক কাল আমাদিগকে আপনার সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবেন না।

মা চুঁ তেফলানেম ও মারা দাইয়া তূ — ما چوں طفلانیم و مارا دایہ تو
বর সারে মা গোস্তারাঁ আঁ সায়া তূ — بر سر ما گستراں آں سایہ تو

আমরা তো শিশুর মত আর আপনি আমাদের জন্য ধাত্রীতুল্য। আমাদের মাথার উপর আপনার অনুগ্রহের ছায়া বিস্তৃত রাখুন।

এখানে বলা হইতেছে, পূর্ণতা লাভের পূর্বে পীরের সংসর্গ হইতে মুরীদের বিচ্ছিন্ন থাকা অনুচিত; বরং পীরের সংসর্গে এবং খেদমতে লাগিয়া থাকাই কর্তব্য। এই কারণে পীরকে ধাত্রী এবং মুরীদকে শিশুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন, প্রতিপালনের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ধাত্রী শিশু হইতে পৃথক থাকিতে পারে না।

গোফত জানাম আয মোহেব্বাঁ দূর নীস্ত — گفت جانم از محباں دور نیست
লেকে বেরূঁ আমাদান দস্তূর নীস্ত — لیک بیروں آمدن دستور نیست

উযীর বলিল, আমার জান আমার প্রিয়পাত্রগণ হইতে দূরে নহে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আমার বাহিরে আসার অনুমতি নাই।

এখানে বলা হইয়াছে, মুরীদ যদি পূর্ণ তালীম ও তরবিয়ত লাভ করিয়া থাকে, তবে বাহ্যিক সান্নিধ্যলাভের প্রয়োজন নাই, রূহানী নৈকট্যই যথেষ্ট। কিন্তু শর্ত হইল, পীরের সহিত মুরীদের পূর্ণ মহব্বত থাকিতে হইবে। اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ 'মানুষ তাহার সঙ্গেই থাকে, যাহাকে সে ভালবাসে।' হাদীসখানা উপরোক্ত মর্মের পোষকতা করিতেছে।

আঁ আমীরাঁ দর শাফাআত আমদান্দ — آں امیراں در شفاعت آمدند
ওয়াঁ মুরীদাঁ দর যারাআত আমদান্দ — واں مریداں در ضراعت آمدند

পরিশেষে সেই (বার) নেতাগণ সুফারিশের জন্য আসিল, আর সমস্ত মুরীদ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল (এবং বলিতে লাগিল—)

কীঁ চে বদবখতীস্ত মারা আয় করীম — کایں چہ بد بختیست مارا اے کریم
আয দেলো দীঁ মান্দা মা বে তূ এতীম — از دل و دیں ماندہ ما بے تو یتیم

হে দয়াল বুযুর্গ, আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আপনার অভাবে আমরা দ্বীনের হেদায়ত এবং অন্তরের শান্তি হইতে বঞ্চিত।

তূ বাহানা মীকুনী ও মা যে দরদ — تو بہانہ میکنی و ما ز درد
মী যানীম আয় সূযে দেল দমহায়ে সরদ — میزنیم از سوز دل دمہائے سرد

আপনি টালবাহানা করিতেছেন (—বাহির হইতেছেন না); আর এদিকে আমরা (বিচ্ছেদের) যাতনায় ও মনের জ্বালায় শীতল নিঃশ্বাস ফেলিতেছি।

মা বা গোফতারে খোশত খো কর্দায়েম — ما بہ گفتار خوشت خو کردہ ایم
মা যে শীরে হেকমতে তূ খোরদায়েম — ما ز شیر حکمت تو خوردہ ایم

আমরা আপনার মিষ্ট কথা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, আমরা আপনার জ্ঞানের দুগ্ধ হইতে (কিঞ্চিৎ পরিমাণ) পান করিয়াছি।

| | |
|---|---|
| আল্লাহ্ আল্লাহ্ ঈঁ জাফা বা মা মাকুন | الله الله ایں جفا باما مکن |
| লোৎফে কুন এমরোযরা ফরদা মাকুন | لطف کن امروز را فردا مکن |

আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাদের উপর এই যুলুম করিবেন না, মেহেরবানী করিয়া আজ নয় কাল বলিয়া টাল-বাহানা করিবেন না।

| | |
|---|---|
| মী দেহাদ দেল মর তোরা কী বেদেলাঁ | می دهد دل مر ترا کیں بیدلاں |
| বেতূ গরদান্দ আখেরায বে হাছেলাঁ | بے تو گردند آخر از بے حاصلاں |

আপনি কি উহা পছন্দ করেন যে, এই হৃদয়হারা লোকগুলি আপনার ফয়েয ব্যতীত একেবারে বঞ্চিত থাকিয়া যায়।

| | |
|---|---|
| জুমলা দর খোশকী চুমাহী মী তপান্দ | جمله در خشکی چو ماهی می طپند |
| আব রা বোকশায জো বরদার বন্দ | آب را بکشا ز جو بردار بند |

আমরা সকলে এমনভাবে ছটফট করিতেছি—যেমন শুষ্ক ভূমিতে মাছ (ছটফট করে); আল্লাহ্র ওয়াস্তে নহরের বাঁধ খুলিয়া পানি ছাড়িয়া দিন।

| | |
|---|---|
| আয়কে চূঁ তু দর যমানা নীস্ত কাস | ایکه چوں تو در زمانه نیست کس |
| আল্লাহ আল্লাহ্ খলকরা ফরইয়াদ রস | الله الله خلق را فریادرس |

হে প্রভু, এ যুগে দুনিয়াতে আপনার সমকক্ষ কেহ নাই; আল্লাহ্র ওয়াস্তে আল্লাহ্র বান্দাগণের ফরিয়াদ শুনুন!

এখানে বলা হইয়াছে যে, নিজের পীরকে সকলের চেয়ে পরম উপকারী মনে করিবে। অর্থাৎ, মনে করিবে, আমার অন্বেষণে জীবিত পীরদের মধ্যে ইহার চেয়ে অধিক উপকারী আমার জন্য আর কাহাকেও আশা করা যায় না। এই পীরের দ্বারাই আমার অধিক উপকার সাধিত হইবে।

মুরীদানের উপরোল্লিখিত বক্তব্যগুলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও বেআদবীজনিত মনে হয়, কিন্তু প্রেমের আবেগে বেআদবীর কথা আদব-বিরোধী মনে করা হয় না।

## উযীর কর্তৃক স্বীয় ভক্তদের নিবৃত্তকরণ

| | |
|---|---|
| গোফত হাঁ আয় সুখরেগানে গোফতগো | گفت هاں اے سخرگان گفتگو |
| ওয়াযো গোফতারে যবাঁ ও গোশ জো | وعظ و گفتار زباں و گوش جو |

উযীর বলিল, সাবধান! হে বাহ্যিক কথাবার্তার অনুসারীগণ এবং মুখে (বলার) ও কানে (শোনার) ওয়ায ও উপদেশবাণীর প্রত্যাশীগণ!

| | |
|---|---|
| পোম্বা আন্দর গোশে হিসসে দোঁ কুনেদ | پنبه اندر گوش حس دوں کنید |
| বন্দে হিস্সায চশমে খোদ বেরূঁ কুনেদ | بند حس از چشم خود بیروں کنید |

তোমরা এই তুচ্ছ (যাহেরী) কর্ণে তুলা দাও, নিজের (বাতেনী) চক্ষুর সম্মুখ হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রতিবন্ধক দূর করিয়া দাও।

পোম্বা আঁ গোশে সিরর গোশে সারাস্ত
তা না গরদাদ ঈঁ কর্র আঁ বাতেন কারাস্ত

پنبـهٔ آں گوش سرّ گوش سرسـت
تا نگـردد ایـں کر آں باطن کرسـت

মাথার সহিত যুক্ত এই (যাহেরী) কান বাতেনী কানের জন্য তুলা (প্রতিবন্ধক)-স্বরূপ; এই (যাহেরী) কান বধির না হওয়া পর্যন্ত ঐ বাতেনী কান বধির থাকিবে।

দেল একই সময়ে দুই দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে না। যাবৎ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ তথা দুনিয়ার সম্পর্কের প্রতি মনোযোগী থাকিবে, তাবৎ বাতেনী অনুভূত বস্তুসমূহ তথা রূহানী হাল-হাকীকত এবং বাতেনী এলমের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নহে।

বেহেস্ ও বে গোশ বে ফেকরাত শবেদ
তা খেতাবে ইরজেঈ রা বেশনাবীদ

بے حس و بے گوش بے فکـرت شویـد
تا خطاب ارجـعـی را بشـنـویـد

বাহ্যিক অনুভূতিহীন ও কর্ণবিহীন হও, চিন্তাশক্তি হইতে মুক্ত হও, তবে তোমরা 'ইরজেঈ' সম্বোধন শুনিতে পাইবে।

বাতেনী বিষয়বস্তু অনুভব করিতে মনস্থ করিলে যাহেরী ইন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণ এবং চিন্তাশক্তি হইতে মুক্ত হও। অর্থাৎ, এই সমস্ত দ্বারা কাজ লইও না, আর দুনিয়ার সম্পর্কের প্রতি ইহাদের আকৃষ্ট করিও না; তখনই "ইরজেঈ" সম্বোধন শ্রবণ করিতে পারিবে। সম্বোধন শ্রবণ করার অর্থ (কোরআন শরীফে) আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ إِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক নফসে মুতমাইন্না (প্রশান্ত আত্মা) বিশিষ্ট বান্দাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, হে প্রশান্ত আত্মাধারী বান্দাগণ! তোমরা স্বীয় রবের প্রতি মনোনিবেশ কর। তোমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনিও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের প্রতি তোমাদের যে আকর্ষণ রহিয়াছে তাহা পরিত্যাগ কর; তবেই তোমরা এই সম্বোধন শুনিবার উপযোগী হইবে। ইহাতে একথা বুঝায় না যে, দুনিয়াতে শুনিতে থাকিবে; অবশ্য দুনিয়াতে শ্রবণ করাও সম্ভব, কিন্তু শুনিতে হইবে এরূপ নহে। কেননা, এই সম্বোধন দুনিয়াতে শ্রবণ করা কাশ্‌ফের মাধ্যমে হইতে পারে! পরন্তু আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের জন্য কাশ্‌ফ-কারামত প্রয়োজনীয় নহে। সুতরাং বাহ্যিক ইন্দ্রিয় অকেজো করিলে আল্লাহ্‌র সম্বোধন শ্রবণ করার উপযুক্ত হইবে।

তা বোগোফত ও গোয়ে বেদারী দারী
তূ যে গোফতে খাবে কায় বূয়ে বরী

تا بگـفـت و گوئے بیـداری دری
تو ز گفـت خواب کے بوئے بری

যে পর্যন্ত তুমি জাগ্রতাবস্থার কথাবার্তায় মশগুল থাকিবে, সে পর্যন্ত স্বপ্নযোগে কথাবার্তা বলার তত্ত্ব কিরূপে অবগত হইতে পারিবে?

এই বয়েতটি পূর্ব-বর্ণিত বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত। মানুষ যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ স্বপ্নের আলাপ-আলোচনা কিছুই অবগত হয় না। কেননা, স্বপ্নের বিষয় স্বপ্নের মাধ্যমেই অবগত হওয়া

সম্ভব। এইরূপে এই বাহ্যিক জগতকে জাগ্রতাবস্থার মত মনে কর, আর বাতেনী আলমকে স্বপ্ন-সদৃশ মনে কর। সুতরাং জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্ন দেখা সম্ভব নহে, তদ্রূপ যাবৎ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে, তাবৎ ঐ দিকে মনঃসংযোগ সম্ভব নহে।

এখানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, বাতেনী নূর লাভ করিতে চাহিলে মোরাকাবা ও নির্জনবাস অবলম্বন করিতে হইবে। মোরাকাবার জন্য দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বর্জন করিতে হইবে। আকর্ষণ বর্জন করার জন্য বাহ্যিক সম্পর্ক হ্রাস করার প্রয়োজন। সম্পর্ক কম হইলে চিন্তা-ফেকেরও কম হইবে। দুনিয়ার চিন্তা কম হইলে আখেরাতের ফেকের বর্ধিত হইবে, তখনই বাতেনী হালতসমূহ অবগত হইতে পারিবে।

সায়রে বেরূনাস্ত ফে'লো কওলে মা — سیر بیرون است فعل و قول ما
সায়রে বাতেন হাস্ত বালায়ে সামা — سیر باطن هست بالائے سما

আমাদের কথাবার্তা কাজ-কর্ম (সবই) বাহ্যিক সফর, কিন্তু বাতেনী সফর হইল আসমানের উপরে।

অর্থাৎ, হস্ত-পদ ইত্যাদি যাহেরী ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করি, উহা সবই পার্থিব বস্তু। কিন্তু যেই সফরের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলা, উহা মর-জগতের ঊর্ধ্বে, অন্তরের সহিত উহার সম্পর্ক।

হিস্‌সে খুশকী দীদ কেয খুশকী বেযাদ — حس خشکی دید کز خشکی بزاد
মূসীয়ে জাঁ পায় দর দরইয়া নেহাদ — موسی جاں پائے در دریا نهاد

যাহেরী (ইন্দ্রিয়) অনুভূতি শুধু স্থলভাগই দেখিয়াছে। কেননা, উহা স্থল হইতে সৃষ্ট। আর মূসারূপ রূহ্ জন্মের সূচনায়ই মারেফতের সমুদ্রে পা রাখিয়াছে।

অর্থাৎ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মাটির তৈরী বলিয়া শুধু দুনিয়ার ভ্রমণই করিতে পারে, আর রূহ পার্থিব জাতীয় উপাদান ব্যতীত আল্লাহ্ পাকের আদেশ বলিয়া বাতেনের সফর করিতে পারে; মানবীয় জগতকে স্থল এবং আধ্যাত্মিক জগতকে সমুদ্রের সহিত উপমা দেওয়ার তাৎপর্য এই যে, সমুদ্র জীবনী-শক্তির মূল পদার্থ। আল্লাহ্ পাক ফরমাইতেছেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

অর্থাৎ, আমি পানির দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে সজীব করিয়াছি (স্থল দ্বারা নয়); এইরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ রূহের জীবনী-শক্তি সঞ্চয়ের উপায়। পক্ষান্তরে মানবীয় জগত আল্লাহ্ তা'আলা হইতে গাফেল ও বেখবর করিয়া রাখে, পরন্তু আল্লাহ্ হইতে গাফেল থাকাই আসল মৃত্যু।

রূহকে সমুদ্রের সহিত তুলনা দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, স্থলভাগ হইতে সমুদ্র অনেক প্রশস্ত لاتقف عند حد অর্থাৎ, রূহানী ভ্রমণ কোন সীমায় উপস্থিত হইয়া থামিয়া যায় না। পক্ষান্তরে মানবীয় জগতের ভ্রমণ সীমিত।

রূহকে মূসা-স্বরূপ এই জন্য বলা হইয়াছে যে, রূহ জন্ম লাভ করিতেই উহাকে মারেফতের সমুদ্রে এবং মূসা আলাইহিস্‌সালাম পয়দা হইতেই তাঁহাকে পানির সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

সায়রে জেসম খুশকী বর খুশকী ফেতাদ — سیر جسم خشکی بر خشکی فتاد
সায়রে জাঁ পা দর দেলে দরইয়া নেহাদ — سیر جاں پا در دل دریا نهاد

জড়দেহের ভ্রমণ জড়জগতের শুষ্ক স্থানের উপর হইয়া থাকে, আর রূহের ভ্রমণ বাতেনী সমুদ্রের মধ্যস্থলে পা রাখে।

অর্থাৎ, রূহের যোগ্যতা আছে যে, সে বাতেনী সমুদ্রের মধ্যস্থলে পা রাখিতে পারে, তাহা সত্ত্বেও রূহ ঐ বাতেনী সমুদ্র হইতে অপরিচিত। উহার কারণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছেঃ

চুঁ কে ওমর আন্দর রাহে খুশকী গুযাশ্‌ত — چونکه عمر اندر ره خشکی گذشت
গাহ কোহ গাহ ছাহরাগাহ দাশ্‌ত — گاه کوه گاه صحرا گاه دشت

যেহেতু তোমার সারাটা জীবন (দুনিয়ার উপভোগে) শুষ্ক পথে অতিবাহিত হইয়াছে; কখনও পাহাড়ে, কখনও মাঠে, কখনও মরুভূমিতে। (উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়াছ।)

আবে হায়ওয়াঁরা কুজা খাহী তূ ইয়াফত — آب حیواں را کجا خواهی تو یافت
মওজে দরইয়ারা কুজা খাহী শেগাফত — موج دریا را کجا خواهی شگافت

অতএব, তুমি (বাতেনী ভ্রমণের) আবে-হায়াত কোথায় পাইবে? (আর বাতেনী) সমুদ্রের তরঙ্গ বিদীর্ণ (করিয়া অতিক্রম) করার সুযোগ কোথায় পাইবে?

মওজে খাকী ফাহমো ওয়াহমু ফেকরে মাস্ত — موج خاکی فهم و وهم و فکر ماست
মওজে আবী মহবো সুকরাস্তো ফানাস্ত — موج آبی محو و سکرست و فناست

মৃত্তিকার তরঙ্গ আমাদের বুদ্ধি, ধারণা ও চিন্তা, আর পানির তরঙ্গ আত্মবিলুপ্তি আর মা'রেফতের মত্ততা ও (পরিণামে) ফানা হইয়া যাওয়া।

এখানে মাটির তরঙ্গ অর্থ পার্থিব কার্যাবলী উপলব্ধি করার যন্ত্র, আর পানির তরঙ্গ অর্থ বাতেনী হালসমূহ। যথা—আত্মবিলুপ্তি, মা'রেফতের তন্ময়তা, ফানা অর্থাৎ বিলীন হইয়া যাওয়া ইত্যাদি।

তা দরী ফেক্‌রী আযাঁ সুকরী তূ দূর — تادریں فکری ازاں سکری تو دور
তা দরী মাস্তী আযাঁ জামী নুফূর — تادریں مستی ازاں جامی نفور

আর যে পর্যন্ত তুমি (এই জড়জগতের) চিন্তায় বিভোর থাকিবে, সে পর্যন্ত বাতেনের তন্ময়তা হইতে দূরে থাকিবে। যতদিন তুমি দুনিয়ার জন্য মদমত্ত থাকিবে, ততদিন তুমি ঐ (মা'রেফতের) পেয়ালা হইতে বহু দূরে অবস্থান করিবে।

গোফতগোয়ে যাহের আমদ চুঁ গোবার — گفتگوئے ظاهر آمد چوں غبار
মুদ্দতে খামোশ কুন হাঁ হুশইয়ার — مدتے خاموش کن هیں هوشیار

এই বাহ্যিক কথাবার্তা ধুলা-বালির ন্যায় (অন্তরের আবরণস্বরূপ), কিছুদিন নীরব থাক, সাবধান! (অন্তরের দিকে) হুশ ঠিক রাখ।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র যেকর ব্যতীত অধিক কথা বলিলে অন্তর কঠিন হইয়া যায়। আর কঠিন অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হইতে অধিক দূরে।

## পুনরায় উযীরকে নির্জনতা ত্যাগ করার অনুরোধ

| | |
|---|---|
| জুমলা গোফতান্দ আয় হাকীমে রাখনা জো | جمله گفتند ای حکیم رخنه جو |
| ঈঁ ফেরেবো ঈঁ জাফা বা মা মাগো | این فریب و این جفا باما مگو |

মুরীদগণ সকলে একবাক্যে (উযীরের কথার উত্তরে) বলিল, ওহে জ্ঞানী ফাঁক অন্বেষণকারী! এই ফেরেব এবং এই নিষ্ঠুরতার কথাবার্তা আমাদের সাথে আর বলিবেন না।

এখানে পীরের প্রতি মহব্বতের জোশে মুরীদগণ এরূপ বেআদবীর কথাবার্তা বলিতেছে।

| | |
|---|---|
| মা আসীরানেম তা কায় ঈঁ ফেরীব | ماا سیرانیم تاکے این فریب |
| বেদেলো জানেম তা কায় ঈঁ আতীব | بے دل و جانیم تاکے این عتیب |

আমরা (আপনার মহব্বতের) কয়েদী, (আমাদিগকে টালবাহানা দ্বারা) আর কতদিন এই ধোঁকা (দিবেন)। আমরা অন্তরশূন্য ও প্রাণহীন; আর কতদিন এই শাস্তি (দিবেন)।

| | |
|---|---|
| চুঁ পেযীরাফতী তূ মারা যে এবতেদা | چوں پذیرفتی تو مارا ز ابتدا |
| মারহামাত কুন হামচুনীঁ তা এনতেহা | مرحمت کن هم چنیں تا انتها |

আপনি যখন প্রথম হইতে আমাদিগকে (আপনার খেদমতের জন্য) কবুল করিয়া লইয়াছেন, তখন শেষ পর্যন্ত আপনার স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টি বহাল রাখুন।

| | |
|---|---|
| যো'ফো এজযো ফক্বরে মা দানেস্তায়ী | ضعف و عجز و فقر ما دانستهٔ |
| দরদে মারা হাম দাওয়া দানেস্তায়ী | درد مارا هم دوا دانستهٔ |

আপনি আমাদের দুর্বলতা, অক্ষমতা, নিঃস্বতা অবগত আছেন। আমাদের ব্যথা এবং উহার ঔষধ সম্বন্ধে আপনি অবহিত।

অর্থাৎ, আপনার দীদার-দর্শন লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মনের ব্যথা যে দূর হইবে না তাহা আপনি জানেন। অতএব, নির্জনতা বর্জন করিয়া আমাদের খোঁজ-খবর লউন।

| | |
|---|---|
| চার পারা কদরে তাকত বার নেহ্ | چار پارا قدر طاقت بار نه |
| বর যয়ীফাঁ কদরে কুওয়াত কার নেহ্ | بر ضعیفاں قدر قوت کار نه |

চতুষ্পদ জন্তুর উপর তাহার শক্তি অনুযায়ী বোঝা রাখ, দুর্বল লোকের উপর তাহার শক্তি অনুসারে কাজ সোপর্দ কর।

| | |
|---|---|
| দানায়ে হার মোরগ আন্দাযা ওয়াইয়াস্ত | دانهٔ هر مرغ اندازه ویست |
| তু'মায়ে হার মোরগ আঞ্জীরে কাইয়াস্ত | طعمهٔ هر مرغ انجیرے کے است |

প্রত্যেক পাখীর খানাদানা তাহার আন্দাজ অনুযায়ী হইয়া থাকে; প্রত্যেক পাখীর খোরাক ডুমুর ফল কখনও কি সম্ভব?

তেফলেরা গার নাঁ দেহী বর জায়ে শীর　طفل را گر ناں دهی برجائے شیر
তেফলে মিসকীরা আযাঁ নান মুর্দাগীর　طفل مسکیں را ازاں ناں مرده گیر

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে যদি দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দাও, তবে মনে করিও, বেচারা শিশু ঐ রুটির দরুন মরিয়া যাইবে।

চুঁকে দান্দানহা বরারাদ বা'দাযাঁ　چونکه دندانها برارد بعد ازاں
হাম বাখোদ গরদাদ দেলাশ জোইয়ায়ে নাঁ　هم بخود گردد دلش جویائے ناں

অবশ্য অতঃপর যখন শিশুর মুখে দাঁত উঠিবে, তখন তাহার মন আপনা-আপনিই রুটি অন্বেষণ করিবে।

মোরগে পর নারাস্তাঁ চুঁ পররাঁ শাওয়াদ　مرغ پرنارسته چوں پراں شود
লোকমায়ে হার গোরবায়ে দাররাঁ শাওয়াদ　لقمهٔ هر گربهٔ درّاں شود

যে পাখীর পালক ও ডানা জন্মে নাই সে যদি উড়িতে আরম্ভ করে, তবে সে (নিশ্চয়,) কোন হিংস্র বিড়ালের গ্রাস হইবে।

চুঁ বরারাদ পর বে পররাদ উ বো খোদ　چوں برارد پر بپرد او بخود
বেতাকাল্লুফ বে ছফীরে নেক ও বদ　بے تکلف بے صفیر نیک و بد

কিন্তু যখন তাহার পালক বাহির হইবে, তখন সে নিজে-নিজেই ভাল-মন্দ কাহারও শিস দেওয়া ব্যতিরেকেই (বিনাদ্বিধায়) উড়িতে আরম্ভ করিবে।

এই দৃষ্টান্তগুলির মাধ্যমে মুর্শিদ ও পীরগণকে একটি কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। তাহা এই, মুরীদগণকে তাহার যোগ্যতার চেয়ে অধিক শিক্ষা-দান করা কিংবা অন্য কোন ব্যবহার করা অথবা অসম্পন্ন অবস্থায় পীরি-মুরীদীর খেলাফত প্রদান করা সমীচীন নহে।

দেওরা নুতকে তু খামুশ মী কুনাদ　دیو را نطق تو خامش می کند
গোশে মারা গোফতে তু হুশ মী কুনাদ　گوش مارا گفت تو هش می کند

(মুরীদগণ বলিল,) হুযূর! আপনার বাণী (নফস) শয়তানকে নীরব করিয়া দেয় এবং আপনার কথাবার্তা আমাদের কর্ণকে (সতেজ ও) সতর্ক করিয়া দেয়।

ইতিপূর্বে উযীর নির্জনতা পরিত্যাগ করিয়া মুরীদগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে যেসমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, তাহার সারমর্ম ছিল চারিটিঃ

(১) নীরব থাকা ভাল।

(২) বাতেনী কর্ণকে শ্রবণ করার জন্য প্রস্তুত রাখা উচিত।

(৩) শুষ্ক ভূমির ভ্রমণ হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া সমুদ্র ভ্রমণের উৎসাহ। অর্থাৎ, বাহ্যিক কল্পনা ত্যাগ করিয়া বাতেনী ফেকেরের উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

(৪) বাতেনী ভ্রমণ আসমানের দিকে।

এখন মুরীদগণ উপরোক্ত চারিটি আপত্তি সঠিক মানিয়া লইয়া অন্য উপায়ে দীদারের আকাঙ্ক্ষার উপর জোর দিতেছে। অত্র বয়েতে দুইটি বিষয়ের প্রতি অনুরোধ করিতেছে যে, নিশ্চয়ই নফসকে নীরব রাখা এবং বাতেনী কর্ণ দ্বারা কাজ লওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যও একমাত্র আপনার বাণী দ্বারা লাভ করা সম্ভব। অর্থাৎ, আপনার বাণীর কল্যাণেই নফস ও শয়তান নীরব হইবে এবং আমাদের কর্ণ সতেজ হইবে।

গোশে মা হুশাস্ত চুঁ গোইয়া তুঈ گوش ما هوشست چوں گویا توئی
খোশক মা বাহরাস্ত চুঁ দরইয়া তুঈ خشك ما بحرست چوں دریا توئی

আপনি যখন কথা বলেন, তখন আমাদের কান (পুরাপুরি) সতর্ক হইয়া যায়। যখন আপনি (ফয়েয প্রবাহিত) দরিয়া, তখন আমাদের শুষ্ক ভূমিই দরিয়া!

আপনি বলিয়াছেন, বাহ্যিক কানে তুলা দাও, আমার বক্তব্য শুনিতে চাহিও না, তাহা হইলে বাতেনী কান সতেজ হইবে। তৎসম্বন্ধে আমরা অনুরোধ করিতেছি, আপনার বক্তব্য শ্রবণ করিলেই আমাদের কান সতেজ এবং সাবধান হইয়া যাইবে। এই জন্যই আমরা আপনার বক্তব্য শোনার প্রত্যাশী। কাজেই আপনার দর্শন এবং আপনার বক্তব্য শ্রবণ আপনার সেই নির্দেশের পরিপন্থী নহে।

অতএব, বয়েতের প্রথম পাদে দ্বিতীয় আপত্তির পুনরুল্লেখ রহিয়াছে, দ্বিতীয় পাদে তৃতীয় আপত্তির উল্লেখ রহিয়াছে। সারকথা এই যে, নিশ্চয় আমরা মারেফতের দরিয়ায় ভ্রমণের মোকাবেলায় শুষ্ক ভূমি তুচ্ছ জ্ঞান করি; কিন্তু এই দৌলতও আপনার সাহচর্যের কল্যাণেই লাভ করা সম্ভব।

বাতূ মারা খাক বেহতর আয ফালাক باتو مارا خاك بهتر از فلك
আয় সেমাক আয তূ মুনাওওর তা সমক اے سماك از تو منور تا سمك

আপনার বদৌলতে আমাদের নিকট এই মাটি আসমান অপেক্ষা উত্তম (মনে হয়), আপনার বরকতে আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত সব কিছু আলোকিত।

উযীরের চতুর্থ আপত্তির প্রত্যুত্তরে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইতেছে যে, নিশ্চয় বাতেনী ভ্রমণের লক্ষ্য আসমানের উপরে; কিন্তু আমাদের জন্য আপনার আস্তানা আকাশ হইতেও উত্তম।

মোটকথা, উযীর নির্জনতা পরিত্যাগ না করা সাপেক্ষে যে আপত্তি পেশ করিয়াছিল, মুরীদগণ তাহার উত্তর দিতেছে। কিন্তু মুরীদগণের উত্তর দেওয়ায় উযীরের উক্তির প্রতিবাদ বা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য নহে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, কাকুতি-মিনতি করিয়া নিবেদন করা যে, আপনার চারিটি আপত্তি আমাদের দীদার লাভের প্রতিবন্ধক নহে; বরং সহায়ক।

বেতূ মারা বর ফালাক তা-রীকীয়াস্ত بے تو مارا بر فلك تاریكی ست
বাতূ আয় মাহ ঈঁ যমীঁ তারী কায়াস্ত باتو اے مه ایں زمیں تاری کے ست

(আমরা আসমানে যাইয়া উপস্থিত হইলেও) আপনাকে ব্যতীত আমাদের আসমানের উপরও অন্ধকার (মনে হইবে)। হে (হেদায়তের আকাশের) চাঁদ! আপনার সাহচর্যে এই ভূমণ্ডল কখনও অন্ধকার হইতে পারে না।

অর্থাৎ, আপনার সাহচর্য নছীব হইলে আসমানও আমাদের প্রতি ঈর্ষা করিবে; আর আপনার সাহচর্য নছীব না হইলে আকাশের আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহও আমাদিগকে পুলকিত ও প্রফুল্ল করিবে না।

বাতূ বর খাক আয ফালাক বোরদেম দাস্ত　　باتـو برخـاك از فلك برديـم دسـت
বর সামা মা বেতূ চুঁ খাকেম পাস্ত　　بر سمـا مـا بـے تو چوں خاكيم پست

আপনার বদৌলতে আমরা মর্ত্যে (অবস্থান করিয়া)-ও আসমান হইতে অগ্রগামী হইয়া যাই; আপনি ব্যতীত আমরা যদি আসমানে (যাইয়া উপস্থিত) হইতাম, তবে মাটির ন্যায় নীচ হইতাম।

সূরতে রফআত বুওয়াদ আফলাক রা　　صورت رفـعـت بود افـلاك را
মানীয়ে রফআত রওয়ানে পাক রা　　معـنـى رفـعـت روان پاك را

বাহ্যিক উচ্চতা আসমানের আছে, কিন্তু প্রকৃত উচ্চতা পবিত্র রূহের।

সূরতে রফআত বরায়ে জেসম হাস্ত　　صورت رفـعـت برائے جسـمـهـاسـت
জেসমহা দর পেশে মা'নী এস্‌ম হাস্ত　　جسـمـهـا درپيش معنى اسمهـاسـت

বাহ্যিক উচ্চতা দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট, আর দেহ অর্থের মোকাবেলায় নামের স্থূল বস্তু।

অর্থাৎ, রূহের তুলনায় দেহের অবস্থা এই রকম—যেমন অর্থের তুলনায় শব্দ। কেবল শব্দ ও অক্ষরের উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদার কোন হাকীকত নাই। প্রকৃত মর্যাদা তাহার অর্থের, তদ্রূপ রূহের বুলন্দি অর্থাৎ উচ্চতা আসল উদ্দেশ্য, দেহের বুলন্দি উদ্দেশ্য নহে।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ এক নযর বর মা ফাগান　　الله الله يك نظر بر ما فگـن
লা তুকান্নেতনা ফাকাদ তালাল হাযান　　لَاتُـقَـنِّـطْـنَـا فَقَـدْ طَالَ الْحَـزَنْ

আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাদের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। আমাদিগকে নিরুৎসাহ্ করিবেন না। কেননা, দুঃখ-শোক সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

## উযীরের জওয়াব—নির্জনতা ভঙ্গ করিব না

গোফ্‌ত হুজ্জতহায়ে খোদ কোতাহ কুনেদ　　گفـت حجـتـهـائے خود كوتـه كنيـد
পান্দরা দর জানো দর দেল রাহ কুনেদ　　پنـد را در جان و در دل ره كنـيـد

জবাবে (উযীর) বলিল, তর্ক-বিতর্ক ক্ষান্ত কর, তোমাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইতেছে মনে-প্রাণে উহা গ্রহণ কর।

গর আমীনাম মোত্তাহাম না বুওয়াদ আমী　　گر امـيـنـم متـهـم نبـود امـيں
গার বোগোইয়াম আসমাঁরা মান যমী　　گر بگـويـم آسـمـاں را من زمـيں

আমাকে যদি বিশ্বস্ত (ও হিতাকাঙ্ক্ষী) মনে কর; তবে বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর দোষারোপ (এবং কুধারণা পোষণ) করা উচিত নহে, যদিও আমি আসমানকে যমীন বলি না কেন।

গার কামালাম বা কামাল এনকার চীস্ত　　گركمـالم باكمـال انكـار چيـست
ওয়ার নাইয়াম ঈঁ যহমতো আযার চীস্ত　　ور نيـم ايں زحـمـت و آزار چيـست

অতএব, যদি আমি (তোমাদের আকীদা মতে) কামেল হইয়া থাকি, তবে কামেল হওয়া (-র আকীদা থাকা) সত্ত্বেও অস্বীকার কেন? আর যদি আমি কামেল না হইয়া থাকি, তবে অযথা এই দুঃখ-কষ্ট কেন দিতেছ?

মান না খাহাম শোদ আযীঁ খেলওয়াত বেরূঁ  من نخـواهـم شد ازيـں خلوت بروں
যাঁকে মশগুলাম বা আহওয়ালে দরূঁ  زانـكـه مشـغـولم باحـوال دروں

আমি কিছুতেই এই নির্জনতা ত্যাগ করিয়া বাহির হইব না। কেননা, আমি আমার বাতেনী অবস্থার মধ্যে মশগুল আছি।

যেই হক্কানী পীর শরীয়ত, তরীকত উভয়ে কামেল, এলম ও আমলে পরিপক্ক; এমন পীরের কোন কাজ যদি মুরীদের বুঝে না আসে, তবে ঐ পীরের উপর বদগুমানী করা উচিত নয়; বরং মনে করিবে যে, আমারই বুঝের ভুল অথবা ইহার তাৎপর্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য পীর সাহেব যদি শরীয়তবিরোধী কাজের আদেশ দেন, তবে উহা শরীয়তসম্মত কিনা, না জানা পর্যন্ত আমল করা জায়েয নহে। কেননা, হাদীসে আছেঃ لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া কাহারও আনুগত্য করা চলিবে না"; কিন্তু পীরের সম্মুখে অস্বীকার কিংবা প্রতিবাদ করিবে না; বরং আদবের সহিত ওজর করিবে এবং রহস্য উদঘাটনের আবেদন জানাইবে। পরিষ্কার বুঝে আসার পর আমল করিবে।

## মুরীদানের পুনঃ প্রতিবাদ ও অনুনয়-বিনয়

জুমলা গোফতান্দ আয় উযীর এনকার নীস্ত  جمله گفتنـد اے وزيـر انكـار نيست
গোফতে মা চুঁ গোফতায়ে আগইয়ারে নীস্ত  گفـت ما چوں گفـتـۂ اغـيـار نيست

সকল মুরীদ একবাক্যে বলিল, হে উযীর! (আমরা যাহাকিছু বলিয়াছি, উহা আপনার কামালতের) অস্বীকৃতি নহে, আমাদের কথা অন্যান্য লোকের কথার ন্যায় নহে।

আশকে দীদাস্ত আয ফেরাকে তু দাওয়াঁ  اشـك ديـده ست از فراق تو دواں
আহ আহাস্ত আয মিয়ানে জাঁ রাওয়াঁ  آه آه ست از مـيـان جاں رواں

আপনার বিচ্ছেদের কারণে আমাদের চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আর অন্তর হইতে হায় হায় শব্দ বাহির হইতেছে।

তেফলে বা দাইয়া নাস্তীযাদ ওলেক  طفـل با دايـه نه اسـتـيـزد وليـك
গিরইয়ায়ে উ গারচে না বদ দানাদ না নেক  گريـۂ او گرچـه نه بد دانـد نه نيـك

শিশু কখনও ধাত্রীর সহিত ঝগড়া-বিবাদ করে না; কিন্তু তবুও সে কাঁদে—যদিও ভাল-মন্দ কিছুই সে বুঝে না। তদ্রূপ আমরাও শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করি; ভাল-মন্দ কিছুই বুঝি না, ঝগড়া-বিবাদ ও অস্বীকৃতি কিছুই না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কান্না আসে, কাঁদিতে বাধ্য হই।

মাচুঁ চুঙ্গেম ও তু যখমা মী যানী  ما چوں چنگيم و تو زخمـه مى زنى
যারী আযমা নায়তু যারী মী কুনী  زارى از ما نے تو زارى مى كنـى

ইয়া আল্লাহ্! আমরা তো সারিন্দা (ও বেহালা) সদৃশ, আর আপনি উহা কাঠি দ্বারা বাজাইতেছেন, কান্না তো আমাদের নহে—আপনিই তো কাঁদিতেছেন।

এখানে মাওলানা (রঃ) তৌহীদ বিষয়টি বর্ণনা করিতেছেন। পূর্ববর্তী বয়েতে বলা হইয়াছে, আমাদের কান্না অনিচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলক। এখানে ঐ বিষয়টির তাকীদ করিতেছেন যে, শুধু কাঁদা কেন, আমাদের সমস্ত কাজেই আমরা শুধু নামমাত্র রূপক ক্ষমতার অধিকারী, বাস্তব ও মূল ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহ্। আমাদের সমস্ত কাজকর্মের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ্, সৃষ্টি পর্যায়ে আমরা সকলেই একেবারে অক্ষম। তাই মাওলানা (রঃ) বলিতেছেন, ইয়া আল্লাহ্! আমরা যেন বেহালা-সদৃশ, আর আপনি যেন উহাতে কাঠি মারিতেছেন।

অর্থাৎ, আমাদের কাজের সৃষ্টিকর্তা আপনি, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের দ্বারা কার্য সম্পাদন হইতেছে, কিন্তু বাস্তবে মূল প্রভাবশালী একমাত্র আপনি। এই হিসাবে আমরা যদি ক্রন্দন করি, তবে মূলত উহা আমাদের পক্ষ হইতে নহে, বরং মূল প্রভাবশালী এবং সৃষ্টিকর্তা যেহেতু আপনি, তবে ধরিয়া লউন, ঐ ক্রন্দন আপনিই করিতেছেন।

ফলকথা, বান্দার কার্যের বাহ্যিক সম্পাদনকারী বান্দা হইলেও বান্দার প্রত্যেক কাজের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্।

হাদীস শরীফে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কোনো বান্দাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাবার চাহিয়াছিলাম, তুমি আমাকে খাইতে দাও নাই; এরূপে আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তুমি আমাকে বস্ত্র দান কর নাই। উত্তরে বান্দা বলিবে, হে আল্লাহ্! আপনি সমগ্র বিশ্বের অন্নদাতা, বস্ত্রদাতা। আপনাকে কিরূপে অন্ন ও বস্ত্র দান করিব! আপনি তো এই সবের বহু উর্ধ্বে। প্রতি-উত্তরে আল্লাহ্ বলিবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট অন্ন ও বস্ত্র চাহিয়াছিল, যদি তুমি তাহাকে দান করিতে, তবে তুমি সেখানে আমাকে পাইতে।

এই হাদীসে বান্দার চাওয়া ও আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে সম্পর্কিত করিতেছেন। অথচ চাওয়া বান্দার কাজ। এরূপে কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইতে-ছেন— فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ অর্থাৎ, আমি যখন পড়িয়া ক্ষান্ত করি, তখন আপনি ঐ পঠনের অনুসরণ করুন। অত্র আয়াতে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্‌সালামের পাঠ করাকে আল্লাহ্ নিজের দিকে সম্পর্কিত করিতেছেন। সেই অনুপাতে মাওলানা বলিয়াছেন, আপনি ক্রন্দন করেন। এই বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন।

| | |
|---|---|
| মা চুঁ নাইয়াম ও নাওয়া দর মা যে তুস্ত | ما چوں نائیم و نوا در ما ز تست |
| মা চুঁ কোহেম ও ছদা দর মা যে তুস্ত | ما چو کوهیم وصدا در ما ز تست |

আমরা বাঁশীর ন্যায়, আর আমাদের মধ্যে (এই) আওয়াজ (যাহা নির্গত হয়) তোমার পক্ষ হইতে; আমরা যেন পর্বত, আমাদের মধ্যে এই প্রতিধ্বনি তোমার পক্ষ হইতে।

| | |
|---|---|
| মা চুঁ শতরঞ্জেম আন্দর বোরদো মাত | ما چو شطرنجیم اندر برد و مات |
| বোরদো মাতে মাযে তুস্তায় খোশ ছেফাত | برد مات ما ز تست اے خوش صفات |

আমরা তো শতরঞ্জ খেলার (গুটির) ন্যায় হার ও জিতে লিপ্ত আছি; হে উত্তম ও উচ্চ গুণের অধিকারী! আমাদের এই হার-জিত সবই তোমার পক্ষ হইতে।

যেমন গুটির হার-জিত সবই গুটি চালনাকারীর কর্ম। এই সমস্ত বয়েত দ্বারা মাওলানার উদ্দেশ্য তৌহীদের মোরাকাবার শিক্ষা প্রদান করা। যাহার সারমর্ম এই যে, নিজের এবং সকল সৃষ্টজীবের যাবতীয় কার্যকলাপ, চালচলন, পরিবর্তন ইত্যাদির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রভাব বিদ্যমান। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, সদা-সর্বদা এই আকীদা স্মরণ রাখিবে। এই বিষয়টি যদিও আকায়েদের এক একটি অঙ্গবিশেষ, কিন্তু মোরাকাবার মধ্যে একটু বিস্তারিতরূপে প্রত্যেকটি বিষয়ের চিন্তা করা হয়।

মাকে বাশেম আয় তূ মারা জানে জাঁ — ما که باشیم ای تو ما را جان جان
তাকে মা বাশেম বা তূ দরমিয়াঁ — تاکه ما باشیم باتو درمیان

হে আমাদের জানের জান, প্রাণের প্রাণ! (আপনিই চরম ও পরম প্রকৃত সত্তা;) আমাদের সত্তা কি যে, আপনার সম্মুখে আমরা "আমরা" বলিতে পারি?

অর্থাৎ, আমাদের সত্তা তো এতটুকুও নয় যে, আমাদের সত্তাকে আমরা সত্তা বলিতে পারি। উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের সত্তা তো সত্তাই নহে। সম্মুখে বলিতেছেনঃ

মা 'আদম হায়েম ও হাস্তীহায়ে মা — ما عدمهائیم وهستی هائے ما
তূ ওজূদে মোতলাকী ফানী নুমা — تو وجود مطلقی فانی نما

আমরা এবং আমাদের সত্তা (সবই নাস্তি এবং) অস্তিত্বহীন (যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সত্তা বলিয়া মনে হয় এবং সর্বসাধারণ ইহাকেই সত্তা বলিয়া থাকে); আর প্রকৃত কামেল সত্তা শুধু আপনি, (কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুভূত না হওয়ার কারণে) বিলীন মনে হয়।

মা হামা শেরাঁ ওলে শেরে আলাম — ما همه شیران ولے شیر علم
হামলা শাঁ আয বাদ বাশাদ দম বদম — حمله شاں از باد باشد دمبدم

(মনে করুন,) আমরা সিংহ, কিন্তু পতাকার (ছবির) সিংহ, আমাদের আক্রমণ সর্বদা বায়ুর কারণে হইয়া থাকে। বায়ু প্রবাহিত হইলে ঐ ছবির সিংহ আলোড়িত হয়; কিন্তু সিংহের এই আলোড়ন তাহার নিজস্ব ক্ষমতায় নহে; বরং বায়ুর কল্যাণে। যদিও বায়ু দেখা যায় না, কিন্তু প্রকৃত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐ বায়ু। তদ্রূপ আমাদের এই সত্তা ও কার্যকলাপ ঐ বাস্তব ও প্রকৃত সত্তার সম্মুখে অস্তিত্বহীনতার সমতুল্য, কিন্তু বাহ্যত অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হয়; অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা যথাযথ বিদ্যমান এবং প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ববান। কিন্তু ঐ দিকে দৃষ্টি পড়ে না।

হামলা শাঁ পয়দা ও না পয়দাস্ত বাদ — حمله شاں پیدا وناپیداست باد
আঁকে না পয়দাস্ত হারগেয কম মাবাদ — آں که ناپیداست هرگز کم مباد

(বায়ুর কারণে) আমাদের আক্রমণ প্রকাশ্য, কিন্তু বায়ু অপ্রকাশ্য; যাহা দৃষ্টির অগোচরে তাহা যেন (আমাদের অন্তর হইতে) কিছুতেই কম না হয়।

এখানে মাওলানা নিজের জন্য দো'আ করিতেছেন, যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া), তাহা যেন আমাদের অন্তর হইতে কস্মিনকালেও কম না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেন সর্বদা প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করাইয়া দেন এবং আল্লাহ্র গুণাবলী ও ক্রিয়াবলী সদা-সর্বদা অনুভব করা নছীব হয়।

| | |
|---|---|
| বাদে মা ও বুদে মা আয দাদে তুস্ত | باد ما و بود ما از داد تست |
| হাস্তীয়ে মা জুমলা আয ঈজাদে তুস্ত | هستی ما جمله از ایجاد تست |

আমাদের কথা আমাদের সত্তা সমস্তই আপনার দান; আমাদের সকলের অস্তিত্ব আপনার সৃষ্টি।

| | |
|---|---|
| লযযতে হাস্তী নমুদী নীস্তরা | لذت هستی نمودی نیست را |
| আশেকে খোদ করদা বুদী নীস্তরা | عاشق خود کرده بودی نیست را |

আপনি সত্তাহীনদিগকে অস্তিত্বের স্বাদ আস্বাদন করাইয়াছেন, আপনিই সত্তাহীনদিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সত্তাহীনকে সত্তা দান করিয়াছেন, ইহা বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বাহ্যিক অনুগ্রহ। অতঃপর ঐ বান্দাগণকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমিক বানাইয়াছেন, ইহা বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রূহানী অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক বান্দাকে মূলত এশ্‌ক ও মহব্বত দান করিয়াছেন; কেহ উহাকে বরবাদ করিয়াছেন, আবার কেহ উহাকে কাজে লাগাইয়াছেন।

| | |
|---|---|
| লযযতে এনআমে খোদরা ওয়ামাগীর | لذت انعام خود را وامگیر |
| নুকলো বাদাহ ও জামে খোদরা ওয়ামাগীর | نقل و باده و جام خود را وا مگیر |

নিজের অনুগ্রহের (—এশ্‌কের) স্বাদ (দান করিয়া) ফেরত নিবেন না এবং ফল-ফলাদি, শরাব, পিয়ালা (ইত্যাদি) আমাদের হইতে ফিরাইয়া লইবেন না।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ এশ্‌কের নেয়ামত দান করিয়াছেন, উহা সম্বধন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অনুরোধ করিতেছেন, নিজের (এশ্‌কের) অনুগ্রহ ছিনাইয়া লইবেন না এবং এশকের যাবতীয় সরঞ্জাম যথা—ফল, মিষ্টান্ন, শরাব, পিয়ালা ইত্যাদি—অর্থাৎ এল্‌ম, মারেফত ও বাতেনী অবস্থাগুলি ফিরাইয়া লইবেন না।

| | |
|---|---|
| ওয়ার বেগীরী কীস্ত জোস্তো জো কুনাদ | ور بگیری کیست جست و جو کند |
| নকশ বা নাক্কাশ চুঁ নায়রো কুনাদ | نقش بانقاش چوں نیرو کند |

আর যদি আপনি লইয়াই যান, তবে কে আছে যে (নাউযুবিল্লাহ্, আপনার নিকট হইতে ফিরাইয়া আনিতে) তল্লাশী করে? চিত্র কি কখনও চিত্রশিল্পীর সহিত বল প্রয়োগ করিতে পারে?

অর্থাৎ, আমরা তো চিত্র আর আপনি শিল্পী। চিত্রের কি ক্ষমতা আছে যে, শিল্পীর সহিত বল প্রয়োগ করিতে পারে।

| | |
|---|---|
| মাংগার আন্দর মা মাকুন দর মা নযর | منگر اندر ما مکن در ما نظر |
| আন্দর একরামো সাখায়ে খোদ নেগার | اندر اکرام و سخائے خود نگر |

আপনি আমাদিগকে দেখিবেন না, আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবেন না; আপনি স্বীয় বদান্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

অর্থাৎ, আমরা এই নেয়ামত পাওয়ার উপযোগী এমন দাবী করিতেছি না; বরং যদি আমাদের অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি করা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকারেই এই নেয়ামত পাওয়ার উপযোগী

আমরা নই। একমাত্র আপনার মেহরবানী ও দয়ার উপর আমরা আশা ও ভরসা রাখি। অতএব, আপনি আমাদিগকে দেখিবেন না, স্বীয় দয়াগুণে আমাদের প্রতি মেহেরবানী করিবেন।

মা নাবুদেম ও তাকাযা মা নাবূদ — ما نبوديم و تقاضا ما نبود
লোতফে তূ না গোফতায়ে মা মী শনূদ — لطف تو ناگفتهٔ ما می شنود

(যখন) আমরা ছিলাম না, আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুনয়-বিনয়ও ছিল না; কিন্তু তখন আপনার মেহেরবানী আমাদের অযাচিত দরখাস্তগুলি শুনিত।

অর্থাৎ, আমাদের প্রার্থনা ব্যতীত আমাদিগকে অস্তিত্ব প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরো যে যে বস্তুর প্রয়োজন ছিল, সবই দান করিয়াছেন। অথচ আপনার দরবারে তখন আমাদের এরূপ দরখাস্ত ছিল না যে, আমাদের অমুক বস্তু দান করুন। কেননা, তখন আমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না; কেবলমাত্র আপনার দয়া ও মেহেরবানীতে আমরা অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত যখন যে বস্তুর প্রয়োজন, সবই আপনি নিজ দয়াগুণে আমাদিগকে দান করিয়াছেন। স্নেহময়ী মাতা, মেহেরবান পিতা, আপনার গুণগানের জন্য রসনা—সবই আপনার অযাচিত দান। আপনার প্রতি আসক্তি, আপনার মারেফত লাভ করার নেয়ামত, সবই তো আপনার দান।

নকশে বাশাদ পেশে নাক্কাশো কলম — نقش باشد پیش نقاش و قلم
আজেয ও বাস্তা চো কোদক দর শেকম — عاجز و بسته چو کودك در شکم

মাতৃগর্ভে শিশু যেমন অক্ষম ও মজবুর, তদ্রূপ শিল্পী ও তাহার তুলির সম্মুখে চিত্র অক্ষম।

পেশে কুদরত খলকে জুমলা বারেগা — پیش قدرت خلق جمله بارگه
আজেযাঁ চুঁ পেশে সূযান কারে গা — عاجزان چون پیش سوزن کارگه

আল্লাহ্‌র কুদরতের সম্মুখে সমগ্র বিশ্ব এরূপ অক্ষম, যেরূপ সূঁচের সম্মুখে সূঁচীকর্মের বস্ত্র টুকরা।

গাহে নকশে দেও গাহ আদম কুনাদ — گاه نقش دیو و گاه آدم کند
গাহ নকশে শাদী ও গাহ গম কুনাদ — گاه نقش شادی و گه غم کند

আল্লাহ্‌র কুদরত এক সময় শয়তানের চিত্র অঙ্কিত করে, অন্য সময় মানুষের (ছবি আঁকে); কোন সময় আনন্দের চিত্র, কোন সময় বিষাদের ছায়া অংকন করে।

দাস্ত নায় তা দাস্ত জোমবানাদ বেদফা' — دست نے تا دست جنباند بدفع
নোতক্ নায় তা দম যানাদ আয যোর্রেনাফা' — نطق نے تا دم زند از ضر نفع

(সৃষ্ট জীবের নিকট) এমন কোন হস্ত নাই যদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র কার্যাবলী অপসারিত করিতে পারে, না তাহার নিকট কোন বচনশক্তি আছে, যদ্দ্বারা স্বীয় হিতাহিত সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করিতে পারে।

তূ যে কোরআঁ বায খাঁ তফসীরে বায়ত — تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت
গোফ্‌ত্ ঈযাদ মা রামায়তা ইয্ রামায়ত — گفت ایزد ما رمیت از رمیت

(আমার কথায় যদি তোমার মনে সান্ত্বনা না আসে, তবে) তুমি বয়েতগুলির ব্যাখ্যা কোরআন পাক হইতে পড়, (যেখানে) আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আমি নিক্ষেপ করিয়াছি।

অর্থাৎ, বদর প্রান্তরে যখন মুসলমানদের তিনশত তের (৩১৩) জন নিরস্ত্র মুজাহিদ বাহিনীর ও এক হাজার সমরাস্ত্র সম্ভারে সুসজ্জিত কাফের সৈন্যদলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মুসলমানদের জয়-লাভের জন্য হাত তুলিয়া দো'আ করিতেছিলেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি নিরস্ত্র মোমেন বান্দা যদি আজ কাফেরের হাতে পরাজয় বরণ করিয়া সমূলে ধ্বংস হয়, তবে তোমার নাম লইবার মত লোক দুনিয়াতে আর কেহই থাকিবে না।

কাকুতি-মিনতি করিয়া আল্লাহ্র রাসূল (দঃ) দো'আ করিতেছেন, দেহ মোবারক হইতে চাদরখানা খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, সেদিকে তাঁহার একটুও ভ্রূক্ষেপ নাই। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হুযুরের পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন। হযরতের এই করুণ অবস্থা দর্শনে আবুবকর ছিদ্দীকের হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইতেছিল। আলমে মালাকূতের ফেরেশ্তাগণও এ অবস্থা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের এই ভয়াবহ শোচনীয় অবস্থা ও করুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া অনুমিত হইতেছে, যেন তাঁহারা রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বারংবার চাদরখানা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে জড়াইয়া দিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি শান্ত হউন, বিরত হউন, আল্লাহ্ পাক আপনার দো'আ কবূল করিয়াছেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মস্তক উত্তোলন করিয়া এক মুষ্টি কাঁকর কাফের সৈন্যদলের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষেপ করামাত্র কাফেরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলমানগণ পলায়নরত কাফেরদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ৫০০০ (পাঁচ হাজার) ফেরেশ্তাসহ মুসলমানদের পক্ষ হইয়া রণক্ষেত্রে আসিয়া যোগ দিলেন। অবশ্য তাঁহারা স্বয়ং যুদ্ধ করার জন্য আসেন নাই, তাঁহারা আসিয়াছেন শুধু মুসলমানগণকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য। আল্লাহ্র মখ্লুকাতের মধ্যে জিব্রাঈল (আঃ) সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ছয় শত ডানাবিশিষ্ট ও বিরাট দেহধারী ফেরেশ্তা।

হযরত লূত আলাইহিস্সালামের কওম ৪০টি শহরে বাস করিত। প্রত্যেকটি শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষ। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ঐ কওমকে ধ্বংস করার নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর ঐ চল্লিশ লক্ষ লোকের নিবাস চল্লিশটি নগরের তলদেশে মাত্র একখানা ডানা ঢুকাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ শহরগুলিকে আকাশ পর্যন্ত উঠাইয়া উল্টাইয়া পুনরায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তিশালী ফেরেশ্তা পাঁচ হাজার ফেরেশ্তা সহকারে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, আসিয়াছিলেন শুধু মুসলমানদিগকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্য।

মোটকথা, এক মুষ্টি কাঁকরে সহস্র কাফের বিপাকে পড়িল। ইহা ছিল হুযূরের মো'জেযা বা অলৌকিক ঘটনা। এই ঘটনা সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছেঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ○

অর্থাৎ, হে রাসূল! বাহ্যিক দৃষ্টিতে যখন আপনি কাঁকর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই কাঁকর বাস্তবে আপনি নিক্ষেপে করেন নাই, ঐ কাঁকর আমিই নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। অর্থাৎ, নিক্ষেপ কার্য সম্পাদনকারী যদিও আপনি ছিলেন, কিন্তু ঐ কার্যের সৃষ্টিকর্তা ছিলাম আমি। অতএব,

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, যদি আমরা তীর নিক্ষেপ করি, তবে উহা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আমাদের পক্ষ হইতে হইবে না, বরং আমাদের দৃষ্টান্ত ধনুকের ন্যায়, নিক্ষেপকারী অন্যজন।

গার বেপররানেম তীরাঁ কায় যেমাস্ত — گر بپرانیم تیر آں کے زماست
মা কামানো তীর আন্দাযাশ খোদাস্ত — ماکمان و تیر اندازش خداست

আমরা যদি তীর নিক্ষেপ করি, তবে উহা কখনও আমাদের পক্ষ হইতে হইবে না, বরং আমরা তো ধনুক (-এর ন্যায়); আর উহার প্রকৃত তীর নিক্ষেপকারী আল্লাহ্।

আমরা যদি তীর চালনা করি, তবে ঐ কাজের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তীরচালক আমরা নহি; বরং আমরা ধনুকের ন্যায়, আর তীরন্দাজ আল্লাহ্ তা'আলা। ধনুক যেরূপ তীর নিক্ষেপ যন্ত্র, তদ্রূপ আমরা ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র। এরূপে তীরন্দাজ যেমন প্রভাব বিস্তারকারী, তদ্রূপ প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী (সৃষ্টিকর্তা) শুধু এক আল্লাহ্। পূর্বোক্ত বয়েতে এই বিষয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব, কোরআন পাক দ্বারা ইহার তায়ীদ (—পোষকতা) হইয়াছে।

ইঁ না জবর ইঁ মা'নী জাব্বারীয়াস্ত — ایں نہ جبر ایں معنی جباری ست
যেক্‌রে জাব্বারী বরী আয যারীয়াস্ত — ذکر جباری بری از زاری ست

ইহা (জবরিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা অনুসারে) জবর নহে, বরং ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বশক্তিমান, আর আল্লাহ্র মাহাত্ম্য আলোচনায় 'বান্দা সার্বিক মজবুর', এই ভ্রান্ত আকীদার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

উক্ত বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা কোন নির্বোধ লোক হয়ত সন্দেহ করিতে পারে যে, এই সমস্ত দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, বান্দা মাটি, পাথর ইত্যাদি জড় পদার্থের ন্যায় একেবারেই মজবুর। তাহার ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি কিছুই নাই। ইহা আহ্‌লে হকদের আকীদার পরিপন্থী। মাওলানা (রঃ) এই সন্দেহ ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মহা ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী। ইহা বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। বান্দার আংশিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করা বা খোদাপ্রদত্ত এখতিয়ারকে ছিন্ন করা উদ্দেশ্য নহে।

যারীয়ে মা শোদ দলীলে এজতেরার — زاری ما شد دلیل اضطرار
খাজলতে মা শোদ দলীলে এখতেয়ার — خجلت ما شد دلیل اختیار

আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা (বান্দার) মজবুর হওয়ার প্রমাণ এবং (আমাদের কৃত অপকর্মের উপর) অনুশোচনা আমাদের কিঞ্চিৎ ক্ষমতার নিদর্শন।

বান্দা জড় পদার্থের ন্যায় একেবারেই মজবুর, এই আকীদা ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে বান্দা সর্ব-সক্ষম, এই কল্পনাও বাতেল; বরং এই দুই-এর মাঝামাঝি আকীদাই হক ও সঠিক আকীদা।

কোন এক ব্যক্তি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে প্রশ্ন করিয়াছিল, বান্দার ক্ষমতা কতটুকু? হযরত আলী (কাঃ) উত্তরে বলিলেন, তুমি দাঁড়াও এবং একটি পা উপরে উঠাও। এক পা উঠাইবার পর বলিলেন, এখন অপর পাও উঠাও। সে বলিল, ইহা তো আমার ক্ষমতার বাহিরে। হযরত আলী (কাঃ) বলিলেন, ইহাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। তোমার যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মে তুমি কিছু সক্ষম আর কিছু অক্ষম। তোমার ইচ্ছাধীন কার্যসমূহ সম্পাদনকারী তুমি বটে, কিন্তু উহার সৃষ্টিকারী তুমি নও। গোলায় রক্ষিত শস্যবীজ তুমি মাটিতে ছড়াইতে পার, কিন্তু ঐ বীজ হইতে ফসল উৎপন্ন করার কাজ তোমার নহে।

গর নাবুদে এখতিয়ার ঈঁ শরমে চীস্ত — گرنبودے اختیار ایں شرم چیست
বী দেরেগো খাজলতো আযরাম চীস্ত — ویں دریغ و خجلت و آزرم چیست

(স্বীয় কৃতকর্মের উপর) যদি অধিকার না থাকিত, তবে (পাপ কাজ করার পর) এই লজ্জা-শরম কি বস্তু? এবং (অন্যায় কাজ করার পর) এই অনুতাপ ও অনুশোচনা এবং (শত্রুতার পর) সন্ধিচুক্তি কি জন্য?

যজরে উস্তাদাঁ বাশাগরেদাঁ চেরাস্ত — زجر استاداں بشاگرداں چراست
খাতের আয তদবীরহা গরদাঁ চেরাস্ত — خاطر از تدبیرها گرداں چراست

(এরূপে যদি অধিকার না থাকিত, তবে) উস্তাদগণ শাগরেদগণকে কেন শাসন করেন? (তদবিরকারকদের) মন সুব্যবস্থার নিমিত্ত এত ব্যতিব্যস্ত কেন হয়?

ওয়ার তু গোঈ গাফেলাস্তায জবরে উ — ور تو گوئی غافل ست از جبر او
মাহে হক পেনহাঁ শোদ আন্দর আবরে উ — ماه حق پنهاں شد اندر ابر او

আর যদি তুমি বল (বান্দার অনুশোচনার কারণ এই) যে, সে তাহার পূর্ণ ক্ষমতা সম্বন্ধে অনবগত, তাহার হকের চাঁদ (—অক্ষমতার আকীদা) তাহার অজ্ঞতার মেঘে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

সে তো বাস্তবে মজবুর, তাহার কোনই ক্ষমতা নাই, কিন্তু সে তাহার এই অক্ষমতা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। মূর্খতার মেঘে অক্ষমতার আকীদার এই চাঁদ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার কাজকে সে তাহার নিজস্ব মনে করিয়া অনুশোচনা প্রকাশ করিতেছে। মাওলানা রূমী (রঃ) এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেনঃ

হাস্ত ঈঁ রা খোশ জওয়াব আর বেশনাবী — هست ایں را خوش جواب ار بشنوی
বগযারী আয কুফর ও বরদী বিগরাবী — بگزری از کفر و بر دیں بگروی

এই প্রশ্নের একটি অতি উত্তম উত্তর আছে—তুমি যদি উহা শ্রবণ কর, তবে (জবরিয়াদের) এই কুফরী আকীদা হইতে দূরে সরিয়া থাক এবং সত্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হও।

হাসরাতো যারী কে দর বীমারীয়াস্ত — حسرت و زاری که در بیماری ست
ওয়াক্তে বীমারী হামা বেদারীয়াস্ত — وقت بیماری همه بیداری ست

রুগ্নাবস্থায় (বান্দা স্বীয় অপকর্মের দরুন) যে অনুতাপ এবং কান্নাকাটি করে, রোগের সময় উহা পূর্ণ তাম্বীহ অর্থাৎ সতর্কীকরণ।

কেননা, মৃত্যুভয়ে তখন গাফলতের সমস্ত আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়। মানুষ সুস্থ অবস্থায় যাহাই করুক না কেন, রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের সকল অজ্ঞতা, ভুল-ভ্রান্তি দূরীভূত হইয়া যায়। এমন কি মন্দ কাজগুলিকে মন্দ মনে করিতে থাকে এবং রুগ্নাবস্থায় মানুষ তওবা করে যে, এই অন্যায় কাজ আর করিব না; সুতরাং প্রশ্নকারীর সন্দেহ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা, অন্যায়ের কারণে অনুশোচনা যদি বেখবরী ও অজ্ঞতার কারণে হইত, তবে রোগের সময় তো আর অজ্ঞতা থাকে না। তখন স্বীয় অপকর্মের কারণে কেন লজ্জা পাইতে থাকে, আর কেনই বা তখন তওবা করিতে থাকে? অতএব, পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, অজ্ঞতা দূরীভূত হওয়ার

পর লজ্জিত হওয়া ও অনুশোচনা বুঝা যায়, মানুষ ঐ অপকর্মগুলি ইচ্ছাকৃতভাবেই করিয়াছে; বস্তুত মানুষ তাহার কৃতকাজগুলি স্বেচ্ছায়ই করিয়া থাকে। এই বিষয়টিকে কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। দলীল-প্রমাণ ব্যতীত প্রত্যেকটি লোক ইহা বুঝিতে পারে।

আঁ যমাঁ কে মী শবী বীমার তূ    آں زماں که می شوی بیمار تو
মী কুনী আজ জোরমে এস্তেগফার তূ    میکنی از جرم استغفار تو

আর যখন রুগ্ন হও, তখন স্বীয় পাপ কাজ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক।

মী নুমাইয়াদ বরতূ যিশ্‌তীয়ে গোনাহ্‌    می نماید بر تو زشتی گنه
মী কুনী নিয়্যৎ কে বায আইয়াম বারাহ    می کنی نیت که باز آیم بره

পাপের কুফল তোমার নিকট প্রকট হইয়া উঠে, তখন তুমি নিয়্যত করিতে থাক যে, সুপথে পরিচালিত হইবে।

আহ্‌দো পায়মাঁ মী কুনী কে বা'দাযী    عهد و پیماں میکنی که بعد ازیں
জুযকে তা'আতে নাবুদাম কারগুযী    جزکه طاعت نبودم کار گزیں

(অন্তর হইতে) অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করিতে থাক যে, ইহার পর আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগী ব্যতীত আর কোন কাজ করিব না।

পাস একী গাশত আঁকে বীমারী তোরা    پس یقیں گشت آنکه بیماری ترا
মী বা বখশাদ হুশো বেদারী তোরা    می به بخشد هوش و بیداری ترا

অতএব, এই বিষয়ের উপর পূর্ণ আস্থা এবং অটল বিশ্বাস লাভ হইল যে, তোমার রোগ তোমাকে পূর্ণ হুশিয়ার করিয়া দেয় এবং সতর্ক করে।

পাস বেদাঁ ঈঁ আছলে রা আয় আছল জো    پس بداں ایں اصل را اے اصل جو
হার কেরা দর দস্ত উ বোর দাস্ত বো    هرکرا در دست او بردست بو

অতএব, ওহে প্রকৃত তথ্যান্বেষী! এই আইন ও বিধান ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম কর যে, যাহার অন্তরে প্রেম-বেদনা রহিয়াছে, সে-ই শুধু প্রেমাস্পদের সন্ধান পায়।

হারকে উ বেদারতর পোর দরদতর    هرکه او بیدار تر پردرد تر
হারকে উ আগাহতর রোখ যরদতর    هرکه او آگاه تر رخ زرد تر

যে ব্যক্তি বেশী সাবধান ও জ্ঞানী, তাহারই অন্তরে প্রেম-বেদনা সর্বাপেক্ষা অধিক, এই বিষাদ-বেদনা যে যত বেশী অবগত, তাহার মুখমণ্ডল তত বেশী ফেকাসে।

গার যে জবরাশ আগাহী যারীয়াত কো    گر ز جبرش آگهی زاریت کو
জমবাশে যিঞ্জীরে জাব্বারীয়াত কো    جنبش زنجیر جباریت کو

তুমি যদি জবরী (মানুষের ইচ্ছাশক্তি কিছুই না, একেবারে অক্ষম) আকীদায় ভক্ত হইয়া থাক, তবে তোমার অক্ষমতা কোথায়? আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শৃঙ্খলের ঝনঝনি কোথায়?

অর্থাৎ, বাস্তবিকই তুমি যদি নিজেকে মজবুর ও একেবারেই ইচ্ছাশক্তি রহিত অক্ষম মনে কর, তবে তোমার মধ্যে ঐ অক্ষমতার নিদর্শন দৃষ্ট হওয়া উচিত। উহা কোথায়? আর তুমি নিজেকে শক্তিমান আল্লাহ্র শৃংখলে আবদ্ধ মনে কর, তবে ঐ শৃংখলের ঝন্‌ঝনি অর্থাৎ, তোমার ঐ অক্ষমতার নিদর্শনও তো থাকা চাই। মোটকথা, যদি তুমি একটি বোধশক্তি-রহিত স্পন্দনহীন চিত্র হইতে, তবে শত-সহস্র ধরনের স্বাধীনতার ঔদ্ধত্যের কি অর্থ?

বাস্তা দর যিঞ্জীর চুঁ শাদী কুনাদ
কায় আসীরে হাবস আযাদী কুনাদ

بستـــه در زنجیر چوں شادی کنــد
کے اسـیر حبس آزادی کنــد

যে ব্যক্তি শৃঙ্খলে আবদ্ধ সে কি কখনও আনন্দ-উল্লাস করে? কারাগারের কয়েদী কি কখনও স্বাধীনতা প্রদর্শন করে?

ওয়ার তু মী বীনী কে পাইয়াত বাস্তাআন্দ
বর তু সারহাংগানে শাহ্ বেনশাস্তাআন্দ

ورتــو می بینی که پایت بستــه انــد
برتــو سرهنگـان شه بنشستــه انــد

পাস তু সারহাংগী মাকুন বা আ'জেযাঁ
যাঁকে নাবুওয়াদ তবয়ো খোয়ে আজেযাঁ

پس تو سرهـنگـی مکن باعــاجـزاں
زانکــه نبـود طبـع و خوئے عاجـزاں

আর যদি তুমি মনে কর যে, (ভাগ্যনিয়ন্তার কর্মকর্তাগণ) তোমার পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং প্রকৃত বাদশার আর্দালী তোমার উপর নিয়োগ করা হইয়াছে, তবে তুমি দুর্বলদের প্রতি আর্দালীদের ন্যায় ব্যবহার করিও না; কেননা, ইহা (—অন্যায়-অত্যাচার করা) অক্ষম দুর্বলদের স্বভাবধর্ম নহে।

অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিক্রিয়া আছে, তুমি যদি নিজেকে অক্ষমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মনে করিতে, তাহা হইলে ঐ আকীদা ও বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া তোমার মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। তুমি কাহারও উপর শক্তি খাটাইবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে, কাহারও উপর অত্যাচার করিতে না; বরং নিজেকে সদা বিনয়ী মনে করিতে।

চুঁ তু জবরে উ নামী বীনী মগো
ওয়ার হামী বীনী নেশানে দীদ কো

چوں تو جبـر او نمـی بیـنـی مگـو
ور همـی بیـنـی نشـان دیـد کو

যখন তুমি স্বীয় কার্যকলাপে তোমার অক্ষমতা দেখিতে পাইতেছ না, তবে ঐ দাবী আর করিও না, আর (আল্লাহ্ যে তোমাকে একেবারে অক্ষম করিয়াছেন) তাহা যদি দেখ, তবে দেখার প্রমাণ কি বল!

দর হার কারেকে মায়লাস্তত বেদাঁ
কুদরতে খোদ রা হামী বীনী আইয়াঁ

در هـر کـاریـکـه میـل اسـتـت بداں
قدرت خود را همـی بیـنـی عیـاں

যেই কাজের সহিত তুমি জড়িত, তুমি নিজের (আংশিক) সামর্থ্য উহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছ।

দর হার আঁ কারেকে মায়লাত নীস্ত ও খাস্ত
আন্দরাঁ জবরী শাবী কী আয খোদাস্ত

در هر آں کاریکه میلت نیست و خواست
اندراں جبری شوی کیں از خداست

আর যেই কাজের দিকে তোমার আকর্ষণ ও উৎসাহ নাই, সেই কাজে তুমি অক্ষম হইয়া যাও এবং বলিতে থাক, আল্লাহ্ই আমাকে এই কাজের সামর্থ্য দান করেন নাই।

অর্থাৎ, তোমরা যদি বাস্তবিকই মজবুর এবং অক্ষম হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের পছন্দ-অপছন্দ সব কাজেই অক্ষম হওয়া উচিত ছিল। অথচ দেখা যায়, তোমাদের পছন্দনীয় কাজে তোমরা খুবই সামর্থ্যবান ও ক্ষমতাশালী। আর যে কাজে মন চলে না, কষ্ট করিতে হয়, মোজাহাদা, রিয়াযত ইত্যাদি করিতে হয়, সেখানে তোমরা মজবুর বা অক্ষম হও। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, নেক কাজে অক্ষমতার দাবী একটি বাহানা মাত্র।

আম্বিয়া দর কারে দুনইয়া জবরিয়ান্দ — انبیا در کار دنیا جبری اند
কাফেরাঁ দরকারে উক্‌বা জবরিয়ান্দ — کافراں در کار عقبے جبری اند

নবীগণ দুনিয়ার কাজে অক্ষম, কাফেরেরা আখেরাতের কাজে অক্ষম।

আম্বিয়া রা কারে উক্‌বা এখতিয়ার — انبیا را کار عقبے اختیار
কাফেরাঁ রা কারে দুন্‌ইয়া এখতিয়ার — کافراں را کار دنیا اختیار

নবীদের জন্য আখেরাতের কাজ তাঁহাদের এখতিয়ারের মধ্যে, আর কাফেরদের জন্য দুনিয়ার কাজ তাহাদের এখতিয়ারভুক্ত।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, মানুষ স্বার্থসিদ্ধি এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন সময় সমর্থ হয়, আবার কোন সময় অসমর্থ হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মানুষ উভয় দিককে স্বীকার করিতেছে, আর একথাও বাস্তব সত্য যে, মানুষের মধ্যে উভয়টি বর্তমান আছে। কেননা, মানুষ পূর্ণ সক্ষমও নহে, একেবারে অক্ষমও নহে, কিছু সক্ষম, কিছু অক্ষম। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখানে মাওলানা রূমী (রঃ) পরামর্শ দিতেছেন—কোন্ স্থানে অক্ষমতাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে হইবে, আর কোন্ স্থানে ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতে হইবে। যেস্থানে অক্ষমতাকে প্রভাবশালী করিবে, সেখানে উপায়-উপকরণে সীমা অতিক্রম বর্জন করিবে। আর যেখানে ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে প্রাধান্য দিবে এবং এখতিয়ারকে প্রভাবশালী করিবে, সেখানে উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইবে। এই দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক রহিয়াছে। অতএব, মাওলানা (রঃ) বলিতেছেনঃ নবীগণ দুনিয়ার কাজে অক্ষম। অতএব, তাঁহারা দুনিয়া উপায়ের আসবাবপত্র সবই বর্জন করেন। আর কাফেরগণ আখেরাতের কাজে অক্ষম, কাজেই তাহারা উহার উপায়-উপকরণ বর্জন করে।

পক্ষান্তরে নবীগণ আখেরাতের কাজ এখতিয়ার করেন, কাজেই উহার উপায়-উপকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। আর কাফেরগণ দুনিয়ার কাজ এখতিয়ার করিয়াছে, দুনিয়ার ব্যাপারে তাহারা সমধিক সক্ষম। তাই দুনিয়া অর্জনের উপায়-উপকরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহার কারণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে—

যাঁকে হর মোরগে বাসূয়ে জিনসে খেশ — زانکه هر مرغے بسوئے جنس خویش
মী রাওয়াদ উ দর পাসোজাঁ পেশো পেশ — میرود او در پس و جاں بیش و پیش

কেননা, প্রত্যেক পাখী স্বীয় সহজাত পাখীর দিকে উড়িয়া যায়, (এবং এত আগ্রহভরে উড়িয়া যায় যে,) সে থাকে পিছনে পিছনে; আর তাহার প্রাণ থাকে আগে আগে।

কাফেরাঁ চুঁ জিনসে সিজ্জিন আমদান্দ کافـران چوں جنس سجـین آمـدنـد
সিজনে দুন্‌ইয়া রা খোশ-আঈঁ আমদান্দ سجن دنیـا را خوش آئـیں آمـدنـد

কাফেরগণ দোযখের সহজাত, এই কারণেই এই পার্থিব কয়েদখানার বিধি-বিধান তাহাদের খুবই পছন্দনীয়।

আম্বিয়া চুঁ জিনসে ইল্লিঈন বুদান্দ انبیـا چوں جنس علیـین بودنـد
সূয়ে ইল্লিঈন বাজানো দেল শুদান্দ سوئے علیـین بجـان و دل شدنـد

নবীগণ বেহেশ্‌তের সহজাত, এই জন্যই মনে-প্রাণে বেহেশ্‌তের দিকে ধাবিত হন।

ঈঁ সখুন পাইয়াঁ না দারাদ লেকে মা ایں سخـن پایـاں نه دارد لیـک ما
বায় গোইয়াম আঁ তামামী কেচ্ছা রা باز گویـم آں تمـامـی قصـه را

এই আলোচনার কোনো শেষ নাই, কিন্তু আমি পুনরায় ঐ কাহিনীর অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করিতেছি।

## উযীরের নির্জনতা ভঙ্গ সম্পর্কে মুরীদগণকে নিরাশকরণ

আঁ উযীর আয আন্দরূঁ আওয়ায দাদ آں وزیـر از انـدروں آواز داد
কায় মুরীদাঁ আযমান ঈঁ মা'লুম বাদ کئے مریـداں از من ایـں معلوم باد

ঐ উযীর (হুজরার) ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ওহে মুরীদগণ! আমার পক্ষ হইতে তোমরা জানিয়া রাখ যে—

কে মারা ঈসা চুনীঁ পয়গাম দাদ که مرا عیسے چنیں پیغـام داد
কেয হামা খেশাঁ ওয়া ইয়ারাঁ বাশ বাদ کز همـه خویشـاں و یاراں باش باد

হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম আমার নিকট পয়গাম পাঠাইয়াছেন, সমস্ত দোস্ত-আহ্‌বাব এবং আত্মীয়-স্বজন হইতে পৃথক থাক।

রোওয়ে দর দেওয়ার কুন তন্‌হা নাশী روئے در دیـوار کن تنـهـا نشـیں
ওয়ায ওজুদে খেশ্‌হাম খেলওয়াত গুযী وز وجـود خویش هم خلوت گزیـں

(আমাকে আরও হুকুম করা হইয়াছে,) ঘরের দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া নির্জনে বসিয়া যাও এবং নিজের সত্তা হইতে পৃথক হইয়া যাও (—মৃত্যু বরণ কর)।

বা'দাযী দস্তুরীয়ে গোফতারে নীস্ত بعـد ازیـں دستـوری گفتـار نیست
বা'দাযীঁ বা গোফ্‌তগোইয়াম কার নীস্ত بعـد ازیـں باگـفـتـگـویم کارنیست

ইহার পরে আমার আর কথা বলার অনুমতি নাই, তারপর আমার কথা বলার আর কোন প্রয়োজন নাই।

আলবেদা আয় দোস্তাঁ মান মুর্দাআম    الوداع اے دوستان من مرده ام
রাখ্‌ত বর চারম ফালাক বর বোর্দাআম    رخت بر چارم فلک بر برده ام

বন্ধুগণ বিদায়! মনে কর আমি মৃত, চতুর্থ আসমানে হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের নিকট আমার অবস্থানের আসবাবপত্র উঠাইয়া লইয়াছি।

তা'বা যেরে চরখে নারী চুঁ হাতাব    تا بزیر چرخ ناری چوں حطب
মী নাসূযাম দর এনাদো দর আতাব    می نسوزم در عناد و در عطب

আমি যেন তাপ-মণ্ডলের নীচে (দুনিয়াতে) কষ্ট ও ক্লান্তির অগ্নিতে জ্বালানী কাষ্ঠের ন্যায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভস্ম না হই। (—গায়রুল্লাহ্‌র সম্পর্ক দ্বারা দগ্ধীভূত না হই।)

পাহ্‌লুয়ে ঈসা নাশীনাম বা'দাযী    پہلوئے عیسے نشینم بعد ازیں
বর ফারাযে আসমানে চারমীঁ    بر فراز آسمان چارمیں

অতঃপর আমি চতুর্থ আসমানে হযরত ঈসার পার্শ্বে যাইয়া বসিব।

**প্রশ্ন ঃ** ছহীহ্‌ হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম দ্বিতীয় আসমানে অবস্থান করিতেছেন। মে'রাজ শরীফে আমাদের রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দ্বিতীয় আসমানে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। অথচ দুইটি বয়েতেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর চতুর্থ আসমানে অবস্থান বুঝাইতেছে।

**উত্তর ঃ** আমাদের উপরে সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডল, দ্বিতীয় ধাপে তাপমণ্ডল, তৃতীয় ধাপে প্রথম আসমান, চতুর্থ ধাপে দ্বিতীয় আসমান। এই অর্থ হিসাবে হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের অবস্থানস্থল চতুর্থ আসমান বলা হইয়াছে।

## প্রত্যেক নেতাকে পৃথক পৃথক প্রতিনিধি নিযুক্তকরণ

ওয়াঁ গাহানে হার আমীরে রা বেখান্দ    وانگهانے هر امیرےرا بخواند
এক বায়েক তনহা বাহার এক হরফ রান্দ    یك بیك تنها بهریك حرف راند

তখন উযীর প্রত্যেক আমীরকে (—বার জন নেতাকে) ডাকিয়া প্রত্যেকের সহিত নির্জনে পৃথকভাবে আলাপ করিল।

গোফ্‌ত্‌ হার এক রা বাদ্বীনে ঈসাবী    گفت هریك را بدین عیسوی
নায়েবে হক ও খলীফা মান তুঈ    نائب حق و خلیفه من توئی

প্রত্যেক আমীরকে বলিল, হযরত ঈসার ধর্মে তুমিই আল্লাহ্‌র নায়েব এবং আমার খলীফা।

ওয়াঁ আমীরানে দেগার আতবায়ে তূ    واں امیران دیگر اتباع تو
কর্দ ঈসা জুমলারা আশইয়ায়ে তূ    کرد عیسی جمله را اشیاع تو

আর অন্যান্য আমীরগণ তোমার অনুগত, স্বয়ং ঈসা (আঃ) সকলকে তোমার অনুসারী করিয়া দিয়াছেন।

হার আমীরে কো কাশাদ গরদান বেগীর   هرامیرے کو کشد گردن بگیر
ইয়া বোকশ ইয়া খোদ হামী দারাশ আসীর   یا بکش یا خود همی دارش اسیر

অন্যান্য আমীরদের মধ্যে কেহ তোমার অবাধ্যতাচরণ করিলে তাহাকে পাকড়াও করিয়া হয় তাহাকে হত্যা করিয়া ফেল, কিংবা তাহাকে তোমার নিকট বন্দী করিয়া রাখ।

লেকে তা মান যিন্দা আম ঈঁরা মগো   لیک تا من زنده ام ایں را مگو
তা নামীরাম ঈঁ রিয়াসত রা মজো   تا نمیرم ایں ریاست را مجو

কিন্তু যত দিন আমি জীবিত থাকিব, এই গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই সরদারী এবং ক্ষমতালাভের চেষ্টা করিও না।

তা নামীরাম মান তূ ঈঁ পয়দা মকুন   تا نمیرم من تو ایں پیدا مکن
দাওয়ায়ে শাহী ও ইসতীলা মকুন   دعوی شاهی واستیلا مکن

আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিও না, নিজের জন্য রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভের দাবী করিও না।

ঈঁনাক ঈঁ তুমার ও আহ্কামে মসীহ   اینک ایں طومار و احکام مسیح
এক বায়েক বর খাঁ তূ বর উম্মত ফছীহ   یك بیك برخوان تو بر امت فصیح

এই লও ধর্মপুস্তক এবং হযরত ঈসার বিধানাবলী, এক একটি (মাছআলা)-কে উম্মতে ঈসার সম্মুখে স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে পড়িয়া শুনাইয়া দিও।

হার আমীরে রা চুনীঁ গোফ্তো জুদা   هرامیرے را چنیں گفت او جدا
নীস্ত নায়েব জুয্তু দর দ্বীনে খোদা   نیست نائب جز تو در دین خدا

প্রত্যেক আমীরকে পৃথক পৃথক ডাকিয়া সে ইহাই বলিল যে, তুমি ব্যতীত আল্লাহ্র ধর্মে কেহ নায়েব নহে।

হার একে রা কর্দ আন্দর সের্র আযীয   هریکے را کرد اندر سر عزیز
হার চে আঁরা গোফ্ত্ ঈঁ রা গোফত নীয   هرچه آنرا گفت ایں را گفت نیز

প্রত্যেককেই গোপনে (খেলাফত দ্বারা) সম্মানিত করিল, যাহা এক ব্যক্তিকে বলিল, অবিকল তাহাই অন্য ব্যক্তিকেও বলিল।

হার একেরা উ একে তুমার দাদ   هریکے را او یکے طومار داد
হার একে যিদদে দেগার বুদ আলমুরাদ   هریکے ضد دیگر بود المراد

প্রত্যেক সরদারকে সে একটি করিয়া বিধান-পুস্তক দান করিল, প্রত্যেকটি বিধান-পুস্তক অন্য বিধান-পুস্তকের (সম্পূর্ণ) বিপরীত ছিল।

মত্নে আঁ তুমার হা বুদ মোখ্তালেফ   متن آں طومارها بد مختلف
হামচু শেকলে হরফেহা বা তা আলেফ   همچو شکل حرفها با تا الف

প্রত্যেক পুস্তকের বিষয়বস্তু এমন পরস্পর বিরোধী ছিল, যেমন আলেফ, বা, তা ইত্যাদি হরফগুলির আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন।

হুকমে ইঁ তুমার যিদ্‌দে হুকমে আঁ — حکم ایں طومار ضد حکم آں
পেশ আযীঁ করদেম ইঁ যিদ্দ রা বয়াঁ — پیش ازیں کردیم ایں ضد را بیاں

এই পুস্তকের নির্দেশ ঐ পুস্তকের নির্দেশের বিপরীত, ইতিপূর্বে আমি এই বিরোধিতাকে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছি।

যেদ্দে হাম দেগার যে পায়াঁ তা বাসার — ضد هم دیگر زپایاں تابه سر
শরহ্ দাদাস্‌তেম ইঁরা আয় পেসার — شرح دادستیم ایں را اے پسر

সমস্ত নির্দেশাবলী একটি অপরটির আদ্যন্ত বিপরীত ছিল। বৎস! ইতিপূর্বে উহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছি।

## নির্জন কোঠায় উযীরের আত্মহত্যা

বা'দাযাঁ চাল রোয দীগার দর বা বাস্ত — بعد ازاں چل روز دیگر در به بست
খেশরা কোশ্‌ত আয ওজুদে খোদ বারাস্ত — خویش را کشت از وجود خود برست

অতঃপর উযীর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ রাখিয়া আত্মহত্যা করিল এবং দেহ (কারাগার) হইতে মুক্তি পাইল।

চূঁকে খালক্ আয মরগে উ আগাহ শোদ — چونکه خلق از مرگ او آگاه شد
বর সারে গোরাশ কিয়ামতগাহ্ শোদ — بر سر گورش قیامت گاه شد

যখন সর্বসাধারণ তাহার মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইল, তখন তাহার কবরের নিকট (জনতার বিরাট ভিড় জমিয়া) কিয়ামতের মাঠ হইয়া গেল।

খলকে চান্দাঁ জময়ে শোদ বর গোরে উ — خلق چنداں جمع شد بر گور او
মো কানাঁ জামা দারাঁ দর শোরে উ — موکناں جامه دراں در شور او

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, মাথার চুল উপড়াইতে উপড়াইতে এবং গায়ের জামা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে এত লোক আসিয়া সমবেত হইল যে,

কাঁ আদদরা হাম খোদা দানাদ শোমারদ — کاں عدد را هم خدا داند شمرد
আয আরব ওয়ায তুর্ক ওয়ায রূমীও কুর্দ — از عرب وز ترك وز رومی و کرد

তাহার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই গণনা করিতে পারেন, —আরববাসী, তুরস্কবাসী এবং রূমী ও কুর্দী সম্প্রদায়।

খাকে উ করদান্দ বর সারহায়ে খেশ্ — خاك او کردند بر سرهائے خویش
দরদে উ দীদান্দ দর মাঁহায়ে খেশ — درد او دیدند در مانهائے خویش

তাহার (কবরের) মাটি উঠাইয়া উঠাইয়া তাহারা স্বীয় মস্তকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং উযীরের জন্য শোক করাকে নিজেদের রোগমুক্তির উপায় মনে করিল।

আঁ খালায়েক বর সারে গোরাশ মাহে — آں خلائــق بر سر گورش مہے
কর্দা খুঁরা আয দো চশমে খোদ রাহে — کرده خوں را از دو چشــم خود رہے

লোকেরা একমাস পর্যন্ত তাহার কবরের উপর রক্তাশ্রু বিসর্জন করিতে রহিল।

জুমলা আয দরদে ফেরাকাশ দর ফুগাঁ — جمــلہ از درد فراقش در فغــاں
হাম শাহানো হাম কেহানো হাম মেহাঁ — هم شهــاں وهــم کهــاں و هم مهــاں

সকলেই তাহার বিচ্ছেদ-বেদনায় কাঁদিতেছিল, বাদশাহ্ হউক, ছোট হউক কিংবা বড় হউক।

## দ্বাদশ নেতার মধ্যে গদিনশীন কে হইবে

বা'দ মাহে খাল্ক গোফতান্দ আয় মেহাঁ — بعــد ماهے خلق گفــتــنــد اے مهــاں
আয আমীরাঁ কীস্ত বর জায়াশ নেশাঁ — ازامــیراں کیــســت بر جایش نشــاں

একমাস পর লোকেরা বলিল, হে আমীরগণ! আপনাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার (—মরহুম পীর সাহেবের) স্থলাভিষিক্ত হইবেন?

তা বাজায়ে উ শেনাসীমাশ ইমাম — تا بجـائے او شنـاسـیـمش امــام
তাকে কারে মা আযূ গরদাদ তামাম — تــاکــہ کــار مــا ازو گــردد تمــام

আমরা যেন মরহুম পীর সাহেবের জায়গায় তাঁহাকে আমাদের অগ্রনায়ক মনে করিতে পারি এবং তাঁহার দ্বারা আমাদের সকল কাজ সমাধা হইতে পারে।

সার হামা বর ইখতিয়ারে উ নেহেম — سر همــه بر اخــتــیــار او نهــیــم
দাস্ত বর দামানো দাস্তে উ যানেম — دســت بر دامــاں و دســت او زنــیم

এবং আমরা তাঁহার প্রত্যেক নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে পারি, তাঁহার আশ্রয় লইতে পারি এবং তাঁহার হাতে বায়আত করিতে পারি।

চুঁকে শোদ খোরশীদ ও মারা কর্দাদাগ — چونکه شد خورشید و ما را کرد داغ
চারা নাবওয়াদ বর মকামাশ আয চেরাগ — چاره نبــود برمــقــامش از چراغ

সূর্য যখন অস্তমিত হইল এবং আমাদের প্রাণে বিচ্ছেদের দাগ বসাইয়া গেল, তখন (বিচ্ছেদের অন্ধকারে) সূর্যের স্থলে চেরাগ ব্যতীত উপায় নাই।

অর্থাৎ, রাত্রের অন্ধকারে আলো প্রাপ্তির জন্য চেরাগ জ্বালাইতে হয়।

চুঁকে শোদ আয পেশে দীদাহ ওয়াছলে ইয়ার — چونکــه شد از پیش دیــده وصل یار
নায়েবে বাইয়াদ আযূ মাঁ ইয়াদগার — نائــبے بایــد ازو ماں یادگــار

আমাদের চোখের সম্মুখ হইতে যখন মুর্শিদের চেহারা অন্তর্হিত হইল, তখন আমাদের জন্য তাঁহার তরফ হইতে তাঁহার স্মৃতিস্বরূপ একজন নায়েবের প্রয়োজন।

চূঁকে গুল বোগযাশ্‌তো গুলশান শোদ খারাব
বোয়ে গুলরা আয কে জোইয়েম আয গোলাব

چونکه گل بگذاشت و گلشن شد خراب
بوئے گل را ازکه جوئیم از گلاب

যখন ফুল (-এর মৌসুম) অতীত হইল এবং (ফুল) বাগান বিরান হইল, তখন ফুলের ঘ্রাণ কোন্ জিনিসে তালাশ করিব? গোলাব নির্যাস হইতেই তো?

এই সমস্ত দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য—যখন আসল মুর্শিদ পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাঁহার খলীফার দ্বারাই ফয়েয লাভ করা উচিত।

চুঁ খোদা আন্দর নাইয়াইয়াদ দর 'আইয়াঁ
নায়েবে হক্কান্দ ঈঁ পয়গাম্বরাঁ

چوں خدا اندر نیاید در عیاں
نائب حق اند ایں پیغمبراں

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা (প্রকাশ্যে) দৃষ্টিগোচর হন না, (কাজেই) এই সকল পয়গম্বর আল্লাহ্ তা'আলার নায়েব।

এখানে বর্ণনা করিতেছিলেন, মুর্শিদের অবর্তমানে তাঁহার নায়েবের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। যাবতীয় বিধি-নিষেধের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, অথচ বিধি-নিষেধের মালিক যিনি হইবেন, তাঁহার জনসমক্ষে উপস্থিত থাকা কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু দৃষ্ট হওয়া সম্ভব নহে, কাজেই আম্বিয়ায়ে কেরামগণ আল্লাহ্ তা'আলার নায়েব সাব্যস্ত হইলেন। আম্বিয়ায়ে কেরামগণ মানুষের সমসমাজী হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র আদেশাবলী সহজেই তবলীগ করিতে সমর্থ হন।

নায় গলত গোফ্‌তাম কে নায়েব বা মানোব
গার দো পেন্দারী কবীহ্ আইয়াদ না খোব

نئے غلط گفتم که نائب بامنوب
گر دو پنداری قبیح آید نه خوب

না, না, আমি ভুল করিয়াছি। আল্লাহ্‌র পয়গম্বরকে নায়েব বলাতে তুমি যদি উভয়কে দুই মনে কর, তবে বিষয়টা অন্যায় হইবে, ভাল হইবে না।

যেহেতু মাওলানা রূমীর তবীয়তে ওয়াহ্‌দাতুল ওয়াজুদের হাল খুবই প্রবল, কাজেই কিছুমাত্র সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইলেই ঐদিকে ফিরিয়া যান। পূর্বে বলিতেছিলেন, মুর্শিদ না থাকিলে তাঁহার নায়েব হইতে ফয়েয লাভ করিতে হইবে। কথা প্রসঙ্গে পয়গম্বরদের আলোচনা শুরু হইল যে, তাঁহারাও আল্লাহ্‌র নায়েব। পরক্ষণেই আবার চমকিয়া উঠিলেন যে, নায়েব-মনিব উভয় তো এক নয়। তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহ্‌র পয়গম্বর আল্লাহ্‌র নায়েব সত্য, কিন্তু যাঁহার নায়েব তাঁহা হইতে পৃথক নয়। যদি উভয়কে দুই এবং ভিন্ন ভিন্ন মনে কর, তবে ভুল হইবে।

নায় দো বাশাদ তা তুঈ ছুরত পুরুস্ত
পেশে উ এক গাশ্‌ত কেয ছুরত বেরাস্ত

نے دو باشد تا توئی صورت پرست
پیش او یك گشت کز صورت برست

পূর্বের কথাও একেবারে ভুল নহে, যাবৎ তুমি বাহ্যদর্শী থাক, আর যাহারা বাহ্যদর্শন অতিক্রম করিয়া (প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া) গিয়াছে, তাহাদের সম্মুখে উভয়ই এক।

অর্থাৎ, বাহ্যদৃষ্টিতে বহু জিনিস পৃথক পৃথক দেখা যায়, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে পরিষ্কার বুঝে আসে যে, বাহ্যদৃষ্টিতে দুই হইলেও বস্তুত উভয়ই এক। সম্মুখে এবিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন।

চুঁ বা ছুরত বেংগারী চশমাত দোয়াস্ত — چوں بصورت بنگری چشمت دواست
তু বানূরাশ দর নেগার কাঁ এক তাওয়াস্ত — تو بنورش درنگر کاں یك تواست

যেমন তোমার চক্ষু, বাহ্যদৃষ্টিতে চক্ষু দুইটি। কিন্তু যদি তাহার জ্যোতির প্রতি লক্ষ্য কর, তবে উহা ভিতর হইতে একটি।

অর্থাৎ, প্রকৃত দর্শনশক্তি চোখের মধ্যে নহে, চোখ দুইটি দর্শনযন্ত্র। আসল জ্যোতির উৎস মস্তিষ্ক হইতে দুইটি রগ বাহির হইয়া ললাটের উপরিভাগে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তারপর সেখান হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই চোখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতএব, বাহ্যত চোখ যদিও দুইটিই দেখা যায়, কিন্তু উভয়ের উৎপত্তিস্থল এক।

লা জরম চুঁ বর একে উফতাদ নযর — لاجرم چوں بریکے افتد نظر
আঁ একে বাশাদ দো নাইয়াদ দর নযর — آں یکے باشد دو ناید در نظر

একারণেই যখন দুই চক্ষু দ্বারা কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি কর, তখন নিশ্চয় তুমি একটি বস্তু দেখিবে; দুই চক্ষু দ্বারা দেখার কারণে দৃষ্টিতে দুইটি নযর আসিবে না।

নূরে হার দো চশম নাতোওয়াঁ ফরক কর্দ — نور هر دو چشم نتواں فرق کرد
চুঁকে বর নূরাশ নযর আন্দাখ্‌ত মরদ — چونکه برنورش نظر انداخت مرد

যখন কোন লোক চোখের জ্যোতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন দুই চোখের জ্যোতির মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান করিতে পারিবে না।

দাহ চেরাগ আর হাযের আরী দর মকাঁ — ده چراغ ار حاضر آری در مکاں
হার একে বাশাদ বা ছুরত গায়ের আঁ — هریکے باشد بصورت غیر آں

যদি তুমি কোন বাড়ীতে দশটি প্রদীপ আনয়ন কর, তবে প্রত্যেকটির আকৃতি অন্যটি হইতে পৃথক হইবে।

ফরক না তোওয়াঁ কর্দ নূরে হার একে — فرق نتواں کرد نور هریکے
চুঁ বানূরাশ রোওয়ে আরী বে শকে — چوں بنورش روے آری بے شکے

কিন্তু প্রত্যেকটির আলোর মধ্যে কিছুতেই পার্থক্য করিতে পারিবে না, যখন তুমি ঐ প্রদীপগুলির আলোর প্রতি লক্ষ্য কর।

উত্‌লুবুল মা'নী মিনাল ফোরকানো কুল — اطلب المعنى من الفرقان و قل
লা নুফাররেকু বাইনা আহাদির রসুল — لانفرق بين آحاد الرسل

এই কথার মর্ম কোরআন শরীফে তালাশ কর এবং বল যে, পয়গম্বরদের মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না।

অর্থাৎ, সকল পয়গম্বরই বরহক। সকল নবীই তৌহীদের দাওয়াত দিয়াছেন। সকলেই একত্ববাদের তবলীগ করিয়াছেন, প্রত্যেক নবীর একই বচন—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।

গার তূ ছদ সেব ও ছদ আবী বেশমারী گر تو صد سیب و صد آبی بشمری
ছদ নুমাইয়াদ এক শাওয়াদ চুঁ বেফশারী صد نمـایـد یك شود چوں بفشری

যদি তুমি একশত ছেব ফল ও একশত বিহী ফল (নাশপাতি সমজাতীয় ফল) গণনা কর, তবে একশতই দেখা যাইবে, কিন্তু যখন তুমি উহাকে নিঙড়াইয়া রস বাহির করিবে, তখন এক হইয়া যাইবে।

দর মা'আনী কিসমতো আ'দাদ নীস্ত در معـانـی قسمت و اعـداد نیست
দর মা'আনী তাজযিয়া ও আফরাদ নীস্ত در معـانی تجـزیـه و افـراد نیست

অর্থ ও মর্মের মধ্যে ভাগ-বন্টন ও সংখ্য গণনা নাই, অর্থকে টুক্‌রা টুক্‌রাকরণ এবং একক নির্ণয় বিদ্যমান নাই।

অর্থাৎ, পুষ্পে যে ঘ্রাণ আছে উহা অনুভব করা যায়, কিন্তু পরিমাপ ও পরিমাণ করা যায় না। তদ্রূপ শব্দে অর্থ ও মর্ম রহিয়াছে, কিন্তু অর্থ ও মর্ম গণনা করা বা বন্টন করা যায় না; অবশ্য কাগজে শব্দের রূপ দেওয়া যায়, ইহার সংখ্যাও গণনা করা যায় যে, এত লাইন এত পৃষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু অর্থ ও মর্মের স্থান মস্তিষ্ক। ভূরি ভূরি অর্থ সেখানে রক্ষিত থাকে, সেখানে উহাদিগকে বিভিন্নকরণ সম্ভব নহে। অবশ্য যখন উহা লেখা বা কথার মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে, তখন উহাতে পার্থক্য ও প্রভেদ দেখা দিবে।

এত্তেহাদে ইয়ার বা ইয়ারাঁ খোশাস্ত اتـحـاد یار بایـاراں خوش ست
পায়ে মা'নী গীর ছুরত সার কাশাস্ত پائے معـنـی گیر صورت سرکش ست

যে ব্যক্তির যাহা প্রয়োজন উহার সহিত সম্পর্ক রাখাই উত্তম। অতএব, মর্মকে আঁকড়াইয়া ধর, উহার অনুসরণ কর। কেননা, আকৃতি অবাধ্য। (কারণ সে এককত্বের পরিপন্থী।)

ছুরতে সারকাশ গুদাযাঁ কুন বেরঞ্জ صورت سرکش گدازاں کن برنـج
তা বাবীনী যেরে উ ওয়াহ্দাত চু গাঞ্জ تا به بینی زیـر او وحـدت چو گنـج

এই অবাধ্য আকৃতিকে রিয়াযত (ও সাধনার) দ্বারা বিগলিত করিয়া ফেল, তাহা হইলে উহার তলদেশে তৌহীদকে (অফুরন্ত) ভাণ্ডারের ন্যায় দেখিতে পাইবে।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, বহু বিষয়ের মূল এক, অথচ বাহ্য আকৃতি বহুবিধ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, একশত ছেব ফলের আকৃতি শতটি। কিন্তু সারাংশ সবারই এক। বৈদ্যুতিক বাল্ব হয়ত লাগান হইয়াছে দশটি। কিন্তু সবগুলির আলো একটি। কেননা, কেহই পার্থক্য করিতে পারিবে না যে, কোন্ বাতির আলো কতটুকু এবং কোন আলো কোন্ বাতির। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্যিক আকৃতিই শুধু একত্বের গণ্ডিতে থাকিতে চাহে না। কিন্তু হাকীকত সকলেরই এক। এদিকেই মাওলানা (রঃ) ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টি ও কল্পনাকে ঊর্ধ্বে নিয়া চল, বাস্তব সত্তার প্রতি দৃষ্টি কর; তাহা হইল বুঝিতে পারিবে, বাস্তবে সত্তা মাত্র একটি, প্রকৃত সত্তাবান মাত্র একজন। তখনই প্রত্যেক বস্তুতে শুধু একত্বই দেখিতে পাইবে।

ওয়ার তু নাগদাযী এনাইয়াত হায়ে উ ور تونـگـدازی عنـایـت هائے او
হাম গুদাযাদ আয় দেলাম মাওলায়ে উ هم گدازد اے دلم مولائے او

আর যদি তুমি (রিয়াযত-মোজাহাদা করিয়াও) বাহ্য বস্তুসমূহ হইতে তোমার দৃষ্টিকে সরাইতে না পার, (তবে কোন চিন্তা করিও না।) স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ (তোমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে, ফলে) তোমাকে যাহেরী বস্তু হইতে মনোযোগহীন করিয়া দিবে। হে শ্রোতা! শোন, আমার হৃদয়টুকু তাঁহারই ক্রীতদাস।

উ নুমাইয়াদ হাম বদেলহা খেশ্‌রা — او نمـایـد هم بدلهـا خویش را
উ বাদোযাদ খেরকায়ে দরবেশরা — او بـدوزد خرقـهٔ درویش را

তিনি (চক্ষে পরিদৃষ্ট হন না, বরং) অন্তরে স্বীয় তাজাল্লী দেখাইয়া থাকেন এবং তিনিই দরবেশের পোশাক সিলাই করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় তাজাল্লী দ্বারা আশেকের ভাঙ্গাচুরা হৃদয়ে শান্তি দান করিয়া থাকেন।

মোমবাসেত বুদেম ও এক গাওহার হামা — منبسـط بودیـم و یك گوهـر همـه
বে সারও বে পা বুদেম আঁ সার হামা — بے سروبے پا بودیـم آں سرهـمـه

আমরা (যখন রূহের জগতে ছিলাম, তখন) সকলে একই ধরনের ছিলাম, সেই জগতে আমরা (হাত) পা, মাথা (—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) বিশিষ্ট ছিলাম না।

রূহের জগতে অবস্থানকালে (নূরের তৈরী) যাবতীয় রূহ এক ছিল। ইহজগতে আগমনের পর সকল রূহই ভিন্ন ভিন্ন দেহে, পৃথক পৃথক নামে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মূলে সকলেই ছিল এক।

এক গহর বুদেম হামচূঁ আফতাব — ایـك گهـر بودیـم همـچـوں آفتـاب
বে গিরাহ বুদেম ও ছাফী হামচূঁ আব — بے گره بودیـم و صـافی همـچـوں آب

আমরা সূর্যের ন্যায় একই সত্তা ছিলাম (আমরা বহু এবং বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ছিলাম না), পানির ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ছিলাম এবং (কোন বস্তুতে) আবদ্ধ ছিলাম না।

চূঁ বাছুরত আমদাঁ নূরে সারাহ — چوں بصـورت آمـد آں نور سره
শোদ আদদ চূঁ সাইয়াহায়ে কুংগুরাহ — شد عدد چوں سایـهـائے کنـگـره

ঐ খালেছ নূর যখন দৈহিক আকৃতি ধারণ করিল, (দেহের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইল,) তখন গম্বুজের ছায়ার ন্যায় সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া গেল।

অর্থাৎ, সূর্যের আলো একটি, কিন্তু মিনারের চূড়া, গম্বুজের দিক এবং কোণ কয়েকটি হওয়ার কারণে ঐ আলোর ছায়া জমিনের উপর কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

কুংগুরাহ বীরাঁ কুনেদ আয মাঞ্জানীক — کنـگـره ویـراں کنـیـد از منـجـنیق
তা রাওয়াদ ফরক আয মিয়ানে ঈঁ ফরীক — تا رود فرق از مـیـان ایـں فریـق

মাঞ্জানীকের সাহায্যে গম্বুজসমূহ বিধ্বস্ত কর, যাহাতে ঐ রূহসমূহের মধ্য হইতে পার্থক্য উঠিয়া যায়।

হে সত্যান্বেষী! মাঞ্জানীক অর্থাৎ গোলা-নিক্ষেপণ যন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ, রিয়াযত-সাধনার দ্বারা জড়তার এই চূড়াগুলি বিধ্বস্ত করিয়া ফেল, তাহা হইলে রূহসমূহ হইতে পার্থক্য উঠিয়া যাইবে।

আম্বিয়া আলাইহিস্‌সালামের প্রতি নির্দেশ ছিল, প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী তাহার সহিত বাক্যালাপ করিও। কেননা, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অজ্ঞ, সে উহা বুঝিতে পারিবে না। আর ইহা তাহাদের জন্য ক্ষতিজনক। হাদীছে আছেঃ

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمِرْنَا اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমরা যেন প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব মর্যাদা ও শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য রাখি।

শরহে ঈঁ রা গোফতামে মান আয মেরে — شرح ایں را گفتمے من از مرے
লেকে তরসাম তা না লগযাদ খাতেরে — لیک ترسم تا نہ لغزد خاطرے

আমার ইচ্ছা ছিল এই বিষয়টির ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে দলীল-প্রমাণসহ করিব, কিন্তু আমার আশংকা হইল, কোন (স্বল্পবুদ্ধি লোকের) অন্তর যেন বিভ্রান্তিতে পতিত না হয়।

নুকতা হা চূঁ তেগে আলমাসাস্ত তেয — نکتہا چوں تیغ الماس ست تیز
গর না দারী তু সেপার ওয়াপেস গুরেয — گر نداری تو سپر واپس گریز

অনেক সূক্ষ্ম বিষয় এরূপ আছে, যাহা ধারালো তরবারির ন্যায় তীক্ষ্ণ। যদি তোমার নিকট (ধীশক্তির মজবুত) ঢাল না থাকে, তবে পলায়ন কর।

পেশে ঈঁ আলমাস বেইসপার মাইয়া — پیش ایں الماس بے اسپر میا
কেয বুরীদান তেগেরা নাবওয়াদ হায়া — کز بریدن تیغ را نبود حیا

এই হীরার ধারবিশিষ্ট তলোয়ারের সম্মুখে ঢাল ব্যতীত আসিও না; কেননা, কাটিয়া ফেলিতে তলোয়ার একটুও দ্বিধাবোধ করে না।

অর্থাৎ, শ্রোতাদের মধ্যে যদি ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদের সূক্ষ্ম বিষয় ও গুপ্ত রহস্য অনুধাবন করার যোগ্যতা না থাকে, তবে তাহাদের উপর বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যদ্দরুন তাহাদের আকীদা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, যাহাদের এই সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবনের যোগ্যতা নাই, এই ময়দানে তাহাদের পদক্ষেপ করা অনুচিত।

যী সবব মান তেগ করদাম দর গেলাফ — زیں سبب من تیغ کردم در غلاف
তা কে কাযখানে না খানাদ বরখেলাফ — تاکہ کژ خوانے نخواند بر خلاف

এই কারণে আমি তলোয়ার কোষবদ্ধ করিয়া ফেলিলাম, (—বর্ণনা পরিত্যাগ করিলাম) যাহাতে কোন বক্র পাঠক বিপরীত না বুঝে।

আমাদেম আন্দর তামামী দাস্তাঁ — آمدیم اندر تمامی داستاں
দর ওয়াফাদারীয়ে জময়ে দোস্তাঁ — در وفاداری جمع دوستاں

এখন আমি কাহিনীর অবশিষ্ট অংশটুকু শুনাইতেছি। শুন, উযীরের সমস্ত (মুরীদ) বন্ধুগণ উযীরের অন্তিমকালীন অছিয়ত কেমন সুন্দরভাবে পালন করিল।

## প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে নেতাদের পরস্পর যুদ্ধ ও তরবারি কোষমুক্তকরণ

কেয পাসে ঈঁ পেশওয়া বরখাস্তান্দ — کز پس ایں پیشوا بر خاستند
বর মকামাশ নায়েবে মী খাস্তান্দ — بر مقامش نائبے می خواستند

মুরীদগণ এই পুরোহিতের তিরোধানের পর উঠিয়া তাহার স্থলে একজন প্রতিনিধি (গদিনশীন) নিযুক্ত করিতে চাহিল।

এক আমীরে যাঁ আমীরাঁ পেশে রাফত্ — یك امیر زاں امیراں پیش رفت
পেশে আঁ কওমে ওয়াফা আন্দেশ রাফত — پیش آں قوم وفا اندیش رفت

সর্দারগণের মধ্য হইতে এক সর্দার সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং ঐ প্রভুভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল।

গোফত্ ঈনাক নায়েবে আঁ মরদ মান — گفت اینك نائب آں مرد من
নায়েবে ঈসা মানম আন্দর যমান — نائب عیسے منم اندر زمن

এবং বলিল, বর্তমানে আমিই তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, এই যুগে আমিই শুধু হযরত ঈসা আলাইহিস্-সালামের প্রতিনিধি।

ঈনাক ঈঁ তূমার বোরহানে মানাস্ত — اینك ایں طومار برهان من ست
কীঁ নাইয়াবত বা'দায্ আঁ মানাস্ত — کایں نیابت بعد ازو آں من ست

দেখ, এই বিধান-পুস্তক আমার প্রমাণ যে, তাঁহার তিরোধানের পর এই প্রতিনিধিত্ব আমার প্রাপ্য।

আঁ আমীরে দেগার আমদ আয কামী — آں امیرے دیگر آمد از کمیں
দা'ওয়ায়ে উ দর খেলাফত বুদ হামীঁ — دعوی او در خلافت بد همیں

অন্য একজন সর্দার (ওঁৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, সে) নিজ স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহারও সেই খেলাফতের দাবী ছিল।

আয বগল উ নীয তূমারে নামূদ — از بغل او نیز طومارے نمود
তা বর আমদ হার দোরা খাশমো জহুদ — تا برآمد هر دو را خشم و جحود

সেও স্বীয় বগল হইতে একটি বিধান-পুস্তক বাহির করিয়া দেখাইল। ইহাতে তাহারা উভয়ে রোষে ফাটিয়া পড়িল এবং একে অন্যকে অস্বীকার করিতে লাগিল।

আঁ আমীরানে দিগার এক এক কাতার — آں امیران دیگر یك یك قطار
বর কাশীদাহ তেগহায়ে আবদার — برکشیده تیغهائے آبدار

বাকী অন্যান্য সর্দারগণ (-ও নিজ নিজ সেনাদলের) এক একটি সারি খাড়া করিয়া চমকদার ধারাল তলোয়ার হস্তে ধারণ করিল।

হার একে রা তেগ ও তুমারে বাদাস্ত — هریکی را تیغ و طوماری بدست
দর হাম উফতাদান্দ চুঁ পীলানে মস্ত — درهم افتادند چون پیلان مست

প্রত্যেক সর্দারের হাতে তলোয়ার এবং (উযীর প্রদত্ত) বিধান-পুস্তক, তাহারা সকলে একে অন্যের উপর উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হার আমীরে দাশ্‌ত খায়লে বেকারাঁ — هر امیری داشت خیلی بیکران
তেগহারা বর কাশীদান্দ আয মিয়াঁ — تیغها رابرکشیدند از میان

প্রত্যেক সর্দারের সহিত অসংখ্য সৈন্য ছিল, সকলেই তখন তলোয়ার কোষমুক্ত করিল।

ছদ্‌ হাযারাঁ মর্দ তরসা কোশতা শোদ — صد هزاران مرد ترسا کشته شد
তা যে সারহায়ে বুরীদাহ্‌ পোশতা শোদ — تا ز سرهائی بریده پشته شد

শত সহস্র খৃষ্টান কাটাকাটি করিয়া নিহত হইল। এমন কি নিহতদের খণ্ডিত মস্তক স্তূপাকার হইয়া গেল।

খুঁরওয়াঁ শোদ হামচুঁ সায়ল আয চুপও রাস্ত — خون روان شد همچون سیل از چپ و راست
কোহ্‌ কোহ্‌ আন্দর হাওয়া যী গার্দখাস্ত — کوه کوه اندر هوا زین گرد خاست

ডানে-বামে প্লাবনের মত রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, এই (যুদ্ধের) কারণে পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া ধুলা উড়িতে লাগিল।

তোখমহায়ে ফেৎনাহা কো কেশতাবুদ — تخمهائی فتنههاکو کشته بود
আফতে সরহায়ে ঈঁশা গাশতাবুদ — آفت سرهائی ایشان گشته بود

সেই ধূর্ত উযীর যেই ফেতনার বীজ বপন করিয়া গিয়াছিল, তাহা খৃষ্টানদের মস্তকসমূহের জন্য বিপদ হইল।

জওযহা বেশকাস্ত ওয়াঁকো মগয দাশ্‌ত — جوزها بشکست و آنکو مغز داشت
বাদে কোশ্‌তান রূহে পাক নগয দাশ্‌ত — بعد کشتن روح پاك نغز داشت

(এই হাঙ্গামায় যাহারা নিহত হইল, মনে কর তাহারা) আখরোট (ছিল, যাহা) ভাঙ্গা হইয়াছে আর (উহাদের মধ্যে) যাহারা (সত্যিকারের ধর্মানুগত ও এবাদতের) শাঁসস্বরূপ ছিল, নিহত হওয়ার পর তাহাদের রূহ পাক ও পবিত্র হইয়া গেল।

খৃষ্টানদের মধ্যে কিছু কিছু লোক খৃষ্টধর্মের সত্যিকারের অনুসারী খাঁটি ধার্মিকও ছিল, তাহাদের রূহ নির্মল ও স্বচ্ছ ছিল। তাহারা উযীরের ধোঁকাবাজি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং উযীরের দাগাবাজি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। মাওলানাও ইতিপূর্বে এদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই হাঙ্গামায় এই ধরনের কিছুসংখ্যক নেককার লোকও নিহত হইয়াছিল। এই নেককারদের সম্পর্কে বলিতেছেন—নিহত হওয়ায় তাহাদের দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষতি হয় নাই; কারণ, তাহারা নিহত হইয়া দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়া আরও অধিক পবিত্রতা ও শান্তি লাভ করিয়াছে। এখন সাধারণভাবে মৃত্যুর পরের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

কোশতানও মুরদান কে বর নকশে তনাস্ত — کشتن ومردن که برنقش تن ست
চূঁ আনারো সেব রা বেশকাস্তানাস্ত — چون انار و سیب را بشکستن ست

নিহত এবং মৃত্যু বাহ্য দেহের উপর হইয়া থাকে, উহার দৃষ্টান্ত ছেব ফল ও আনার ফল ভাঙ্গার মত।

আঁচে শীরীনাস্ত আঁ শোদ ইয়ার দাঙ্গ — آنچه شیرین ست آں شد یار دانگ
ওয়াঁচে বুসীদাস্ত নাবওয়াদ গায়রে বাঙ্গ — وآنچه بوسیده ست نبود غیر بانگ

ইহাদের যে ফলটি মিষ্ট উহা মূল্যবান হয়, আর যেইটি পচা উহাতে কটাস করিয়া ভাঙ্গার শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই।

আঁচে পোর মগযাস্ত চূঁ মোশকাস্ত পাক — آنچه پر مغزست چوں مشك ست پاك
ওয়াঁচে বুসীদাস্ত নাবওয়াদ গায়রে খাক — وآنچه بوسیده ست نبود غیر خاك

উহাদের মধ্যে যেইটির ভিতরে শাঁস আছে উহা খাঁটি কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত, আর যাহা পচা তাহা মাটির চেয়ে অধিক মূল্যের নহে।

আঁচে বা মা'নীস্ত খোদ পয়দা শাওয়াদ — آنچه با معنی ست خود پیدا شود
আঁচে বে মানীস্ত খোদ রোসওয়া শাওয়াদ — آنچه بے معنی ست خود رسوا شود

ফলকথা, যাহা গুণবিশিষ্ট উহা গুণসহ প্রকাশিত হয়, আর যাহা গুণহীন উহা অপদস্থ হয়।

মোটকথা, এই যুদ্ধে নেককার খৃষ্টানগণ মৃত্যুর পর উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। মাওলানা এখানে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, না হেয় ও লাঞ্ছিত, এই মীমাংসা হইয়া যায়। আনার কিংবা আখরোট ভাঙ্গিলে উহার আভ্যন্তরীণ গুণাগুণের মীমাংসা হইয়া যায়। অনুরূপভাবে মানুষের দেহের আবরণে আবৃত রূহানী ফযীলত-সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কিংবা নফসানী হীন স্বভাবসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়ে, যাহা দৈহিক জীবনের পর্দার অন্তরালে ঢাকা ছিল।

রাও বামা'নী কোশ আয় ছুরত পোরোস্ত — روبمعنی کوش اے صورت پرست
যাঁকে মা'নী বর তনে ছুরত পারাস্ত — زانکه معنی بر تن صورت پرست

হে বাহ্য আকৃতির পূজারী! যাও, রূহানী ফযীলত হাসিল করার চেষ্টা কর। কেননা, রূহানী ফযীলত বাহ্য আকৃতির জন্য পালকস্বরূপ।

হামনাশীনে আহলে মা'নী বাশ তা — همنشین اهل معنی باش تا
হাম আতা ইয়াবী ও হাম বাশী ফাতা — هم عطا یابی و هم باشی فتی

ফযীলতওয়ালাদের সংসর্গে থাক, তাহা হইলে (তাহাদের সংসর্গের কল্যাণে) তুমি (ফযীলতরূপ পুরস্কারে) পুরস্কৃত হইবে এবং যুবক (—আরেফ ও ওলী) হইয়া যাইবে।

রূহানী ফযীলতকে পালক বলার তাৎপর্য এই যে, পাখীর পালক যেমন তাহাকে শূন্যমণ্ডলে বহু উচ্চে উড্ডয়ন করে, তদ্রূপ মানুষ তাহার রূহানী গুণের দ্বারা এই দেহকে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠাইয়া লয়।

জানে বেমা'নী দরীঁতন বে খেলাফ — جان بے معنی دریں تن بے خلاف
হাস্ত হামচূঁ তেগে চূবী দর গেলাফ — هست همچوں تیغ چوبیں در غلاف

নিশ্চয়ই এই দেহের মধ্যে অর্থহীন প্রাণের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কাঠের তলোয়ার কোষের মধ্যে আবদ্ধ।

তা গেলাফান্দার বুওয়াদ বা কীমাতাস্ত — تا غلاف اندر بود باقیمت ست
চূঁ বেরূঁ শোদ সোখতান রা আলতাস্ত — چوں بروں شد سوختن را آلت ست

যে পর্যন্ত (কাঠের তলোয়ার) কোষবদ্ধ থাকে, সে পর্যন্ত দামী বলিয়া মনে হয়; যখন কোষমুক্ত হয় তখন বুঝে আসে ইহা জ্বালানী কাঠ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধর্মের কাজ করে না ও রূহানী ফযীলতশূন্য থাকে, যতদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি মানব আকারে থাকে, ততদিন তাহাকে মানুষ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর যখন মানবীয় লেবাস খসিয়া যায়, তখন জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠে পরিণত হয়।

তেগে চূবীরা মাবার দর কারেযার — تیغ چوبی را مبر در کارزار
বেংগার আউয়াল তা নাগারদাদ কারযার — بنگر اول تا نگردد کار زار

কাঠের তলোয়ার লইয়া যুদ্ধে গমন করিও না; প্রথমেই দেখিয়া লও, যেন (পরিণামে) কাজ মন্দ না হয়।

ওয়ার বুওয়াদ চূবী বেরাও দীগার তলব — ور بود چوبی برو دیگر طلب
ওয়ার বুওয়াদ আলমাস পেশ আ বা তরব — ور بود الماس پیش آ با طرب

তোমার তলোয়ার কাঠের হইলে যাও, অন্যটি তালাশ কর; ইস্পাতের তৈরী হয়, তবে সানন্দে সম্মুখে অগ্রসর হও।

অর্থাৎ, দ্বীনের কাজে তোমার মধ্যে ত্রুটি থাকিলে সংশোধন করিয়া লও, যেন কিয়ামতে কোন অসুবিধা না হয়; দ্বীনের অবস্থা সন্তুষ্টজনক হইলে কোন ভয় নাই।

তেগ দর যাররাদ খানা আওলিয়াস্ত — تیغ در زراد خانه اولیاست
দীদনে ঈশাঁ শোমারা কীমিয়াস্ত — دیدن ایشاں شمارا کیمیاست

যে তলোয়ার তোমার প্রয়োজন, উহা আওলিয়াগণের অস্ত্রাগারে মওজুদ আছে। ঐ আওলিয়াগণের দীদার তোমার জন্য স্পর্শমণি।

অর্থাৎ, রূহকে তরবারির ন্যায় চমকদার বানাইতে হইলে ওলীগণের সংসর্গ অবলম্বন কর।

জুমলা দানাইয়াঁ হামীঁ গোফতা হামীঁ — جمله دانایاں همیں گفته همیں
হাস্ত দানা রাহমাতুল লিল আলামীঁ — هست دانا رحمت للعالمیں

গার আনারে মী খরী খান্দাঁ বেখার — گر اناری میخری خنداں بخر
তা দেহাদ খান্দা যেদানা উ খবর — تا دهد خنده ز دانه او خبر

সকল (সুধীবৃন্দ এবং) জ্ঞানীগণ শুধু একথাই বলিয়াছেন। বস্তুত সুধীবৃন্দ বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ যে, তুমি যদি আনার ক্রয় কর, তবে মুখ ফাটা দেখিয়া ক্রয় করিও। কেননা, আনারের মুখ ফাটিয়া যাওয়া উহা মিষ্ট হওয়ার লক্ষণ।

ফাটা আনার যেরূপ নিজেকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ যাঁহারা আল্লাহ্‌ওয়ালা কামেল বুযুর্গ, তাঁহাদের বাতেনী কামালত ও ফযীলত এবং রূহানী নূরসমূহ বাহ্য প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা অনুমান করা যায়—যেমন তাঁহাদের মধ্যে পয়গম্বরী স্বভাব পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাদের সংসর্গে বসিলে অন্তরে শান্তি লাভ হয়, তাঁহাদের কথায় ও কাজে এখলাছ ও নিঃস্বার্থতা ফুটিয়া উঠে, তাঁহাদের বাণী শ্রবণে অনুসারীদের অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বত পয়দা হয়। এ ধরনের বুযুর্গদিগকে নিজেদের পথপ্রদর্শক এবং অগ্রনায়ক স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত।

আয় মোবারক খান্দাআশ কো আযদাহাঁ    ای مبارک خنده اش کو از دهان
মী নুমাইয়াদ দেল চু দুর্‌র আয দরজে জাঁ    مینماید دل چو در از درج جان

ওহে শ্রোতা! শোন, ঐ ব্যক্তির হাস্যোজ্জ্বল মুখ শুভ হোক, যিনি স্বীয় হাস্যোজ্জ্বল মুখের আকৃতি দ্বারা হৃদয়ের সিন্দুক হইতে মুক্তাবৎ (স্বচ্ছ ও নির্মল) অন্তর প্রকাশ করিয়া থাকেন।

না মোবারক খান্দা আঁ লালা বুদ    نامبارک خنده آں لاله بود
কেয দাহানে উ সাওয়াদে দেল নমুদ    کز دهان او سواد دل نمود

আর অশুভ হাসি ঐ পুষ্পবৎ, যাহার মুখ হইতে অন্তরের কালিমা দৃষ্ট হয়।

যেহেতু কোন ভণ্ড পীর বুযুর্গীর দাবী করিয়া বাহ্যত মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজের মধ্যে সৎ স্বভাবের খোলস পরিধান করিয়া থাকে। তাই তাহাদের এই বাহ্যিক গুণগুলিকে ফুল ফোটার সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, ধুরন্ধর ও ধোঁকাবাজ লোকেরাও সৎ স্বভাবের প্রহসন দেখাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের এই প্রহসন বাতেনী কামাল ও মান-মর্যাদার পরিচয় এবং সাক্ষ্য দেওয়া তো দূরের কথা, আভ্যন্তরীণ মলিনতা ও কলুষতা প্রকাশ করিয়া দেয়। কেননা, তাহাদের সংসর্গে যাহারা বসে, তাহাদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিস্তৃত হয়।

নারে খান্দাঁ বাগরা খান্দাঁ কুনাদ    نار خنداں باغ را خنداں کند
ছোহবতে মরদানাত আয মরদাঁ কুনাদ    صحبت مردانت از مرداں کند

তাজা আনার (যেরূপ) বাগানকে তরুতাজা করিয়া দেয়, (তদ্রূপ) আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সংসর্গ তোমাকে আল্লাহ্‌ওয়ালা বানাইয়া দিবে।

এক যমানে ছোহবতে বা আওলিয়া    یک زمانے صحبت با اولیا
বেহতরায ছদ সালা তা'আত বেরীয়া    بهتر از صد ساله طاعت بے ریا

ওলীআল্লাহ্‌দের খেদমতে কিছুক্ষণ উপস্থিত থাকা শত বৎসরের খালেছ এবাদতের চেয়েও উত্তম।

কেননা, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সংসর্গের ওছিলায় কলবের একাগ্রতা (হুযূরী কল্‌ব) নছীব হয়। আর একাগ্রতার (—হুযূরী কলবের) সহিত কিছুক্ষণ এবাদত করা একাগ্রতাহীন বহু বৎসরের এবাদতের চেয়ে উত্তম।

গারতূ সঙ্গে খারা ও মর মর শবী    گر تو سنگ خارا و مرمر شوی
চুঁ বা ছাহেবে দেল রসী গাওহার শবী    چوں بصاحب دل رسی گوهر شوی

যদি তুমি কঠিন পাথর কিংবা মর্মর প্রস্তরও হও, তবুও যখন তুমি আল্লাহ্র কোন ওলীর সাক্ষাৎ লাভ করিবে, তখন তাঁহার বরকতে মুক্তা (কামেল) হইয়া যাইবে!

মেহরে পাকাঁ দরমিয়ানে জাঁ নেশাঁ — مهر پاکاں درمیان جاں نشاں
দেল মাদেহ ইল্লা বা মেহরে দেল খোশাঁ — دل مده الا بمهر دل خوشاں

অতএব, পবিত্র লোকদের মহব্বত অন্তরে স্থান দাও, কিন্তু অন্তরতুষ্ট লোক ব্যতীত কাহাকেও হৃদয় দিও না। যেসমস্ত ওলীআল্লাহ্র দুনিয়াবী কোন পেরেশানী নাই, তাঁহারাই অন্তরতুষ্ট লোক।

কোয়ে নাওমীদী মারাও উম্মীদ হাস্ত — کوئے نومیدی مرو امید هاست
সূয়ে তারীকী মারাও খোরশীদ হাস্ত — سوئے تاریکی مرو خورشید هاست

নিরাশার পথে চলিও না, (আল্লাহ্র রহমতে) বহু আশা আছে; অন্ধকারের দিকে পা বাড়াইও না; বহু সূর্য (দীপ্তিমান) রহিয়াছে।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, যে-সে লোকের উপর আসক্ত হইও না, ওলীদের মহব্বত অন্তরে স্থান দিও। এখন বলিতেছেন, একথা মনে করিও না যে, এমন কামেল লোক কোথায় পাইব যে, তাঁহার নিকট যাইব? এরূপ কল্পনা করিও না। কেননা, ইহা তো নিরাশার কথা। নিরাশ হইও না, বহু দীপ্তিমান সূর্য অর্থাৎ, কামেল লোক বিদ্যমান আছেন; কিন্তু খবরদার, ভণ্ড ও ধোঁকাবাজের পাল্লায় পড়িও না। আল্লাহওয়ালা কামেল বুযুর্গ অন্বেষণ কর, তাঁহারা লুক্কায়িত থাকিলেও দুষ্প্রাপ্য নহে, অন্বেষণ করিতে থাক।

দেল তোরা দর কোয়ে আহলে দেল কাশীদ — دل ترا در کوئے اهل دل کشید
তন তোরা দর হবসে আবো গেল কাশীদ — تن ترا در حبس آب و گل کشید

তোমার দেল তোমাকে ওলীদের দরবারে পৌঁছাইয়া দিবে, (দৈহিক ভোগ-বিলাসে মশগুল থাকিয়া অলসতা করিও না। কেননা) দেহ তোমাকে কাদামাটির কারাগারের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

হী গেযায়ে দেল বেদেহ্ আয হাম দেলে — هین غزائے دل بده از همدلے
রাও বোজো একবাল রা আয মোকবেলে — رو بجو اقبال را از مقبلے

(তোমার দেলের ন্যায় যাহাদের দেল আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট, এমন) সম-দেলের নিকট হইতে দেলের খোরাক দান কর। যাও, কোন ভাগ্যবান হইতে সৌভাগ্য অন্বেষণ কর।

অর্থাৎ, বাতেনী উন্নতি করার জন্য কামেল পীরের খেদমতে থাকা দরকার।

দাস্ত যান দর যায়লে ছাহেব দৌলতে — دست زن در ذیل صاحب دولتے
তা যে আফযালাশ বাইয়াবী রাফ'আতে — تا ز افضالش بیابی رفعتے

কোন দৌলতওয়ালা লোকের আঁচল ধর, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা দৃষ্টি ও অনুগ্রহের কল্যাণে তুমি বাতেনী উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে।

ছোহবতে ছালেহ তোরা ছালেহ কুনাদ — صحبت صالح ترا صالح کند
ছোহবতে তালেহ তোরা তালেহ কুনাদ — صحبت طالح ترا طالح کند

কেননা, নেক লোকের সংসর্গ তোমাকে নেককার বানাইয়া দিবে, আর বদ লোকের সংসর্গ তোমাকে বদ্‌বখ্‌ত বানাইয়া দিবে।

জানিয়া রাখ, সংসর্গের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করার জো নাই। অতএব, কোন নেককার আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংসর্গ অবলম্বন কর। কেননা, আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাদের সংসর্গে থাকিয়া মানুষ ফেরেশতা-সদৃশ হইয়া যায়, আর শয়তানের সংসর্গে থাকিলে ফেরেশতা-স্বভাবও শয়তান হইয়া যায়।

## ইঞ্জীলে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রশংসার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বুদ দর ইঞ্জীল নামে মোস্তফা — بود در انجیل نام مصطفی
আঁ সারে পয়গাম্বরাঁ বাহ্‌রে ছাফা — آں سر پیغمبراں بحر صفا

ইঞ্জীল কিতাবে জনাব রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লিখিত ছিল, যিনি সমস্ত পয়গম্বরের সরদার এবং (মহব্বতে এলাহী ও আধ্যাত্মিক) নির্মলতার সাগর।

বুদ্ যেকরে হিলইয়াহা ও শাকলে উ — بود ذکر حلیه ها و شکل او
'বুদ্ যেকরে গায্‌বো ছওমো আকলে উ — بود ذکر غزو و صوم و اکل او

ইঞ্জীল কিতাবে তাঁহার অবয়ব-আকৃতি ও দৈহিক গঠন লিখিত ছিল, তাঁহার জেহাদ, রোযা, পানাহারের (রীতি-নীতির) বিবরণও লিপিবদ্ধ ছিল।

তায়েফা নাছরানিয়াঁ বাহ্‌রে ছওয়াব — طائفه نصرانیاں بهر ثواب
চুঁ রসীদান্দে বদাঁ নামো খেতাব — چوں رسیدندی بداں نام و خطاب

বুসা দাদান্দে বদাঁ নামে শরীফ — بوسه دادندی بداں نام شریف
রো নেহাদান্দে বদাঁ ওয়াছফে লতীফ — رو نهادندی بداں وصف لطیف

নাছারাদের একটি দলের অভ্যাস ছিল, ইঞ্জীল কিতাব তেলাওয়াত করার সময় যখন সেই পবিত্র নাম ও পদবী স্থানে পৌঁছিত, তখন ছওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম মোবারকের উপর চুম্বন করিত এবং তাঁহার পবিত্র প্রশংসার উপর (মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত) মুখমণ্ডল রাখিত।

আন্দরীঁ ফেৎনা কে গোফতাম আঁ গেরোহ — اندریں فتنه که گفتم آں گروه
আয়মান আয ফেৎনা বুদান্দ ওআয শেকোহ — ایمن از فتنه بودند و از شکوه

আমরা (পূর্বে) উযীরের যেই ফেতনার কথা বর্ণনা করিয়াছি, উক্ত ঘটনায় এই বিশেষ দলের লোকেরা এই কাজের কল্যাণে (উযীরের) ফেতনা (এবং সর্দারগণের) ভয়-ভীতি হইতে নিরাপদ ছিল।

আয়মান আয্ শররে আমীরাঁ ও ওযীর — ایمن از شر امیران و وزیر
দর পানাহে নামে আহমদ মুস্তাজীর — در پناه نام احمد مستجیر

নাছারার এই দল হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্দারদের গৃহযুদ্ধ এবং উযীরের দুষ্টামি হইতে নিরাপদে ছিল।

নসলে ঈশাঁ নীয হাম বিসইয়ার শোদ  نسل ایشاں نیز هم بسیار شد
নামে আহমদ নাছের আমদ ইয়ার শোদ  نام احمد ناصر آمد یار شد

অন্যান্য নাছারা অপেক্ষা তাহাদের বংশাবলীও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, হুযূরের পবিত্র নাম তাহাদের সহায় এবং সাথী হইয়াছিল।

ওয়াঁ গেরোহ দীগার আয নাছরানিয়াঁ  واں گروه دیگر از نصرانیاں
নামে আহমদ দাশ্তান্দে মোস্তাহাঁ  نام احمد داشتندے مستهاں

নাছারাদের আর একটি দল ছিল, তাহারা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের নামের অবমাননা করিত।

মোস্তাহাঁ ও খার গাশতান্দ আয্ ফেতান  مستهاں و خوار گشتند از فتن
আয ওযীরে শোমে রায়ে শোম ফান  از وزیر شوم رائے شوم فن

তাহারা সকলেই ঐ অশুভ, বদকার, দুষ্টমতি উযীরের ফেতনার পাল্লায় পড়িয়া অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইল।

মোস্তাহানো খার গাশতান্দাঁ ফরীক  مستهان و خوار گشتند آں فریق
গাশতা মাহরূম আয খোদো শর্তে তরীক  گشته محروم از خود و شرط طریق

তাহারা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইল, নিজেদের অস্তিত্ব হারাইল এবং ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইল (কেননা, উক্ত উযীর তাহাদের আক্বীদা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল)।

হাম মুখাব্বাত দ্বীনে শাঁ ও হুকমে শাঁ  هم مخبط دین شاں و حکم شاں
আয পায়ে তূমার হায়ে কায বয়াঁ  ازپئے طومارهائے کژ بیاں

আর (উযীরের) ঐ বিধান-পুস্তকের বক্র-বর্ণনার কারণে তাহাদের ধর্ম এবং আইন-কানুন বিনষ্ট হইয়া গেল।

এখানে দুইটি সম্প্রদায়ের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এক সম্প্রদায়—যাহারা হুযূরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক আলোচনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তাহারা দৈহিক এবং মানসিক উভয় প্রকারের ধ্বংস হইতে হেফাযতে ছিল। দ্বিতীয় সম্প্রদায়—যাহারা হুযূরে পাকের নাম মোবারকের অবমাননা করিত, (নাউযুবিল্লাহ্!) ইহারাই দৈহিক ও রূহানী অধঃপতনে পতিত হইয়াছে। তৃতীয় সম্প্রদায়ের আলোচনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। "শাঁসবিশিষ্ট আখরোট"-এর বর্ণনায় তাহাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা ঐ সম্প্রদায়, যাহারা রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করে নাই এবং নামের অবমাননাও করে নাই। ইহাদের দৈহিক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ, দাঙ্গায় নিহত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের রূহানী কোন ক্ষতি হয় নাই। অর্থাৎ, তাহারা বিপথগামী হয় নাই।

নামে আহমদ চুঁ চুনীঁ ইয়ারী কুনাদ  نام احمد چوں چنیں یاری کند
তাকে নূরাশ চুঁ মদদগারী কুনাদ  تاکه نورش چوں مددگاری کند

যখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মোবারক নামই এরূপ সহায়ক, তখন চিন্তা কর, তাঁহার নূরে মোবারক কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারে।

নামে আহ্‌মদ চুঁ হেছারে শোদ হাছীন — نام احمد چوں حصارے شد حصین
তা চে বাশাদ যাতে আঁ রূহুল আমীন — تاچہ باشد ذات آں روح الامین

যখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক সুদৃঢ় দুর্গ, তখন তাঁহার সত্তা রূহুল আমীন কিরূপ (হেফাযতকারী ও রক্ষক) হইবে!

আমাদের নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূহ এই জন্য বলা হইয়াছে যে, তাঁহার আনুগত্য ও অনুসরণ রূহানী হায়াতের উপায় ও কারণ; এতদ্ভিন্ন তিনি যাহেরী হায়াতেরও কারণ। যেমন, হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ আপনাকে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য না হইলে আমি আসমান-যমীন কিছুই পয়দা করিতাম না। আর ওহীর আমানতদার হিসাবে তাঁহাকে আমীন বলা হইয়াছে।

## ঈসায়ী ধর্ম ধ্বংসের উদ্যোক্তা অপর ইহুদী বাদশাহ্

পূর্বোক্ত ঘটনার সহিত এই ঘটনার যোগ-সূত্র এই যে, এই বাদশাহও হকপন্থীদের শত্রু এবং 'ইহুদী' ছিল। আর পূর্বেকার ঘটনায়ও বাদশাহ্ ছিল ইহুদী। কিংবা উভয় ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, বাতিলপন্থীগণ চিরকাল হকপন্থীদের ক্ষতিসাধনে তৎপর থাকে। কোন সময় রূহানী ক্ষতি করে, কোন সময় দৈহিক ক্ষতি করে, কোন সময় উভয় প্রকারের ক্ষতি করিয়া থাকে। কিংবা উভয় ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য ইহাও হইতে পারে যে, ঈমানী শক্তি মানুষকে প্রত্যেক ফেতনা ও বিপদ হইতে রক্ষা করে। যেমন, পূর্বোক্ত ঘটনায় কোন কোন লোক উযীরের পথভ্রষ্টতা হইতে এবং কেহ কেহ রক্তপাত হইতে নিরাপদে ছিল। তদ্রূপ এই ঘটনায়ও মজবুত ঈমানদারগণ মূর্তিকে সজদা করা হইতে এবং কোন কোন লোক অগ্নিদগ্ধ হওয়া হইতে রক্ষিত ছিল।

বা'দাযী খুঁ রীযে দরমাঁ না পাযীর — بعد ازیں خوں ریز درماں ناپذیر
কাঁ দর উফতাদ আয বালায়ে আঁ ওযীর — کاندر افتاد ازبلائے آں وزیر

এক শাহ দীগার যে নসলে আঁ জাহুদ — یك شه دیگر زنسل آں جہود
দর হালাকে কওমে ঈসা রো নামুদ — در هلاك قوم عیسے رو نمود

(উপরে বর্ণিত) উযীরের প্রতারণায় এই অপূরণীয় রক্তপাতের পর হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের কওমকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদী বাদশাহ্‌র বংশ হইতে অপর এক বাদশাহ্‌র আবির্ভাব হইল।

গার খবর খাহী আযীঁ দীগার খুরুজ — گر خبر خواهی ازیں دیگر خروج
সূরা বরখাঁ ওয়াস্‌সামা যাতিল বরুজ — سوره برخوان والسما ذات البروج

দ্বিতীয় ঘটনার তথ্য যাচাই করার যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সূরায়ে বুরুজ (তফসীরসহ) পড়।

মুসলিম শরীফে (ঘটনাটি নিম্নরূপ) বর্ণিত আছে। প্রাগৈসলামী যুগে এক বাদশাহ ছিল, বাদশাহের সাঙ্গ-পাঙ্গদের মধ্যে একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া বাদশাহকে বলিল, আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। আমার নিকট ধীশক্তিসম্পন্ন একটি ছেলে পাঠাও, আমি তাহাকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া যাইব। জাদুকরের কথামতে একটি বালক তাহার নিকট প্রেরণ করা হইলে জাদুকর তাহাকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিল। জাদুকরের নিকট যাতায়াত পথে একজন পাদ্রী বাস করিত। বালক মাঝে মাঝে তাহার নিকট বসিয়া তাহার বাণী শ্রবণ করিত। পাদ্রীর কথাবার্তা শুনিয়া বালক খুবই সন্তুষ্ট হইল। তারপর বালক জাদুকরের নিকট গমনপথে রীতিমত পাদ্রীর নিকট বসিতে লাগিল। পথিমধ্যে বালক কোথাও দেরী করে মনে করিয়া জাদুকর বালককে শাসন করিল। বালক পাদ্রীর নিকট অভিযোগ করিলে পাদ্রী শিখাইয়া দিল যে, আমার নিকট আসার কারণে জাদুকরের নিকট যাইতে দেরী হইয়াছে এই ভয় করিলে বলিও— বাড়ীতে কাজ ছিল, কাজেই আসিতে দেরী হইয়াছে। আর বাড়ী যাইতে দেরী হইয়াছে—এই সন্দেহ হইলে বলিও, জাদুকরের নিকট দেরী হইয়া গিয়াছে। মোটকথা, বালক জাদুকরের নিকট হইতে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করার সাথে সাথে পাদ্রীর নিকট হইতে ধর্মবিদ্যাও শিক্ষা করিতে লাগিল। তখনকার যুগে সত্য ধর্ম ছিল খৃষ্টধর্ম। হঠাৎ একদিন বালক দেখিতে পাইল, বিরাট এক জন্তু পথিমধ্যে বসিয়া লোকের যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া রহিয়াছে। পথের দুই ধারে জনতার বিরাট ভীড় জমিয়াছে। বালক মনে মনে বলিল, আজ আমি পরীক্ষা করিব, জাদুকর ভাল, না পাদ্রী ভাল? অতঃপর সে একখানা প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া বলিতে লাগিল, আয় আল্লাহ্! জাদুকরের (কার্যাবলী হইতে) পাদ্রীর কাজ যদি তোমার নিকট পছন্দনীয় হয়, তাহা হইলে এই প্রস্তরাঘাতে ভয়ংকর জন্তুটির মৃত্যু ঘটাইয়া মানুষ চলাচলের পথ সুগম করিয়া দাও। বালক ইহা বলিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটি মারা গেল। লোকজন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। বালক পাদ্রীর নিকট গিয়া ঘটনার আদ্যন্ত বর্ণনা করিল। এতদ্শ্রবণে পাদ্রী বালককে বলিল, বৎস! আজ হইতে আমার চেয়েও তুমি অধিক উত্তম ও মর্যাদাবান। তোমার মর্তবা বহু উন্নত হইয়াছে। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমার উপর বিপদ অত্যাসন্ন। অতএব, তুমি আমার কথা প্রকাশ করিও না। অতঃপর ঐ বালক কুষ্ঠ, জন্মান্ধ, শ্বেত রোগী এবং অন্যান্য দুরারোগ্য রোগীদিগকে নিরাময় করিতে লাগিল। বাদশাহের একজন মোসাহেবও অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বালকের অলৌকিক চিকিৎসা-ক্ষমতার সংবাদ শুনিয়া বহু হাদিয়া-তোহ্ফাসহ বালকের নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে যদি তুমি সুস্থ করিয়া দিতে পার, তবে যাহাকিছু দেখিতেছ সবই তোমার। বালক উত্তরে বলিল, আমি তো কাহাকেও আরোগ্য করি না, আরোগ্য করেন একমাত্র আল্লাহ্। অতএব, তুমি যদি মুসলমান হও, আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর, তবে আমি দো'আ করিব, আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য করিবেন। সে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিল, আল্লাহ্ তাহাকে আরোগ্য করিলেন। অতঃপর সে বাদশাহের দরবারে যাইয়া বাদশাহের নিকট বসিল। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দর্শনশক্তি কে ফিরাইয়া দিল? সে উত্তরে বলিল, আমার রব! বাদশাহ্ বলিল, আচ্ছা, আমি ব্যতীত তোমার অন্য কোন রব আছে নাকি? উত্তরে সে বলিল, আমার রব এবং আপনার রব একমাত্র আল্লাহ্।

এতদ্শ্রবণে বাদশাহ তাহাকে পাকড়াও করিয়া শাস্তি দিতে আরম্ভ করিল, ইহাতে সে বালকের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। তারপর বালককে উপস্থিত করা হইল। বাদশাহ্ বলিল, তোমার জাদু-মন্ত্র এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, তুমি জন্মান্ধ, শ্বেত রোগী ও নানা ধরনের রোগীকে ভাল

করিতে পার। বালক উত্তর করিল, আমি তো আরোগ্য করি না, আরোগ্য করেন আল্লাহ্ তা'আলা। ইহা শুনিয়া তাহাকেও পাকড়াও করিয়া শাস্তি দিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত বালক পাদ্রীর কথা প্রকাশ করিয়া দিল। অতঃপর পাদ্রীকে হাযির করা হইল। পাদ্রীকে বলা হইল, স্বীয় ধর্ম ত্যাগ কর। সে ধর্ম ত্যাগ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় করাত দ্বারা তাহার মস্তক হইতে সারা দেহ চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইল এবং তাহার দেহের দুই টুকরা দুই দিকে যাইয়া পড়িল। অতঃপর বাদশাহের মোসাহেবকে আনয়ন করা হইল, তাহাকে ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিলে সেও অস্বীকার করিল। তাহার মস্তকেও করাত রাখিয়া তাহাকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ফেলিল। দুই দিকে তাহার দেহের দুই টুকরা পড়িয়া রহিল। তারপর বালককে হাযির করা হইল, তুমি তোমার এই ধর্ম পরিত্যাগ কর, বালক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। তখন বাদশাহ্ স্বীয় দলের কয়েকজন লোকের হাতে বালককে সোপর্দ করিয়া বলিল, তোমরা এই বালকসহ অমুক পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিয়া জিজ্ঞাসা কর; যদি সে ধর্ম ত্যাগ করিতে রাজী হয়, তবে নীচে লইয়া আস। নতুবা সর্বোচ্চ চূড়া হইতে নীচে ফেলিয়া দাও। তাহারা বালককে লইয়া পাহাড়ে আরোহণ করিল। তখন বালক বলিল, হে আল্লাহ্! তোমার যেভাবে ইচ্ছা ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আমাকে ইহাদের কবল হইতে রক্ষা কর। দো'আ করা মাত্র সমস্ত লোকজনসহ্ পাহাড় কাঁপিয়া উঠিল। একমাত্র বালক ব্যতীত সকলেই পড়িয়া গিয়া নিহত হইল। বালক বাদশাহের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গীরা কোথায়? বালক বলিল, তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তারপর বাদশাহ তাহার দলের কিছুসংখ্যক লোকের হাতে বালককে সোপর্দ করিয়া বলিল, তোমরা একটি নৌকায় করিয়া এই বালকটিকে নদীর মধ্যভাগে লইয়া যাও, সেখানে যাইয়া যদি বালক তাহার ধর্ম ত্যাগ করিতে রাজী হয়, তবে ফেরত নিয়া আস, নতুবা তাহাকে মাঝ দরিয়ায় ফেলিয়া দিও। দলের লোকেরা তাহাকে লইয়া নদীতে গেলে বালক দো'আ করিলঃ ইয়া আল্লাহ্, ইহাদিগের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা কর, দো'আ করার সাথে সাথে নৌকা উলটিয়া গেল। একমাত্র বালক ব্যতীত সকলেই নদীতে ডুবিয়া মরিল। ইহার পর ছেলেটি বাদশাহকে বলিল, আমাকে যদি মারিতেই হয়, তবে এইরূপে মারিতে পারেন যে, সমস্ত লোক এক জায়গায় সমবেত হইবে, তথায় একটি খেজুর বৃক্ষে আমাকে শূলী দেওয়া হইবে; আর আপনি আমার তূণীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া 'বিছমিল্লাহে রাব্বিল গোলাম' বলিয়া তীরটি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিবেন। বাদশাহ্ তাহার কথামত তীর মারিল, তীরটি ছেলেটির কানপট্টিতে (কান ও মাথার মাঝখানে) যাইয়া লাগিল। ছেলেটি জখম স্থানে হাত রাখিল এবং মরিয়া গেল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ইহা দেখিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল, آمنا برب الغلام 'আমরা সকলে বালকটির রবের উপর ঈমান আনিলাম!' এমন সময় কেহ যাইয়া বাদশাহকে এই সংবাদ শুনাইল যে, যে বিষয় হইতে আপনি দূরে সরিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়া গেল; অর্থাৎ, সত্য ধর্মের প্রচার পূর্ণরূপে হইয়া গেল। তখন বাদশাহ বহু গর্ত খনন করাইল এবং ঐগুলিকে অগ্নি দ্বারা ভর্তি করিল। যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম ত্যাগ না করিত, তাহাকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইত। এমন কি একটি শিশু কোলে করিয়া একটি রমণী আসিল, কিন্তু সে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করিতেছিল, তখন বাদশাহ্ কোলের শিশুটিকে মাতার কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিল। তখন শিশু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, হে আম্মা! ছবর করুন, আপনি সত্যের উপর অবস্থিত আছেন, আপনি আগুনের ভিতরে চলিয়া আসুন। কথিত আছে,

ধার্মিকগণ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তাহাদের জান কবয করাইয়া লইতেন। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় নাই। এখানে মাওলানা এই কাহিনীটিই বর্ণনা করিতেছেন এবং লিখিতেছেন যে, এই বাদশাহ্ও পূর্ব ঘটনার ইহুদী বাদশাহরই বংশধর ছিল এবং খৃষ্টান হত্যার ব্যাপারে তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিত। খৃষ্টান হত্যার যে কু-প্রথা প্রথম বাদশাহের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এই দ্বিতীয় বাদশাহও সেই প্রথারই অনুসরণ করিল।

সুন্নতে বদ কেয শাহে আউয়াল বেযাদ   سنت بد کز شه اول بزاد
ঈঁ শাহে দীগার কদম বর ওয়ায় নেহাদ   ایں شه دیگر قدم بروے نهاد

নাছারা হত্যার (ও নিধন) প্রথা যাহা প্রথম বাদশাহ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বাদশাহও তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিল।

হারকে উ বেনহাদ না খোশ সুন্নতে   هرکه او بنهاد ناخوش سنتے
সূয়ে উ নাফরী রাওয়াদ হার সা'আতে   سوئے او نفریں رود هرساعتے

যে ব্যক্তি কোন কু-প্রথা প্রবর্তন করে, সর্বদা তাহার প্রতি লানত পৌঁছিতে থাকে।

যাঁকে হারচে ঈঁ কুনাদ যাঁগোঁ সেতম   زانکه هرچه ایں کند زاں گوں ستم
যাওয়ালী জোইয়াদ খোদা বে বেশোকম   زاولیں جوید خدا بے بیش و کم

কেননা, পরবর্তী লোকেরা ঐ কু-প্রথা অনুসরণ করিয়া যত বদকাজ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা একটুও বেশী-কম না করিয়া পুরাপুরি ঐ প্রথম ব্যক্তিকে ইহার জন্য পাকড়াও করিবেন।

কেননা, সে-ই ছিল এই কু-প্রথা ও কু-কর্মের আদি প্রবর্তক। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত ইহার পাপ ও শাস্তি তাহার হইতে থাকিবে।

নেকুওয়াঁ রাফতান্দ ও সুন্নতহা বেমান্দ   نیکواں رفتند وسنتها بماند
ওয়ায লাঈমাঁ যুলমো লা'নতহা বেমান্দ   وز لئیماں ظلم و لعنت ها بماند

নেককার লোকেরা চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা (দুনিয়াতে) নেক-প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, আর নালায়েক লোক দ্বারা অত্যাচার ও লা'নতের প্রথা চালু রহিয়াছে।

কাজেই নেককার লোক তাহাদের নেক-প্রথার ছওয়াব পাইতে থাকিবে এবং যাহারা এই নেক-প্রথার অনুসরণ করিবে, উহার প্রবর্তকগণও সমান সমান নেকী পাইবে। পক্ষান্তরে কু-কর্ম ও কু-প্রথার প্রবর্তকদের যে গোনাহ হইতে থাকিবে, উহার অনুসারীদের সমান গোনাহ্ প্রবর্তকেরও হইবে।

হাদীস শরীফে আছে—যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে কোন নেক-প্রথা প্রবর্তন করে, সে উহার ছওয়াব পাইবে এবং পরবর্তী লোকেরা উহার অনুসরণ করিয়া যত ছওয়াব পাইবে, সেই প্রবর্তকও ইহাদের ন্যায় তত ছওয়াব পাইবে। তাহাদের ছওয়াবের কোনই কমি হইবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে কোন কু-প্রথা প্রবর্তন করিবে, সে উহার গোনাহ্ এবং শাস্তি পাইবে। অতঃপর পরবর্তী লোকেরা ঐ পাপ কাজের অনুসরণ করিয়া যেই পরিমাণ শাস্তি পাইবে, সেই প্রবর্তকও কোন প্রকার কমি ব্যতীত ঠিক তত পরিমাণ পাপ ও শাস্তির ভাগী হইবে। —মুসলিম শরীফ

| | |
|---|---|
| তা ক্বিয়ামত হারকে জিনসে আঁ বদাঁ | تا قیامت هرکه جنس آں بداں |
| দর অজুদ আইয়াদ বুওয়াদ রোওয়াশ্ বদাঁ | در وجود آید بود رویش بداں |

কিয়ামত পর্যন্ত এই পাপীদের যত সহজাত পয়দা হইবে, তাহাদের মুখ ঐ দিকেই হইবে (—বাপ-দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে)।

| | |
|---|---|
| রগ রগাস্ত ইঁ আবে শীরীঁ ও আবে শোর | رگ رگ است ایں آب شیریں و آب شور |
| দর খালায়েক মী রাওয়াদ তা নফখে ছোর | در خلائق می رود تا نفخ صور |

এই (হেদায়ত ও সুন্নতের অনুসরণের) মিঠা পানি ও (বেদআত ও পথভ্রষ্টতার) লোনা পানি কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শিরায় শিরায় বিস্তারিত হইতে থাকিবে।

অর্থাৎ, যাহার সহিত (হেদায়ত ও গোমরাহী) যে গুণের সামঞ্জস্য রহিয়াছে, উহাই তাহার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

| | |
|---|---|
| নেকুওয়াঁ রা হাস্ত মীরাছ আয খোশাব | نیکواں را هست میراث از خوشاب |
| আঁচে মীরাছাস্ত আওরাছনাল কিতাব | آنچه میراث ست اورثنا الکتاب |

নেক লোকদের মীরাছ (—ত্যাজ্য সম্পত্তি হেদায়তের) মিঠা পানি, আর ঐ মীরাছ হইতেছে 'আওরাছনাল কিতাব।'

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষের শিরায় শিরায় ভাল ও মন্দ বিস্তারিত হইয়া চলিয়াছে। যাহার সহিত যে গুণের সামঞ্জস্য, উহাই তাহার মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে। নেককার লোকেরা মিঠা পানি (—হেদায়ত) প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে মীরাছ অর্থে আল্লাহ্ পাক যে মীরাছের বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

অর্থাৎ, আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি যাচাই-বাছাই করিয়া লইয়াছি, তাহাদিগকে আমি (আমার নবীগণের নিকট প্রেরিত) আমার কিতাবের ওয়ারেছ বানাইয়াছি। আল্লাহ্র প্রেরিত সেই কিতাব হেদায়তের নূরে পরিপূর্ণ।

| | |
|---|---|
| শোদ নাইয়াযে তালেবাঁ আর বেঙ্গারী | شد نیاز طالباں از بنگری |
| শো'লাহা আয গাওহারে পয়গম্বরী | شعلها از گوهر پیغمبری |

সত্যান্বেষীদের মধ্যে যে বিনয়, আজেযী ও বন্দেগীর গুণ দেখা যায়, গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহা নবুওয়তের ফয়েযরূপ মণি-মাণিক্যের জ্যোতি।

ফলকথা, তাহারা উহা নবীগণের মীরাছরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে।

| | |
|---|---|
| নূরে রাওযন গের্দে খানা মী রাওয়াদ | نور روزن گرد خانه میرود |
| যাঁকে খোর বোরজে বা বোরজে মী রাওয়াদ | زانکه خور برجے به برجے میرود |

জানালা পথে যে আলো আসে, (উহা যেহেতু সূর্যেরই প্রতিচ্ছায়া, সুতরাং) তাহা ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেননা, সূর্যও এক কক্ষপথ হইতে অন্য কক্ষপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

অর্থাৎ, প্রত্যেক যমানায় ওলীআল্লাহ্গণ আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামগণের বরকত এবং ফয়েযের উসিলায় কামালিয়াত ও নূর লাভ করিয়া থাকেন। জ্যোতি এবং কিরণ মণি-মুক্তার সাথে ঘোরাফিরা করে, মণি-মুক্তা যেদিকে থাকে জ্যোতিও সেদিকেই ধাবিত হয়। সূর্য যেহেতু এক কক্ষপথ হইতে অন্য কক্ষপথে ঘুরিয়া যায়, তদ্রূপ সূর্যের কিরণও বিভিন্ন মওসুমে বিভিন্ন খিড়কি দ্বারা ঘরের ভিতরে ঢোকে। শীত-গ্রীষ্ম সব মৌসুমে একই খিড়কি দ্বারা কিরণ ঘরে ঢোকে না।

সারকথা, অনুসারীগণ সর্বাবস্থায় স্বীয় অনুসরণীয়দের অনুগমন করিয়া থাকে। এরূপে প্রত্যেক নবীর যেরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই তাহাদের অনুসরণকারী ওলীআল্লাহ্ ও নেককারদের মধ্যে বিস্তার করিবে। নিম্নের বয়েতটিতে ইহাই বলা হইতেছে।

| | |
|---|---|
| শো'লাহা বা গাওহারা গরদাঁ বুওয়াদ | شعلہ ها باگوهراں گرداں بود |
| শো'লা আঁজানেব রওয়াদ হাম কাঁ বুওয়াদ | شعلہ آں جانب رود هم کاں بود |

জ্যোতিসমূহ মুক্তার সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়, যেদিকে মুক্তা থাকে সেদিকে জ্যোতি এবং কিরণও যায়।

এখানে মাওলানা পূর্ববিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন।

| | |
|---|---|
| হার কেরা বা আখতারে পায়ওয়াস্তেগীস্ত | هرکرا با اخترےپیوستگی ست |
| মাররা বা আখতারে খোদ হাম তাগীস্ত | مرو را بااختر خود هم تگی ست |

যেই নক্ষত্রের সহিত যাহার সম্পর্ক, সে স্বীয় নক্ষত্রের সহিত নিজ ক্রিয়াকর্ম সহকারে দৌড়াইয়া চলে।

| | |
|---|---|
| তালেয়াশ গার যোহ্রা বাশাদ বা তরব | طالعش گر زهره باشد باطرب |
| মায়েলে কুল্লী দারাদ ও এশ্কো তলব | میل کلی دارد و عشق وطلب |

(যথা) জোহরা নক্ষত্র উদয়কালে কেহ ভূমিষ্ঠ হইলে রং-তামাশা, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদির প্রতি পুরাপুরি আকৃষ্ট হইবে।

কেননা, জোহরা সেতারার এই তাছীর। আদিকাল হইতে কাব্যে এবং নাট্যাদিতে এই ধরনের অমূলক বহু কল্পনা শ্রুত হইয়া আসিতেছে যে, এক একটি তারার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। কোনটি আকাশে উদিত হইলে বৃষ্টি হয়, কোন তারার উদয়কালে কেহ পয়দা হইলে কবি-সাহিত্যিক হয়, কোনটার তাছীরে প্রেমিক হয়, কোনটার তাছীরে কলহপ্রিয় হয় ইত্যাদি।

| | |
|---|---|
| ওয়ার বুওয়াদ মিররীখী ও খুরেয জো | ور بود مریخی و خوں ریز جو |
| জঙ্গো বোহ্তানো খুছোমাত জোইয়াদো | جنگ و بهتان و خصومت جوید او |

আর যদি খুন-খারাবীসুলভ মিররীখ (মঙ্গল) নক্ষত্রের উদয়কালে কেহ জন্মগ্রহণ করে, তবে সে লড়াই, মিথ্যা দোষারোপ, ঝগড়া-বিবাদের ফেকেরেই সর্বদা থাকিবে।

এরূপে কেহ যদি কোন নেককার অথবা বদকার লোকের সহিত সম্পর্ক রাখে, কিংবা কোন ভালগুণ বা মন্দ গুণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি ঐ ধরনেরই গুণাগুণ অবলম্বন করিবে।

বিঃ দ্রঃ—মাওলানার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ সন্দেহ করিবেন না যে, মাওলানা নক্ষত্রের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাসী, কিংবা নক্ষত্রের শুভাশুভ হওয়াকে প্রমাণ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে

এখানে একমাত্র দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করিয়া কথা বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত কোন সময় বাস্তব বিষয় হয়, আবার কোন সময় অবাস্তব ও কাল্পনিক হইয়া থাকে। যেহেতু কবিসমাজে বিষয়টি প্রখ্যাত, তাই মাওলানাও কাব্য হিসাবে স্বীয় বক্তব্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

নক্ষত্র সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য এই যে, প্রত্যেকটি দাবীর সমর্থনে দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন আছে। অতএব, নক্ষত্রের সেসব প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করি, যেমন সূর্যে উত্তাপ, চন্দ্রে স্নিগ্ধতা এবং অন্যান্য নক্ষত্রের মধ্যে আলো; সূর্য উদয় হইলে দিন হয়, অস্তমিত হইলে রাত্র হয়, এই সকল প্রতিক্রিয়াকে বিশ্বাস করা জায়েয আছে। কেননা, শরীয়তে এইরূপ বিশ্বাস নিষিদ্ধ করা হয় নাই, বরং কোন কোন স্থানে প্রমাণিত হইয়াছে।

আর যেসব প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনের অগোচরে রহিয়াছে, কিন্তু ঐ বিষয়ের ছহীহ দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান আছে, যেমন নক্ষত্রকে শয়তানের প্রতি অগ্নিগোলক ও ঢিলস্বরূপ নিক্ষেপ করা হয়, ইহা বিশ্বাস করা ওয়াজেব। আর যে বিষয়টির কোন ছহীহ দলীল নাই, যেমন নক্ষত্রের প্রভাবে শুভ-অশুভ হওয়া ইত্যাদি। ইহাতে হওয়া না হওয়া উভয়টির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ নক্ষত্রের কোন প্রভাব নাই; কাজেই নক্ষত্রকে ক্রিয়াশীল বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাবপত্র সবই শুধু কাল্পনিক এবং আনুমানিক, তাহাদের শত শত মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া থাকে। অতএব, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই কাল্পনিক প্রমাণাদি স্থির নিশ্চিত দলীলের বিরোধিতা কিছুতেই করিতে পারে না।

এতদসত্ত্বে যদি কেহ নক্ষত্রকে প্রভাবশীল বলিয়া মনে করে, তবে সে যদি শরীয়ত প্রবর্তকের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করে; বরং শরীয়তের দলীল-প্রমাণগুলিকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ব্যাখ্যা করে; যথা নক্ষত্রকে স্বয়ং ক্রিয়াশীল মনে করে না; বরং আল্লাহ্র হুকুমে উহাদিগকে কারণ ও উপকরণের পর্যায়ে রাখে, তবে যেহেতু এই আকীদা বাস্তব বিরোধী, কাজেই ঐ ব্যক্তির মিথ্যা বলার ন্যায় গোনাহ্ হইবে। আর ইহাও বিচিত্র নহে যে, শরীয়তের সৃষ্ট দলীলের অপব্যাখ্যা করায় বেদআতে লিপ্ত হওয়ার গোনাহে গোনাহগার হইবে। আর যদি শরীয়ত প্রবর্তক রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে অবিশ্বাস করে এবং নক্ষত্রকে ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করে, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের এবং মুশরেক।

আখতারানান্দায ওয়ারায়ে আখতারাঁ — اختـرانـنـد از ورایے اختـران
কাহতেরাকো নাহ্‌স নাবুওয়াদ আন্দারাঁ — کاحـتـراق و نحس نبـود انـدران

(আকাশের) এই নক্ষত্র ব্যতীত আরো বহু নক্ষত্র রহিয়াছে। এই নক্ষত্রের ন্যায় তাঁহারা কখনও নূরবিহীন এবং অশুভ বরকতহীন) হয় না।

এযাবৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ নক্ষত্রের প্রভাব বর্ণনা করিতেছিলেন। এখন ওলীআল্লাহ্গণকে নক্ষত্রের সহিত উপমা দিয়া তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও বরকতসমূহ বর্ণনা করিতেছেন যে, নক্ষত্র গ্রহণকালে কোন কোন সময় আলোকহীন হইয়া যায়, আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কল্পিত মতে কোন কোন সময় নক্ষত্র অশুভও হইয়া যায়; কিন্তু ওলীআল্লাহ্গণ কখনও নূরবিহীন হন না।

সায়েরাঁ দর আসমাঁহায়ে দিগার — سائـراں در آسـمـاں هائے دیـگـر
গায়রে ঈঁ হাফতাসমানে মোশতাহার — غیر ایـں هفـت آسـمـان مشـتـهـر

তাঁহারা এই বিখ্যাত সপ্ত আসমান ব্যতীত অন্য আসমানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। (অর্থাৎ, রূহানী উন্নতির আসমানে ভ্রমণ করেন।)

রাসেখাঁ দর তাবে আনওয়ারে খোদা | راسخاں در تاب انوار خدا
নায় বাহাম পায়ওয়াস্তা নায় আয হাম জুদা | نے بهم پیوسته نے از هم جدا

তাঁহারা আল্লাহ্‌র নূরের আলোতে খুবই মজবুত। (—আল্লাহ্‌র নূরে সর্বদা আলোকিত থাকেন।) আর ঐ বাতেনী নক্ষত্রসমূহ পরস্পর মিলিত নহে এবং একটি অন্যটি হইতে পৃথকও নহে।

কেননা, একটি অপরটির কাছাকাছি হওয়া কিংবা একটি অপরটি হইতে দূরে অবস্থান করা পার্থিব জগতের বস্তুসমূহের গুণ। আর মানুষের হাকীকত রূহ। রূহ বস্তু নহে, উহা বস্তুহীন। আল্লাহ্‌র আদেশে সৃষ্ট মখলুক। অতএব, রূহ পাশাপাশি মিলিয়া থাকা বা দূরে পৃথক হইয়া থাকা, এতদুভয়ের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে না।

হারকে বাশাদ তালেয়ে উ যাঁ নুজুম | هرکه باشد طالع او زاں نجوم
নফসে উ কুফ্ফার সূযাদ দর রুজুম | نفس او کفار سوزد در رجوم

ঐ রূহানী নক্ষত্র যাহার ভূমিষ্ঠকালে উদিত তারকা হইবে, তাহার নফস (নফসে আম্মারারূপী) কাফেরকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলে।

মাওলানা এই বয়েতে আকাশের নক্ষত্র এবং রূহানী নক্ষত্র অর্থাৎ, ওলীআল্লাহ্, এই উভয় নক্ষত্রের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করিতেছেন যে, আকাশের নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে পাথর মারা হয়—শয়তান যখন ফেরেশতাদের বাক্যালাপ শোনার নিমিত্ত আসমানে উঠে, ফেরেশ্‌তাগণ শয়তানের এই আগমন টের পাইলেই কোন একটি নক্ষত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠাইয়া নিক্ষেপ করেন, যদ্দরুন কোন শয়তান মারা যায় আর কোনটা উদ্ভ্রান্ত হয়। মাওলানা ঐ দিকেই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আকাশের নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে বিতাড়িত করা হয়। আর যাহার জন্মযোগ ঐ রূহানী নক্ষত্র অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহ্‌র ওলীগণের দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের ফয়েয লাভ করিতে থাকে, তাহাদের নফ্‌স নফ্‌সে আম্মারাকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলে। অর্থাৎ, নফ্‌সে আম্মারাকে দমন করিয়া রাখিতে সক্ষম হয়।

খাশমে মিররীখী না বাশাদ খাশমে উ | خشم مریخی نباشد خشم او
মোন্‌কালেব রো গালেব ও মগলুব খো | منقلب رو غالب و مغلوب خو

তাহার ক্রোধ 'মিররীখ' নক্ষত্রের প্রভাবসুলভ (নফসানী) ক্রোধ নহে, (বরং তাহার ক্রোধ দ্বীনের জন্য।) এই ব্যক্তি পথ চলাকালে (বিনয়বশত) মাথা নীচু করিয়া চলে, কিন্তু বাস্তবে সে খুবই প্রবল এবং (বাহ্য দৃষ্টিতে) প্রভাবিত স্বভাব মনে হয়।

অর্থাৎ, ধৈর্য, স্থৈর্য ও ক্ষমা ইত্যাদি তাঁহারা অবলম্বন করেন, কিন্তু বাস্তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য-প্রাপ্ত। এই হিসাবে তিনি প্রবল। কেননা, এই ব্যক্তি যেই রূহানী নক্ষত্র হইতে ফয়েয লাভ করিয়াছেন; সেই নক্ষত্রের নূর তো প্রবল। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের অন্ধকার হইতে নিরাপদ, আল্লাহ্‌র কুদরতের দুই আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত। আল্লাহ্‌র হুকুমের অনুগামী এবং অনুসারী। অতএব, যাঁহারা এই রূহানী নক্ষত্রের ফয়েয লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থাও এরূপই হইবে।

তাই বলিতেছেনঃ

নূরে গালেব আয়মান আয কাস্‌ফো গাসাক নور غالب ایمن از کسف و غسق
দর মিয়ানে ইছবাঈনে নূরে হক درمیان اصبعین نور حق

রূহানী নক্ষত্রের নূর প্রবল নূর। গ্রহণ এবং অন্ধকার উভয় হইতে নিরাপদ, নূরে খোদাওন্দ করীমের দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে অবস্থিত। (—আল্লাহ্‌র আদেশের অনুগামী এবং অনুসারী।)

হক ফাশানদ আঁ নূরহা বর জানেহা حق فشاند آں نورها بر جانها
মোকবেলাঁ বরদাশ্‌তা দামান হা مقبلاں برداشته دامانها

আল্লাহ্‌ তা'আলা (আম্বিয়া ও আওলিয়াদের) এই নূরকে (অন্বেষীদের) রূহের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা (ঐ নূর লাভ করিবার জন্য) আঁচল পাতিয়া রাখিয়াছেন।

ওয়াঁ নেছারে নূর রা দর ইয়াফ্‌তা واں نثار نور را در یافته
রোয়ে আয গায়রে খোদা বর তাফ্‌তা روئے از غیر خدا بر تافته

আর যিনি এই উৎসর্গিত নূর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি গায়রুল্লাহ্‌ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন।

হার কেরা দামানে এশ্‌কী নাবুদাহ هرکرا دامان عشقے نابده
যাঁ নেছারে নূর বে বাহ্‌রাহ বুদাহ زاں نثار نور بے بهره بوده

যাহার নিকট প্রেম (ও আগ্রহ)-এর আঁচল নাই, সে এই উৎসর্গিত নূর হইতে বঞ্চিত।

জুয্‌ব হারা রোয়েহা সূয়ে কুলাস্ত جزو هارا رویها سوئے کل ست
বুলবুলাঁরা এশ্‌ক বারোয়ে গুলাস্ত بلبلاں را عشق بارویے گل ست

(কোন বস্তুর) অংশের মনোযোগ তাহার সমষ্টির প্রতি থাকাই স্বাভাবিক। যেমন, ফুলের প্রতি বুলবুল সর্বদা আসক্ত ও আকৃষ্ট।

সুতরাং ঈমানদারগণ অংশবিশেষের ন্যায় আম্বিয়াদের অনুগামী ও অনুসারী; আর আম্বিয়াগণ ফুলের ন্যায় অনুসরণীয়। অনুসারীদের আকর্ষণ অনুসরণীয়দের প্রতি একান্ত জরুরী।

নিম্ন বয়েতগুলিতে উপরোল্লিখিত নূরের বরকতসমূহ বর্ণনা করিতেছেন।

গাওরা রং আয বেরুঁ ও মরদরা گاؤ را رنگ از بروں و مرد را
আয্‌ দরুঁ জো রঙ্গে সোরখো যরদরা از دروں جو رنگ سرخ و زرد را

যদি গরুর রং দেখিতে চাও, তবে বাহির হইতে দেখ; কিন্তু মানুষের লাল, হলদে রং ভিতর হইতে দেখ।

অর্থাৎ, গরু-ছাগলের বিভিন্ন রং তো বাহ্যরূপে দেখা উচিত, কিন্তু মানুষের বিভিন্ন রং দেখিতে হইলে তাহার বাতেনী রং দেখিতে হইবে; অর্থাৎ, ভাল, মন্দ চরিত্র দ্বারা যাচাই করিতে হইবে।

রঙ্গহায়ে নেক আয খমমে ছাফাস্ত رنگهائے نیک از خم صفاست
যঙ্গে যাশতানায সিয়াহ্‌ আবা জাফাস্ত رنگ زشتان از سیاه آبه جفاست

ভাল রং (উত্তম স্বভাব নবী ও ওলীগণের) নির্মল মটকা হইতে লাভ হয়, আর মন্দ রং (কু-স্বভাব) ময়লা ও দুর্গন্ধ পানি (জিন ও ইনসানরূপী শয়তান) হইতে হাসিল হয়।

ছিবগাতুল্লাহ্ নামে হাঁ রঙে লতীফ صبغة الله نام آں رنگ لطیف
লা'নাতুল্লাহ্ বুয়ে ইঁ রঙে কাছীফ لعنة الله بوئے ایں رنگ کثیف

ছিবগাতুল্লাহ্ ঐ মনোরম রঙের নাম, আর লা'নাতুল্লাহ্ ঐ অপবিত্র রঙের গন্ধ।

আম্বিয়ায়ে কেরামদের অনুসরণ দ্বারা যে সৎ-স্বভাব লাভ হয়, উহাকেই صبغة الله ছিবগাতুল্লাহ্ বলা হয়।

আঁচে আয দরইয়া বা দরইয়া মী রাওয়াদ آنچه از دریا بدریا می رود
আয হাঁমা জা কামাদাঁজা মী রাওয়াদ از هماں جا کامد آنجا می رود

যেই পানি দরিয়া হইতে আসে উহা দরিয়ায় চলিয়া যায়, যেখান হইতে আসিয়াছে সেখানে চলিয়া যায়।

অর্থাৎ, সমুদ্রের পানি সূর্যের উত্তাপে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে যাইয়া হিমপ্রবাহে মেঘের আকার ধারণ করে। অতঃপর মেঘ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া নদীর আকারে ঐ পানি পুনরায় সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়।

আয সারে কুহ্ সয়লহায়ে তেয রাও از سر که سیلهائے تیز رو
ওয়ায তনে মা জানে এশ্ক্ আমীয রাও وز تن ما جان عشق آمیز رو

পাহাড়ের উপর হইতে স্রোত (সমুদ্রের দিকে) দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, আমাদের দেহ হইতে প্রেমমিশ্রিত প্রাণ (স্বীয় মাহবুবের দিকে) ধাবিত হয়।

এই দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অনুসারীগণ অনুসরণীয়দের দিকে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। আমাদের রূহসমূহের সূচনা এবং আকর্ষণ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা —এই জন্য আমাদের প্রেমমিশ্রিত প্রাণ দেহ (নফ্সানী প্রবৃত্তি) হইতে পলায়ন করিয়া স্বীয় প্রকৃত মাহবুবের দিকে আকর্ষিত হয়।

## ইহুদী বাদশাহ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে স্থাপিত প্রতিমা সজদা করিলে অগ্নিকুণ্ড হইতে অব্যাহতি

আঁ জহুদে সাগ বেবীঁ চে রায় কর্দ آں جهود سگ به بیں چه رائے کرد
পাহলুয়ে আতশ বুতে বর পায় কর্দ پهلوئے آتش بتے بر پائے کرد

দেখ, সেই কুকুর ইহুদী কেমন সিদ্ধান্ত করিল, অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে একটি মূর্তি স্থাপন করিল।

কাঁকে ইঁ বুত রা সজুদ আরাদ বেরাস্ত کانکه ایں بت را سجود آرد برست
ওয়ার নাইয়ারাদ দর দেলে আতেশ নেশাস্ত ور نیارد در دل آتش نشست

(এবং ঘোষণা করিল,) যে ব্যক্তি এই মূর্তিকে সজ্‌দা করিবে, সে (অগ্নিকুণ্ড হইতে) রক্ষা পাইবে, সজ্‌দা না করিলে অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইবে।

চুঁ সাযায়ে আঁ বুতে নফ্‌সো না দাদ — چوں سزائے آں بت نفس او نداد
আয বুতে নফসাশ বুতে দীগার বে যাদ — از بت نفسش بتے دیگر بزاد

যেহেতু ঐ বাদশাহ্‌ নিজের নফ্‌সকে শাস্তি দেয় নাই, এই জন্য তাহার নফ্‌সরূপ মূর্তি হইতে অন্য একটি মূর্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মাওলানা (রঃ) ঐ কাফের বাদশাহ্‌ সম্পর্কে বলিতেছেন, সেই বাশাহ্‌র নফ্‌স গোমরাহীর একত্রীকারক হওয়ার দরুন স্বয়ং সে মূর্তির স্থলাভিষিক্ত ছিল, আর সে নফ্‌সরূপ মূর্তিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালনে শাস্তি ও কষ্ট ভোগ করিতে দেয় নাই। সুতরাং নফ্‌সরূপ মূর্তি হইতে অন্য একটি মূর্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যেহেতু জাহেরী মূর্তির পূজা করাইবার কারণ ছিল তাহার নফসে আম্মারা, সুতরাং এই জাহেরী প্রতিমূর্তিটি নফ্‌স আম্মারা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

মাদারে বুতহা বুতে নফ্‌সে শুমাস্ত — مادر بتہا بت نفس شماست
যাঁকে আঁ বুত মারও ঈঁ বুত আযদাহাস্ত — زانکہ آں بت مار و ایں بت اژدہاست

তোমাদের নফ্‌স সকল মূর্তির মাতা (উৎসমূল)। কেননা, ঐ (জাহেরী) মূর্তিগুলি যেন সাপ আর এই (নফ্‌সরূপী) মূর্তি যেন অজগর।

অর্থাৎ, জাহেরী মূর্তির ক্ষতির তুলনায় নফ্‌সের ক্ষতি অনেক বেশী! কেননা, মূর্তির দ্বারা যেই ক্ষতি হয়, তাহাও তো নফ্‌স হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিম্নের বয়েতে জাহেরী মূর্তি ও নফসের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন।

আহানো সাঙ্গাস্ত নফ্‌স ও বুত শরার — آہن و سنگ ست نفس و بت شرار
আঁ শরারয আব মী গীরাদ করার — آں شرار از آب می گیرد قرار

সঙ্গো আহান যাবে কায় সাকেন শাওয়াদ — سنگ و آہن زآب کے ساکن شود
আদমী বা ঈঁ দো কায় আয়মান শাওয়াদ — آدمی با ایں دو کے ایمن شود

নফস্‌ (যেন) লোহা ও পাথর, আর (জাহেরী) মূর্তিগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ঐ স্ফুলিঙ্গ পানি দ্বারা নিভিয়া যায়, কিন্তু লোহা ও পাথর (-এর অভ্যন্তরস্থ অগ্নির উপর পানির কোনই ক্রিয়া হয় না, এই উভয়) হইতে মানুষ কিরূপে নির্ভয় হইবে?

সাঙ্গো আহান দর দরূঁ দারান্দ নার — سنگ و آہن در دروں دارند نار
আব রা বর নারে শাঁ নাবুওয়াদ গুযার — آب را بر نار شاں نبود گذار

পাথর এবং লোহা, এতদুভয়ের সত্তার মধ্যেই আগুন রহিয়াছে। ইহাদিগকে পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ইহাদের অভ্যন্তরস্থ আগুন পর্যন্ত পানি পৌঁছা অসম্ভব।

আবে জো নারে বেরূঁ কোশতা শাওয়াদ — آب جو نار بروں کشتہ شود
দর দরূনে সঙ্গো আহান কায় রাওয়াদ — در دروں سنگ و آہن کے رود

নহরের পানি বাহিরের আগুন নিভাইতে পারে, কিন্তু ঐ পানি পাথর ও লোহার ভিতরে কিরূপে প্রবেশ করিবে।

সঙ্গো আহান চশ্‌মায়ে নারান্দো দুদ্‌ سنگ و آهن چشمهٔ نارند و دود
কাতরাহা শাঁ কুফরে তরসা ও জহুদ قطرها شان کفر ترسا و جهود

প্রস্তর এবং লোহা আগুনের প্রস্রবণ, (নফ্‌সে আম্মারা গোমরাহীর উৎস,) ইহুদী-নাছারাদের কুফরী সবই এই নফ্‌সরূপী প্রস্রবণের বিন্দুসমূহ।

বুত সিয়াহ্‌ আবাস্ত দর কুযাহ্‌ নেহাঁ بت سیاه آبست در کوزه نهان
নফস মর আবে সিয়াহ্‌ রা চশ্‌মা দাঁ نفس مر آب سیه را چشمه دان

মূর্তি (-এর দৃষ্টান্ত) পাত্রে রক্ষিত পচা দুর্গন্ধযুক্ত পানি, আর নফ্‌স (-যেন) ঐ দুর্গন্ধযুক্ত পানির উৎস।

বুত দরূনে কুযা চুঁ আবে কাদের بت دورن کوزه چون آب کدر
নফসে শোমাত চশমায়ে আঁ আয় মোছের نفس شومت چشمهٔ آن ای مصر

অতএব, ওহে হঠকারী! মূর্তির অবস্থা হইল পাত্রের মধ্যে ময়লা পানি, আর অশুভ নফ্‌স তাহার উৎস।

আঁ বুতে মানহুত চুঁ সায়লে সিয়াহ্‌ آن بت منحوت چون سیل سیاه
নফসে বুতগার চশমায়ে বর শাহ্‌রাহ্‌ نفس بت گر چشمهٔ بر شاهراه

(অথবা মনে কর,) ঐ তৈরী মূর্তি ময়লা পানির স্রোত, আর মূর্তিনির্মাতা নফ্‌স রাজপথে প্রবাহিত প্রস্রবণ।

অতএব, পাত্রের পানি যেরূপ প্রস্রবণের পানির সামান্য অংশবিশেষ মাত্র, তদ্রূপ কুফরী এবং পথভ্রষ্টতার যাবতীয় প্রকার নফ্‌সের দুষ্টামির একটি দিক মাত্র। নানা ধরনের দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইবার পরও যদি কেহ না বুঝে, তবে সে হঠকারীই বটে।

ছদ সবুরা বেশকানাদ এক পারা সঙ্গ صد سبو را بشکند يك پاره سنگ
ওয়াবে চশ্‌মা মী রেহানাদ বেদেরেঙ্গ و آب چشمه می رهاند بی درنگ

পানিপূর্ণ একশত মাটির কলসী কোথায়ও অবস্থিত থাকিলে পাথরের একটি টুকরা সব কলসীগুলি ভাঙ্গিয়া পানি বহাইয়া দিতে পারে, কিন্তু প্রস্রবণের পানি শত শত পাথরের টুকরাকে তৎক্ষণাৎ দূরে সরাইয়া দিতে পারে।

মোটকথা প্রস্রবণ বন্ধ করার কোন পথ নাই।

আবে খমো কুযা গার ফানী শাওয়াদ آب خم و کوزه گر فانی شود
আবে চশ্‌মা তাযা ও বাকী বুওয়াদ آب چشمه تازه و باقی بود

অতএব, মটকা ও কলসীর পানি যদিও নিঃশেষ হইয়া যায়, প্রস্রবণের পানি (শেষ হইবে না, বরং) নিত্য-নূতন নির্গত হইবে এবং সর্বদা স্থায়ী থাকিবে।

বুত শেকাস্তান সাহ্‌ল্‌ বাশাদ নেক সাহল بت شکستن سهل باشد نیک سهل
সাহ্‌ল দীদান নফসরা জাহ্‌লাস্ত জাহ্‌ল سهل دیدن نفس را جهل ست جهل

মূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলা সহজ, কিন্তু নফ্‌সকে সহজ মনে করা মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।

কাজেই বাহ্য খারাবী ও দুষ্টামির পথ বন্ধ করা সহজ, কিন্তু নফসের বাতেনী দুষ্টামির পরিসমাপ্তি বড়ই দুষ্কর।

সুরতে নফস আর বোজোঈ আয় পেসার | صورت نفس ار بجوئی ای پسر
কেচ্ছায়ে দোযখ বেখাঁ বা হাফত দর | قصهٔ دوزخ بخوان با هفت در

নফ্সের আকৃতির তত্ত্বকথা যদি জানিতে চাও, তবে সাত দরজাবিশিষ্ট দোযখের কাহিনী পাঠ কর।

অর্থাৎ, নফ্স দোযখের মত। দোযখে যেমন প্রত্যেক রকমের কষ্ট ও বিপদ বর্তমান আছে, তদ্রূপ নফ্সের মধ্যেও শত-সহস্র প্রকার কষ্ট এবং বিপদের উৎস বিদ্যমান রহিয়াছে; বরং দোযখের কষ্ট ও বিপদ নফ্সের দুষ্কৃতিরই প্রতিফল।

হার নাফস মকরে ও দর হার মকরে যাঁ | هرنفس مکری و در هر مکر زاں
গরকে ছদ ফেরআউন বা ফেরআউনিয়াঁ | غرق صد فرعون با فرعونیاں

নফসের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে এক একটি প্রতারণা উৎপন্ন হয়। ইহার প্রত্যেকটি প্রতারণার মধ্যে শত শত ফেরআউন (যেমন বিপথগামী) নিজেদের অনুসারীদলসহ নিমজ্জিত হইতেছে।

কেননা, বিপথগামী-করণ ও বিপথ গমন সবই নফ্স হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দর খোদায়ে মূসা ও মূসা গুরেয | در خدای موسی و موسی گریز
আবে ঈমাঁ রা যে ফেরআউনী মরীয | آب ایماں را ز فرعونی مریز

(নফ্সের ধোঁকা হইতে যদি রক্ষা পাইতে চাও, তবে) মূসা আলাইহিস্সালামের পরওয়ারদেগার এবং মূসা আলাইহিস্সালামের আশ্রয় গ্রহণ কর, ঈমানের পানিকে ফেরআউনী (অবাধ্যতার) দ্বারা বিনষ্ট করিও না।

অর্থাৎ, মুর্শিদে কামেলের পায়রবী ও আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করিতে হইবে।

দাস্তরা আন্দর আহাদ ও আহমদ বেযন | دست را اندر احد و احمد بزن
আয় বেরাদর ওয়ারাহ আয বু জাহ্ল তন | ای برادر واره از بوجهل تن

আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (-এর হুকুম-আহকাম)-কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর; আর হে ভ্রাতঃ, (ইহাদের মাধ্যমে) দেহের ভিতরকার আবু জাহ্লের (নফ্সের) হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।

ফলকথা, শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম মানিয়া চলাই নফসের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করার এবং হেফাযতে থাকার একমাত্র পথ। মুর্শিদে কামেল শরীয়তের অনুসরণ করার বিস্তারিত পন্থা বলিয়া দিবেন। অতএব, কামেল পীরের অনুসরণ করাই শরীয়তের অনুসরণ করা।

## শিশুসহ জনৈকা স্ত্রীলোককে আনয়ন, শিশুকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপকরণ এবং অগ্নিকুণ্ডে শিশুর কথা বলা

এক যানে বা তেফলে আওয়ারদ আঁ জহুদ | یك زنی باطفل آورد آں جهود
পেশে আঁ বুত ওয়াতেশ আন্দর শো'লা বুদ | پیش آں بت و آتش اندر شعله بود

সেই ইহুদী জনৈকা মহিলাকে তাহার কোলের শিশুসহ উক্ত মূর্তির নিকট আনয়ন করিল, তখন আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

গোফ্‌ত্ আয় যান পেশে ঈঁ বুত সজদা কুন | گفت اے زن پیش ایں بت سجدہ کن
ওয়ার না দর আতেশ বোসূযী বে-সখুন | ورنہ در آتش بسوزی بے سخن

ইহুদী বাদশাহ্ বলিল, ওহে রমণী! এই মূর্তির সম্মুখে সজদা কর, অন্যথায় বিনা বাক্য ব্যয়ে তোমাকে আগুনে জ্বলিতে হইবে।

বুদ আঁ যান পাক দ্বীন ও মোমেনা | بود آں زن پاك دین و مؤمنہ
সজদায়ে বুত মী না কর্দ আঁ মোকেনা | سجدۂ بت می نہ کرد آں موقنہ

ঐ রমণীটি ছিল অত্যন্ত পবিত্রা দ্বীনদার, খাঁটি মোমেনা। সেই পূর্ণ একীনবিশিষ্ট রমণী মূর্তিকে সজদা করিল না।

তেফলাযূ বেসতদ দারাতেশ দর ফাগান্দ | طفل ازو بستد در آتش در فگند
যান বেতরসীদূ দেল আয ঈমাঁ বেকান্দ | زن بترسید و دل از ایماں بکند

অবশেষে বাদশাহ্ তাহার কোল হইতে শিশুকে ছিনাইয়া নিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল, ইহাতে মহিলাটি শঙ্কিত হইল এবং (বাহ্যত) ঈমান পরিত্যাগ করার জন্য ইতস্তত করিতেছিল।

যেহেতু শুধু ওয়াসওয়াসাস্বরূপ খেয়াল পয়দা হইয়াছিল, কাজেই কাফের হয় নাই। মনের সেই অটল বিশ্বাস পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কাফের হয় না। কাহাকেও যদি প্রাণে বধ করার কিংবা কোন অঙ্গহানি করার ভয় দেখাইয়া কুফরী কলেমা উচ্চারণ করিতে কিংবা মূর্তিকে সজদা করিতে বাধ্য করা হয়; তবে তাহার জন্য শরীয়তের বিধান এই যে, সে মনের মধ্যে ঈমান দৃঢ় রাখিয়া শুধু প্রাণ রক্ষার্থে বাহ্যিকরূপে আদেশ পালন করিতে পারে। কিন্তু আদেশ অমান্য করিয়া শহীদ হইয়া যাওয়াই উত্তম। এমন লোককে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম বিনিময় প্রদান করিবেন।

খাস্ত তাউ সজদা আরাদ পেশে বুত | خواست تا او سجدہ آرد پیش بت
বাঙ্গ যাদ আঁ তেফ্‌ল্ কাআন্নী লাম আমুত | بانگ زد آں طفل کانی لم امت

ঐ মহিলাটি (মনের ওয়াসওয়াসায়) ইচ্ছা করিয়াছিল যে, মূর্তির সম্মুখে সজদা করিয়া লই; তৎক্ষণাৎ শিশুটি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, 'আমি মরি নাই।'

আন্দর আ আয় মাদার ঈঁজা মান খোশাম | اندر آ اے مادر ایں جا من خوشم
গারচে দর ছূরত মিয়ানে আতেশাম | گرچہ در صورت میان آتشم

হে আম্মাজান! এই আগুনের মধ্যে চলিয়া আসুন, আমি এখানে বেশ আনন্দে আছি, যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।

চশমে বন্দাস্ত আতেশ আয বাহরে হাজীব | چشم بندست آتش از بہر حجیب
রহমতাস্ত ঈঁ সারবরা ওয়ারদায হাবীব | رحمت ست ایں سر بر آوردہ زحبیب

এই আগুন এক প্রকারের নযরবন্দী—যাহাতে গায়েবের রহস্য পর্দার অন্তরালে থাকিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত।

আল্লাহ্‌র এই প্রকৃত রহমত যেহেতু আগুনের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে নযরবন্দী বলা হইয়াছে; যাহাতে সর্বসাধারণের দৃষ্টি হইতে আল্লাহ্‌র গায়েবী রহস্য লুকায়িত থাকে।

আন্দর আ মাদার বা বী বোরহানে হক   اندر آ مادر به بین برهان حق
তা বা বীনী এশরতে খাচ্ছানে হক   تا به بینی عشرت خاصان حق

হে আম্মা! ভিতরে চলিয়া আসুন এবং আল্লাহ্ তা'আলার (কুদরতের) প্রমাণ প্রত্যক্ষ করুন, (ইহা দেখিতে আগুন, কিন্তু দাহিকা শক্তি নাই;) আপনি এখানে আসিলে আল্লাহ্ তা'আলার খাছ বান্দাগণের শান্তি দেখিতে পাইবেন।

আন্দর আউ আব বীনী আতেশ মেছাল   اندر آؤ آب بینی آتش مثال
আয জাহানে কাতেশাস্ত আবাশ মেছাল   از جهانے کاتش ست آبش مثال

ভিতরে আসুন এবং আগুনের আকারে পানি দেখুন; সেই দুনিয়া হইতে চলিয়া আসুন, যাহা প্রকৃতপক্ষে আগুন, কিন্তু উহার আকৃতি পানির মত।

অর্থাৎ, বাহিরে এই আগুন গরম বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু ভিতরে আসিয়া দেখুন উহা খুব শীতল। পক্ষান্তরে দুনিয়া প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসকারী, কিন্তু বাহিরে উহা নানাবিধ নেয়ামতে পরিপূর্ণ ও আরামদায়ক।

আন্দর আ আসরারে ইবরাহীম বী   اندر آ اسرار ابراهیم بیں
কো দর আতেশ ইয়াফত ওয়ার্দ ও ইয়াসমী   کو در آتش یافت ورد و یاسمیں

(আম্মা!) ভিতরে আসুন এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামের গুপ্ত রহস্য অবলোকন করুন, তিনি আগুনের মধ্যে গোলাব ফুল এবং চামেলী ফুল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (এখানেও তাহারই নমুনা বিদ্যমান।)

মরগ মী দীদাম গাহে যাদান যে তূ   مرگ می دیدم گه زادن ز تو
সখত খওফাম বুদ উফ্তাদান যে তূ   سخت خوفم بود افتادن ز تو

(শিশু বলিতেছে,) আমি আপনার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়টাকে আমার মৃত্যু মনে করিয়াছি এবং আপনার (গর্ভ) হইতে দুনিয়াতে পতিত হওয়া আমার নিকট অত্যন্ত ভয়ের কারণ ছিল।

কেননা, আমি উদরকে বড় জগত মনে করিতাম? ঐ বাসস্থানের সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম, দুনিয়াকে তো তখনও দেখি নাই। কাজেই উহাকে সংকীর্ণ মনে করিতাম এবং পরিচিত জগত ছাড়িয়া আসিতে ভয় পাইতাম।

চুঁ বেযাদাম রাস্তাম আয যিন্দানে তঙ্গ   چوں بزادم رستم از زندان تنگ
দর জাহানে খোশ সারায়ে খোব রঙ্গ   درجهانے خوش سرائے خوب رنگ

কিন্তু যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন বুঝিলাম আমি একটি সংকীর্ণ জেলখানা হইতে মুক্তি পাইয়াছি এবং এমন এক জগতে আসিয়াছি, যেখানে বাসস্থান বড়ই মনোরম, (আবহাওয়া স্নিগ্ধকর,) দৃশ্য বড়ই সুন্দর (মনোমুগ্ধকর)।

মান জাহাঁ রা চুঁ রেহেম দীদাম কনূঁ   من جهاں را چوں رحم دیدم کنوں
চুঁ দরীঁ আতশ বেদীদাম ইঁ সকূঁ   چوں دریں آتش بدیدم ایں سکوں

এইরূপে এখন আমি এই আগুনের ভিতরে আসিয়া দুনিয়ার জগতকে মাতৃ উদরের মত সংকীর্ণ দেখিতেছি। কেননা, এই আগুনের মধ্যে সর্বপ্রকারের আরাম ও শান্তি দেখিতে পাইতেছি।

আন্দরীঁ আতেশ বেদীদাম আলমে — اندریں آتش بدیدم عالمے
যাররা যাররা আন্দর ও ঈসা দমে — ذره ذره اندر و عیسے دمے

আমি এই আগুনের মধ্যে এক বিশাল জগত দেখিতে পাইতেছি, ইহার প্রত্যেকটি রেণুকে (জীবনের উৎস দেখিতেছি এবং জীবনীশক্তি সঞ্চারণে) ঈসা আলাইহিস্‌সালামের ফুঁক মনে হইতেছে।

কেননা, পরলোকে মৃত্যু নাই, শুধু জীবনই জীবন। যেমন, আল্লাহ্ পাক ফরমাইয়াছেন— وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ অর্থাৎ, "পরজগতের জীবনই প্রকৃত জীবন" আর পরজগত এই জগত হইতে বড় হওয়া তো সুস্পষ্ট এবং কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ঈঁ জাহানে নীস্ত শেকলে হাস্ত যাত — ایں جہانے نیست شکلے هست ذات
আঁ জাহানে হাস্ত শেকলে বে-ছুবাত — آں جہانے هست شکلے بے ثبات

এই জগতটি বাহ্যত আকৃতিবিহীন, কিন্তু প্রকৃত সত্তাবান, আর ঐ জগত (দুনিয়া) বাহ্যত আকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু বস্তুত অস্থায়ী।

অর্থাৎ, এই পরজগত যাহা আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতেছি, বাহ্যিক আকৃতিতে তো অস্তিত্বহীন ও অদৃশ্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অস্তিত্ব ইহারই আছে। কেননা, পরজগত ইন্দ্রিয় অনুভূতির বস্তু নহে। বাহিরে অস্তিত্বহীন; কিন্তু মূলত অনন্তকাল স্থায়ী, সুতরাং অস্তিত্ববিশিষ্ট বলার উপযুক্ত ইহাই। আর দুনিয়া বাহিরে ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তু। বাহিরে উহার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু উহা অস্থায়ী। সুতরাং অস্তিত্বহীন হওয়ার উপযুক্ত উহাই। যেমন, আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন— مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ, তোমাদের নিকট যাহাকিছু রহিয়াছে তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে, আর আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে অনন্তকাল স্থায়ী। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেনঃ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ, পরজগত উত্তম এবং অনন্তকাল স্থায়ী।

আন্দর আঁ মাদার বেহক্কে মাদরী — اندر آ مادر بحق مادری
বীঁ কে ঈঁ আযর না দারাদ আযরী — بیں که ایں آذر نه دارد آذری

হে আম্মা! আমি আপনাকে মাতৃত্বের দোহাই দিয়া বলিতেছি, আপনি আগুনের ভিতরে আসুন, দেখিবেন এই আগুন দাহিকাশক্তিহীন।

অর্থাৎ, জননী হওয়ার কারণে আপনার মঙ্গল কামনা করা আমার কর্তব্য, তাই আমি আপনাকে ডাকিতেছি। আসিয়া দেখুন, এই আগুনের মধ্যে দাহিকাশক্তি নাই।

আন্দর আ মাদার কে একবাল আমাদাস্ত — اندر آ مادر که اقبال آمداست
আন্দর আ মাদার মাদহ্ দৌলত যেদাস্ত — اندر آ مادر مده دولت ز دست

হে মাতঃ! আগুনের ভিতরে চলিয়া আসুন, সৌভাগ্যের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, হে মাতঃ! ভিতরে আসিয়া পড়ুন, এই মহামূল্য ধন হাতছাড়া করিবেন না।

কুদরতে আঁ সাগ বেদীদী আন্দর আ — قدرت آں سگ بدیدی اندر آ
তা বা বীনী কুদরতে ফযলে খোদা — تا به بینی قدرت فضل خدا

আপনি ঐ কুকুরের ক্ষমতা দেখিয়াছেন, এখন আপনি আগুনের ভিতরে আসুন; তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীর ক্ষমতাও দেখিতে পাইবেন।

অর্থাৎ, ঐ ইহুদী কুকুর তো মোমেনদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে। এখানে আসিয়া আল্লাহ্র ক্ষমতা দেখুন, কেমন করিয়া আগুনকে তিনি ফুলের বাগানে পরিণত করিয়া দিয়াছেন।

মান যে রহ্মত মী কোশায়েম পায়ে তূ — من ز رحمت می کشایم پائے تو
কেয তরব খোদ নীস্তাম পরওয়ায়ে তূ — کز طرب خود نیستم پروائے تو

আমি শুধু (সন্তানসুলভ) বাৎসল্যবশত আপনার পাকে দুনিয়ার বেড়ি হইতে মুক্ত করিতে চাহিতেছি, (তাই আপনাকে বারংবার ডাকিতেছি এবং আপনার স্বার্থের খাতিরেই আপনাকে ডাকিতেছি, আমার কোন স্বার্থ ইহাতে জড়িত নাই।) আমি তো আনন্দাতিশয্যে আপনার পরওয়াই করিতে পারিতেছি না।

আন্দর আও দীগারে রা হাম বেখাঁ — اندر آؤ دیگریرا ہم بخواں
কান্দারাতেশ শাহ বেনহা দাস্ত খাঁ — کاندر آتش شاہ بنہادست خواں

ভিতরে চলিয়া আসুন এবং অন্যান্য (মোমেনদিগ)-কেও ডাকিয়া আনুন। কেননা, প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য নেয়ামতের দস্তরখান বিছাইয়া রাখিয়াছেন।

আন্দর আইয়েদ আয় মুসলমানাঁ হামা — اندر آئید اے مسلماناں همه
গায়রে আযবে দীঁ আযাবাস্তাঁ হামা — غیر عذب دیں عذاب ست آں همه

হে মুসলমানগণ! আগুনের ভিতরে আসিয়া পড়। কেননা, ধর্মের মিঠা পানি ব্যতীত আর সবকিছুই রূহের জন্য আযাব।

আন্দর আইয়েদ আয় হামা পরওয়ানা ওয়ার — اندر آئید اے همه پروانه وار
আন্দরী আতেশ কে দারাদ ছদ্ বাহার — اندریں آتش که دارد صد بہار

হে মুসলমানগণ! পতঙ্গের মত সকলে ভিতরে চলিয়া আসুন, এমন আগুনের ভিতরে চলিয়া আসুন যেখানে শত শত বসন্তকাল ও ফুল বাগান রহিয়াছে।

অর্থাৎ, ঐ শিশু এখন সমস্ত মুসলমানকে আগুনের দিকে ডাকিতেছে। কেননা, ইহা আগুন নহে, ইহা ধর্মের মিঠা পানি। আর তোমরা যেই অবস্থায় রহিয়াছ উহা প্রকৃতপক্ষে আযাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব, তোমরা সেই আযাব ত্যাগ করিয়া মিষ্টতা গ্রহণ কর।

আন্দর আইয়েদ আয় হামা মাস্ত ও খারাব — اندر آئید اے همه مست و خراب
আন্দর আইয়েদ আয় হামা আইনে 'এতাব — اندر آئید اے همه عین عتاب

ওহে! যাহারা (দুনিয়ার মদে) মত্ত এবং বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছ, আর যাহারা ইহুদী কর্তৃক তিরস্কৃত হইতেছ, আগুনের ভিতরে চলিয়া আস। (সমস্ত ঝগড়া হইতে মুক্তি লাভ করিবে।)

আন্দর আইয়েদ আন্দরী বাহরে আমীক — اندر آئید اندر ایں بحر عمیق
তাকে গরদাদ রূহ ছাফী ও রকীক — تاکه گردد روح صافی و رقیق

আর তোমরা (আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের) এই গভীর দরিয়ার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়, তাহাতে তোমাদের রূহ পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম হইবে।

অর্থাৎ, দুনিয়ার ময়লা-আবর্জনা হইতে নাজাত্ পাইবে।

মাদারাশ আন্দাখত খোদ রা নযদে উ — مادرش انداخت خود را نزد او
দাস্তে উ বেগেরেফ্‌ত তেফল মেহের জো — دست او بگرفت طفل مهر جو

শিশুর মাতা আগুনে ঝাঁপ দিয়া শিশুর নিকটে গেল, স্নেহপিপাসু শিশু তৎক্ষণাৎ মায়ের হাত ধরিল।

মাদারাশ হাম যাঁ নসক গোফতান গেরেফত — مادرش هم زاں نسق گفتن گرفت
দুররে ওয়াছফে লোতফে হক সোফতান গেরেফত — در وصف لطف حق سفتن گرفت

ইহার পর তো তাহার মাতাও তাহার ন্যায় বলিতে লাগিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীর মুতির মালা গাঁথিতে লাগিল।

অর্থাৎ, শিশুর ন্যায় তাহার মাতাও আগুনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীর বর্ণনা আরম্ভ করিল।

আন্দর আমদ মাদারে আঁ তেফলে খোর্‌দ — اندر آمد مادر آں طفل خرد
আন্দর আতেশ গোওয়ে দৌলত রা বোর্বদ — اندر آتش گوئے دولت را ببرد

সেই ছোট শিশুর মাতা আগুনে যাইয়া বিরাট সম্পদ প্রাপ্ত হইল।

না'রা মী যাদ খলক রা কায় মরদমাঁ — نعره می زد خلق را کائے مردماں
আন্দর আতেশ বেংগারীদ ঈঁ বোস্তাঁ — اندر آتش بنگرید ایں بوستاں

মুসলমানদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল, ওহে লোকসকল! আগুনে আসিয়া এই ফুল বাগান অবলোকন কর।

বাঙ্গ মী যাদ দরমিয়ানে আঁ গেরোহ — بانگ می زد درمیان آں گروه
পোর হামী শোদ জানে খলকাঁ আয শেকোহ — پر همی شد جان خلقاں از شکوه

স্ত্রীলোকটি উপস্থিত সকল মুসলমানদের লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছিল, আর এদিকে তাহার কথার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যে লোকের অন্তঃকরণসমূহ পরিপ্লুত হইতেছিল।

অর্থাৎ, এই কথা শুনিয়া তাহাদের মন প্রভাবিত, আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছিল।

## দলে দলে মুসলমানের আগুনে ঝম্প প্রদান

খালক খোদ রা বা'দাযাঁ বে খেশতান — خلق خود را بعد ازاں بے خویشتن
মী ফাগান্দান্দ আন্দর আতেশ মরদও যান — می فگندند اندر آتش مرد و زن

অতঃপর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ আত্মহারা হইয়া আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল।

বে মোওয়াক্কেল বে কাশেশ আয এশকে দোস্ত — بے مؤکل بے کشش از عشق دوست
যাঁকে শীরীঁ করদানে হার তলখ আয়োস্ত — زانکه شیرین کردن هر تلخ ازو ست

বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেহ তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগকারীও ছিল না এবং ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য আগুনের মধ্যে কোন আকর্ষণকারীও ছিল না।

কেহ তাহাদিগকে যবরদস্তি আগুনে নিক্ষেপ করিতেছিল না। বাহ্য দৃষ্টিতে তাহারা আগুনের মধ্যে স্বাদের বা আগ্রহ ও উৎসাহের কোন কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না—যাহার লোভে তাহারা আগুনে ঝাঁপ দেয়।

তা চুনাঁ শোদ কাঁ আওয়ানাঁ খালক রা — تا چناں شد کاں عواناں خلق را
মানয়ে মী করদান্দ কাতেশ দরমিয়াঁ — منع می کردند کاتش درمیاں

অতঃপর অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, বাদশাহের সিপাহীরা জনগণকে বাধা দিতে লাগিল, যেন আগুনে ঝাঁপ না দেয়।

আঁ ইয়াহুদী শোদ সীয়া রো ও খাজাল — آں یهودی شد سیه رو و خجل
শোদ পাশীমাঁ যী সবব বীমারে দেল — شد پشیماں زیں سبب بیمار دل

ইহা দেখিয়া ইহুদী বাদশাহর মুখ কাল (মলিন) হইয়া গেল ও অত্যন্ত লজ্জিত হইল। এই কারণে সে (—সেই বাদশা কুফরী রোগে) মর্মাহত এবং বিষণ্ণ হইল।

কান্দর ঈমাঁ খালক আশেক তর শোদান্দ — کاندر ایماں خلق عاشق تر شدند
দর ফানায়ে জেস্‌মে ছাদেক তর শোদান্দ — در فنائے جسم صادق تر شدند

(কেননা, তাহার কার্যের ফলে) মানুষ ঈমানের প্রতি আরো অধিক আসক্ত হইয়া পড়িল, মানুষ নিজের দেহকে বিলীন করিয়া দিতে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল।

এখন মাওলানা (রঃ) বলিতেছেন ঃ

মকরে শয়তাঁ হাম দরো পেচীদ শোক্‌র — مکر شیطاں هم درو پیچید شکر
দেও খোদরা হাম সিয়া রো দীদ শোকর — دیو خود را هم سیه رو دید شکر

আল্লাহ্ তা'আলার শোক্‌র ; শয়তানের (ইহুদী বাদশাহ্‌র) ধোঁকা ও প্রতারণার ফাঁদে সে নিজেই আটকিয়া গেল, শয়তান নিজেকেই অপদস্থ ও ব্যর্থকাম দেখিল।

আঁচে মী মালীদ বর রোওয়ে কাসাঁ — آنچه میمالید بر روئے کساں
জময়ে শোদ দর চেহরায়ে আঁ নাকাসাঁ — جمع شد در چهرهٔ آں ناکساں

এতদিন যাহারা অন্যান্য লোকদের চেহারায় কালি লেপন করিত, সমস্ত কালি যাইয়া ঐ অপদার্থ লোকদের চেহারায় জমিয়া গেল।

বাদশাহ্ মুসলমানদিগকে হীন ও অপদস্থ করিতে চাহিয়াছিল, পরিণামে সে নিজেই অপদস্থ হইল। ভয়ে ও চিন্তায় এতদিন মুসলমানদের মুখ বিবর্ণ ও মলিন ছিল, এখন তাহাদের মুখের সমস্ত কালিমা সেই শয়তান ও তাহার সভাসদগণের মুখে আসিয়া লাগিল।

| | |
|---|---|
| আঁকে মী দাররীদ জামা খলকে চুস্ত | آنکه میدرّید جامه خلق چست |
| শোদ দরীদাহ্ আনে উ যী শাঁ দুরুস্ত | شد دریده آن او زیشان درست |

আর যে ব্যক্তি বিনা দ্বিধায় চালাকী ও চতুরতা করিয়া মানুষের জামা ফাড়িয়া বেড়াইত, (তাহাদিগকে নির্যাতনের কারণে) তাহাদের নিজেদের জামা-ই (পুরাপুরি) ছিঁড়িয়া গেল আর ঐ সকল লোক নিরাপদে রহিল।

যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাগণকে হালাক ও ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল; পরিশেষে তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়া গেল।

## বিদ্রূপের সহিত পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণকারীর মুখ বাঁকা হইয়া যাওয়া

| | |
|---|---|
| আঁ দাহান কায কর্দওয়ায তামাসখুর বেখান্দ | آن دهان كژ كرد واز تمسخر بخواند |
| মর মোহাম্মদ রা দাহানাশ কায বেমান্দ | مر محمد را دهانش كژ بماند |

যেই ব্যক্তি বিদ্রূপের সহিত মুখ বাঁকা করিয়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার মুখ তেমনই বাঁকা রহিয়া গেল।

| | |
|---|---|
| বায আমাদ কায় মোহাম্মদ আফ্‌ব কুন | باز آمد كائے محمد عفو كن |
| আয় তোরা আলতাফো এলম মিল্লাদুন | اے ترا الطاف وعلم من لدن |

সে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হৃদয়ে করুণা এবং খোদার তরফের এলম আছে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিন।

| | |
|---|---|
| মান তোরা আফসোস মী কর্দাম বা জেহ্ল | من ترا افسوس میکردم بجهل |
| মান বুদাম আফসোসরা মনসূব ও আহ্ল | من بدم افسوس را منسوب و اهل |

আমি মূর্খতাবশত আপনাকে বিদ্রূপ করিতেছিলাম, বস্তুত আমি নিজেই বিদ্রূপের পাত্র হওয়ার উপযোগী এবং আমিই বিদ্রূপের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার যোগ্য।

| | |
|---|---|
| চূঁ খোদা খাহাদ কে পর্দা কাস দারাদ | چوں خدا خواهد كه پرده كس درد |
| ময়লাশ আন্দর তা'নায়ে পাকাঁ বুরাদ | میلش اندر طعنهٔ پاکاں برد |

আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও অপমানিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার মনে নেক বান্দাগণকে তিরস্কার করার ইচ্ছা পয়দা করিয়া দেন।

| | |
|---|---|
| ওয়ার খোদা খাহাদ কে পুশাদ আয়বে কাস | ور خداخواهد كه پوشد عيب كس |
| কম যানাদ দর আয়বে মা'য়ুবাঁ নাফাস | كم زند در عيب معيوباں نفس |

আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে সে দোষী লোকের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধেও কিছু বলে না।

চুঁ খোদা খাহাদ কে মারা ইয়ারী কুনাদ    چوں خدا خواهد که مارا یاری کند
ময়লে মারা জানেবে যারী কুনাদ    میل مارا جانب زاری کند

আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমাদের সহায়তা করার ইচ্ছা করেন, তখন আমাদের মনে আজেযী ও কান্নাকাটির প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করিয়া দেন।

বিদ্রূপ করিয়া হুযূরের নাম উচ্চারণকারী পরে হুযূরের দরবারে আসিয়া অপরাধ ক্ষমা চাহিয়াছিল এবং বিনয় ও আজেযী প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে আজেযী ও বিনয়ের প্রশংসা করিতেছেন।

আয় খনক চশমেকে উ গিরয়ানে উ    ای خنک چشمی که او گریان او
ওয়ায় হুমায়ুন দেল কে উ বিরইয়ানে উ    وی همایون دل که او بریان او

সেই চক্ষু খুব শীতল, যাহা আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতে ক্রন্দনকারী হয়, আর ঐ অন্তর খুব মোবারক যাহা আল্লাহ্ তা'আলার এশ্কের আগুনে ভাজা হইয়াছে।

আখেরে হার গিরইয়া আখের খান্দাআস্ত    آخر هر گریه آخر خنده است
মরদে আখের বী মোবারক বান্দাআস্ত    مرد آخر بین مبارک بنده است

(এশ্কে এলাহীর) প্রত্যেকটি ক্রন্দনের পরিণাম হাসি ও খুশী, যে লোক পরিণামদর্শী সে-ই ভাগ্যবান।

কোরআন শরীফে আছে, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا প্রত্যেক দুঃখ-কষ্টের পরই সুখ আছে। অতএব, এই দুনিয়াতে আজ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মহব্বতে দোযখের ভয়ে কান্নাকাটির কষ্ট সহ্য করিবে, সে আগামীকাল পরকালে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট হইবে। আল্লাহ্র ভাগ্যবান বান্দা ঐ ব্যক্তি—যে আগামীকল্যের কল্যাণের নিমিত্ত আজিকার কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আজ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং আগামীকল্যের (আখেরাতের) চিন্তা করে না যে, কাল কিয়ামতে আমার কি অবস্থা হইবে, তাহার চেয়ে হতভাগ্য আর কেহই নহে।

হার কুজা আবে রওয়াঁ সবজা বুওয়াদ    هرکجا آب روان سبزه بود
হার কুজা আশকে রওয়াঁ রহমত শাওয়াদ    هرکجا اشک روان رحمت شود

যেখানে প্রবহমান পানি থাকে সেখানে তৃণলতা ভাল উৎপন্ন হয়, এইরূপে যেখানে অশ্রু প্রবহমান থাকিবে সেখানে আল্লাহ্র অনুগ্রহ (ও দয়ার বাগান প্রস্ফুটিত) হইবে।

বাশ চুঁ দোলাবে নালাঁ চশমে তর    باش چوں دولاب نالاں چشم تر
তা যে ছেহনে জানাত বর রোইয়াদ খাযর    تاز صحن جانت بر روید خضر

তুমি বাগানে পানি সিঞ্চনকারী যন্ত্রের ন্যায় প্রবহমান অশ্রুবিশিষ্ট চক্ষু হও, তাহা হইলে তোমার প্রাণের আঙ্গিনায় তৃণলতা গজাইয়া উঠিবে।

অর্থাৎ, তোমার কল্ব এবং রূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নূরের ধারা প্রবাহিত হইবে।

মরহমত ফরমুদ সাইয়েদ আফ্ব কর্দ    مرحمت فرمود سید عفو کرد
চুঁ যে জুরআত তওবা কর্দ আঁ রোয়ে যরদ    چوں زجرأت توبه کرد آں روئے زرد

যখন সেই অপরাধী অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় দুঃসাহসিক অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদয় হইলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

সম্মুখে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অপরাধীকে ক্ষমা করা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

রহম খাহী রহম কুন বর আশকবার — رحم خواهی رحم کن بر اشکبار
রহম খাহী বর যয়ীফাঁ রহ্মত আর — رحم خواهی بر ضعیفاں رحمت آر

যদি তুমি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ কামনা কর, তবে তুমিও (অপরাধ স্বীকারপূর্বক) ক্রন্দনকারীদের প্রতি দয়া কর, যদি তুমি অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষী হও তবে দুর্বলদের প্রতি দয়া কর।

## আগুনের প্রতি ইহুদী বাদশাহ্র ক্রোধ

রো বা-আতেশ কর্দ শাহ্ কায় তুন্দ খো — رو باتش کرد شه کاے تند خو
আঁ জাহাঁ সূযে তবীঈ খোত কো — آں جهاں سوز طبیعی خوت کو

বাদশাহ্ (ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া) অগ্নিকুণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—তুমি তো বড় তেজস্বী, দুনিয়াকে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া (ছারখার করিয়া) দেওয়ার তোমার ঐ স্বভাব আজ কোথায় গেল?

চুঁ না মী সূযী চে শোদ খাছীয়াতাত — چوں نه می سوزی چه شد خاصیتت
ইয়া যে বখতে মা দিগার শোধ নিয়্যাতাত — یا ز بخت ما دیگر شد نیتت

তুমি আজ কেন পোড়াইতেছ না? তোমার বিশেষত্ব কোথায় গেল? আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আজ কি তোমার মৌলিকতাই পরিবর্তিত হইয়া গেল? (তুমি আগুনই রহিলে না?)

মী না বখশাঈ তূ বর আতেশ পোরোস্ত — می نه بخشائی تو بر آتش پرست
আঁ কে না পোরসাদ তোরা উ চুঁ বেরাস্ত — آنکه نه پرسد ترا او چوں برست

তুমি তো কোনদিন অগ্নিপূজকদেরকেও ক্ষমা কর নাই, আর যাহারা তোমার পূজা করে না তাহারা কিরূপে রক্ষা পাইয়া গেল?

অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদানকারীর এই দল—নারী, শিশু, অন্যান্য মুসলমানগণ কি করিয়া অক্ষত রহিল?

হারগেয আয় আতেশ তূ ছাবের নীস্তী — هرگز اے آتش تو صابر نیستی
চুঁ না সূযী চীস্ত কাদের নীস্তী — چوں نه سوزی چیست قادر نیستی

তুমি কি দহন কার্য হইতে ছবর করিয়াছ? এরূপ তো সম্ভব নহে, (কেননা, তুমি তো সবকিছু পোড়াইয়া ভস্ম কর, ইহা তোমার চিরাচরিত স্বভাব।) তবে কেন পোড়াও না? তুমি কি পোড়াইতে সক্ষম নও?

চশমে বন্দাস্ত আয় আযব ইয়া হোশে বন্দ — چشم بندست اے عجب یا هوش بند؟
চুঁ না সূযান্দে চুনীঁ শো'লা বুলন্দ — چوں نسوزند چنیں شعله بلند

বিচিত্র ব্যাপার, ইহা কি নযরবন্দী না হুশবন্দী? এত সুউচ্চ তোমার শিখা— দগ্ধ করিতেছ না কেন?

জাদুয়ে করদাত কাসে ইয়া সীমীয়াস্ত — جادوئے کردت کسے یا سیمیاست
ইয়া খেলাফে তব্‌য়ে তূ আয বখতে মাস্ত — یا خلاف طبع تو از بخت ماست

তোমার উপরে কি কেহ জাদু করিয়াছে? না-কি ইহা ম্যাসমেরিজম? অথবা আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে তোমার মৌলিক স্বভাব পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে?

গোফ্‌ত্‌ আতেশ মান হামানাম আতশাম — گفت آتش من همانم آتشم
আন্দর আ তা তূ বাবীনী তাবাশাম — اندر آ تا تو به بینی تابشم

(আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশে) আগুন উত্তর দিল যে, আমি সেই আগুনই আছি; তুমি ভিতরে আস, তাহা হইলে তুমি আমার উত্তাপ দেখিতে পাইবে।

তাবয়ে মান দীগার না গাশ্‌ত ও উনছুরাম — طبع من دیگر نگشت وعنصرم
তেগে হক্কাম হাম বা দস্তুরী বারাম — تیغ حقم هم بدستوری برم

আমার স্বভাবেরও পরিবর্তন হয় নাই, আমার মূল উপাদানেরও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই; কিন্তু আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার তলোয়ার, অনুমতি পাইলেই কাটিতে পারি।

অর্থাৎ, আমি স্বাধীন নহি যে, বিনানুমতিতে কাটিব।

বর দারে খারগা সাগানে তুর্কমাঁ — بردر خرگه سگان ترکمان
চাপলুসী করদাহ পেশে মেহ্‌মাঁ — چاپلوسی کرده پیش میهمان

দেখ, তুর্কমান সম্প্রদায়ের কুকুর তাহাদের তাঁবুর দ্বারে পড়িয়া থাকে, কোন মেহমান (কিংবা পরিচিত লোক) আসিলে কেমন (সুন্দররূপে লেজ নাড়িয়া) আনুগত্য প্রকাশ করে।

ওয়ার বে খারগা বেগযারাদ বেগানা রো — ور بخرگه بگزرد بیگانه رو
হামলা বীনাদ আয সাগাঁ শেরানা উ — حمله بیند از سگان شیرانه او

আর যদি কোন অপরিচিত লোক তাঁবুর দ্বারে আসিয়া পড়ে, তখন দেখা যায় সেই কুকুর সিংহের ন্যায় আক্রমণ করিয়া বসে।

মান যে সাগ কম নীস্তাম দর বন্দেগী — من ز سگ کم نیستم در بندگی
কম যে তুর্কী নীস্ত হক দর যেন্দেগী — کم ز ترکی نیست حق در زندگی

আমি আনুগত্যে ও আদেশ পালনে কুকুরের চেয়ে কোন অংশে কম নহি, আর আল্লাহ্‌ তা'আলা চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব হওয়ার গুণে তুর্কী হইতে কম নহেন।

অর্থাৎ, যখন তুর্কীর সম্মুখে কুকুরের অবস্থা এইরূপ, তখন আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ কেমন করিয়া অমান্য করিতে পারি? এতক্ষণ যাহেরী আগুন আল্লাহ্‌ তা'আলার তাবেদার হওয়ার কথা বর্ণিত হইতেছিল। এখন বলিতেছেন, বাতেনী আগুনও আল্লাহ্‌ তা'আলার তাবেদার।

আতশে তবআত আগার গমগীঁ কুনাদ — آتش طبعت اگر غمگین کند
সূযাশায আমরে মালীকে দীঁ কুনাদ — سوزش از امر ملیک دین کند

যদি তোমার তবীয়তের (—স্বভাবের) আগুন তোমাকে চিন্তিত করিয়া তোলে, তবে (মনে করিও,) দ্বীনের বাদশাহ্র (—আল্লাহ্ তা'আলার) আদেশে সে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

অর্থাৎ, কোন ভয়াবহ ঘটনায় প্রভাবিত হইয়া যদি তোমার তবীয়ত তোমার জন্য কোন চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তবে মনে করিও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমেই তবীয়তের এই অবস্থা হইয়াছে। তাঁহার হুকুম ব্যতীত কিছুই হইবার উপায় নাই।

আতশে তবআত আগার শাদী দেহাদ آتش طبعت اگر شادی دهد
আন্দরো শাদী মালীকে দীঁ নেহাদ اندرو شادی ملیک دیں نهد

এইরূপ যদি তোমার অগ্নিরূপী তবীয়ত তোমাকে আনন্দ দান করে, তবে তুমি মনে করিও আল্লাহ্ তা'আলাই তবীয়তের মধ্যে খুশীর উপকরণ রাখিয়া দিয়াছেন।

চুঁকে গম বীনী তূ এস্তেগফার কুন چونکه غم بینی تو استغفار کن
গম বা আমরে খালেক আমদ কার কুন غم بامر خالق آمد کار کن

অতএব, যখন তুমি চিন্তান্বিত হইবে তখনই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কেননা, চিন্তা-পেরেশানী শুধু আল্লাহ্র আদেশেই কাজ করিয়া থাকে।

আগুন বলিতেছে, তোমার কোন গোনাহ্র কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর এই চিন্তাকে প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল করিয়া দিয়াছেন যখন তুমি আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করিয়া তোমার গোনাহ্ মাফ করাইয়া লইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করিলে তোমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত হইয়া যাইবে।

চূঁ বেখাহাদ আইনে গম শাদী শাওয়াদ چوں بخواهد عین غم شادی شود
আইনে বন্দে প্যায়ে আযাদী শাওয়াদ عین بند پائے آزادی شود

যখন আল্লাহ্র মঞ্জুর হয়, তখন চিন্তা নিজেই খুশীতে রূপান্তরিত হইয়া যায়, আর পায়ের বেড়ি স্বয়ং স্বাধীনতায় পরিণত হয়।

ফলকথা, চিন্তা দূর করার জন্য চিন্তার কারণকে দূর করার দরকার হয় না ; বরং এমনও সম্ভব যে, চিন্তা-ভাবনার কারণ নিজের অবস্থায় থাকিয়াও উহার পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। এইরূপে যে, প্রথম যেই ব্যাপারটি চিন্তার কারণ ছিল, এখন সেই ব্যাপারই উহার অভ্যন্তরস্থ রহস্য ও হেকমত উদঘাটিত হওয়ায় কিংবা উহাতে ছওয়াব ও প্রচুর বিনিময় লাভের আশায় খুশীর কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

বাদও খাকো আবো আতশ বান্দা আন্দ باد و خاک و آب و آتش بنده اند
বা মানো তূ মুর্দা বা হক জিন্দা আন্দ بامن و تو مرده باحق زنده اند

বায়ু, মাটি, পানি এবং আগুন—এই পদার্থ চতুষ্টয় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ; আমার ও তোমার সম্মুখে যদিও ইহারা নির্জীব, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে ইহারা সজীব।

পূর্বে প্রাণীদেহের মৌলিক পদার্থসমূহের মধ্যে শুধু আগুন আল্লাহ্র হুকুমের বশীভূত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এখন অন্যান্য মৌলিক পদার্থও আল্লাহ্র হুকুমের তাবেদার হওয়ার কথা

বলিতেছেন যে, তোমার আমার সাধারণ দৃষ্টিতে ইহারা জড় পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, বাস্তবে ইহারা জীবন্ত। আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান ও বন্দেগী তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে। মাওলানা এখানে সজীব শব্দ দ্বারা এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নির্জীব পদার্থসমূহের মধ্যেও এক প্রকার জীবনীশক্তি রহিয়াছে। আহ্‌লে কাশফ ওলীআল্লাহ্‌গণের নিকট তো এই মাসআলাটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষকৃত এবং চাক্ষুষরূপে দৃষ্ট। কিন্তু যুক্তিবাদীদেরও অধিকাংশ লোকই একথা স্বীকার করিয়াছেন। এদিকে কোরআন শরীফের বহু আয়াতে এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সজীব পদার্থগুলির বিশেষত্বমূলক কার্যকলাপ এই নির্জীব পদার্থসমূহের মধ্যেও রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন— وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ "আর পাথরসমূহের মধ্যে কতক পাথর এমনও আছে যাহা আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে উপর হইতে নীচের দিকে নামিয়া আসে।" لَرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ "যদি আমি কোরআন শরীফকে পাহাড়ের উপর নাযিল করিতাম, তবে তুমি দেখিতে যে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ফাটিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে।" আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ এই (ওহোদ) পর্বত আমাদিগকে ভালবাসে, আমরাও উহাকে ভালবাসি। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সজীব পদার্থের বিশেষ গুণগুলি নির্জীব পদার্থের মধ্যেও রহিয়াছে, তবে সম্ভবত কাটাছেঁড়া ব্যথা-বেদনার অনুভূতি ইহাদের মধ্যে নাই।

পেশে হক আতেশ হামেশা দর কিয়াম  پیش حق آتش همیشه در قیام
হামচুঁ আশেক রোয ও শব বেজাঁ মুদাম  همچوں عاشق روز و شب بیجاں مدام

আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে আগুন সর্বদা উন্মত্ত আশেকের ন্যায় আত্মহারা হইয়া দিবারাত্র (তাঁহার খেদমতের জন্য কোমর বাঁধিয়া) দণ্ডায়মান।

সাঙ্গ বর আহান যানী আতশ জাহাদ  سنگ بر آهن زنی آتش جهد
হাম বা আমরে হক কদম বেরুঁ নেহাদ  هم بامر حق قدم بیروں نهد

পাথর এবং লোহার সংঘর্ষে যে আগুন নির্গত হয়, তাহাও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমেই নির্গত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, সমুদয় জড় পদার্থই আল্লাহ্‌র অনুগত। এখন কথা প্রসঙ্গে মাওলানা ফরমাইতেছেন—

আহান ও সঙ্গ আয সতম বরহাম মাযান  آهن و سنگ از ستم برهم مزن
কীঁ দো মীযানান্দ হামচু মর্দো যান  کایں دو میزانند همچو مرد و زن

অত্যাচারের লোহা ও পাথরে সংঘর্ষণ করিও না। কেননা, এই উভয় স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় সম্মিলনে (কু-সন্তান) জন্মগ্রহণ করে।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করিয়া নিজের বা অন্যের উপর যুলুম করিও না। কেননা, যুলুমে বহু কুফল দেখা দেয়। যুলুম দ্বারা কুফল দেখা দেওয়ার অর্থ এই যে, যালেমের ঐ একটি গোনাহ্‌র কারণে তাহার উপর বহু গোনাহ্‌র বোঝা আসিয়া চাপিয়া পড়িবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ও দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামত দিবসে নামায, রোযা, যাকাত সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইবে এবং সঙ্গে এই গোনাহ্‌ও লইয়া আসিবে যে, কাহাকেও

গালি দিয়াছে, কাহারও যেনার অপবাদ রটাইয়াছে, অন্যায়ভাবে কাহারও মাল আত্মসাৎ করিয়াছে, কাহাকেও প্রাণে হত্যা করিয়াছে, কাহাকেও বা অন্যায়ভাবে প্রহার করিয়াছে। তখন তাহার নেকী হইতে কিছু কিছু করিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে। উহাতে যদি সমস্ত হক পরিশোধ হওয়ার আগেই তাহার নেকী শেষ হইয়া যায়, তবে সেই সকল হকদারের গোনাহ্‌সমূহ লইয়া উহার উপর চাপান হইবে। অতঃপর তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

সঙ্গো আহান খোদ সবব আমদ ওলেক — سنگ و آهن خود سبب آمد و لیک
তূ বা বালা তর নেগার আয় মর্দ নেক — تو ببالا تر نگر اے مرد نیک

পাথর এবং লোহা নিঃসন্দেহে আগুন উৎপাদনের কারণ; কিন্তু হে নেক ব্যক্তি! তুমি ইহা (—এই নিম্নতম কারণ) অপেক্ষা উচ্চতম কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

কীঁ সবব রা আঁ সবব আওয়ারদ পেশ — کیں سبب را آں سبب آورد پیش
বেসবব কায় শোদ সবব হারগেয যে খেশ — بے سبب کئے شد سبب هرگز ز خویش

কেননা, এই কারণকেও ঐ (উর্ধ্বতন) কারণ অস্তিত্ব দান করিয়াছে। কারণ ব্যতীত কোন কারণ নিজে নিজে কখনও কি অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইতে পারে?

কেননা, নিম্নতম কারণসমূহ সৃষ্ট বস্তু। সৃষ্ট বস্তুর জন্য স্রষ্টার প্রয়োজন। উর্ধ্বতন কারণসমূহের সীমা কোন অসৃষ্ট ও স্বয়ম্ভু কারণ পর্যন্ত যাইয়া শেষ হওয়া অনিবার্য। বস্তুত তাহাই আসল কারণ, তাহার দ্বারাই সমস্ত কারণের উৎপত্তি হয়। নিম্নতম কারণসমূহকে সেই উর্ধ্বতন কারণ—আল্লাহ্ তা'আলাই কার্যকরী করিয়া থাকেন।

ওয়াঁ সববহা কাম্বিয়ারা রাহবরাস্ত — واں سببها کانبیا را رهبرست
আঁ সববহা যীঁ সববহা বরতরাস্ত — آں سببها زیں سببها برترست

নবীদের দৃষ্টি সর্বদা উর্ধ্বতন কারণের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। উর্ধ্বতন কারণসমূহ নিম্নতম কারণসমূহের বহু উর্ধ্বে।

ঈঁ সবব রা মাহরম আমদ আকলে মা — ایں سبب را محرم آمد عقل ما
ওয়াঁ সববহা রাস্ত মাহরাম আম্বিয়া — واں سببها راست محرم انبیا

নিম্নতম কারণগুলিকে আমাদের (সর্বসাধারণের) জ্ঞানও উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু উর্ধ্বতন কারণসমূহ শুধু নবীগণই উপলব্ধি করিতে পারেন।

সর্বসাধারণের দৃষ্টি যেহেতু শুধু বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাহ্যদৃষ্ট বস্তুর প্রতি সীমিত, কাজেই তাহাদের জ্ঞানও নিম্নতম কারণ উপকরণকে অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের জ্ঞান-চক্ষু কারণ ও উপায়-উপকরণের সমস্ত স্তর উপলব্ধি করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞান উর্ধ্বতন কারণসমূহকে পরিবেষ্টনকারী হইয়া থাকে। কিন্তু সর্বসাধারণের জ্ঞান উর্ধ্বতন কারণ উপকরণগুলিকে অনুভব করিতে পারে না।

যেমন, সাধারণ লোকেরা মনে করে যে, আকাশের ঘূর্ণায়নের কারণে চন্দ্র, সূর্য ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু নবীগণ অবগত আছেন, চন্দ্র-সূর্যের ভ্রমণের প্রকৃত কারণ কোন্ পবিত্র সত্তা।

ঈঁ সবব চে বুওয়াদ বাতাযী গো রসন — ایں سبب چه بود بتازی گو رسن
আন্দরীঁ চাহ ঈঁ রসন আমদ বাফন — اندریں چه ایں رسن آمد بفن

(যদি প্রশ্ন জাগে যে,) ইহার কারণ কি? তবে আরবী ভাষায় 'সবব' অর্থ রশি, এই রশি কূপের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন লোকের ব্যবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

সুতরাং কোন কারণই নিজে নিজে কারণ হয় না, উহার কারক নিশ্চয়ই কেহ আছে।

গরদেশে চরখ ইঁ রসন রা ইল্লাতাস্ত — گردش چرخ ایں رسن را علت ست
চরখে গরদাঁ রা নাদীদান যিল্লাতাস্ত — چرخ گرداں را ندیدن زلت ست

(বাহ্যদৃষ্টিতে) আকাশের চক্কর এই রশির কারণ, (কিন্তু) ঘূর্ণায়নকারীকে না দেখা অত্যন্ত ভুল।

ইঁ রসনহায়ে সববহায়ে জাহাঁ — ایں رسن‌هائے سبب‌هائے جهاں
হাঁ ও হাঁ যী চরখে সরগরদাঁ মাদাঁ — هاں و هاں زیں چرخ سرگرداں مداں

কিন্তু সাবধান! সাবধান!! দুনিয়াতে কারণের রশিগুলিকে চরকি ঘূর্ণায়নকারীর পক্ষ হইতে মনে করিও না।

তা নামানী ছিফরো সরগরদাঁ চূ চরখ — تا نمانی صفر و سر گرداں چو چرخ
তা না সূযী তূ যে বে মগযী চূ মরখ — تا نہ سوزی تو ز بے مغزی چو مرخ

তুমি কূপের চরকির ন্যায় (জ্ঞান ও বিবেক) শূন্য হইও না এবং (অজ্ঞতাবশত) পেরেশান হইও না। আর যেন তুমি সারহীন কাঠ হওয়ার কারণে মারাখ্ কাঠের ন্যায় (দোযখে) জ্বলিতে না থাক।

পূর্বের বয়েতগুলি দ্বারা মাওলানা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সর্বোচ্চ ও ঊর্ধ্বতন কারণ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। কেননা, কোন কোন দার্শনিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশকে ঊর্ধ্বতন কারণ বলিয়া স্বীকার করে। আকাশকে ঊর্ধ্বতন কারণ মনে করিয়া কেহ কেহ আল্লাহ্ তা'আলাকেই অস্বীকার করে, আবার কেহ কেহ আল্লাহ্ তাআলাকে অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রিয়া ও প্রভাবকে অস্বীকার করে। এই চারিটি বয়েতের মাধ্যমে মাওলানা তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও বাতেল আকীদা রদ করিতেছেন যে, দুনিয়াতে ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহের দৃষ্টান্ত রশির ন্যায় মনে কর, আর আকাশকে মনে কর চরকি—যদ্দ্বারা রশি কূপের ভিতরে প্রবেশ করে এবং দুনিয়াকে মনে কর একটি কূপ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, চরকি ঘোরার কারণে বালতির রশি নড়াচড়া করে, কিন্তু বাস্তবে উহা চরকির কাজ নহে; বরং যিনি চরকি ঘুরান ইহা তাহারই কাজ। কেননা, চরকিকে কেহ না ঘুরাইলে সে নিজে নিজে তো ঘুরে না, অতএব, রশির নড়াচড়ার জন্য চরকি একটি মাধ্যম মাত্র।

এইরূপে দুনিয়ার যাবতীয় ঘটনাবলীর প্রকৃত কর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আসমানকে ক্রিয়াশীল মনে করা অজ্ঞতা বৈ আর কিছুই নহে। কোন কোন ঘটনার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার হেকমত এই যে, আসমানকে মাধ্যম বানাইয়াছেন। যেমন, মৌসুম ফল-ফুল, শস্য, ফসল ইত্যাদির উৎপন্ন হওয়ার কারণ। আর মৌসুমের পরিবর্তনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে আকাশের চক্কর এবং সূর্যের উদয়-অস্ত ইত্যাদির যৎকিঞ্চিৎ দখল বা প্রভাব আছে। কিন্তু প্রকৃত কর্তা ও ক্রিয়াশীল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

গতি বিষয়ক ব্যাপারটি এই বয়েতগুলিতে আসমানের গতির প্রসিদ্ধি হিসাবে ও দৃষ্টান্তমূলক-ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। নতুবা আসমান গতিশীল হওয়ার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীসেও নাই, আর যুক্তিযুক্ত কোন প্রমাণও কেহ পেশ করিতে পারে নাই। অবশ্য নক্ষত্র গতিশীল—এই উক্তিটি সঠিক ও প্রমাণিত।

বাদ আতশ মী শাওয়াদ আয আমরে হক — باد آتش می شود از امر حق
হার দো সার-মাস্ত আমাদান্দায খমরে হক — هر دو سر مست آمدند از خمر حق

আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে বায়ু আগুন হইয়া যায়। কেননা, বায়ু এবং আগুন উভয়েই আল্লাহ্ তা'আলার শরাবে মত্ত।

উপরে বলা হইয়াছে যে, দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের বশীভূত। এখানে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইতেছে।

আবে হেলমো আতশে খাশ্ম আয় পেসার — آب حلم و آتش خشم اے پسر
হাম যে হক বীনী চূ বোকশাঈ নযর — هم ز حق بینی چو بکشائی نظر

হে বৎস! ধৈর্যশীলতার পানি এবং ক্রোধের আগুনকে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতেই দেখিতে পাইবে, যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা কর।

অর্থাৎ, এই যাহেরী বায়ু ও আগুন যেমন আল্লাহ্ তা'আলার আদেশানুগত, তদ্রূপ স্বভাবের বায়ু এবং আগুনও আল্লাহ্ তা'আলার আদেশানুগত। অর্থাৎ, বাহ্য আগুন ও বায়ু এবং স্বভাবের আগুন ও বায়ুকে যে আদেশ করা হয়, উহারা তাহা পালন করিয়া থাকে।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, এই সমস্ত পদার্থ তোমার ও আমার নিকট নির্জীব, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সজীব। সম্মুখের বয়েতটিতে সে কথাটিই পুনরায় বলিতেছেন। ইহাতে উক্ত পদার্থসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের অনুগত হওয়ার সাথে সাথে বোধশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হওয়ার কথাও উল্লেখ করিতেছেন।

গার নাবুদে ওয়াকেফ আয হক জানে বাদ — گر نبودے واقف از حق جان باد
ফরক কায় কর্দে মিয়ানে কওমে আদ — فرق کے کردے میان قوم عاد

যদি বায়ুর রূহ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে বোধশক্তিসম্পন্ন না হইত, তবে আদ সম্প্রদায়ের (মোমেন ও কাফের) লোকদের মধ্যে পার্থক্য কেমন করিয়া করিত?

অবাধ্য আ'দ সম্প্রদায়ের উপর আযাবের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে হযরত হুদ আলাইহিস্সালাম একটি গণ্ডিরেখা টানিয়া মুসলমানদিগকে উহার ভিতরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঝঞ্ঝা তাহাদের ক্ষতি করে নাই। ওদিকে কাফেরগণ গণ্ডির বাহিরে ছিল, সুতরাং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে।

## ঝঞ্ঝাবায়ু কর্তৃক আ'দ সম্প্রদায় বিধ্বস্ত

হুদ গেরদে মোমেনাঁ খত্তে কাশীদ — هود گرد مؤمنان خطے کشید
নরম মী শোদ বাদ কাঁজা মী রসীদ — نرم می شد باد کانجا می رسید

হুদ (আঃ) মুসলমানদের চতুর্দিকে একটি গণ্ডিরেখা টানিয়া দিলেন, তুফান সেখান পর্যন্ত আসিলে উহার গতিবেগ শিথিল হইয়া পড়িত।

| | |
|---|---|
| হার কে বেরুঁ বুদ আযাঁ খত জুমলারা | هرکه بیروں بود ازاں خط جمله را |
| পারা পারা মী গাশতাস্তান্দর হাওয়া | پاره پاره می گشتست اندر هوا |

আর যেসমস্ত লোক ঐ গণ্ডিরেখার বাহিরে ছিল, তুফান তাহাদিগকে শূন্যমণ্ডলে উঠাইয়া নীচে ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল।

এই কাহিনীর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বায়ু আল্লাহ্ তা'আলার আদেশানুগত এবং বোধশক্তি-সম্পন্ন।

| | |
|---|---|
| হামচুনীঁ শায়বান রায়ী' মী কাশীদ | هم چنیں شیبان راعی می کشید |
| গের্দ বর গের্দে রাম্মা খত্তে পেদীদ | گرد بر گرد رمه خطے بدید |

এরূপে রাখাল হযরত শায়বান (রঃ) ছাগপালের চতুর্দিকে স্পষ্ট একটি রেখা টানিয়া দিতেন।

| | |
|---|---|
| চুঁ বা জোমআ মী শোদ উ ওয়াক্তে নামায | چوں بجمعه می شد او وقت نماز |
| তা নাইয়ারাদ গোর্গ আঁজা তুর্ক তায | تا نیارد گرگ آں جا ترکتاز |

(এই রেখা ঐ সময় টানিতেন,) যখন তিনি জুমআর নামাযের দিন নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন, যেন সেখানে কোন নেকড়ে বাঘ আসিয়া খুন-খারাবী ও লুটতরাজ করিতে না পারে।

| | |
|---|---|
| হীচে গোর্গে দর নাইয়ামদ আন্দরাঁ | هیچ گرگ در نیامد اندراں |
| গোসেপান্দে হাম নাগাশতে যাঁ নেশা | گوسپندے هم نگشتے زاں نشاں |

সুতরাং কোন নেকড়ে বাঘ ঐ রেখার ভিতর যাইত না, আর কোন বকরীও ঐ রেখার বাহিরে যাইত না।

| | |
|---|---|
| বাদে হের্ছে গোর্গ ও হের্ছে গোসেপান্দ | باد حرص گرگ و حرص گوسپند |
| দায়েরা মর্দে খোদারা বুদ বন্দ | دائره مرد خدا را بود بند |

নেকড়ে বাঘের ভিতরে প্রবেশের লোভ এবং বকরীর বহির্গত হওয়ার লোভ ঐ নেক বান্দার টানা রেখার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল।

অর্থাৎ, লোভ—যাহা বায়ুসদৃশ হওয়াবশত উহাকে বাধা প্রদান করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সেই লোভরূপী বায়ু আল্লাহ্ তা'আলার একজন বান্দার আদেশানুগত হইয়া গেল, নেকড়ে বাঘও সম্মুখে অগ্রসর হইত না এবং বকরীও বাহিরে যাইত না। এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, অবোধ প্রাণীগুলি কোন কোন সময় আল্লাহ্ওয়ালা বান্দাগণের বশীভূত হইয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে তো আরও অধিক অনুগত এবং বশীভূত হওয়া অনিবার্য।

| | |
|---|---|
| হামচুনীঁ বাদে আজল বা আরেফাঁ | همچنیں باد اجل باعارفاں |
| নরমো খোশ হামচুঁ নাসীমে গুলসেতাঁ | نرم و خوش همچوں نسیم گلستاں |

এইরূপে মৃত্যুর বায়ু আল্লাহ্র ওলী আ'রেফগণের উপর বাগানের মৃদু সমীরণের ন্যায় মোলায়েম এবং মনোরম হইয়া প্রবাহিত হয়।

মৃত্যু যন্ত্রণা ও কষ্ট সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু কওমে আ'দের প্রতি আগত তুফান যেমন আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে মোমেন বান্দাগণকে কোন কষ্ট দেয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যুরূপী তুফানও আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে

তাঁহার আরেফ ও ওলীগণের জন্য মৃদু-মন্দ ও আরামদায়ক হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মোমেনদের জন্য মৃত্যু উপঢৌকন (তোহ্‌ফা)-স্বরূপ।

আল্লামা তীবি লিখিয়াছেন, মৃত্যু মহাসৌভাগ্য এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের উপায়। অর্থাৎ, মানুষকে অনন্ত ও অফুরন্ত নেয়ামত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়ার একমাত্র উপায় ও অছিলা। ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করার নাম মৃত্যু। যদিও বাহ্যত উহাকে ধ্বংসাত্মক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু একটি নূতন জন্ম, এতদ্ভিন্ন মৃত্যু বেহেশ্‌তের দরজাসমূহের একটি দরজা। এই দরজা দিয়া মোমেনগণ বেহেশ্‌তে গমন করেন। মৃত্যু না হইলে বেহেশ্‌ত (-এর সাক্ষাৎ) কোথায় হইত? বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলার আশেক ও আরেফগণ পার্থিব জীবনে মৃত্যুকে এইরূপ কামনা করেন, যেমন কোন পিপাসাতুর শীতল পানি কামনা করিয়া থাকে। কেননা, তাঁহারা জানেন যে, বন্ধুর সাথে মিলনলাভের ইহাই একমাত্র পথ।

ইমাম গায্‌যালী (রঃ) বলেন, আরেফ ও ওলীআল্লাহ্‌গণ সর্বদাই মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া থাকেন। কেননা, উহা তাঁহাদের বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুত স্থান। বন্ধু কখনও বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত স্থানকে ভুলিতে পারে না।

আতশে ইব্‌রাহীম রা দান্দাঁ নাযাদ — آتش ابراهیم را دندان نزد
চুঁ গুযীদাহ্ হক বুওয়াদ চুনাশ গাযাদ — چوں گزیدہ حق بود چونش گزد

আগুন হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে দাঁত বসায় নাই, (—দগ্ধ করে নাই,) কেননা, পয়গম্বর যখন আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র, তখন আগুন কেমন করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিবে?

আতশে শাহওয়াত নাসূযাদ আহ্‌লে দীঁ — آتش شہوت نسوزد اہل دیں
বা-গীয়াঁ রা বোরদাহ্ তা কা'রে যমীঁ — باغیاں را بردہ تا قعر زمیں

খাহেশে নফসানীর আগুন দ্বীনদার ব্যক্তিকে জ্বালাইয়া ভস্ম করে না, পক্ষান্তরে নাফরমান লোকদিগকে পাতালপুরীতে নিয়া পৌঁছায়।

অর্থাৎ, যাহেরী আগুন যেমন আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণকে দগ্ধ করে না, তদ্রূপ নফসানী খাহেশের আভ্যন্তরীণ আগুনও ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তিকে দগ্ধ করে না। অর্থাৎ, নফসের কু-প্রবৃত্তির প্রভাবে তাহারা প্রভাবিত হয় না। আর অন্যান্য লোকদিগকে নফসের কু-প্রবৃত্তি মৃত্তিকার অতল তলে অর্থাৎ, জাহান্নামে নিয়া পৌঁছায়। আল্লাহ্ তা'আলা নফসানী খাহেশরূপী বাতেনী আগুনকে দ্বীনদার লোকের উপর প্রভাবশালী করেন না। আর আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত বাতেনী আগুন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

মওজে দরইয়া চুঁ বা আমরে হক বাতাখ্‌ত্ — موج دریا چوں بامر حق بتاخت
আহ্‌লে মূসা রা যে কিব্‌তী ওয়া শেনাখ্‌ত্ — اہل موسیٰ را ز قبطی واشناخت

যখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, তখন উহা মূসার লোকদিগকে কিব্‌তীর (ফেরআউনের সম্প্রদায়ের) লোকজন হইতে ভালরূপে চিনিয়া লইয়াছিল।

পূর্বে মৌলিক পদার্থ আগুনের বর্ণনা ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত আগুন কাহাকেও জ্বালায় না। এখন মৌলিক পদার্থ পানির বর্ণনা করিতেছেন যে, পানিও আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ

ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডুবায় না। নীল দরিয়ার তরঙ্গ যখন আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের অনুসারীগণকে ফেরআউন সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইল; হযরত মূসার কওমকে রাস্তা প্রদান করিল, আর ফেরআউন সম্প্রদায়কে ডুবাইয়া মারিল।

খাকে কারূঁ রা চুঁ ফরমাঁ দর রসীদ — خاك قاروں را چوں فرماں دررسيد
বা যরও তখতাশ বা কা'রে খোদ কাশীদ — بازر و تختش به قعر خود كشيد

মাটির প্রতি নির্দেশ হওয়া মাত্র মাটি কারূনকে তাহার ধন-দৌলত ও তখ্‌ত-সিংহাসনসহ নিজের উদরস্থ করিয়া ফেলিল।

কারূন ছিল হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের চাচাত ভাই। সে অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাকে ধন-রত্নের যাকাত আদায় করিতে বলায় সে মূসা আলাইহিস্‌সালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। জনৈক স্ত্রীলোককে টাকা-পয়সার লোভ দেখাইয়া এই অপবাদ দেওয়া হইল যে, মূসা আলাইহিস্‌সালাম ঐ স্ত্রীলোকটির সহিত অপকর্ম করিয়াছেন (নাউযুবিল্লাহ্‌)। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম স্ত্রীলোকটিকে সত্য কথা বলিতে নির্দেশ দিলে সে ভীত হইয়া বলিল, কারূন ও তাহার লোকজনেরা টাকার লোভ দেখাইয়া এই অপবাদ দেওয়ার জন্য আমাকে প্ররোচিত করিয়াছে। ইহাতে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম রাগান্বিত হইয়া আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী মাটিকে আদেশ করিলেন, কারূনকে গিলিয়া ফেল। মৃত্তিকা কারূনকে তাহার সমস্ত ধন-দৌলত, প্রাসাদ অট্টালিকা ও সাঙ্গ-পাঙ্গসহ গিলিয়া ফেলিল।

আবো গেল চুঁ আয দমে ঈসা চরীদ — آب و گل چوں از دمے عيسے چريد
বালো পর বোকশাদ ও মোরগে শোদ পদীদ — بال و پر بكشاد و مرغے شد پديد

পানি ও মাটি (-এর তৈরী মূর্তি) যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর ফুঁকের খাদ্য গ্রহণ করিল, তখন উহা পালক ও ডানা খুলিল এবং একটি পাখী হইয়া গেল।

মাওলানা এখানে পানি ও মাটি একত্রিতভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশের অনুগত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম মাটি দ্বারা একটি বাদুড়ের আকৃতি তৈরী করিয়া উহাতে ফুঁক দিলে উহা আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশে পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। উপরে আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশে বাহ্য পানি ও মাটি দ্বারা বাহ্যিক পাখী হইয়া যাওয়ার বর্ণনা ছিল। নিম্নের বয়েতটিতে বাতেনী ও রূহানী পানি এবং মাটি দ্বারা বাতেনী ও রূহানী পাখী সৃষ্টি করার বর্ণনা করিতেছেন।

আয দাহানাত চুঁ বর আইয়াদ হামদে হক — از دهانت چوں بر آيد حمد حق
মোরগ জান্নাত সাযাদাশ রাব্বুল ফালাক — مرغ جنت سازدش رب الفلق

তোমার মুখ হইতে যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' বাহির হয়, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা উহাকে একটি বেহেশ্‌তের পাখী বানাইয়া দেন।

হাস্ত তাসবীহাত বাজায়ে আবো গেল — هست تسبيحت بجائے آب وگل
মোরগে জান্নাত শোদ যেনফ্‌খে ছেদকে দেল — مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل

তোমার তাসবীহ ("সোবহানাল্লাহ্" বলা) যেমন মাটি ও পানি দ্বারা তৈরী কাদা, তোমার খাঁটি অন্তঃকরণের ফুঁকের বদৌলতে বেহেশতের পাখী হইয়া যায়।

এখলাছ ও সিদ্কের (খাঁটি ও একনিষ্ঠতার) কারণে এবাদত-বন্দেগীতে সঞ্জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়, যেরূপ হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামের ফুঁকের কল্যাণে মাটির পুতুলে প্রাণের সঞ্চার হইত।

কোহে তূর আয নূরে মূসা শোদ বে রাক্ছ — کوه طور از نور موسیٰ شد برقص
ছুফীয়ে কামেল শোদ ও রাস্ত উ যে নাক্ছ — صوفی کامـل شد و رست او ز نقص

হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের আকাঙ্ক্ষায় যখন তূর পাহাড়ে নূরে এলাহীর তাজাল্লী বিকশিত হইয়াছিল, তখন তূর পাহাড় নৃত্য আরম্ভ করিল এবং কামেল ছুফী হইয়া গেল। উহার মধ্যে জড়তার যে ত্রুটি ছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইল।

অত্র বয়েতে নূরে এলাহীকে নূরে মূসা বলার তাৎপর্য এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর আকাঙ্ক্ষার কল্যাণেই ঐ নূরে এলাহীর তাজাল্লী বিকাশ হইয়াছিল। পাহাড় একটি জড় পদার্থ; কিন্তু ঐ নূরের অছিলায় তাহার মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হইল। জড়তার ত্রুটি হইতে মুক্ত হইয়া ছুফী-দরবেশের ন্যায় এশ্কে এলাহীতে মাতোয়ারা হইয়া আলোড়িত হইয়া গেল।

চে আজব গর কোহ্ ছুফী শোদ আযীয — چه عجـب گر کوه صوفی شد عزیـز
জেস্মে মূসা আয কলুখে বুদ নীয — جسـم موسیٰ از کلوخے بود نیـز

হে প্রিয়! পাহাড় যদি ছুফী হইয়া যায়, তাহাতে বিস্ময় ও তাজ্জবের কি আছে? হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের দেহখানিও তো এক মুষ্টি মাটি দ্বারা তৈরী (যিনি সমস্ত ছুফীকুলের শিরোমণি)।

বয়েতগুলির সারমর্ম এই যে, জগতের যাবতীয় বস্তু সজীব হউক বা নির্জীব হউক, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অনুগত।

## সমস্ত নছীহতকারীর প্রতি ইহুদী বাদশাহর অবজ্ঞা

ঈঁ আজায়েব দীদ আঁ শাহে জহুদ — ایں عجـائـب دیـد آں شاه جهـود
জুযকে তন্যো জুযকে এন্কারাশ নাবুদ — جزکـه طنـز و جزکـه انکـارش نبـود

ইহুদী বাদশাহ্ যখন এই বিস্ময়কর ঘটনাবলী দেখিতে পাইল, তখন সে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করিল না।

অর্থাৎ, শিশুর অগ্নিকুণ্ড হইতে কথা বলা, শিশুর মাতার আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুসলমানের আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়া এবং অগ্নিকুণ্ডে সকলের জীবিত থাকা ইত্যাদি সবকিছু বাদশাহ দেখিল। ইহাতে তাহার তওবা করা উচিত ছিল, কিন্তু তওবা না করিয়া আরো অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এমন কি, নছীহতকারীগণকে হাতে-পায়ে বেড়ি পরাইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

নাছেহাঁ গোফতান্দ আয হদ মাগযারাঁ — ناصحـاں گفـتنـد از حد مگـذراں
মারকাবে উস্তীযাহ রা চান্দাঁ মারাঁ — مرکـب اسـتـیـزه را چنـداں مراں

নছীহতকারীগণ তাহাকে বলিল, সীমালঙ্ঘন করিবেন না, (ধর্মের) বিরোধিতার সওয়ারীকে এত দৌড়াইবেন না।

সম্ভবত বাদশাহ তরবারির আঘাতে মোমেন হত্যা আরম্ভ করিয়াছিল, তখন নছীহতকারীগণ বাধা দিয়াছিল।

| | |
|---|---|
| বোগযার আয কোশ্তান মকুন ঈঁ ফে'লে বদ | بگـذار از کشـتن مکن ایں فعـل بد |
| বা'দাযী আতেশ মাযান দর জানে খোদ | بعـد ازیـں آتش مزن در جان خود |

হত্যাকার্য হইতে বিরত থাকুন, এই জঘন্য কাজ আর করিবেন না, ইহার পর আর নিজ হাতে নিজের প্রাণে আগুন লাগাইবেন না।

| | |
|---|---|
| নাছেহাঁরা দাস্ত বাস্তো বন্দ কর্দ | ناصـحـاں را دست بست وبنـد کرد |
| যুলমরা পায়ওয়ান্দ দর পায়ওয়ান্দ কর্দ | ظلم را پیـونـد در پیـونـد کرد |

বাদশাহ ইহা শুনিয়া নছীহতকারীদের হাতে হাতকড়া লাগাইল, কারাগারে বন্দী করিল এবং বিভিন্ন রকমের অত্যাচার চাপাইল।

| | |
|---|---|
| বাঙ্গ আমদ কার চুঁ ঈঁজা রসীদ | بانـگ آمـد کار چوں اینجـا رسیـد |
| পায়ে দার আয় সাগ কে কহরে মা রসীদ | پائے دار اےسگ که قهـر ما رسـیـد |

যখন ব্যাপার এই পর্যন্ত পৌঁছিল, তখন গায়েব হইতে (এই কঠোর) আওয়ায আসিল, দাঁড়া, ওহে কুকুর! আমার গযব তোর প্রতি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

## আগুনের লেলিহান শিখা উপরে উঠা ও ইহুদীগণকে পোড়াইয়া দেওয়া

| | |
|---|---|
| বাদাযাঁ আতেশ চেহেল গয বর ফরোখত্ | بعـد ازاں آتش چهـل گز برفـروخت |
| হালকা গাশ্ত ওআঁ ইহুদাঁরা বোসোখত্ | حلقـه گشت و آں یهوداں را بسوخت |

অতঃপর আগুনের লেলিহান শিখা চল্লিশ গজ উপরে উঠিল এবং গোলাকার হইয়া সমস্ত ইহুদীকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিল।

| | |
|---|---|
| আছলে ঈশাঁ বুদ যে আতেশ যেবতেদা | اصـل ایـشـاں بود ز آتش زابتـدا |
| সূয়ে আছলে খেশ রফতান্দ এনতেহা | سوئے اصـل خویش رفـتـنـد انتهـا |

এই ইহুদী লোকগুলি ছিল অগ্নিমূলে, সুতরাং পরিশেষে তাহারা নিজেদের মূল বা আসলের দিকেই চলিয়া গেল।

| | |
|---|---|
| হাম যে আতেশ যাদাহ বুদান্দ আঁ ফরীক | هم ز آتش زاده بودند آں فریـق |
| জুযব হা-রা সূয়ে কুল বাশাদ তরীক | جزوهـا را سوئے کل باشـد طریـق |

ইহুদীর ঐ দলটি আগুন হইতে পয়দা হইয়াছিল, আর বস্তুর অংশ ঐ গোটা বস্তুর দিকেই ধাবিত হয়।

| | |
|---|---|
| আতেশী বুদান্দ মোমেন সূয ও বাস | آتشی بودنـد مؤمـن سوز و بس |
| সোখত খোদ্‌রা আতেশে ঈশাঁ চু খাস | سوخت خود را آتش ایشاں چو خس |

তাহারা মোমেন দহনকারী আগুন ছিল, তাহাদের আগুন তাহাদিগকে খড়কুটার ন্যায় জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিল।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা অনাদিকালে সমস্ত মানুষকে তাহাদের পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর ঔরস হইতে বাহির করিয়া কতক লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ এই দল বেহেশ্‌তের জন্য, আর কতক লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ ইহারা দোযখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বান্দার আমল ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন হয় বলিয়া যেই আমল বা কাজ দোযখে পৌঁছাইবে, তেমন কাজের দিকেই কাফেরগণ আনন্দের সহিত দৌড়াইয়া যায়। সুতরাং এই হিসাবে তাহাদের ও দোযখের মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অতএব, দোযখই যেন তাহাদের মূল বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত হইল। এই হিসাবে বলা হইয়াছে যে, তাহারা অগ্নি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

আঁকে উ বুদাস্ত উম্মুহ্ হাবিয়াহ্ — آنکه او بودست امه هاویه
হাবিয়াহ আমদ মর উরা যাবিয়াহ — هاویه آمد مر او را زاویه

যাহার মাতা (অর্থাৎ, মাতৃগর্ভতুল্য আসল বাসস্থান) 'হাবিয়া' দোযখ হইবে, অবশ্যই 'হাবিয়া' দোযখ তাহার জন্য স্থায়ী নিবাস হইবে।

মাদারে ফরযন্দে জো ইয়ানে ওয়াইয়াস্ত — مادر فرزند جویان وی ست
আছলেহা মর ফরয়ে'হা রা দর পাইয়াস্ত — اصلها مر فرعها راد رپے ست

কেননা, সন্তানের জননী সর্বদাই তাহার সন্তানের অন্বেষণে থাকে, আর বৃক্ষের গোড়া সর্বদা শাখা-প্রশাখার প্রত্যাশী হয়।

কোরআন শরীফে আছে, هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ অর্থাৎ, দোযখ তাহার খোরাক কাফেরকে চাহিবে এবং বলিবে 'আরও আছে কি'? পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ হইতে দোযখ নিজেই দূরে থাকিতে চায়। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দোযখ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে, দোযখও তাহার সম্বন্ধে বলে, ইয়া আল্লাহ্! তাহাকে দোযখ হইতে দূরে রাখুন।

আবেহা দর হাওয গার যিন্দানীয়াস্ত — آب ها در حوض گر زندانی ست
বাদ নশ্‌ফাশ মী কুনাদ কার কানীয়াস্ত — باد نشفش میکند کار کانی ست

পানি যদিও হাওযের মধ্যে আবদ্ধ; কিন্তু বায়ু উহাকে চুষিয়া টানিয়া লয়। কেননা, (বায়ু ও পানি উভয়ই) মৌলিক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ, উভয়ের পদার্থ হওয়া পারস্পরিক সামঞ্জস্যের কারণ। এই সামঞ্জস্যের দরুনই উভয়ের একটি অপরটির দিকে আকৃষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া বায়ু পানিকে আকর্ষণ করিয়া লওয়ার কথা এখানে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই ব্যাপারটি সচরাচর ঘটিয়া থাকে। আর বায়ু পানি হওয়ার ঘটনা খুব কমই ঘটে।

মী রেহানাদ মী বুরাদ তা মা'দেনাশ — می رهاند می برد تا معدنش
আন্দক আন্দক তা না বীনী বুরদানাশ — اندك اندك تا نه بینی بردنش

বায়ু পানিকে অল্প অল্প করিয়া বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত লইয়া যায়, এমন কি তোমরা অনুভবও করিতে পার না।

অর্থাৎ, মনে হয় যেন বায়ুর মধ্যে আকর্ষণ শক্তি বেশী, কাজেই সে পানিকে হাওযের কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এইরূপে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া বায়ুমণ্ডলের দিকে লইয়া যায়, যেন কোন্ সময় কি পরিমাণে লইয়া গেল তাহা তোমরা অনুভবও করিতে না পার।

বীঁ নাফাস জানহায়ে মারা হামচুঁনা — ویں نفس جانہائے مارا همچناں
আন্দক আন্দক দোযদাদায হাবসে জাহাঁ — اندك اندك دزدد از حبس جهاں

এইরূপে এই নিঃশ্বাস আমাদের প্রাণকে ধীরে ধীরে দুনিয়ার কারাগার হইতে চুরি করিয়া লইয়া যায়।

অর্থাৎ, বায়ু ও পানির পরস্পর আকর্ষণের ন্যায় আমাদের নিঃশ্বাস আমাদের জীবনকে অল্প অল্প করিয়া দুনিয়ার মজলিস হইতে আখেরাতের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেননা, আমাদের রূহের আকর্ষণ আলমে গায়বের দিকে বেশী। কাজেই সর্বদা সে আলমে গায়বের নিকটবর্তী হইতে চায়। আল্লাহ্ তা'আলা নিঃশ্বাসকে উহার উপায় ও উপকরণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আয়ু কমিতে থাকে; সুতরাং আয়ু যে পরিমাণে কমে, মৃত্যু এবং পরকাল সে পরিমাণই নিকটবর্তী হইয়া থাকে।

তা ইলাইহে ইয়াছ'আদু আত্ইয়াবুল কালেম — تَاالَيْهِ يَصْعَدُ أَطْيَابُ الْكَلِمْ
ছায়েদাম মিন্না ইলা হায়ছু আলেম — صَاعِدًا مِّنَّا اِلَى حَيْثُ عَلِمْ

এমন কি, পবিত্র কলেমাসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উর্ধ্বে উঠিয়া যায়, আমাদের নিকট হইতে ঐ স্থান পর্যন্ত উর্ধ্বে উঠে যাহা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উর্ধ্বে উঠার অর্থ এই যে, যে স্থানে উঠা আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন। যেহেতু পবিত্র কলেমাসমূহের সম্পর্ক পবিত্র স্থানের সহিত রহিয়াছে; সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে পবিত্র কলেমাসমূহ সেই পবিত্র স্থানে যাইয়া পৌঁছে।

তারতাকী আন্ফাসুনা বিল মুন্তাকা — تَرْتَقِيْ اَنْفَاسُنَا بِالْمُنْتَقَى
মোতহাফাম মিন্না ইলা দারিল বাকা — مُتْحَفًا مِّنَّا اِلَى دَارِ الْبَقَا

আমাদের নিঃশ্বাসসমূহ (পবিত্র কলেমা) পবিত্র স্থানসমূহের দিকে যাইয়া পৌঁছে, যাহা আমাদের তরফ হইতে স্থায়ী বাসস্থানের দিকে তোহ্ফাস্বরূপ প্রেরিত হয়।

ছুম্মা ইয়া'তীনা মোকাফাতুল মাকাল — ثُمَّ يَاْتِيْنَا مُكَافَاتُ الْمَقَالْ
যে'ফা যাকা রাহ্মাতাম মিন যিলজালাল — ضِعْفَ ذَاكَ رَحْمَةً مِّنْ ذِى الْجَلَالْ

অতঃপর সেই কলেমাসমূহের প্রতিদান (—ছওয়াব) আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে বহুগুণে বর্ধিত হইয়া আমাদের নিকট আসে।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা কবুল করিয়া লন এবং উহার বিনিময়ে অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে বহুগুণে অধিক ছওয়াব দান করেন।

ছুম্মা ইউলজীনা ইলা আমছালেহা — ثُمَّ يُلْجِيْنَا اِلَى اَمْثَالِهَا
কায় ইয়ানালুল 'আবদু মিম্মা নালাহা — كَےْ يَنَالُ الْعَبْدُ مِمَّا نَالَهَا

অতঃপর আবার আমাদিগকে অনুরূপ আমল করিতে বাধ্য করেন, যেন পূর্বে যাহা হাসিল করিয়াছিলাম পুনরায় হাসিল করিতে পারি।

অর্থাৎ, বান্দা আরো বেশী করিয়া এবাদত-বন্দেগী করিতে থাকে। কেননা, এবাদত কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া এই যে, তাহাতে বান্দার আরও বেশী বেশী এবাদত করার তৌফীক হয়। যাহাতে বান্দা আরো এবাদতের ছওয়াব লাভ করিতে পারে।

হাকাযা তা'রুজু ওয়া তান্‌যেলু দায়েমা — هٰكَذَا تَعْرُجُ وَ تَنْزِلُ دَائِمًا
যা, ফালা যালাত আলাইহে কায়েমা — ذَا فَلَا زَالَتْ عَلَيْهِ قَائِمًا

এইরূপে বান্দার যেকের ও এবাদত ঊর্ধ্বগতি হয় এবং উহার প্রতিদান বান্দার দিকে নামিয়া আসিতে থাকে, এই (উঠা-নামার) অবস্থা সর্বদা চলিতে থাকে।

ফারসী গোইয়েম এয়ানে ঈঁ কাশেশ — فارسی گوئیم یعنی ایں کشش
যাঁতরফ আমদ কে আমদ ঈঁ চাশেশ — زانطرف آمد که آمد ایں چشش

এখন ফারসী ভাষায় সারমর্ম বলিতেছি—এবাদতের প্রতি মনের এই আকর্ষণ ঐ দিক হইতেই আসিয়াছে, যেই দিক হইতে পূর্বে এই রুচি আসিয়াছে।

অর্থাৎ, মানুষের স্বভাব ও তবীয়তের মধ্যে ভাল কিংবা মন্দ কাজের রুচি যেই দিক হইতে আসিয়াছে, সেই দিকেই তাহার আকর্ষণ হইবে। যেমন—এবাদত-বন্দেগীর রুচি আল্লাহ্ পাকের তরফ হইতে পয়দা হইয়াছে, কাজেই এবাদত এবং আবেদের আকর্ষণ ঐ দিকেই হইবে। আর যেমন গোনাহ্ ও নাফরমানীর রুচি কোন মানুষরূপী কিংবা জ্বিনরূপী শয়তানের সাহচর্যের কারণে হইয়াছে, তবে ঐ নাফরমানীর আকর্ষণ ঐদিকেই হইবে।

চশমে হার কওমে বাসূয়ে মান্দাহ আস্ত — چشم هرقومے بسوئے مانده است
কাঁ তরফ এক রোয যওকে রান্দাহ আস্ত — کاں طرف یك روز ذوقے رانده است

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ঐ দিকেই নিবদ্ধ থাকে, যেদিকে সে রুচিকে একদিন না একদিন আকৃষ্ট করিয়াছিল।

যওকে জিনস আয জিনস খোঁদ বাশাদ একীঁ — ذوق جنس از جنس خود باشد یقیں
যওকে জুয আয কুলে খোদ বাশাদ বেবীঁ — ذوق جزو از کل خود باشد ببیں

স্বীয় সমজাতি হইতে সমজাতের রুচি লাভ হইয়া থাকে। দেখ, কোন বস্তুর অংশ তাহার গোটা বস্তু হইতে রুচি অর্জন করিয়া থাকে।

ইয়া মগর আঁ কাবেলে জিনসী বুওয়াদ — یا مگر آں قابلِ جنسی بود
চুঁ বদো পায়ওয়াস্ত জিনসে উ শাওয়াদ — چوں بدو پیوست جنس او شود

কিংবা হয়ত উভয় বস্তুটি বর্তমানে সমজাত নহে, কিন্তু অদুর ভবিষ্যতে উভয়টি সমজাত হওয়ার যোগ্যতা রাখে; যখন তাহারা একত্রিত হইবে সমজাত হইয়া যাইবে।

হামচুঁ আবো নাঁ কে জিনসে মা নাবুদ — همچوں آب و ناں که جنس ما نبود
গাশ্‌ত জিনসে মা ও আন্দরমা ফযূদ — گشت جنس ما و اندر ما فزود

যেমন পানি ও রুটি, উহা আমাদের সমজাত ছিল না, উহাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার পর আমাদের সমজাত হইয়াছে এবং আমাদের দেহ বৃদ্ধি করিয়াছে।

নকশে জিনসীয়াত না দারাদ আবো নাঁ | نقش جنسیت ندارد آب و نان
যে'তেবারে আখের আঁরা জিনসে দাঁ | ز اعتبار آخر آنرا جنس دان

পানি এবং রুটি বর্তমানে আমাদের নকশা-নমুনার সমজাত নহে, কিন্তু পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাকে সমজাত মনে কর।

ওয়ার যে গায়রে জিন্‌স বাশাদ যওকে মা | ور ز غیر جنس باشد ذوق ما
আঁ মগর মানেন্দ বাশাদ জিন্‌সে রা | آں مگر مانند باشد جنس را

আর যদি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সহিত রুচি হয়, তবে বুঝিতে হইবে, সম্ভবত ঐ ভিন্ন জাতের বস্তুটির কোন না কোন দিক দিয়া আমাদের সহিত মিল রহিয়াছে।

আঁকে মানান্দাস্ত বাশাদ আরীয়াত | آنکه مانند ست باشد عاریت
আরীয়াত বাকী না মানাদ আকেবাত | عاریت باقی نماند عاقبت

বাস্তবে সমজাত না হইয়া যদি কোন দিক দিয়া মিল থাকার কারণে আকৃষ্ট হয়, তবে উহা হইবে অস্থায়ী, অথচ অস্থায়ী বস্তু পারিণামে কখনও স্থায়ী হয় না।

মোরগ রা গার যওক আইয়াদ আয ছফীর | مرغ را گر ذوق آید از صفیر
চুঁকে জিনসে খোদ নাইয়াবদ শোদ নফীর | چونکه جنس خود نیابد شد نفیر

পাখীরা যদিও শিকারীর বুলিতে আকৃষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসে, কিন্তু যখন আওয়াযের নিকট যাইয়া স্বজাতি পাখীকে দেখিতে পায় না, তখন তথা হইতে উড়িয়া পলায়ন করে।

তিশ্‌নারা গার যওক আইয়াদ আয সারাব | تشنه را گر ذوق آید از سراب
চুঁ রসদ দর ওয়ায় গুরীযাদ জোইয়াদ আব | چوں رسد دروے گریزد جوید آب

আর পিপাসাতুর যদিও বালুচরের চাকচিক্য দেখিয়া উহাকে পানি মনে করিয়া সেদিকে তাহার আকর্ষণ জন্মে; কিন্তু উহার নিকট পৌঁছিয়া যখন দেখিতে পায় যে, উহা পানি নহে, তখন সমস্ত আকর্ষণ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সে তথা হইতে অন্য দিকে ধাবিত হইয়া পানির অন্বেষণ করিতে থাকে।

মোফলেসাঁ গার খোশ শাওয়ান্দ আয যার কলব | مفلساں گر خوش شوند از زر قلب
লেকে আঁ রোসওয়া শাওয়াদ দর দারে যরব | لیک آں رسوا شود در دار ضرب

দরিদ্র লোকেরা যদিও মেকী স্বর্ণ পাইয়া আনন্দিত হয়, কিন্তু সেই মেকী স্বর্ণ পরীক্ষাস্থলে পৌঁছার পর ম্লান হইয়া যায়।

মূলকথা, মেকী সোনা যদিও দেখিতে খালেছ সোনার মত দেখায় এবং দরিদ্র লোকেরা প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কাম্যবস্তু হওয়ার কারণে তাহাদের তবীয়তের সহিত মিল ও সামঞ্জস্য বলিয়া মনে হয়। এই সাঞ্জস্যের কারণেই ক্ষণকালের জন্য উহা তাহাদের কাম্যবস্তু ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল, স্বর্ণ হওয়ার গুণ উহার মধ্যে প্রকৃত গুণ নহে, তখন উহা বস্তু থাকে না।

তা যরান্দ্‌ দিয়াত আয রাহ্‌ নাফগানাদ تا زراند ودیت از ره نفگند
তা খেয়ালে কেয তোরা চাহ্‌ নাফগানাদ تا خیال کز ترا چه نفگند

সাবধান! কোন ধোঁকাবাজ যেন তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে না পারে। সাবধান! কোন ধোঁকাপ্রসূত খেয়াল-কল্পনা যেন তোমাকে ধ্বংসের গর্তে ফেলিতে না পারে।

ধোঁকাবাজ কিরূপে মানুষকে ধ্বংসের গর্তে নিপতিত করে, মাওলানা রূমী (রঃ) উহার দৃষ্টান্ত সিংহ ও খরগোশের একটি গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করিতেছেনঃ

জীব-জন্তুপূর্ণ কোনো বনে এক সিংহ বাস করিত। তথায় সিংহ বলপূর্বক অন্যান্য পশু ভক্ষণ করিয়া জীবণধারণ করিত। সিংহের এবংবিধ নির্যাতনে বনের পশুগুলি অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। তাহারা এই নির্যাতন হইতে মুক্তির জন্য এক প্রতিনিধিদল সিংহের নিকট পাঠাইল। তাহারা সিংহের নিকট গিয়া বলিল, মহারাজ! আপনি আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া আমাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কেননা, প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। আমাদের অনুরোধ আপনি এলোপাতাড়ি আক্রমণ করিবেন না। আমরা প্রত্যহ একটি করিয়া পশু আপনার ভোজ্য হিসাবে পাঠাইব। ইহাতে আপনিও নিশ্চিন্তে আহার পাইবেন, আর আমরাও শান্তিতে বাস করিতে পারিব। সিংহ তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিল। পশুরা লটারির মাধ্যমে প্রত্যহ একটি করিয়া পশু সিংহের জন্য পাঠাইতে লাগিল। একদিন আসিল খরগোশের পালা। খরগোশ ভাবিল, এমন অনাচার আর কত সহ্য করা যাইবে। সে সিংহের নিকট যাইবার পথে এক ফন্দি আঁটিল। সে ধীরগতিতে হাঁটিয়া নির্দিষ্ট সময় অতীত করিয়া দিল। সিংহ ক্রোধ স্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। খরগোশ ভয়ের ভানে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—মহারাজ! আমি স্বেচ্ছায় বিলম্ব করি নাই। পথিমধ্যে অপর একটি সিংহ আমাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আমার সাথী আমা অপেক্ষা অধিক হৃষ্টপুষ্ট অপর খরগোশটিকে জামিন রাখিয়া আসিয়াছি। সিংহ ক্রোধ স্বরে বলিল, চল দেখি কোথায় সেই হতভাগা? এখনি তাহার দফারফা করিব। খরগোশ সিংহের আগে আগে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ভয়ে আমার পা অসাড় হইয়া আসিতেছে, আমাকে আপনার কোলে আশ্রয় দিন। তাহার অবস্থিতি স্থান আপনাকে দেখাইয়া দেই। খরগোশ সিংহের বাহু বেষ্টনে থাকিয়া কূপের নিকট গিয়া নীচের দিকে ইঙ্গিত করিল। সিংহ কূপের পানিতে নিজেরই প্রতিবিম্ব একটি খরগোশকে তাহার বগলে দেখিতে পাইল। সে নিজ প্রতিবিম্বকে অপর একটি সিংহ মনে করিয়া ক্রোধভরে কূপে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারাইল। বনের পশুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এই গল্প অবলম্বনে মসনবীর খণ্ড আরম্ভ হইবে। —কালিলা দেমনা

**■ প্রথম পর্ব ১ম খণ্ড সমাপ্ত ■**